আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

তবুও সূর্য ওঠে

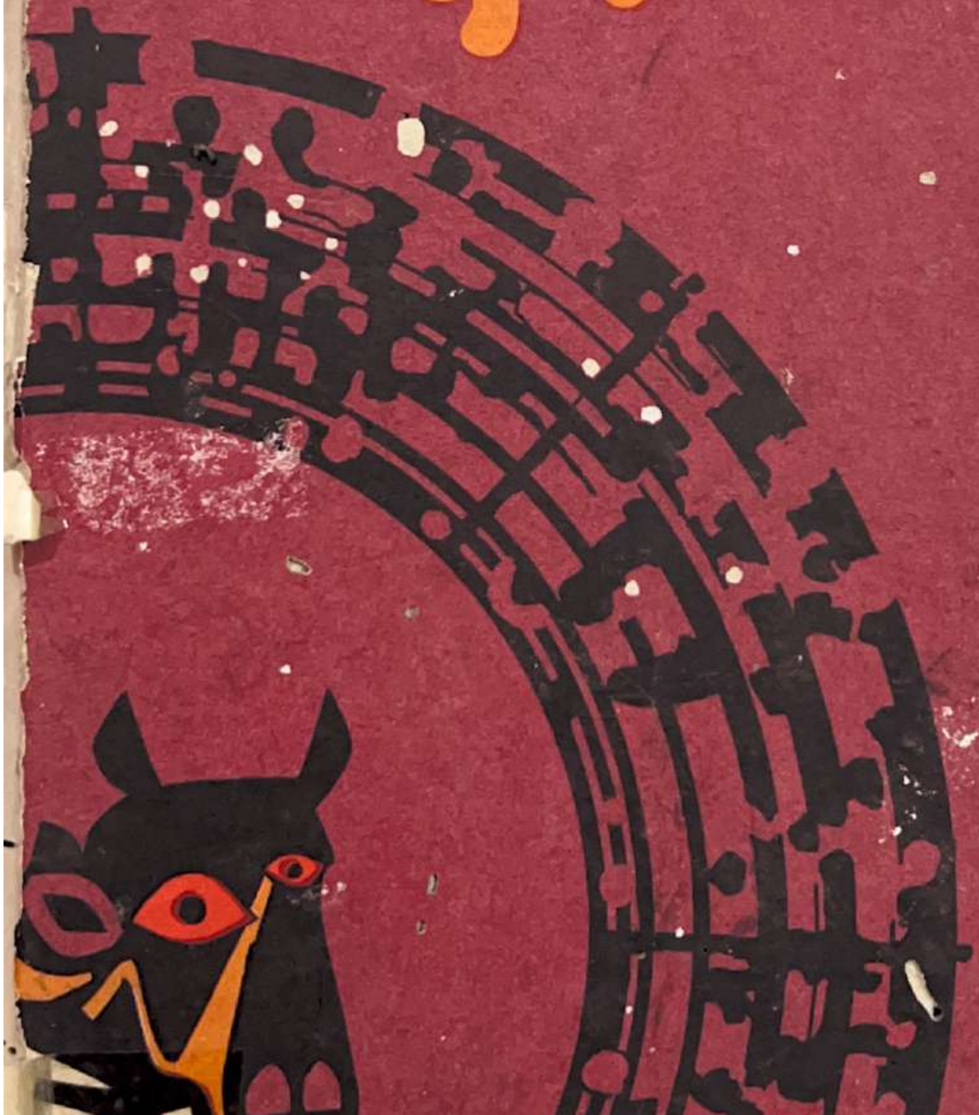

তবুও সূর্য ওঠে

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

অনুবাদ ঃ আবুল ফজল

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

TOBUO SURJO OTTHEY
Translated by ABUL FAZAL

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

প্রকাশক
মাওলা ব্রাদার্স-এর পক্ষে
আহমেদ মাহফুজুল হক
৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

মুদ্রক
এম. এ. সামাদ
৬, শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ অংকন
কাইয়ুম চৌধুরী
দাম ঃ বার টাকা মাত্র

Bengali translation of the book THE SUN ALSO RISES by Ernest Hemingway. Copyright, 1926 by Charles Scribner's Sons; renewal copyright, 1954 by Ernest Hemingway.

"তোমরা সবাই একটি কালের অবক্ষয়।"

—গার্টরুড স্টাইনের 'ইনকনভারসেশন' থেকে

"একটি কাল গত হয়, আগমন ঘটে আরেকটি কালের ; কিন্তু পৃথিবী অটল রয় নিরবধি···সূর্যও উদিত হয় এবং সূর্য যায় অস্তাচলে, দ্রুত ধায় সেথা—ওঠে যেথা থেকে···দক্ষিণে ধায় বায়ু, ফেরে উত্তর পানে. চক্রাবর্ত্তে ঘোরে অবিরত, আপন বলয়ে বায়ু ফেরে বার বার···সকল নদী ধায় সাগরের বুকে, তবু নয় পূর্ণ সাগর ; নদী আসে যেথা থেকে—যায় ফিরে সেখানেই পুনঃ।

—ইক্‌লিজিয়াজটিস

এ বইখানি হ্যাডলী
এবং জন হ্যাডলী নিকানোর কে—

তবুও সূর্য ওঠে

প্রথম খণ্ড

অধ্যায় ঃ এক

রবার্ট কোন এক সময় প্রিন্সটনের মিড্লওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ান ছিল। মনে করবেন না, মুষ্টিযুদ্ধে ওইটুকু কৃতিত্বকে আমি তেমন গুরুত্ব দিয়ে থাকি ; কিন্তু কোনের কাছে ওর মূল্য অনেক। বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে ওর যে খুব আগ্রহ ছিল তা নয়, বরং বলা যায় একটা অনীহাই ছিল ; তবুও খুব কষ্ট করে নিষ্ঠার সাথে ও বক্সিং শিখেছিল এই কারণে যে ইহুদী হিসেবে প্রিন্সটনে যে ব্যবহার ও পেতো, তার ফলে একটা সংকোচ আর হীনমন্যতাবোধ তার মনে না জেগে পারেনি ; একমাত্র সেই বোধের মোকাবিলা করার জন্যই ও একান্তমনে বক্সিং-এ তালিম নিয়েছিল। ভিতরে ভিতরে ও এই ভেবে খুব খুশী ছিল যে এখন যে-ই তার প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করুক, তাকে এক ঘুষিতেই সে ধরাশায়ী করে দিতে পারে ; কিন্তু স্বভাবে বড্ড লাজুক আর অত্যন্ত সৎপ্রকৃতি বলে একমাত্র জিমনেসিয়াম বা ব্যায়ামাগারে ছাড়া সে কারো সঙ্গে কখনো লড়েনি। সে ছিল স্পাইডার কেলীর সেরা ছাত্র। স্পাইডার কেলী তাঁর সব তরুণ ছাত্রকে — সে একশ' পাঁচ কি দুশ' পাঁচ পাউণ্ড, যে ওজনেরই হোক— এমনভাবে বক্সিং শেখাতেন যেন প্রয়োজন হলে তারা ফেদারওয়েট লড়ুয়েদের মতোই লড়তে পারে। এ কিন্তু কোনের পক্ষে বেশ উপযোগীই হয়েছিল। সত্যিই ও ছিল খুব ক্ষীপ্রগতি লড়ুয়ে। ও এতো ভালো ছিল যে স্পাইডার অচিরেই ওকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বলে মনে করে বসলেন—ফলে ওর নাকটাই হয়ে গেল চ্যাপ্টা চিরতরে।

এর পর বক্সিং-এর প্রতি ওর বিতৃষ্ণা বেড়ে গেল বটে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত রকমের একটা তৃপ্তিও যেন সে বোধ করতে লাগলো। তবে এটা ঠিক যে এতে ওর নাকের মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেলো। প্রিন্সটনে শেষ ক'বছর ও খুব পড়াশুনা করে কাটিয়েছে আর শুরু করেছে চশমা পরতে। এ যাবৎ তার এমন কোন সহপাঠির সঙ্গে আমাব কোন দিন দেখা হয়নি, যে তাকে এখনো স্মরণ করে। এমন কি, সে যে মিডল্‌ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান ছিল সে কথাও যেন তারা ভুলে গেছে।

যত সব সরল আর স্পষ্টবক্তাদের আমি কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে থাকি, বিশেষত তারা সবাই যখন একই গল্প সমস্বরে আওড়াতে থাকে। আমার মনে সব সময় একটা সন্দেহ ছিল, হয়তো রবার্ট কোন আদৌ কোন মিড্‌ল্‌ওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ান নয়। সম্ভবত কোন সময় কোন ঘোড়াই তার মুখটা মাড়িয়ে দিয়েছিল, হয়তোবা তার মা কখনো খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বা কিছু একটা দেখেছিল অথবা শৈশবে ও হয়তো একবার মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গিয়েছিল শক্ত কোন কিছুর উপর। অবশ্য শেষকালে আমি স্বয়ং স্পাইডার কেলীর কাছ থেকেই লোক পাঠিয়ে ব্যাপারটার সত্যাসত্য যাচাই করে নিয়েছি। স্পাইডার কেলী শুধু যে কোনকে মনে রেখেছেন তা নয়, অধিকন্তু, মাঝে মাঝে তিনি ওর এখন কি হয়েছে এভেবেও অবাক হয়ে থাকেন।

রবার্ট কোন মায়ের দিক থেকে নিউইয়র্কের এক প্রাচীনতম আর বাপের দিক থেকে এক ধনাঢ্যতম ইহুদী পরিবারের সন্তান। প্রিন্সটনে আসার আগে যে সামরিক বিদ্যালয়ে সে তার প্রস্তুতিপর্ব কাটিয়েছে আর যেখানকার ফুটবল্ টীমেও তার যথেষ্ট সুনাম ছিল— সেখানে কেউ-ই তাকে বর্ণ-সচেতন করে তোলেনি। সে যে ইহুদী কিংবা অন্যের চেয়ে আলাদা, এ বোধ করার সুযোগও দেয়নি কেউ তাকে প্রিন্সটনে আসার আগে। সে চমৎকার আর খুব বন্ধুবৎসল

ছিল। আর ছিল খুবই লাজুক—যার জন্য মনে মনে সে খুব বিরক্তও ছিল নিজের উপর। বক্সিং-এ ঢোকার পরই সর্বপ্রথম সে তা উপলব্ধি করতে পারলো ; ফলে প্রিন্সটন থেকে সে বেরিয়ে এলো প্রবল আত্মসচেতনতা আর একটা ভোঁতা নাক নিয়ে। অধিকন্তু, প্রথম সাক্ষাতেই সে বিয়ে করে বসলো একটি মেয়েকে। তার প্রতি মেয়েটির ব্যবহারও ছিল চমৎকার। পাঁচ বৎসরের বিবাহিত জীবনে সে তিনটি সন্তান লাভ করেছে আর পিতার কাছ থেকে পাওয়া পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্রায় সবটাই হারিয়ে বসেছে এর মধ্যে। পিতার সম্পত্তির বাকি অংশটা পড়েছে তার মায়ের ভাগে। ফলে ধনী বৌ নিয়ে আর্থিক অনটন আর পারিবারিক অশান্তিতে ওর মনমেজাজ হয়ে ওঠে রুক্ষ। মনের এ অবস্থায় ও যখন বৌকে ছেড়ে যাওয়ার সংকল্প নেয়, তখন হঠাৎ বৌ-ই তাকে গেলো ছেড়ে এক ক্ষুদে চিত্র-শিল্পীর সঙ্গে। বেশ কয়েক মাস ধরেই ও বৌকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছিল, পারেনি শুধু এ ভেবে যে তা হবে বৌয়ের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার। এখন বৌ নিজেই ওকে ছেড়ে যাওয়ায় তা হলো ওর পক্ষে এক স্বস্তিকর চমক।

অনায়াসেই তালাকের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। তারপর রবার্ট কোন চলে গেলো সমুদ্র-সৈকতে বেড়াতে। কালিফোর্নিয়ায় সে গিয়ে পড়লো এক সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মাঝখানে—পঞ্চাশ হাজার ডলারের এখনো সামান্য কিছু ওঁর হাতে অবশিষ্ট ছিল। ফলে তা দিয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করলো এক শিল্প-সাময়িকীর। কালিফোর্নিয়ার কারমেল থেকেই ওটার প্রকাশনা শুরু হয়েছিল আর ওটার সমাপ্তি ঘটলো ম্যাসাচুসেটসের প্রভিন্সটাউনে। কোনকে তখন সবাই 'ফেরেশতা' মনে করতো আর উক্ত সাময়িকীর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ওর নাম ছাপা হতো উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হিসেবে। পরে ও নিজেই হয়ে দাঁড়ালো ওটার একক সম্পাদক। টাকাটা ওরই আর সম্পাদনা করার কতৃত্বটা ওর বেশ ভালোই লাগছিল। পরে যখন দেখতে

পেলো এ এক অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার আর বাধ্য হলো তা ছাড়তে, তখন ও খুবই দুঃখিত হলো।

এ সময় যদিও ওর আরো বহুতর দুশ্চিন্তা ছিল, তবুও তখনই এক মহিলা এসে ওকে প্রায় হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলে—নিলে এ আশায় যে সাময়িকীটাকে অবলম্বন করে সেও কেঁপে ওঠার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে। মহিলাটি এত দৃঢ় চরিত্রের ছিল যে কোন তার থপ্পরে না পড়ার কোনরকম সুযোগই পেলে না। অধিকন্তু, তার মনে এ বিশ্বাসটাও ছিল যে সে মহিলাটিকে ভালোবাসে। যখন দেখতে পেলো সাময়িকীটির সমৃদ্ধির কোন আশাই নেই, তখন মহিলাটি কোনের উপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু এ থেকে যেটুকু রস নিঙড়ানো সম্ভব তা না নিঙড়িয়ে সে ওকে ছাড়লো না। তাই সে কোনকে প্ররোচিত করলো য়ুরোপ পাড়ি দেওয়ার জন্যে—বললো„সেখানে বসে কোন স্বচ্ছন্দে লিখতে পারবে। অতএব একদিন উভয়ে য়ুরোপ চলে এলো। মহিলাটির শিক্ষাজীবনও কেটেছে য়ুরোপে। তিন বছর তারা কাটালো একসঙ্গে—প্রথম বছর কাটলো ভ্রমণে, শেষ দুবছর প্যারিসে। কোনের দুটি মাত্র বন্ধু ছিল, এক ব্রেডক্স্ আর আমি। ব্রেডক্স্ ছিল সাহিত্যিক বন্ধু আর আমি ছিলাম টেনিস-জুটি।

যে মহিলাটি তাকে পেয়ে বসেছিল, তার নাম ফ্রান্সেস্। দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে ফ্রান্সেস বুঝতে পারলো তার চেহারার জৌলুস দিন দিন ম্লান হয়ে পড়ছে। ফলে আগে যে ছিল অবহেলার ধন আর স্রেফ খাটানোর যন্ত্র, তার প্রতি এখন তার ব্যবহারে দেখা দিলো আমূল পরিবর্তন। এখন তার জোর দাবী তাকে বিয়ে করতে হবে কোনকে। এ সময় কোনের মা তাকে মাসে তিন শ' ডলার করে একটা ভাতা দেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমার মনে হয়, গত আড়াই বছরে কোন দ্বিতীয় কোন মেয়ের প্রতি ফিরেও তাকায়নি। মোটামুটি তাকে সুখীই বলা যায়, তবে য়ুরোপ-প্রবাসী অনেকের

মতো সেও ভাবতো, আমেরিকায় থাকলেই ভালো হত। এখন সে লেখার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে অনেকখানি। একটা উপন্যাসও শেষ করে ফেলেছে, সমালোচকরা পরে যাই বলুক, সত্যিই ওটাকে তেমন মন্দ উপন্যাস বলা যায় না, যদিও খুব সফল উপন্যাসের দাবীও ওটা পারে না করতে।

এক রাত্রে আমরা তিনজন এক সঙ্গে খাওয়ার পর পরই ক্বোনের প্রতি মহিলাটির ব্যবহার আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম। 'লা এভেন্যুতে' খেয়ে, পরে কফি খাওয়ার জন্য আমরা গেলাম 'ক্যাফে দ্য ভার্সাই'। সেখানে কফি আর নানা পানীয়ের পর আমি বললাম, "এবার আমি উঠি।" সপ্তাহ শেষে আমরা দুজন কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা ক্বোন বার বার করে তুলছিল। তার ইচ্ছা শহর থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বেশ করে হেঁটে বেড়ানো। আমি প্রস্তাব করলাম, প্লেনে স্ট্রেসবার্গ গিয়ে সেখান থেকে সেণ্ট-অডিল বা অন্য কোথাও কিংবা আলসেস পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার কথা। বললাম, "স্ট্রেসবার্গে আমি একটা মেয়েকে জানি, সে আমাদের সারা শহরটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে।"

টেবিলের নীচে দিয়ে এ সময় কে একজন আমাকে পা দিয়ে একটা গুঁতো মেরে বসলে। মনে করলাম হঠাৎ কারো পা লেগে গেছে বুঝি, তাই কথার জের টেনে বললাম, "মেয়েটি প্রায় দুবছর ধরে ওখানে রয়েছে, যা কিছু দেখার সবই ওর জানা। বেশ চমৎকার আর চটপটে মেয়ে!" টেবিলের নীচে আবারও একটা গুঁতো পড়লো। চোখ তুলে চাইতেই দেখলাম রবার্টের মেয়ে মানুষ ফ্রান্সেস্‌-এর চেহারা আর চিবুক শক্ত আর উদ্যত হয়ে উঠেছে।

বললাম, "দূর ছাই, স্ট্রেসবার্গে কেন? আমরা ত [illegible] কিংবা আর্ডেন পর্যন্ত যেতেও পারি।"

ক্বোন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। আমারও আর খেতে হলো না গুঁতো। শুভরাত্রি জানিয়ে আমি এবার কেটে পড়লাম। ক্বোনের হঠাৎ কি একটা কাগজ কেনার দরকার পড়লো—তাই আমার

সঙ্গে রাস্তার মোড় পর্যন্ত যাবে বলে বেরিয়ে এল ও। বললো, "আল্লার দোহাই, কেন তুমি খামোখা স্ট্রেসবার্গের সে মেয়েটার কথা বলতে গেলে? ফ্রান্সেসকে তুমি চোখের সামনে বসা দেখনি?"

বললাম, "কেন আমি দেখতে যাবো? আমার জানা আমেরিকার কোন মেয়ে যদি স্ট্রেসবার্গে বাস করে তাতে ফ্রান্সেসের মাথাব্যথা কেন?"

"আরে, তাতে কোন ইতরবিশেষ ঘটে না। যে কোন মেয়ে হলেই হলো, ব্যস্, মোট কথা, আমি যেতে পারবো না ওখানে।"

"আহম্মকের মতো কথা বলো না!"

"তুমি ভাই ফ্রান্সেসকে চেনো না। যে কোন মেয়েই হোক। সে কেমন করে তাকিয়েছিল, তুমি দেখনি?"

বললাম, "আচ্ছা। তাহলে চলো আমরা সেনলিস যাই।"

"বিরক্ত হয়ো না।"

"না। আমি মোটেও বিরক্ত হইনি। সেনলিস বেশ ভাল জায়গা। আমরা 'গ্র্যাণ্ডসাফ'-এ থাকতে পারবো আর বনে বনে খানিকটা ঘোরাফেরা করে ফিরতে পারবো বাড়ী।"

"ঠিক আছে। এই ভালো হবে।"

আমি বললাম, "আগামীকাল টেনিস-কোর্টে আবার দেখা হবে।"

"শুভরাত্রি, জ্যেক্!" এ বলে ও ক্যাফের দিকে পা বাড়ালো।

আমি বলে উঠলাম, "তুমি কাগজ কিনলে না?"

"তাই ত!" ও এবার আমার সঙ্গে মোড় পর্যন্ত এলো।

কাগজটা হাতে নিয়ে ও ফিরতে ফিরতে বললো, "জ্যেক্, আমার উপর তুমি রাগ করোনি ত?"

"না। কেন রাগ করবো?"

ও বললে, "টেনিসে দেখা হবে।" আমি দেখতে থাকলাম কাগজটা হাতে করে ও ক্যাফেতে ফিরে যাচ্ছে। ওকে আমার বেশ লাগে। মনে হয় মেয়েটা ওর জীবনে একটা সুনিশ্চিত স্থিরতা এনে দিয়েছে।

অধ্যায় ঃ দুই

সে শীতেই রবার্ট কোন তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমেরিকা পাড়ি দিলে। ওখানে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত এমন এক প্রকাশক বইটার প্রকাশনার দায়িত্বও নিয়েছে। শুনলাম, ওখানে ওর যাওয়ার পর খুব একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। নিউইয়র্কের কয়েকটি মেয়ে নাকি তাকে নিয়ে বেশ মেতে উঠেছিল। মনে হয়, ফ্রান্সেস্ ওখানেই হারালো তাকে। ও যখন ফিরে এলো, ফিরে এলো সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে। হারিয়ে এসেছে ও তার আগের সারল্য আর ভালোমানুষি। আর আমেরিকা সম্বন্ধে হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে অনেক বেশী উচ্ছ্বসিত। প্রকাশকরা তার উপন্যাসের এত বেশী তারিফ করেছে যে তাতে ওর মাথাই যেন গেল বিগড়ে। অনেকগুলি মেয়েও তার প্রতি হয়ে উঠলো বেজায় উৎসুক। এভাবে তার দিগন্ত গেল সীমা ছাড়িয়ে—যে দিগন্ত চার বছর ধরে তার স্ত্রীতেই ছিল সীমিত। তিন বছর, বলা যাক্ প্রায়-তিন বছর, ফ্রান্সেস্ ছাড়া সে অন্য কোন মেয়ে মানুষের মুখই দেখেনি। আমার বিশ্বাস, জীবনে ও কাকেও ভালোবাসেনি।

ও বিয়ে করেছিল কলেজের নিরানন্দ জীবন থেকে বাঁচার জন্যই যেন। আর ওর প্রথমা স্ত্রীর জীবনে ও যে সর্বেসর্বা নয়—এ কথা যখন ও জানালো, তখনই ফ্রান্সেস্ ওকে নিলে লুফে। অনেকটা ওকে ওই অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যই যেন। তখনো ও প্রেমে পড়েনি, তবে বুঝতে পারলো মেয়েদের আকর্ষণ করার মতো গুণ

তার রয়েছে। আর মেয়েরা যে ওর প্রতি উৎসুক আর ওর সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধতেও চায়, তা তেমন কোন দৈব ব্যাপার নয়। এর ফলে তার ব্যবহারে এমন একটি পরিবর্তন দেখা দিলো যে তখন তার সান্নিধ্য মোটেও আর প্রীতিকর থাকলো না। তার উপর নিউইয়র্কের পরিচিতদের সঙ্গে নিজের সাধ্যের বাইরে বাজি রেখে ও ব্রিজ খেলতে শুরু করে দিল। এভাবে তাস খেলে কয়েক শ' ডলার ও জিতেও ফেললো। ফলে এখন থেকে ব্রিজে তার দক্ষতা নিয়ে সে খুবই অহঙ্কৃত হয়ে উঠলো। সময় সময় বলে বসতো ও: প্রয়োজন হলে যে কেউ ব্রিজ খেলেও জীবিকার সংস্থান করতে পারে।

আরো একটা ব্যাপার ঘটলো। ও তখন ডবলিউ. এইচ. হাডসনের লেখা পড়ছিল। মনে হতে পারে ও এমনি সময় কাটাবার জন্যই তা পড়ছিল; কিন্তু হাডসনের 'দি পার্পল ল্যাণ্ড' বইটা শুধু একবার নয়, ও বার কয়েকই পড়ে ফেললো। কিছুটা বেশী বয়সের মানুষের জন্য ওই বইটা খুবই ক্ষতিকর। এক অতি রোমান্টিক দেশের, চমৎকার প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাল্পনিক অভিসারের যত সব রোমাঞ্চকর ব্যাপার ওই বইতে চিত্রিত হয়েছে। চৌত্রিশ বছর বয়সে ওই বইকে ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশিকা হিসেবে নেওয়া অতখানিই নিরাপদ, যতখানি নিরাপদ, সোজা ফরাসী কন্‌ভেন্ট থেকে অ্যালজারের অধিকতর বাস্তবধর্মী রচনার জ্ঞান নিয়ে ওয়াল স্ট্রিটে ঢোকা। আমার বিশ্বাস, ক্বোন 'দি পার্পল ল্যাণ্ড'-এর প্রতিটি শব্দ এমনভাবে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছে, যেন ওটা একটা আর. জি. ডান রিপোর্ট। মনে কিছু খটকা যে ওর ছিল না তা নয়, তবুও ওটা যে সর্বতোভাবে বিশ্বাস্য—এ ও ধরে নিয়েছিল। সামনে এগুবার জন্য এটুকুই যেন ওর দরকারি ছিল। একদিন ও নিজে আমার আফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করার আগ্ পর্যন্ত আমি জানতামই না ও কদ্দুর এগিয়েছে।

আমিই বললাম, "কি হে রবার্ট, আমাকে একটু চাঙ্গা করে তোলার জন্যেই এলে নাকি ?"

সে সোজা জিজ্ঞেস করে বসলো, "জ্যেক, দক্ষিণ আমেরিকায় যাবে ?"

"না।"

"না কেন ?"

"জানি না। আমার কখনো ইচ্ছাই হয়নি ওখানে যেতে। মেলা খরচ। প্যারিসে বসেই ত যত সব দক্ষিণ আমেরিকার লোক দেখা যায়।"

"এরা খাঁটি দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ নয়।"

"আমার ত ওদেরকে বেশ খাঁটি বলেই মনে হয়।"

এ সপ্তাহের ডাকেই আমাকে অনেকগুলি গল্প কাগজে পাঠাতে হবে, যার মাত্র অর্ধেকই লেখা হয়েছে এ যাবৎ।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু কলঙ্কের কথাটথা জানা আছে ?"

ও বললে, "না।"

"তোমার জানা উচ্চ শ্রেণীর কেউ তালাকটালাক নিচ্ছে না ?"

"না। জ্যেক, আমার কথা শোন। আমাদের উভয়ের খরচের দায়িত্ব যদি আমি নেই, তুমি যাবে আমার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা ?"

"আমাকে কেন আবার ?"

"তুমি স্পেনিশ বলতে পারো। বিশেষত আমরা দুজন গেলে মজাটাও জমবে ভালো।"

বললাম, "না। এ শহরটা আমার খুবই প্রিয়, আমি স্পেনে যাই স্রেফ গরমের সময়।"

ক্কোন বললে, "আমি সারা জীবন ধরেই চাচ্ছি এই রকম একটা সফরে যেতে।"

এবার বসে পড়ে কিছুটা হতাশার সুরে ও বললে, "সুযোগ আসতে আসতে আমি বুড়িয়েই যাবো দেখছি।"

বললাম, "বোকার মত কথা বলো কেন? যেখানে ইচ্ছে তুমি যেতে পারো—তোমার ত টাকার অভাব নেই।"

"জানি। কিন্তু যাত্রা করাই যে আমার হয় না।"

বললাম, "মনটাকে চাঙ্গা করে তোল। দেখবে সব দেশ চলচ্চিত্রের মতোই দেখায়।"

কিন্তু মনে মনে আমি ওর জন্য দুঃখবোধ না করে পারলাম না। ওর স্বভাবটাই ও রকম।

ও বললে, "জীবনটা আমার এত দ্রুত কেটে যাচ্ছে যে সে চিন্তাটাই আমার কাছে অসহ্য। আমার কাছে এ যেন সত্যিকার অর্থে বাঁচাই নয়।"

"একমাত্র বুল-ফাইটার ছাড়া জীবনটাকে কেউই সব সময় উচ্চগ্রামে রাখতে পারে না।"

"বুল-ফাইটারদের প্রতি আমার কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই। ওটা ত একটা অস্বাভাবিক জীবন। আমি দক্ষিণ আমেরিকার গ্রামে যেতে চাই। আমাদের জন্য সে হবে এক চমৎকার সফর!"

"ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকায় গিয়ে শিকারের কথা কখনো ভেবে দেখেছ কি?"

ও বললে, "না, ওসব আমার ভালো লাগে না।"

"তোমার সঙ্গে ওখানে যেতে আমি রাজি আছি।"

"না, ওতে আমার কোন আকর্ষণ নেই।"

"কারণ, সে সম্বন্ধে তুমি কোন বই-পুস্তক পড়নি। বাসায় গিয়ে এমন একটা বই পড়গে যেখানে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুন্দরী রাজকুমারীদের বিচিত্র প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে।"

"আমি দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে চাই।" জিদ করেই যেন ও বললে এবার।

আমি জানি, ওর স্বভাবে ইহুদী-সুলভ অনম্য একটা একগুঁয়েমি রয়েছে।

বললাম, "চলো, নীচে গিয়ে কিছু একটা পান করা যাক্।"

ও জানতে চাইলে, "হাতে এখন কোন কাজ নেই ত তোমার ?"

বললাম, "না।"

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আমরা নীচের তলার ক্যাফেতে ঢুকলাম। আমার জানা ছিল বন্ধুদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার এই হচ্ছে উৎকৃষ্ট উপায়। পান শেষে স্রেফ এইটুকু বললেই চলে, 'আমাকে এখনি ফিরতে হচ্ছে, কয়েকটা কেবল্ এক্ষুণি না পাঠালেই নয়।' ব্যস্ তাতেই উদ্দেশ্য হাসিল। সংবাদপত্রের কাজকর্মে জড়িত কারো পক্ষে সৌজন্যের সাথে সরে পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ওখানকার নীতিমালার বিশেষ এক অঙ্গ হচ্ছে, কোন রকম ব্যস্ততা না দেখানো। যাই হোক, আমরা নীচে বার-এ গিয়ে সোডা আর হুইস্কি খেলাম খানিকটা। চারদিকে দেওয়ালের উপর বাক্সে রাখা বোতলগুলি কোন চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

শেষে বললে, "এ জায়গাটা বেশ ভালো।"

ওর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বললাম, "অনেক রকমের মদ রয়েছে এখানে।"

বার-এর উপর সামনের দিকে ঝুঁকে ও বললে, "জ্যেক্, শোন। আচ্ছা, তোমার কি একবারও মনে হয় না জীবনটা আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে; অথচ কোন সুযোগই নেওয়া হলো না জীবনে। এর মধ্যে তোমার যেটুকু জীবন তার অর্ধেকটা ত এভাবেই কেটে গেলো, এ কি তুমি বুঝতে পারো না ?"

"হ্যাঁ, এক সময় না এক সময় পারি বই কি ?"

"বছর পঁয়ত্রিশেকের মধ্যে আমরা যে মৃত্যুর কবলে চলে যাবো তা কি জানো তুমি ?"

বললাম, "কি সব বাজে কথা বলছ, রবার্ট। যত সব বাজে চিন্তা।"

"ঠাট্টা নয়, সত্যিই আমি আন্তরিক।" রবার্ট বললে।

বললাম, "ওই একটি মাত্র ব্যাপারে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।"

"থাকা উচিত তোমার।"

"এক সময় না এক সময় যথেষ্ট দুশ্চিন্তা আমি করেছি এ নিয়ে। এখন আমি দুশ্চিন্তার অতীত।"

"দেখো, আমি দক্ষিণ আমেরিকা যেতেই চাই।"

"রবার্ট শোন, ভিন্ন একটা দেশে যাওয়ায় তেমন কোন ইতর-বিশেষ ঘটে না। ও আমার যথেষ্ট যাওয়া আছে। এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে গেলেও কেও নিজের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। ওতে এমন কোন যাদু নেই।"

"কিন্তু তুমি তো কখনো দক্ষিণ আমেরিকা যাওনি।"

"জাহান্নামে যাক্ দক্ষিণ আমেরিকা! ওখানে গেলেও এখন যেমন বোধ করছো তখনো তেমনই বোধ করতে থাকবে। শহর হিসাবে এইটেই চমৎকার। এই প্যারিসেই তুমি বাঁচার মতো জীবনযাপন করতে শুরু করো না কেন?"

"প্যারিস আমার কাছে অসহ্য, আমার বাসাটাও।"

"বাসাটা ছেড়ে দাও। চারদিকে একা একা ঘুরে বেড়াও, দেখো জীবনে কি ঘটে।"

"কিছুই ঘটে না আমার। একবার একা একা সারা রাত্রিই ঘুরে বেড়িয়েছিলাম আমি, কিছুই ঘটেনি। স্রেফ এক সাইকেল্যারোহী পুলিশের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার কাছে পরিচয়পত্র চেয়ে বসেছিল!"

তবু বললাম, "রাত্রে শহরটা চমৎকার দেখায় না?"

"প্যারিস্ নিয়ে আমার কোন কৌতূহলই নেই।"

এই তো অবস্থা! ওর জন্য আমার খুব দুঃখ হয় বটে, কিন্তু এমন ব্যাপারে কিছুই করার নেই। করতে গেলেই দুই প্রবল বাধা এসে সামনে দাঁড়ায়; এক, দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ে ওর গোঁড়ামি

দুই, প্যারিস্ ওর পছন্দ নয়। প্রথম ধারণাটা বই পড়েই পাওয়া বলে আমার বিশ্বাস ; দ্বিতীয়টাও সেভাবেই আহৃত।

বললাম, "আমাকে উপরে গিয়ে এখনি কয়েকটা কেবল্ পাঠাতে হবে।"

"সত্যিই তোমার যাওয়া দরকার ?"

"হ্যাঁ, কেবল্গুলো অত্যন্ত জরুরী।"

"আমি যদি তোমার সঙ্গে উপরে এসে অফিসের কাছাকাছি কোথাও বসে থাকি তুমি কিছু মনে করবে না তো ?"

"না, চলো উপরেই যাই।"

ও বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়তে লাগলো। সম্পাদক, প্রকাশক আর আমি তিনজনে মিলে ঝাড়া দুঘণ্টা ধরে এক মনে কাজ করে গেলাম। তারপর আমি কার্বন্ কাগজগুলি গুছিয়ে একটা কাটা লাইনে স্ট্যাম্প মেরে, দুটো বড় ম্যানিলা খামে জিনিসগুলি ভরে, বেল বাজিয়ে একটা অফিস-বয়কে ডেকে ওইসব পাঠিয়ে দিলাম গ্যারে সেন্ট লাজারে-তে। এবার বেরিয়ে অন্য ঘরে এসে দেখি বড় চেয়ারটায় রবার্ট কোন ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে আছে নিজের দুই বাজুর উপর মাথা রেখে ! তাকে জাগাতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মুশকিল হলো দরজায় তালা দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। আমি তার কাঁধে একটা হাত রাখলাম। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সে বলে উঠলো, "আমি তা করতে পারি না"—বাজুর মধ্যে মাথাটা আরো বেশী করে গুঁজে দিয়ে ফের বলে উঠলো, "আমি তা করতে পারি না। কিছুতেই আমি তা করবো না।"

কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলাম, "রবার্ট !" চোখ মেলে তাকালে ও। হাসি দিয়ে চোখ মটকালো একবার।

"আমি জোরে জোরে কিছু বলছিলাম নাকি ?" ও জিজ্ঞেস করলো।

"বলছিলে, কিন্তু পরিষ্কার বুঝা গেল না।"

"এয়া আল্লাহ্, কি বিশ্রী স্বপ্ন !"

"টাইপরাইটারের শব্দই কি তোমার চোখে ঘুম এনে দিয়েছিল ?"

"যা ইচ্ছে ভাবো। গতরাতে মোটেও ঘুমাইনি আমি।"

"কেন, কি ব্যাপার ?"

ও বললে, "কথা বলছিলাম।"

আমি যেন ছবিটা দেখতে পেলাম মনের আয়নায়। আমার এ এক বদ্ অভ্যাস, বন্ধুদের শোবার ঘরের দৃশ্য কল্পনা করা। এবার বাইরে গিয়ে নেপোলিতোয়া ক্যাফেতে গিয়ে বসলাম—উদ্দেশ্য কিছু একটা ক্ষুধা-বর্ধক পানীয় খেতে খেতে বুলেভারের সান্ধ্যজনতা দেখা।

অধ্যায় : তিন

বসন্তদিনের উষ্ণ রাত্রি। রবার্ট চলে যাওয়ার পর নেপোলিতোঁয়া ক্যাফের বারান্দায় একটা টেবিলের সামনে বসে দেখলাম অন্ধকার নেমে এসেছে, জ্বলে উঠেছে বৈদ্যুতিক আলো, ট্রাফিকের লাল-সবুজ থামা-চলার সংকেত, চলমান জনতা, ট্যাক্সির ভিড়ের মাঝে ঘোড়ার গাড়ির খটাখট্ আওয়াজ আর সান্ধ্য-আহার্যের সন্ধানে একা একা বা জোড়ায় জোড়ায় ছুঁড়ীদের বিচরণ। দেখলাম দেখতে-শুনতে ভালো এক ছুঁড়ী আমার টেবিলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, রাস্তায় নেমেই কোন্‌দিকে যেন মিলিয়ে গেল। আর দেখতেই পেলাম না ওকে। ওই রকম আর এক ছুঁড়ীকেও দেখলাম। পরে দেখলাম প্রথমটি ফিরে এলো আবার। সে এবারও আমার কাছ দিয়ে হেঁটে গেলো। এবার কিন্তু আমার সঙ্গে হলো চোখোচোখি। ফিরে এসে বসলো আমার টেবিলে। তখন ক্যাফের বয় সামনে এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি খাবে ?"

বললো, "পার্নড।"

"ছোট মেয়েদের জন্যেও তো মোটেও ভালো না।"

"তুমিই ছোট মেয়ে! বয়, আমার জন্য একটা পার্নড।"

"তাহলে আমার জন্যও একটা পার্নড।" বয়কে লক্ষ্য করে বললাম।

"কি ব্যাপার ?" ও বললে। "পার্টি চলবে নাকি ?"

"নিশ্চয়ই। তোমার কি মনে হয় ?"

"জানি না। এ শহরে কিছুই জানার উপায় নেই।"

"প্যারিস্ কি তোমার ভালো লাগে না?"

"না।"

"তাহলে অন্য কোথাও চলে যাও না কেন?"

"এও তো অন্য এক জায়গা।"

"তাহলে তো খুশীই আছো দেখছি।"

"খুশী? বাজে কথা!"

পার্নড সবুজাভ এক রকম নকল সোমরস। পানি মিশিয়ে নিলে দুধের মতো দেখায়। খেতে মদের মতই—খেলে প্রথমে একটু চাঙ্গা করে তোলে বটে; কিন্তু পরে নিয়ে আসে অবসাদ। আমরা বসে বসে তা পান করলাম। মেয়েটিকে বড্ড বিমর্ষ দেখাতে লাগলো।

বললাম, "তুমি আজ ডিনার খাওয়াবে তো আমাকে?"

ও আমার দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচালো। হাসিটা কেন চেপে রাখতে চায়, তা যেন বুঝতে পারলাম। মুখ-বোজা অবস্থায় সে রীতিমতো সুন্দরী। দাম চুকিয়ে দিয়ে দুজনে এবার রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। একটা ঘোড়ার গাড়ীকে ডাক দিলাম, গাড়ী এলে দুজনে আরাম করে পিছনের সীটে বসে পড়লাম। ধীর আর মন্থর গতিতে গাড়ীটা যেন গড়িয়ে চললো অপেরা এ্যাভেনিউর দিকে—দেখলাম তালা-মারা দোকানগুলির জানালায় জানালায় জ্বলছে বাতি। রাস্তাটা চওড়া আর আলোয় উজ্জ্বল, কিন্তু নির্জন। 'নিউয়র্ক হেরাল্ড ব্যুরোর' ঘড়িতে-ছাওয়া জানালা পেরিয়ে গাড়ী এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, "কিসের জন্য এত সব ঘড়ি?"

"এ সব ঘড়ি সারা আমেরিকার সময় নির্দেশ করে।"

"আমাকে বোকা বানিয়ো না বলছি।"

এ্যাভেনিউ ছাড়িয়ে পিরামিড রাস্তার ওখানে মোড় ঘুরে রিভলি রোডের ভিড়ের ভিতর দিয়ে একটা অন্ধকার ফটক পেরিয়ে টুইলারিসে পৌছলাম। ও আমার গা ঘেঁষে আরো নিবিড় হয়ে বসলো,

আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। চুমু পাওয়ার জন্য যেন সে-ই মুখ তুললো আমার দিকে। এক হাতে সে আমাকে স্পর্শ করলো, আমি ওর হাতটা সরিয়ে দিলাম।

"কিছু মনে করো না।"

"কি ব্যাপার? তুমি কি অসুস্থ?"

"হ্যাঁ।"

"সবাই অসুস্থ। আমিও।"

টুইলারিস্ ছাড়িয়ে এবার আমরা আলোয় এলাম, পার হলাম সীন নদী—মোড় ফিরলাম সেন্টস্ পীরে রাস্তার দিকে।

"অসুস্থ বোধ করলে পার্নড খাওয়া তোমার উচিত হয়নি!"

বললাম, "তোমারও উচিত হয়নি।"

"আমার তেমন ইতর-বিশেষ ঘটে না। দেখেছি মেয়েদের বেলায় তেমন কোন ক্ষতি হয় না।"

"তোমার নাম?"

"জর্জেট। আর তোমার?"

"জেকব।"

"এতো ফ্লেমিশ নাম!"

"আমেরিকানও?"

"তুমি ফ্লেমিশ্ নও?

"না। আমি আমেরিকান।"

"ভালো। ফ্লেমিশদের আমি চুচক্ষে দেখতে পারি না।"

এ সময় আমরা রেস্তোরাঁর সামনে এসে গেছি। কোচোয়ানকে বললাম গাড়ী থামাতে। গাড়ী থেকে নেমে এলাম দুজনে। মনে হলো স্থানটার চেহারা জর্জেটের পছন্দ নয়।

বললে, "এ তো তেমন ভালো রেস্তোরাঁ নয়।"

"না। তুমি তো বরং ফয়তে যেতে পারতে। গাড়ীটা না হয় রেখে দাও, ওটায় করে ওখানেই চলে যাও।"

কাকেও সঙ্গে নিয়ে এক সাথে খেতে ভালো লাগে এরকম এটা আবেশী খেয়ালের বশেই ওকে আমি এখানে নিয়ে এসেছিলাম। এই ধরনের কোন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে খেয়েছি সে অনেক দিন—ওরকম খাওয়া যে কি নীরস সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম দুজনে, ডেস্কের কাছে বসা মাদাম লেভিনের পাশ দিয়ে ছোট একটা রুমে আমরা গিয়ে প্রবেশ করলাম। খাওয়ার পর জর্জেট যেন কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

বললে, "রেস্তোরাঁটা মন্দ না। তেমন আরামের না হলেও খাবারটা ভালো।"

"খাবারটা 'লীজ'-এর চেয়ে ভাল।"

"তুমি ব্রাসেল্‌সের কথা বলছো বুঝি।"

দুজনে আর এক বোতল পান করার পর জর্জেট একটুখানি রসিকতা করলে। মুখব্যাদান করে হাসলে, দেখালে তার পোকায় খাওয়া দাঁত। আমরা এবার গ্লাসে ঠোকাঠুকি করলাম।

ও বললে, "তুমি তো মনে হয় তেমন মন্দ মানুষ না। তুমি যে অসুস্থ এ খুব লজ্জার ব্যাপার। আমাদের মধ্যে বেশ ভালোই তো বনিবনা চলছে। যাই হোক, তোমার কি হয়েছে বলো তো?"

বললাম, "যুদ্ধে আমি আহত হয়েছিলাম।"

"যুদ্ধ এক বিশ্রী ব্যাপার!"

আমরা হয়তো যুদ্ধের আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতাম। বাস্তবে যুদ্ধ যে সভ্যতার দুর্দিন ডেকে আনে এবং তা পরিহার করতে পারলেই ভালো হতো এ সম্পর্কে উভয়ে আমরা একমত। আমি প্রায় ক্লান্তি বোধ করছিলাম। তখন অন্য রুম থেকে ডাক এলো, "বার্নস্। আমিই বলছি বার্নস্! জ্যাকব বার্নস্!"

"এক বন্ধু ডাকছে।" এ বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

দেখলাম এক বড় টেবিলের সামনে গোটা একটা দল নিয়ে ব্রেডক্‌স্ বসে আছে। দলে আছে কোন্, ফ্রান্সেস্ ক্লাইন, মিসেস্

ব্রেডক্স্ এবং আরো কয়েকজন—যাদের আমি চিনি না।

"তুমি নাচে আসবে তো?" ব্রেডক্স্ আমার কাছে জানতে চাইলে।

"কোন্ নাচ?"

মিসেস ব্রেডক্স্ বলল, "কেন, নৃত্যশিল্প। তুমি জানো না, ওটাকে আমরা আবার চালু করেছি।"

টেবিলের শেষ প্রান্ত থেকে ফ্রান্সেস্ বলে উঠলো, "জ্যেক্, নিশ্চয়ই এসো। আমরা সবাই যাচ্ছি।" ও দীর্ঘাঙ্গী আর ওর মুখে ছিল হাসি।

ব্রেডক্স্ বললে, "আলবৎ, ও আসবেই। বার্নস, বসো, কফি খাও আমাদের সঙ্গে এক কাপ।"

"ঠিক আছে।"

মিসেস্ ব্রেডক্স্ হাসতে হাসতে বললে, "তোমার বন্ধুটিকেও নিয়ে এসো না।"

মিসেস্ ব্রেডক্স্ কানাডার মেয়ে, সহজ সামাজিক সৌজন্য ওর জন্মগত।

বললাম, "ধন্যবাদ, আমরা আসছি।" বলেই আমি ছোট্ট রুমটায় ফিরে এলাম।

জর্জেট জানতে চাইলে, "কারা এসব, তোমার বন্ধু?"

"সবাই লেখক আর শিল্পী।"

"নদীর এপারে এমন লোক তো এন্তার।"

"হ্যাঁ আনেক। বহু।"

"আমারও তাই ধারণা। তবুও এদের কেউ কেউ তো মন্দ রোজগার করে না।"

"হ্যাঁ, করে থাকে।"

এর মধ্যে আমাদের পানাহার শেষ হলো। বললাম, "চলো। ওদের সঙ্গে বসে কফি খেতে হবে। ও হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে, ছোট্ট আয়নাটা সামনে ধরে মুখে পাউডারের কয়েকটা পোঁচ দিয়ে নিলে, লিপস্টিক্

দিয়ে ঠোঁট দুটোকেও নতুন করে রাঙালে আর মাথার হ্যাটটাকেও করে নিলে সোজা।

এবার বললে, "চলো।"

লোকভর্তি রুমে গিয়ে আমরা ঢুকলাম। ব্রেডক্স্ আর টেবিলের অন্যান্যরা সবাই উঠে দাঁড়ালো।

বললাম, "আমার বান্ধবী কুমারী জর্জেট লেব্লেঙ্ককে সবার সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।" জর্জেট তার আশ্চর্য হাসি হাসলো! চারদিকে বসা সবারই সাথে আমরা হ্যাণ্ড্শেক করলাম।

মিসেস্ ব্রেডক্স্ জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কি সংগীতশিল্পী জর্জেট লেবলেঙ্ক-এর আত্মীয়া?"

জবাবে জর্জেট বললে, "না, পরিচয় নেই।"

মিসেস্ ব্রেডক্স্ বেশ আন্তরিকতার সাথেই বললে, "কিন্তু আপনারও তো দেখছি একই নাম!"

জর্জেট বললে, "না। মোটেও না! আমার নাম হবিন।"

"কিন্তু এইমাত্র মিঃ বার্নস্ যে আপনাকে কুমারী জর্জেট লেবলেঙ্ক বলেই পরিচয় করিয়ে দিলে।" মিসেস্ ব্রেডক্স্ জোর দিয়ে বললে, "নিশ্চয়ই, এ নামই তো ও বলেছে।" ফরাসী বলার অত্যুৎসাহে মিসেস্ ব্রেডক্স্ অনেক সময় কি বলতে কি বলছে তাও বুঝতে পারতো না।

"ও একটা আস্ত বোকা।" জর্জেটের মন্তব্য।

"তাহলে ওটা স্রেফ ঠাট্টা।" মিসেস্ ব্রেডক্স্ বললে।

জর্জেট, "হ্যাঁ। একটুখানি হাসার সুযোগ দেওয়ার জন্যই শুধু।"

টেবিলের অন্য প্রান্ত লক্ষ্য করে মিসেস্ ব্রেডক্স্ বললে, "শুনেছ হেনরি! মিঃ বার্নস্ তাঁর বান্ধবীকে যদিও কুমারী লেবলেঙ্ক বলে পরিচয় দিয়েছেন, আসলে তাঁর প্রকৃত নাম হবিন।"

"প্রিয়ে, সত্যই তাঁর নাম কুমারী হবিন। তাঁকে আমি দীর্ঘকাল ধরে জানি।"

নিজের মুখ থেকে এমন দ্রুত অনর্গল বিশুদ্ধ ফরাসী বেরুনো সত্ত্বেও মিসেস্ ব্রেডক্সের মতো অতখানি বিস্ময়মিশ্রিত দম্ভ জাহির না করে ফ্রান্সেস ক্লাইন বলে উঠলো, "বেশ, কুমারী হবিন, আপনি অনেক দিন ধরেই প্যারিসে নাকি আছেন ? ভালো লাগে এখানে ? প্যারিসকে আপনি ভালোবাসেন না ?"

আমার দিকে ফিরে জর্জেট জিজ্ঞেস করলে, "ইনি কে ? এঁর সঙ্গেও কি আমার আলাপ করতে হবে ?"

তারপর ও ফ্রান্সেসের দিকে মুখ ঘোরালো, মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললো। হাত দুটি ওর যুক্ত, দীর্ঘ গ্রীবার উপরে মাথাটা সুস্থির, কথাগুলো বলার জন্য ঠোঁট কুঞ্চিত করে ফ্রান্সেসের দিকে ফিরে বলল, "না, প্যারিসে আমার মোটেও ভালো লাগে না। নোঙরা আর বড্ড ব্যয়বহুল !"

"সত্যিই ? আমার তো চমৎকার পরিচ্ছন্ন মনে হয়। সারা য়ুরোপে প্যারিসই তো পরিচ্ছন্নতম শহর।"

"আমি তো দেখি একদম নোঙরা।"

"কি আশ্চর্য ! সম্ভবত আপনি দীর্ঘদিন এখানে থাকেননি।"

"অনেকদিন ধরেই তো আমি এখানে রয়েছি।"

"কিন্তু এখানকার মানুষগুলি যে চমৎকার তা স্বীকার করতেই হবে।"

জর্জেট আমার দিকে ফিরে বললে, "তোমার বন্ধুরা দেখছি ভারী চমৎকার মানুষ !"

ফ্রান্সেসের নেশা ধরেছিল, চেয়েছিল আরো কথা চালিয়ে যেতে ; কিন্তু তখনই কফি পরিবেশিত হলো। এসে গেলো পানীয়ের সাথে ল্যাভাইন। তারপর বেরিয়ে এসে ব্রেড্কসের নাচের ক্লাবের দিকে যাত্রা করলাম আমরা। নাচের ক্লাব মানে মন্তেন সেনট্ জেনেভিয়েভ সড়কে ব্যাগ্-পাইপ নাঁচিয়েদের একটা আড্ডা। প্যানথিওন কোয়ার্টারের শ্রমিকেরা হপ্তায় পাঁচদিন ওখানে নাচগান

করে। হপ্তায় একদিন স্থানটা হয়ে দাঁড়ায় নাচের ক্লাব, আর বন্ধ থাকে প্রতি সোমবার রাত্রে। আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন দেখলাম স্থানটা একদম খালি, শুধু দরজার কাছে বসে আছে একজন পুলিশ। মালিক আর তার বৌকে দেখা গেলো বারের পেছনে। আমরা ভিতরে ঢুকতেই মালিকের কন্যাটি নীচে নেমে এলো। ঘরটার এপাশ-ওপাশব্যাপী টেবিল আর লম্বা বেঞ্চ সাজানো আর শেষ প্রান্তে রয়েছে নাচের স্থান।

ব্রেডকৃস্ বললে, "লোকজনের আরো আগে আসা উচিত ছিল।"

মালিকের কন্যা কাছে এসে জানতে চাইলো আমরা এখন কি পান করবো? নাচের স্থানটার পাশে একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে মালিক শুরু করে দিল একরডিয়ন বাজাতে। লোকটার এক পায়ে এক লহর নূপুরের মতো ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা। বাজাবার সময় ওই পা দিয়ে ও তাল দিতো। উপস্থিত সবাই নাচলো। বেজায় গরম পড়েছিল। আমরা নাচঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ঘর্মাক্ত কলেবরে।

জর্জেট বলে উঠল, "আল্লারে আল্লাহ, ঘেমে ভিজে ওঠার এ যেন এক অদ্ভুত বাক্সের মত!"

"হ্যাঁ, বেজায় গরম!"

"শুধু গরম বলছো! আল্লারে আল্লাহ্!"

"টুপিটা খুলে রাখো।"

"হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।"

কে একজন জর্জেটকে নাচতে আহ্বান করলো। আমি এগিয়ে গেলাম বারের দিকে। সত্যই ভয়ানক গরম পড়েছিল, তবে একরডিয়ন সংগীত গরমের রাত্রিতেই বেশী উপভোগ্য। বারের দরজায় দাঁড়িয়ে এক গ্লাস বিয়ার খেতে খেতে রাস্তার ঠাণ্ডা বাতাসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। তখন দেখলাম খাড়া রাস্তা বেয়ে দুটো ট্যাক্সি এসে বল-নাচের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো। নামলো একপাল তরুণ,

কারো গায়ে জার্সি, কারো গায়ে হাফশার্ট। দরজার আলোয় তাদের হাত আর সত্যধৌত ঢেউ-খেলানো চুল আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। দরজায় দাঁড়ানো পুলিশটা আমার পানে চেয়ে হাসতে লাগলো। তারা সবাই ভিতরে ঢুকে গেল। যখন ঢুকছিল তখন আলোর নীচে তাঁদের সাদা হাত, ঢেউ-খেলানো চুল, সাদামুখ, ভেংচি, অঙ্গভঙ্গি আর আলাপ সবই আমার নজরে পড়লো। তাদের সঙ্গে ব্রেটও ছিল। ওকে খুব সুন্দরী দেখাচ্ছে ; আর খুবই যেন ভিড়ে গিয়েছে ওদের দলে।

ওদের মধ্যে একজন জর্জেটকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, "আমি ঘোষণা করছি, খাঁটি এক গণিকাই তো রয়েছে এখানে। লেট্, আমি ওর সঙ্গে নাচবোই ; নাচবো! তুমি দেখ।" .

যে দীর্ঘদেহ গম্ভীর লোকটাকে লেট্ বলে সম্বোধন করা হলো সে বললে, "অত অস্থির হয়ো না।"

ঢেউ-খেলানো চুলওয়ালা সুশ্রী তরুণটি বললে, "তুমি কিছু ভেবো না বন্ধু।"

এদের সঙ্গেই ছিল ব্রেট।

আমার অত্যন্ত রাগ হলো। কিভাবে যেন এরা সব সময় আমাকে প্রায় রাগিয়েই রাখে। আমি জানি, ওরা ফুর্তি করতে এসেছে, ওরা স্রেফ ফুর্তিই করবে। সুতরাং আমার সহিষ্ণু হওয়া উচিত। তবুও আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ওদের এ বেপরোয়া মুচকে মুচকে হাসা আর হামবড়াই ভাবটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওদের যে কোন একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু উল্টো আমি বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, সামনে যে বারটা দেখতে পেলাম সেটায় ঢুকে খেয়ে নিলাম এক গ্লাস বিয়ার। বিয়ারটা ভালো ছিল না, মুখের বিস্বাদটা দূর করতে ফের খেলাম অধিকতর নিকৃষ্ট কগনেক্ বা ব্রাণ্ডি আর এক গ্লাস। যখন ফিরে এলাম তখন বলরুমটা লোকে ভর্তি আর জর্জেট নাচছে সেই ক্ষীণদেহ সুন্দর যুবাটির সাথে—

উপরের দিকে চোখ তুলে ঘাড় কাৎ করে সে বেদম নেচে যাচ্ছিল। গান থামতেই ওদের আর একজন ওকে নাচতে ডাকলো। ওরা যেন ওকে পেয়েই বসেছে। এর মধ্যে আমি বুঝে নিলাম ওরা সবাই ওর সঙ্গে না নেচে ছাড়বে না। ওরা ওই রকমই।

অগত্যা আমি বসে পড়লাম এক টেবিলে। কোনও সেখানে বসা ছিল। ফ্রান্সেস্‌ও নাচছিল। মিসেস্ ব্রেডক্‌স্ কে এক জনকে ধরে এনে রবার্ট প্রেন্টিস্ বলে পরিচয় করিয়ে দিলে আমাদের সাথে। শিকাগোর পথে সে নিউইয়র্ক থেকে এসেছে এবং একজন উদীয়মান নতুন ঔপন্যাসিক। তার কথায় এক রকম ইংরেজি ঝোঁক রয়েছে। আমি তাকে কিছু পান করতে আহ্বান জানালাম।

সে বললে, "অত্যন্ত ধন্যবাদ! এইমাত্র আমি এক গ্লাস খেয়েছি।"

"আর এক গ্লাস খান, ক্ষতি কি?"

"বেশ, ধন্যবাদ।"

মালিকের মেয়েকে ডেকে নিয়ে দুজনে দুগ্লাস খেলাম।

সে বললে, "ওরা বলছিল, আপনি নাকি কানসাস শহরেরই মানুষ।"

"হ্যাঁ।"

"প্যারিস্ কি আপনার ভালো লাগে?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যিই?"

আমার যেন কিছুটা নেশা ধরেছিল। ঠিক পুরোপুরি নেশা নয়, তবে বেখেয়াল যে হয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই।

বললাম, "আল্লাহ্ সাক্ষী, সত্যি। আপনার লাগে না?"

সে বললে, "কি চমৎকারভাবেই না অপনি রেগে যেতে পারেন। আমার যদি তেমন ক্ষমতা থাকতো!"

আমি উঠে পড়লাম। এবং হাঁটতে লাগলাম নাচ-ঘরের দিকে। মিসেস্ ব্রেডক্‌স্‌ও আমার অনুসরণ করলো। হাঁটতে হাঁটতে বললে,

"রবার্টের উপর রাগ করো না। দেখতেই তো পাচ্ছো, ও এখনো শিশু।"

বললাম, "আমি তো রাগ করিনি। ভাবছিলাম, নিজের কথা নিজেই প্রত্যাহার করে নেই।"

দীর্ঘকায় লেটের বাহুবদ্ধ হয়ে জর্জেট তখনো নাচছিল, সেদিকে চেয়ে মিসেস্ ব্রেডক্স্ বললে, "তোমার বান্ধবীটি প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে।"

বললাম, "তাই নাকি?"

মিসেস্ ব্রেডক্স্, "হ্যাঁ।"

ক্কোন এসে জুটল। বললে, "জ্যেক্, চলো কিছু পান করা যাক।"

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বার পর্যন্ত এলাম। ও বললে, "তোমার হয়েছে কি? কি একটা ব্যাপারে তোমরা সবাই যেন তেতে রয়েছ?"

"কিছুই না; এসব দৃশ্য আমাকে বিরক্ত করে, এই যা।"

তখন ব্রেটও এসে জুটলো বারে।

"কি ছোকরারা সব, এখানে যে!"

"ব্রেট যে! তুমিও নেশাগ্রস্ত হতে বাকি রেখেছ কেন?" আমিই বললাম।

"নেশা আর কখনো করছি না। বলি কি, বরং ওই ছোকরাদের একটা করে ব্রাণ্ডি আর সোডা দাও।"

গ্লাসটা হাতে নিয়ে ও দাঁড়িয়ে রইল, দেখলাম রবার্ট ক্কোন ওর দিকে অপলক চোখে চেয়ে আছে। দেখতে পেলে ওর স্বধর্মীরা প্রতিশ্রুত জিনিসের প্রতি যেভাবে তাকাবে, ওকেও অনেকখানি সে রকমই দেখালো তখন। ক্কোন অবশ্য বয়সে অনেকখানি ছোট। তবুও তার দৃষ্টিতে ছিল ঔৎসুক আর উপযুক্তের প্রত্যাশা।

ব্রেট ভয়ানক সুন্দরী। পরেছে টুইডের শার্টের উপর জার্সি সোয়েটার আর ছেলেদের মতো চুলে করেছে ব্যাকব্রাস। জীবন

তার এভাবেই শুরু। শরীরের গঠন তার এমন যে তার প্রতিটি রেখা বাইচ নৌকার খোলের মতোই দেখায়—উলের জার্সিটাতে এসবের কিছুই পড়ছে না ঢাকা।

বললাম, "ব্রেট, বেশ চমৎকার মজলিসেই তো ছিলে তুমি এতক্ষণ!"

"ভারী সুন্দর নয় কি তারা? কিন্তু বন্ধু, তুমি কোথায় পেলে এ মালটিকে?"

"নেপলিতোঁয়ায়।"

"সন্ধ্যেটা তোমাব বেশ আরামে কেটেছে তা হলে?"

বললাম, "সত্যই এক অমূল্য সন্ধ্যা।"

ব্রেট হেসে উঠলো। তারপর বললে, "জ্যেক্, এ তোমার ভারী অন্যায়। আমাদের সবারই প্রতি এ এক চরম অপমান। ওই দিকে ফ্রান্সেস্ আর জো'র পানে চেয়ে দেখো।"

শেষোক্ত কথাটা বলা হলো কোনের উপকারার্থে।

ব্রেট আবার বললে, "এ শুধু পেশাগত সীমা রক্ষা করার জন্যই।" বলেই সে আবার হেসে উঠলো।

বললাম, "তুমি যেন আজ অসম্ভব সংযত।"

"হ্যাঁ। ঠিক নয় কি? মজলিসে আমি একদম এক হয়ে যেতে পারি সবারই সাথে, তেমন নিরাপদ অবস্থায় পান করা যায় ইচ্ছা মতো।"

সংগীত শুরু হতেই রবার্ট কোন বললে, "লেডি ব্রেট, এবার আপনি আমার সঙ্গে নাচবেন তো?"

ব্রেট তার দিকে চেয়ে একবার হাসলো শুধু। তার পর বললে, "আমিও এবার তো জ্যেক্‌বের সঙ্গে নাচবো বলেই কথা দিয়েছি।" হেসে যোগ করলে, "জ্যেক্, কি বিশ্রী বাইবেলীয় নাম তোমার।"

কোন বললে, "এর পরের বার তাহলে আমার সঙ্গে?"

ব্রেট উত্তরে জানালে, "আমরা তো চলে যাবো। আমাদের মন্ত্মার্ত্রে'তে এন্‌গেজমেন্ট রয়েছে।

নাচতে নাচতে ব্রেটের কাঁধের উপর দিয়ে চেয়ে দেখলাম ক্কোন এখনো বারের কাছে দাঁড়িয়ে আর চেয়ে আছে ব্রেটের দিকে এক দৃষ্টিতে।

ব্রেটকে বললাম, "ওখানে নতুন কাকেও জুটিয়েছ নাকি ?"

"দুর ছোকরা কোথাকার! ওসব কথা বলো না। এ মুহূর্তের আগ্ পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না।"

বললাম, "বেশ ভালো। বোধ করি, ওদেরেও তুমি যোগ করে নিতে চাও নিজের জীবনে।"

"বোকার মতো যা-তা বলে বসো না।"

"তুমি তো তাই করো।"

"ভালো। আমি যদি করি তাতে কি হয়েছে ?"

বললাম, "কিছুই না।"

আমরা নাচছিলাম একরডিয়নের তালে তালে, কে একজন ব্যাঞ্জোও বাজাচ্ছিল। গরম পড়েছিল খুব ; তবুও আমার ভালোই লাগছিল। ওদের আর একজনের সঙ্গে জর্জেট নাচছিল, নাচতে নাচতে আমরা ওদের কাছে এসে পড়লাম।

"কোন্ ভূতে পেয়েছিল তোমাকে ওকে এখানে নিয়ে আসতে ?"

"জানি না, এমনিই নিয়ে এসেছিলাম।"

"তুমি যেন একদম রোমান্টিক হয়ে পড়ছো।"

"না। বরং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।"

"এখন ?"

"না, এখন আর ক্লান্তি বোধ করছি না।"

"চলো আমারা ঐখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। ওর যত্ন নেওয়ার লোক তো জুটেই গেছে।"

"সত্যিই যেতে চাও ?"

ব্রেট উত্তরে জানালে, "আমরা তো চলে যাবো। আমাদের মন্ত্‌মাত্রে'তে এন্‌গেজমেন্ট রয়েছে।

নাচতে নাচতে ব্রেটের কাঁধের উপর দিয়ে চেয়ে দেখলাম ক্কোন এখনো বারের কাছে দাঁড়িয়ে আর চেয়ে আছে ব্রেটের দিকে এক দৃষ্টিতে।

ব্রেটকে বললাম, "ওখানে নতুন কাকেও জুটিয়েছ নাকি?"

"তুর ছোকরা কোথাকার! ওসব কথা বলো না। এ মুহূর্তের আগ্‌ পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না।"

বললাম, "বেশ ভালো। বোধ করি, ওদেরেও তুমি যোগ করে নিতে চাও নিজের জীবনে।"

"বোকার মতো যা-তা বলে বসো না।"

"তুমি তো তাই করো।"

"ভালো। আমি যদি করি তাতে কি হয়েছে?"

বললাম, "কিছুই না।"

আমরা নাচছিলাম একরডিয়নের তালে তালে, কে একজন ব্যাঞ্জোও বাজাচ্ছিল। গরম পড়েছিল খুব; তবুও আমার ভালোই লাগছিল। ওদের আর একজনের সঙ্গে জর্জেট নাচছিল, নাচতে নাচতে আমরা ওদের কাছে এসে পড়লাম।

"কোন্‌ ভূতে পেয়েছিল তোমাকে ওকে এখানে নিয়ে আসতে?"

"জানি না, এমনিই নিয়ে এসেছিলাম।"

"তুমি যেন একদম রোমান্টিক হয়ে পড়ছো।"

"না। বরং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।"

"এখন?"

"না, এখন আর ক্লান্তি বোধ করছি না।"

"চলো আমারা ঐখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। ওর যত্ন নেওয়ার লোক তো জুটেই গেছে।"

"সত্যিই যেতে চাও?"

"না চাইলে তোমাকে আমি বলতে যাবো কেন ?"

নাচঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। দেয়ালের হ্যাঙার থেকে কোটটা নিয়ে গায়ে চড়ালাম। ব্রেট দাঁড়িয়ে আছে বারের কাছে, কোন আলাপ করছিল ওর সাথে। বারে গিয়ে ওদের কাছ থেকে একটা খাম চেয়ে নিলাম। পকেট থেকে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কের একটা নোট নিয়ে খামে পুরে সীল করে খামটা বার-মালিকের হাতে দিলাম।

বললাম, "আমার সঙ্গে যে মেয়েটি এসেছে, সে যদি আমার খোঁজ করে এ খামটি ওকে দিয়ো। আর ও যদি ওইসব ভদ্রলোকদের কারো সঙ্গে চলে যায়, তাহলে এটা রেখে দিয়ো আমার জন্য।"

মালিক বললে, "ঠিক আছে, তাই করা হবে। আপনি কি এখুনি যাচ্ছেন ? এত তাড়াতাড়ি ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

আমরা দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কোন তখনো ব্রেটের সঙ্গে আলাপ করছিল। ব্রেট ওকে শুভ-রাত্রি জানিয়ে আমার হাত ধরলো। আমিও বললাম, "শুভরাত্রি, কোন।"

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলাম।

ব্রেট বললে, "তোমার পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আর ফিরে পাচ্ছো না কিন্তু।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক।"

বললাম, "ট্যাক্সি নেই।"

"প্যানথিয়ন পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ওখান থেকেই ট্যাক্সি নেওয়া যাবে।"

"চলো, কাছের ওই রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু পান করে নেওয়া যাক। ওখানে বসেই ট্যাক্সি আনিয়ে নেওয়া যাবে।"

"তুমি যেন রাস্তায় হাঁটতেই চাও না।"

"পারতপক্ষে হাঁটি না।"

সামনের বারটাতে গিয়ে ঢুকলাম। ওদের একজন ওয়েটারকে আমি পাঠিয়ে দিলাম একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে।

পরে বললাম, "দেখো, আমরা এখন ওদের থেকে অনেক দূরে।"

বারের উঁচু দরজার কাছে আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। চাওয়া-চাওয়ি করলাম পরস্পরের দিকে। ওয়েটার ফিরে এসে জানালো, ট্যাক্সি এসে গেছে। ব্রেট সজোরে আমার হাতে একটা চাপ দিলে। ওয়েটারকে একটা ফ্রাঙ্ক দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "ড্রাইভারকে কোথায় যাওয়ার নির্দেশ দেবো?"

"যেদিকে খুশী ঘুরতে বলে দাও।"

ড্রাইভারকে আমি মন্তসরি পার্কে যাওয়ার কথা বলে চড়ে বসলাম ট্যাক্সিতে। বন্ধ করে দিলাম দরজা। ব্রেট কোণ ঘেঁষে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলে। আমিও বসলাম তার পাশ ঘেঁষে। একটা ঝাঁকানি দিয়েই ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো।

হঠাৎ ব্রেট বলে উঠলো, "আমি বড় অভাগিনী গো!"

অধ্যায় ঃ চার

ট্যাক্সি উঁচু টিলার দিকে অগ্রসর হলো, পার হলো আলো-ঝলমল স্কয়ার, তারপর পৌঁছলো অন্ধকারে। তখনো চড়াই চলছিল। সেণ্ট এটিয়েনে দু মন্ত-এর পেছনে এক অন্ধকার রাস্তায় গিয়ে পড়লো এবার। সহজ গতিতে নেমে গেলো শিলাভূমি পেরিয়ে, নানা গাছ-গাছড়া আর প্লেস দ্য লা কণ্ট্রেস্কার্পে দাঁড়িয়ে-থাকা বাসগুলি পেছনে ফেলে মোফেটার্ড রাস্তার বন্ধুরতার দিকে মোড় নিলে ট্যাক্সি এবার। রাস্তার দুপাশে অতো রাত্রেও দোকানপাট খোলা ছিল দেখলাম আর ছিল আলোকিত বার। আমরা দূরে দূরে বসেছিলাম—পুরোনো রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এক ঝাঁকুনিতে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। ব্রেটের টুপিটা পড়ে গেছে, মাথাটা রয়েছে পেছনের দিকে হেলে। খোলা দোকানের আলোয় ওর মুখটা আমি ভালো করে দেখতে পেলাম। আবার আমরা আঁধারে গিয়ে পড়লাম; কিন্তু এভেনিউ দ্য গবেলিনসে পড়ার পর আবার ওর মুখটা পরিষ্কার দেখা গেল। রাস্তাটা মেরামতের জন্য খোঁড়া হয়েছে, শ্রমিকরা বাতির আলোয় কাজ করছিল গাড়ী চলার রাস্তার উপর। ব্রেটের মুখটা সাদা দেখাচ্ছিল, উজ্জ্বল আলোয় ওর ঘাড়ের সব রেখাগুলিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আবার অন্ধকার রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। আমি চুমু খেলাম ওকে। ঠোঁটে ঠোঁট যুক্ত হয়ে থাকলো অনেকক্ষণ; তারপর ও মুখ ফিরিয়ে নিলে, যতটুকু দূরে যাওয়া সম্ভব ততটুকু সরে

গিয়ে সীটের কোণা ঘেসে বসলে ও এবার। মাথাটা ওর নুইয়ে আছে সামনের দিকে।

বললে, "আমাকে ছুঁয়ো না। দয়া করে আমাকে ছুঁয়ো না আর।"

"ব্যাপার কি?"

"আমার সহ্য হয় না এসব।"

"ব্রেট!"

"অমন করো না। তোমার জানা উচিত। বলে রাখলাম এ আমার সহ্য হয় না। ডার্লিং, দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করো।"

"তুমি কি আমায় ভালোবাসো না?"

"ভালোবাসি না? তোমার স্পর্শে আমি স্রেফ জেলি বনে যাই।"

"তাহলেও কি আমাদের কিছু করার নেই?"

এবার সে সোজা হয়ে বসলো। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম, আমার উপর সে হেলে পড়লো—আমরা উভয়ে এখন সম্পূর্ণ স্থির ও শান্ত। আমার চোখের দিকে সে যেভাবে তাকিয়ে রইল তা দেখলে মনে হবে সত্যিই কি সে নিজের চোখ দিয়েই তাকাচ্ছে! মনে হবে পৃথিবীর সব চোখের আলো নিভে গেলেও এ চোখ জোড়া যেন তখনো তাকিয়েই থাকবে। এমন ভাবে সে তাকিয়ে রইল যেন পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার দিকে সে এ ভাবে তাকাবে না। সত্যিই কত বিষয়েই না তার ভয়।

বললাম, "তাহলে আমাদের কিছু করার নেই?"

ও বললে, "জানি না। সে দুঃখের ভিতর আমি আর যেতে চাই না।"

"আমাদের পরস্পর থেকে দূরে থাকাই তাহলে ভালো।"

"কিন্তু ডার্লিং, আমি যে তোমাকে দেখতে চাই। তুমি যা চাও তাই তো সব নয়।"

"না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই একই কথা দাঁড়ায়।"

"এ আমার দোষ। আমরা যাই করি না কেন, তার জন্য কি মূল্য দিতে হয় না?"

সব সময় ও আমার চোখের দিকেই তাকিয়ে রইল। ওর চোখের গভীরতার বিভিন্ন রূপ কোন কোন সময় মনে হয় তা যেন একদম উদাস। তখন সব পথের হদিস যেন তাতে মেলে।

"ছোকরাদের নিয়ে যা সব কাণ্ড করেছি, সে কথা যখন ভাবি! তার দেনাই যেন এখন শোধ করছি আমি।"

বললাম, "বোকার মতো কথা বলো না। তাছাড়া আমার বেলায় যা ঘটেছে তা তো আমার কাছে বেশ কৌতুককর বলেই মনে হয়। ওসব নিয়ে আমি মোটেও মাথা ঘামাই না।"

"না। না। আমি তোমাকে ওপথে নিতে পারবো না।"

"বেশ, ও প্রসঙ্গ থাক।"

আমার দিকে না তাকিয়েই সে বললে, "একবার আমি নিজেও ও নিয়ে বেশ হেসেছিলাম। একবার মন্‌স্ থেকে আমার ভাইয়ের এক বন্ধু এসেছিল আমাদের বাড়ী। বিশ্রী রকমের খুব কৌতুক হুল্লোড় হয়েছিল ওকে নিয়ে। ছোকরারা কিছুই জানে না, সত্যি না?"

বললাম, "না। কেউই সবজান্তা নয়।"

এ বিষয়ে আমার জ্ঞান কম নয়। এক সময় না এক সময়, সম্ভবত সবদিক থেকেই বিষয়টিকে আমি বিচার করে দেখেছি। এমন কি কারো সম্বন্ধে খুব আন্তরিক থেকেও তার কোন কোন ক্ষত চিহ্ন কিংবা অসম্পূর্ণতা নিয়েও যে কৌতুক করা যায় আমি তাও দেখেছি।

বললাম, "এটা বেশ কৌতুকের। অত্যন্ত কৌতুকজনক। এমন কি প্রেমে পড়াও কম কৌতুকের নয়।"

"তুমি তাই মনে করো?" এবার তার চোখের আলো যেন নিভে এলো।

"সে ভাবের কৌতুক আমি বলছি না। তবে সেও এক ধরনের উপভোগ্য অনুভূতি বই কি।"

ও বললে, "না। আমি তো মনে করি দুনিয়ায় এ এক বিশ্রী ব্যাপার।"

"পরস্পরকে দেখা তো ভালো।"

"না। আমি তা মনে করি না।"

"তুমি তা চাও না তা হলে?"

"আমাকেও চাইতে হয়।"

এখন আমরা বসে আছি দুই অপরিচিতের মতো। আমাদের ডানে মন্তসরি পার্ক। যে রেস্তোরাঁয় জ্যান্ত ট্রাউটমাছের জলাধার রয়েছে, যেখানে বসে বাইরে পার্কের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারা যায়, তা এখন বন্ধ আর অন্ধকার। ড্রাইভার মাথা ফিরালো আমাদের দিকে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যেতে চাও?"

ব্রেট মাথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "সিলেকটেই চলো।"

ড্রাইভারকে বললাম, "ক্যাফে সিলেক্ট্। মণ্ডপারনস্ সড়ক!"

গাড়ী চললো সোজা নীচের দিকে, লায়ন দ্য বেলফার্ট ঘুরে এবার মোড় ফিরলো। ব্রেট চেয়ে আছে সামনের দিকে। রাসপেইল সড়কে পৌঁছার পর, মণ্ডপারনস-এর আলো দেখতে পেয়ে ব্রেট বললে, "কিছু একটা করার কথা বললে তুমি কি খুব দুঃখিত হবে?"

বললাম, "বোকামি করো না।"

"এখানে পৌঁছার আগে আর একটিবার চুমু খাও আমাকে!"

ট্যাক্সি থামলে আমি বেরিয়ে এসে ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। টুপিটা মাথায় চড়িয়ে ব্রেটও বেরিয়ে এলো। গাড়ী থেকে বাইরে পা দিয়েই সে হাতটা বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। তার হাত কাঁপছিল। বললে, "আমাকে কি খুবই বিশ্রী দেখাচ্ছে?"

পুরুষী ফেল্‌ট হ্যাটটা কপালের দিকে টেনে ও বার-এ প্রবেশ করলো। বার-এর ভিতরে, বাইরে, টেবিলে সর্বত্রই নাচের দল গিজ্‌গিজ্‌ করছে।

ব্রেট বললে, "এই ছোকরারা, আমিও পান করতে চাই।"

ক্ষুদ্রকায় গ্রীক চিত্রকর, যে নিজেকে ডিউক বলে পরিচয় দেয় আর অন্য সবাই যাকে যিযি বলে, সে সোৎসাহে বলে উঠলো, "ও, ব্রেট, ব্রেট যে! খুব চমৎকার খবর আছে।"

ব্রেট, "হ্যালো যিযি!"

যিযি বললে, "একজন বন্ধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।" সঙ্গে সঙ্গে এক স্থূলকায় লোকের আবির্ভাব হলো।

"কাউন্ট মিপ্পিপোপোলাস, এ আমার বান্ধবী লেডি এ্যাশ্‌লে।"

ব্রেট বললে, "কেমন আছেন?"

"ভদ্রে, প্যারিসে আপনার দিন কি খুব আনন্দে কাটছে?" কাউন্ট মিপ্পিপোপোলাস জিজ্ঞেস করলে। ওর পকেট-ঘড়ির চেনে ঝুলছিল একটি হরিণের দাঁত।

"এক রকম কেটে যাচ্ছে।" ব্রেট জানালে।

কাউন্ট বললে, "প্যারিস খুবই চমৎকার শহর! তবে আমার মনে হয় লণ্ডনেই অনেক চমৎকার সব মহৎ কাজ আপনি করেছেন।"

ব্রেট বললে, "হ্যাঁ অনেক।"

এক টেবিল থেকে ব্রেডক্‌স্‌ আমাকে হাঁক দিলে, "বার্নস্‌, কিছু পান করে যাও। তোমার সেই মেয়েটা একটা ভয়ানক হট্টগোল বাধিয়েছিল।"

"কিসের জন্য?"

"মালিকের মেয়েটা কি যেন বলেছিল। তারপর বেধে যায় তুমুল এক কাণ্ড। তুমি তো জানো, মেয়েটি ভারী চমৎকার! দেখালে ওর হলদে কার্ড এবং মালিকের মেয়ের কাছে দাবী করলে ওরটাও দেখাতে। দস্তুরমতো এক এলাহি কাণ্ড।"

"শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো ?"

"কে একজন ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলো। মেয়েটি দেখতে মন্দ না। বাক্-রীতির উপর চমৎকার দখল ওর। বসো এক গ্লাস গিলে নাও।"

বললাম, "না। আমার এক্ষুণি যেতে হবে। কোনকে দেখেছ ?"

মিসেস্ ব্রেডক্স্ বললে, "ফ্রান্সেসের সাথে ঘরে ফিরে গেছে ও।"

ব্রেডক্স্ বললে, "বেচারা ছোকরা! হতাশায় একদম নুইয়ে পড়েছে।"

মিসেস্ ব্রেডক্স্ও সায় দিয়ে যোগ করলে, "হ্যাঁ, সত্যিই।"

বললাম, "আমার যেতে হচ্ছে, শুভরাত্রি!"

বারেই ব্রেটকে শুভরাত্রি জানালাম। কাউন্ট কিনছিল শ্যাম্পেন। বললে, "স্যার, আমাদের সঙ্গে এক গ্লাস পান করতে মর্জি করুন না।"

"না। অনেক ধন্যবাদ। আমার না গেলেই নয়।"

ব্রেট জিজ্ঞেস করলো, "সত্যিই যাচ্ছো ?"

বললাম, "হ্যাঁ। আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে।"

"কাল একবার আসবো দেখা করতে।"

"আফিসেই এসো।"

"সম্ভব নয়।"

"তাহলে কোথায় তোমার দেখা মিলবে ?"

"পাঁচটার দিকে যে কোনখানেই।"

"তাহলে কথা থাক শহরের অন্য প্রান্তে।"

"ভালো। পাঁচটার সময় আমি ক্রিলন-এ থাকবো।"

বললাম, "বেশ ওখানেই থেকো।"

ব্রেট বললে, "কোন চিন্তা নেই। আমি কি কখনো তোমার সঙ্গে কথার খেলাপ করেছি, করেছি কি, বল ?"

"মাইকের খবর পেয়েছ ?"

"আজ চিঠি পেয়েছি।"

কাউন্ট বললে, "শুভরাত্রি, স্যার !"

বেরিয়ে পথের ধার ধরে আমি হাঁটতে লাগলাম, এগুতে থাকলাম সেন্ট মাইকেল সড়কের দিকে, পার হলাম রোটাণ্ডার টেবিল। তখনো ওখানে বেশ ভিড়, রাস্তার ওপারে ডোম-এর দিকে একবার তাকালাম, ওদের টেবিল প্রায় রাস্তার ধার পর্যন্ত ছড়ানো। এক টেবিল থেকে কে একজন আমাকে ইশারায় ডাক দিলে, লোকটাকে চিনতে পারলাম না, তাই না থেমে আমি হাঁটতে লাগলাম। আমি ঘরে পৌঁছতে চাই। মন্তপারনস্ সড়কে বিরাজ করছে নির্জনতা। ল্যাভেইন-এর দোকান বন্ধ। ক্লোজেঁ দ্য লায়লা-এর বাইরে ওরা টেবিলগুলি সব গাদা করে রাখছিল। নতুন পল্লবিত চেস্ট্-নাট গাছগুলির মাঝখানে 'নে'-এর প্রতিমূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে—রাস্তার বাতির আলো এসে পড়েছে ওটার উপর। মূর্তিটার পাদদেশে পড়ে আছে শুকনো ফুলের তোড়া। দাঁড়িয়ে পড়ে উৎকীর্ণ স্মৃতিলিপিটা পড়তে লাগলাম : বোনাপার্টির দল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত : কি একটা তারিখ, যা আমি এখন ভুলে গেছি। মার্শাল 'নে'কে উঁচু বুটে বেশ দেখাচ্ছিল, চেস্ট-নাট গাছের নতুন পত্ররাজির মধ্যে তিনি তলোয়ারসহ ভংগি করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তার ওধারেই আমার ফ্ল্যাট সেন্ট মাইকেল সড়কের কাছেই।

গৃহরক্ষিকার ঘরে বাতি জ্বলছিল। দরজায় টোকা দিলাম। আমার চিঠিপত্র যা ছিল ও বেরিয়ে এসে তা আমার হাতে দিয়ে দিলো। ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমি উপরে চলে এলাম। দুটো চিঠি আর কিছু পত্র-পত্রিকা ছিল। খাবার ঘরে বসে গ্যাসের আলোয় তা আমি দেখতে লাগলাম। চিঠিগুলি আমেরিকা থেকেই আসা। একটায় ব্যাঙ্কের হিসাব, তাতে ব্যালান্স্ দেখানো হয়েছে

২৪৩২·৬০ ডলার। চেক্‌-বই বের করে, মাসের প্রথম থেকে যে চারখানা চেকে টাকা ড্র করেছি তা বিয়োগ করার পর দেখলাম এখন আমার নামে ১৮৩২·৬০ ডলার আছে। ওদের হিসাবটার পেছনে এটা টুকে রাখলাম। অন্য চিঠিটা একটা বিয়ের বিজ্ঞপ্তি, মিঃ আর মিসেস্ এলোসিয়াস কিরবি তাদের মেয়ে ক্যাথারিনের বিয়ের খবর ঘোষণা করছেন—আমি মেয়েটাকেও চিনি না আর যাকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে তাকেও না। তারা বোধ করি সারা শহরেই খবরটা রটনা করছে। নামটা বেশ কৌতুককর। মনে হলো এলোসিয়াস নামে কাকেও যেন আমি চিনতাম। নামটা একজন সং ক্যাথলিকের হওয়াই সম্ভব। ঘোষণা-পত্রটির উপরে ক্রেস্ট্‌ বা কুল-চিহ্ন ছিল। গ্রীক ডিউক যিযি আর সেই কাউণ্টের মতো। কাউন্ট্‌টাও বেশ আমুদে। ব্রেটের আছে এক পদবী—লেডি এ্যাশ্‌লে! মরুক গে ব্রেট! লেডি এ্যাশ্‌লে, চুলোয় যাও তুমি!

বিছানার ধারের বাতিটা জ্বালালাম, গ্যাস নিভিয়ে দিয়ে প্রশস্ত জানালাগুলি খুলে দিলাম এবার। বিছানাটা জানালা থেকে বেশ কিছুটা দূরে, জানালা খুলে বসলাম আর কাপড়-চোপড় খুলে রাখলাম বিছানার ধারে। বাইরে রাত্রি বেলার ট্রেন শাক্‌-সব্জি বোঝাই হয়ে ছুটছিল বাজারের দিকে। রাত্রে ওগুলি এমন দারুণ আওয়াজ করে যে ঘুমোবার উপায় থাকে না। কাপড় ছেড়ে, বিছানার ধারের বড় আলমারিটার আয়নায় আমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। এভাবে রুম-সাজানোটা খাঁটি ফরাসী কায়দা। মনে হয় এটা সুবিধাজনকও। সবকিছু নিয়ে দুঃখবোধ করা, আমার মনে হয় হাস্যাস্পদ। পায়জামাটা পরে নিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ষাঁড়ের লড়াই সম্পর্কে দুটি সাময়িকী এসেছে আমার কাছে, ও দুটোর মোড়ক খুলে ফেললাম এবার। একটার রঙ কমলা, অন্যটার হলদে। কিন্তু দুয়েতেই একই খবর,

কাজেই একটা পড়ে নিলে দ্বিতীয়টা পড়ার আর প্রয়োজনই থাকে না। দুটোর মধ্যে 'লা তোরিল' উৎকৃষ্টতর, তাই ওটাই পড়তে শুরু করলাম। বাদ দিলাম না কিছুই, আগাগোড়া সবটাই পড়লাম, মায় চিঠি-পত্রের কলাম-সুদ্ধ। বাতিটা নিভিয়ে দিলাম, বোধহয় এবার ঘুমুতে পারবো। মস্তিষ্ক কিন্তু নিষ্ক্রিয় রইল না। সেই পুরোনো অভিযোগ। ইটালিয়ানদের মতো সামান্য কৌতুকেও উত্তেজিত হয়ে ওঠা আর এ ভাবে দুঃখ পাওয়া সে এক বিশ্রী ব্যাপার। ইটালির হাসপাতালে আমরা একবার একটা সমিতি গড়তে চেয়েছিলাম। ইটালী ভাষায় ওর একটা মজার নামও দিয়েছিলাম আমরা। অন্যান্য ইটালিয়ান উদ্যোক্তাদের কি হলো কে জানে। পেডিগ্‌লিয় পন্তে, মিলান-এর অস্‌পেডাল ম্যাগিওতে ওটা হয়েছিল। পরের দালানটা ছিল 'পেডিগ্‌লিয় যণ্ডা'। পন্তের একটা প্রস্তর মূর্তিও এখানে ছিল অথবা ওটা যণ্ডারও হতে পারে। ওখানেই লিয়াজো কর্নেল দেখা করতে এসেছিল আমার সাথে। সেও এক হাসির ব্যাপার। ওটাই ছিল প্রথম কৌতুককর ঘটনা। আমার সারা শরীরে ছিল ব্যাণ্ডেজ। সে কথা ওকে তারা বলেও ছিল। তখনই সে করলে এই অদ্ভুত বক্তৃতা "হে বিদেশী ইংরেজ (যে কোন বিদেশীকে ওরা ইংরেজ ধরে নেয়) জীবনের চেয়েও অনেক বেশী তোমরা দিয়েছ।" কি বক্তৃতা! ইচ্ছা ছিল ওটাকে সোনার অক্ষরে লিখিয়ে বাঁধাই করে আফিসে টাঙিয়ে রাখি। ওর মুখে কিন্তু হাসি ছিল না। মনে হলো ও নিজেকে আমার স্থানে কল্পনা করছিল। 'কি দুর্ভাগ্য! কি দুর্ভাগ্য!'

কিছু উপলব্ধি করা আমার স্বভাব নয়, আমি স্রেফ আন্দাজ করি; চেষ্টা করি, ওই নিয়ে খেলা করি; কিন্তু কারো জীবনে দুঃখের কারণ হই না। তারা যখন আমাকে ইংলণ্ডের জাহাজে চালান দিচ্ছিল তখন যদি ব্রেটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তাম তাহলে আমি কখনো পড়তাম না এমন বিপদে। মনে হয় ও যা পেতে

পারে না, তা ও চায়। মানুষের স্বভাবই যেন এ রকম। মরুক গে মানুষ। ক্যাথলিক চার্চ এ সবের বেশ ভালো উপায় বাতলিয়েছে। অন্তত কিছুটা সৎ উপদেশ দিয়ে থাকে ওরা। ওই সব ভেবে কোন লাভ নেই। উঃ সবই ফাঁপা উপদেশ। সময় সময় ওটা চেষ্টা করে গ্রহণ করে দেখো। চেষ্টা করে গ্রহণ করো।

জেগে জেগে ভাবছিলাম, মনটা যেন চারদিকে দাপাদাপি করছিল। চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিলাম না মোটেও। তারপর ব্রেট সম্বন্ধে যেই ভাবতে শুরু করলাম, তখন অন্য চিন্তা সব পলাতক। ব্রেট সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম, মূহূর্তে মনের ইতস্তত দাপাদাপি গেল থেমে। মনটা যেন এখন সহজ সরল তরঙ্গ গতিতে চলতে শুরু করলো। তখন হঠাৎ আমি শুরু করে দিলাম কাঁদতে। কিছুক্ষণ পরে বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাইরের রাস্তার ভারী ট্রামের শব্দ কানে পৌঁছতে লাগলো। তখনই আমার চোখে নেমে এলো ঘুম।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে একটা হট্টগোল চলছিল। শুনতে কান পাতলাম, মনে হলো একটা আওয়াজ যেন আমার চেনা। ড্রেসিং গাউনটা চড়িয়ে, দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। গৃহরক্ষিকা কথা বলছিল বাইরে। মনে হলো, ও খুব ক্রুদ্ধ। কানে এলো আমার নাম—নীচে থেকে ডাকছে আমাকে।

গৃহরক্ষিকা বলে উঠলো, "মসিয়ে বার্নস নাকি?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"কোথাকার এক মেয়ে মানুষ এসে সারা পাড়াটারই ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। এত রাত্রে দেখুন না কি বিশ্রী কাণ্ড! বলে কি, ও আপনার সঙ্গে দেখা করবেই। বলেছি, আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

এর পর ব্রেটের গলা শুনতে পেলাম। চোখে ঘুম নিয়ে আমার মনে হচ্ছিল ও নিশ্চয়ই জর্জেটই হবে। কেন যে এ মনে

হলো বলতে পারবো না। ওর তো আমার ঠিকানা জানার কথা নয়।

"দয়া করে ওকে উপরে পাঠিয়ে দাও।"

সিঁড়ি বেয়ে ব্রেট উপরে এলো। দেখলাম ও প্রায় মাতাল।

ও-ই বললে, "এমন করতে যাওয়া ভয়ানক বোকামি হয়েছে। এমন একটা হট্টগোল। আমার ধারণা, তুমি ঘুমাওনি, ঘুমিয়েছিলে না কি ?"

"আমি কি করছিলাম এ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?"

"জানি না। এখন ক'টা বাজলো ?"

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে চারটা।

ব্রেট বললে, "সময়-জ্ঞানও ছিল না আমার। বলি, কেউ কি স্থির থাকতে পারে ? ডার্লিং রাগ করো না। এইমাত্র কাউন্টকে ছেড়ে এলাম। ও-ই আমাকে এখানে এনেছে।"

ব্রাণ্ডি, সোডা আর গ্লাস নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলাম : "লোকটা কেমন ?"

ব্রেট বললে, "অল্প দিও। আমাকে পরীক্ষা করতে চেয়ো না, করো না মাতাল। কাউন্ট ? হাঁ, এক রকম বটে। ঠিক আমাদের মতই একজন।"

"সত্যি সত্যি ও কি কাউন্ট ?"

"এখানে তাই তো। তুমি জানো, আমি তাই মনে করি। যাই হোক, কাউন্ট হওয়ার যোগ্যতা ও রাখে। মানুষ সম্বন্ধে ও রাখে যত সব বিশ্রী খবরা-খবর। জানি না কোথা থেকে ওসব সংগ্রহ করে। আমেরিকায় ও নাকি অনেকগুলি মিষ্টির দোকানের মালিক।"

ব্রেট ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগলো গ্লাসে।

"ভাবো, ও বলে শৃঙ্খল, দোকানের শৃঙ্খল, বা শ্রেণী। ওই রকম কিছু একটা। সবই একই সুতোয় গাঁথা। সে সম্বন্ধে আমাকে শোনাচ্ছিল কিছু কিছু। ভারী চমৎকার মানুষ, তবুও আমাদেরই

একজন। হাঁ পুরোপুরি। কোন সন্দেহ নেই। সর্বক্ষণ এ কথা বলা যায়।" ও আরো এক গ্লাস খেলো।

"এ সবে কিভাবে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি দেখেছ? কিছু মনে করো না, করবে নাতো? তুমি জানো, ও যিযির জন্য বাসা নিয়েছে।"

"যিযিও ডিউক নাকি?"

"অসম্ভব নয়। জানো তো ও গ্রীক। বাজে এক আঁকিয়ে। কাউণ্টকেই বরং আমার পছন্দ।"

"তার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে?"

"ওঃ, সর্বত্র। ও এইমাত্র আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে বিয়ারিজ গেলে ও আমাকে দশ হাজার ডলার দেবে বলেছে। পাউণ্ডে ওটা কত দাঁড়াবে বলো তো?"

"দু হাজারের কাছাকাছি।"

"তাহলে অনেক টাকা! বলে দিয়েছি, পারবো না আমি। সে সম্বন্ধে ওর অনেক উচ্ছ্বাস। বলেছি বিয়ারিজে অনেক লোক আমার জানা শোনা।"

বলেই ব্রেট হাসতে লাগলো। বললে, "তুমি দেখছি বড় ধীরে ধীরে খাও।"

এর মধ্যে আমি শুধু এক চুমুক ব্রাণ্ডি আর সোডা খেয়েছি। এবার লম্বা একটা চুমুক দিলাম।

ব্রেট বললে, "এই তো চাই। চমৎকার! হ্যাঁ, তারপর ও প্রস্তাব দিলে ওর সঙ্গে কেইনসে যেতে। বললাম—ওখানেও আমার চেনা-শোনা অনেক। মন্তে কার্লো। বললাম, হ্যাঁ, ওখানেও সেই একই দশা। সর্বত্রই আমার জানা-শোনা লোক প্রচুর। কথাটা ঠিকও। তখন ওকে বললাম আমাকে এখানে নিয়ে আসতে।"

ব্রেট আমার দিকে তাকালো, একটা হাত ওর টেবিলের উপর রাখা, গ্লাসটা তোলা। ও বললে, "ওভাবে তাকিও না। হ্যাঁ, ওকে বললাম আমি তোমাকে ভালোবাসি। সত্যিই। ওভাবে চেয়ে

থেকো না। এ ব্যাপারে ওর ব্যবহার চমৎকার! আগামী রাত ও বাইরে কোথাও আমাদের ডিনারে নিয়ে যেতে চায়। তুমি যেতে রাজি তো?"

"কেন রাজি থাকবো না?"

"আমি বরং এখন যাই।"

"কেন?"

"তোমাকে শুধু একটিবার দেখতে এসেছিলাম। বিশ্রী এক আহাম্মুকে খেয়াল! কাপড় পরে নীচে আসবে কি? রাস্তার মাথায় ও 'কার' নিয়ে অপেক্ষা করছে।"

"কাউন্ট?"

"হ্যাঁ। ও নিজেই। চাপরাশ-পরা সোফারও আছে। গাড়ী করে চারদিকে আমাকে ঘোরাবে আর পরে 'বোঁয়ে' ব্রেকফাস্ট করাবে। হেম্পারস্ মদের বোতল বোঝাই ঝুড়ি আছে। সব কিছু 'জেলি' থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ডজনখানেক 'মামে'র বোতলও। লোভ হয় না তোমার?"

বললাম, "সকালে আমার অনেক কাজ। আমি তোমার থেকে এত বেশী পেছনে পড়ে গেছি যে এখন আর সেটা পার হয়ে এসে আনন্দের কারণ হওয়া সম্ভব নয়।"

"গাধার মতো কথা বলো না।"

"তবুও তা সম্ভব নয়।"

"ঠিক আছে। তাহলে ওকে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ চিঠিই না হয় পাঠিয়ে দিয়ো।"

"যা বলো, অবিকল তাই করা হবে।"

"ডার্লিং, শুভরাত্রি!"

"অত বেশী আবেগী হয়ো না।"

"তুমি আমাকে আঘাত দিলে।"

আমরা বিদায় চুমু খেলাম। ব্রেট শিউরে উঠলো।

বললে, "আমি বরং যাই। শুভরাত্রি, ডার্লিং!"

"ওর সাথে তোমার যাওয়ার দরকার নেই।"

"আচ্ছা।"

সিঁড়ির উপর আমরা আবার চুমু খেলাম। যখন আমি গৃহরক্ষিকাকে ডাকলাম তখন সে তার দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কি সব যেন বিড়্‌বিড়্ করলো। উপরে ফিরে এলাম আমি, খোলা পথে দেখলাম ব্রেট হেঁটে রাস্তা পার হয়ে, মোড়ে আলোর নীচে দাঁড়ানো সুবৃহৎ লিমোজিন-এর কাছে গেলো। ও ওঠার পর গাড়ীটা ছেড়ে দিলে। আমি জানালা থেকে ফিরে দাঁড়ালাম। টেবিলের উপর রয়েছে একটি খালি আর একটি ব্রাণ্ডি আর সোডার অর্ধখালি গ্লাস। আমি ছুটোকে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গেলাম রেখে দিতে। আধা ভর্তি গ্লাসটা উপুড় করে ঢেলে দিলাম সিঙ্ক-এর মুখে। খাবার ঘরের গ্যাস্ নিভিয়ে দিলাম। বিছানায় বসে স্লিপার পা থেকে ছুঁড়ে ফেলে এবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম। এই-ই ব্রেট—আমার প্রায় কান্না পেলো। কল্পনায় ভেসে উঠলো তার হেঁটে রাস্তা পার হয়ে গাড়ীতে চড়ে বসার দৃশ্যটা—সর্বশেষ যেমনটি দেখেছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে মনটা আবার অত্যন্ত বিষিয়ে উঠলো। দিনের বেলা সব ব্যাপারে মনকে শক্ত রাখা খুবই সহজ, কিন্তু রাত্রে তা নেয় সম্পূর্ণ অন্য রূপ।

গড়িয়ে নিচ্ছিল, আমি হাঁটছিলাম তার পেছনে পেছনে। সর্বত্রই লোক কাজে যাচ্ছে। কাজে যাওয়াতেও একটা সুখ পাওয়া যায়। হেঁটে এ্যাভেনিউটা পেরিয়ে আমি আমার আফিসে গিয়ে ঢুকলাম।

উপরের তলায় আফিসে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আমি সেদিনের সকাল বেলার ফরাসী পত্রিকাগুলি পড়ে ফেললাম। তার পর টাইপ-রাইটারে বসে—এই এক সকালেই অনেক কাজ করা হয়ে গেল। এগারোটার দিকে ট্যাক্সি করে 'ক্যুয় ছ অরসেতে' এলাম, ভিতরের প্রায় ডজনখানেক বার্তা-প্রতিনিধিদের মাঝখানে গিয়ে বসলাম। বৈদেশিক দফতরের মুখপাত্র, নোভেলে রেভ্যু ফ্রাঙ্কাইস-এর প্রতিনিধি, তরুণ কূটনীতিবিদ, চোখে উঁচু রিম-লাগানো চশমা পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা ধরে আলাপ করলো আর উত্তর দিলো ওদের যত সব প্রশ্নের। কাউন্সিল-সভাপতি 'লিয়ন্স'-এ বক্তৃতা দিচ্ছেন অথবা ওখান থেকে ফেরার পথে। অনেকেই স্রেফ কথা বলার সুযোগ নেওয়ার জন্যই প্রশ্ন করছিল, নিউজ এজেন্সির লোকেরা গোটা দুই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলে। তেমন কোন সংবাদ ছিল না। আমি 'ক্যু ছ অরসে' থেকে উলসি আর ক্রুমের সাথে একই ট্যাক্সিতেই ফিরে এলাম।

ক্রুম বললে, "রাতে তুমি কি কর জ্যেক্? তোমাকে তো কখনো ধারেকাছে দেখাই যায় না।"

"আমি ঘরেই থাকি।"

"দেখি, পারি তো কোন এক রাতে আমি এসে পড়বো। ডিঙ্গো তো খুব একটা বড় জায়গা না?"

"হাঁ। ওখানে অথবা এই নতুন আড্ডায়। সিলেক্টে।"

ক্রুম বললে, "আমারও যেতে খুব ইচ্ছে—কিন্তু বোঝ তো বৌ আর বালবাচ্চার ঝামেলা।"

উল্সি জিজ্ঞেস করলে, "টেনিস খেলো-তো?"

অধ্যায় ঃ পাঁচ

সকালে 'বুলেভা' দিয়ে হেটে রু্য সক্লোট-এ গেলাম কেক ও কফি খেতে। সকালটা ছিল চমৎকার। ল্যুক্সেমবার্গ বাগানে চেস্টনাট গাছগুলি ফুলে ফুলময়। গরমের দিনের ভোরবেলাকার যে স্নিগ্ধ আমেজ তা অনুভব করলাম সারা দেহে। কফি খেতে খেতে সেদিনের কাগজগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিলাম, তার পর ধরালাম একটি সিগারেট। ফুলওয়ালীরা বাজারের দিক থেকে এসেই রোজকার মতো শুরু করলো নিজেদের ফুল সাজাতে। ছাত্ররা আইন কলেজ বা সর্বোনের দিকে হেঁটে চলেছে পাশের রাস্তা দিয়ে। 'বুলেভা' হয়ে উঠেছে কর্মচঞ্চল—লোক চলেছে যার যার কাজে। আমি চড়ে বসলাম একটা 'এস্' বাসে। ওটার পেছনের খোলা স্থানটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম ম্যাডেলিন পর্যন্ত। ম্যাডেলিন থেকে হেঁটে বুলেভা দ্য কেপুসাইন দিয়ে অপেরা পর্যন্ত গিয়ে, সেখান থেকে সোজা নিজের আফিসে হাজির হলাম। কলের ব্যাঙ আর মুষ্টিযোদ্ধা-পুতুল বিক্রেতাদের পাশ দিয়েই আমি এলাম। বিক্রেতার সহকারিণীটি পুতুলগুলির সুতো ঠিক করছিল, ওর সুতো এড়িয়েই আমি হেঁটে এলাম। মেয়েটা দাঁড়িয়ে দূরে কি যেন দেখছিল, সুতোগুলি ধরা ছিল ওর দুই হাতে। পুরুষটি দুজন পর্যটককে কেনার জন্যে অনুরোধ করছিল। আরো জনা তিনেক পর্যটক দাঁড়িয়ে পড়ে পুতুলগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। একপাশে অস্পষ্ট অক্ষরে 'সিনজানো' লেখা একটা রোলার একজন

ক্রুম বললে "না। এ বছরটায় খেলেছি বলে তো মনেই পড়ছে না। বেরিয়ে পড়তে চেষ্টা করি। কিন্তু প্রায় রবিবারেই বৃষ্টি হতে থাকে আর কোর্টেও যা বিশ্রী ভিড়।"

উল্‌সি বললে, "ইংরেজরা কিন্তু শনিবারে সবাই ঘরছাড়া।"

ক্রুম বললে, "ওরা সব ভাগ্যবান ভিখিরি! দেখো, আমি বলে রাখছি, একদিন না-একদিন আমি এজেন্সির কাজ ছেড়ে দেবোই। তখন বাইরে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার যথেষ্ট সময় মিলবে।"

"হ্যাঁ, তাই করা উচিত। একটা ছোট গাড়ী কিনে গ্রামে গিয়েই থাকো গে।"

"আগামী বছর একটা গাড়ী করার কথা ভাবছি।"

গাড়ীর আয়নায় টোকা মারলাম। সোফার গাড়ী থামালো। বললাম, "এটা আমার পথ। এসে কিছু পান করে যাও না।"

ক্রুম বললে "ধন্যবাদ!" উলসিও মাথা নাড়লো, "ও যেটুকু কাজ সকালে অসমাপ্ত রেখে গেছে, তা আমাকে গিয়েই শেষ করতে হবে এখন।"

দুটো ক্রাঙ্ক আমি ক্রুমের হাতে গুঁজে দিলাম।

ও বললে, "জ্যেক্, তোমার কি মাথা খারাপ! এ তো আমারই কর্তব্য।"

"যাই হোক, এ তো আফিসের হিসাবেই যাবে।"

"না। আমি এ আনন্দটুকু পেতে চাই।"

হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। ক্রুম মাথা বের করে বললে, "বুধবার লাঞ্চে দেখা হবে।"

"নিশ্চয়ই।"

লিফ্‌টে করে আমি আফিসে গিয়ে উঠলাম। দেখলাম রবার্ট কোন আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

বললে, "হ্যাঁলো জ্যেক্, লাঞ্চ খেতে বাইরে যাবে তো?"

"যাবো। আগে দেখে নিই নতুন কিছু আছে নাকি?"

"কোথায় খাবো ?"

"যে কোনখানে।"

আমি আমার ডেস্কের উপর কাগজ-পত্র দেখতে দেখতে বললাম, "তোমার কোথায় খেতে ইচ্ছা ?"

" 'ওয়েজেল' কেমন হয় ? ওদের বেশ ভালো ভালো ক্ষুধাবর্ধক চাটনী রয়েছে।"

রেঁস্তোরায় আমরা বিয়ার আর ক্ষুধাবর্ধক চাটনীর অর্ডার দিলাম। খানসামা নিয়ে এলো ঠাণ্ডা বিয়ার। দীর্ঘ পান-পাত্রের গায়ে জমে আছে শিকর বিন্দু! নানাধরনের ক্ষুধাবর্ধক চাটনীও আছে সাথে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গত রাতটা খুব ফুর্তিতে কেটেছে, না ?"

"না। তেমন কিছু না।"

"লেখা কেমন চলছে ?"

"যাচ্ছেতাই। দ্বিতীয় বইটা কিছুতেই এগুচ্ছে না।"

"সবারই বেলায় ও-ই ঘটে।"

"আমার বিশ্বাস তাই। তা হলেও অত্যন্ত বিরক্ত লাগে।"

"দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার কথা আর কিছু চিন্তা করনি ?"

"যেতে ত আমি চাই-ই।"

"তাহলে রওয়ানা দাও না কেন ?"

"ফ্রান্সেস্।"

বললাম, "কেন, ওকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারো।"

"ও তা চায় না। ওসব ওর পছন্দ নয়। ও চায় সবাই ওকে ঘিরে থাকুক—সবাই ওকে নিয়ে হৈ চৈ করুক।"

"ওকে বলে দাও না জাহান্নামে যেতে।"

"তা আমি বলতে পারবো না। ওর প্রতি আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে কিনা।"

শশার টুকরোগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে সে একটা কাসুন্দি-মাখা নোনতা হেরিং তুলে নিলে এবার।

“জ্যেক্, লেডি ব্রেট এ্যাশলে সম্বন্ধে তুমি কি জানো বলো তো?”

আমি বললাম, “তার নাম লেডি এ্যাশলে, ব্রেট তার নিজস্ব নাম। সে অতি চমৎকার মেয়ে। সে তালাক নিয়ে মাইক ক্যাম্পবেলকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ক্যাম্পবেল এখন স্কটল্যাণ্ডে। কেন, বল তো?”

“মেয়েটি কিন্তু অসাধারণ আকর্ষণীয়া।”

“হ্যাঁ, তা ঠিক।”

“কি একটা বিশেষ গুণ তার রয়েছে, বিশেষ এক মার্জিত রুচিই হয়তো বলা যায় ওটাকে। মনে হয় ও অত্যন্ত ঋজু স্বভাবের আর দেখতে ভারী মনোরম।”

“হাঁ, ও খুব ভালো মেয়ে।”

কোন বললে, “ওর গুণ যে আমি কিভাবে বর্ণনা করবো ভেবেই পাচ্ছি না। আমার মনে হয় এ ওর জন্মলব্ধ।

“তোমার কথা থেকে মনে হয় তুমি ওকে অত্যন্ত পছন্দ করে ফেলেছো।”

“হ্যাঁ, আমি তা করি। আমি ওর প্রেমে পড়েছি জানলেও কিছু মাত্র অবাক হবো না।”

আমি বললাম, “ও তো প্রায় মাতাল। ও মাইক ক্যাম্পবেলের প্রেমে পড়েছে এবং ওকে বিয়ে করতে যাচ্ছে! ক্যাম্পবেল তো ধনকুবের হতে যাচ্ছে একদিন-না-একদিন।”

“আমার তো মনে হয় না ও আদৌ তাকে বিয়ে করবে বলে।”

“কেন?”

“জানি না। তবে সে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। তুমি কি দীর্ঘ দিন ধরে ওকে জানো?”

বললাম, “হাঁ। যুদ্ধের সময় আমি যে হাসপাতালে ছিলাম ও সেখানে ভি এ ডি ছিল।”

“বোধ করি ও তখন এক রকম বাচ্চাই ছিল!”

"এখন ওর বয়স চৌত্রিশ।"

"এ্যাশলের সঙ্গে ওর কখন বিয়ে হয়েছিল?"

"যুদ্ধের সময়। ওর খাঁটি প্রেম তখন আমাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছিল।"

"তোমার কথায় বেশ তিক্ততা প্রকাশ পাচ্ছে যে।"

"দুঃখিত। আমার তেমন কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি শুধু তোমাকে ঘটনাগুলিই জানাতে চেষ্টা করছি।"

"আমার বিশ্বাস বিনা-ভালোবাসায় সে কাকেও বিয়ে করবে না।"

বললাম, "ভালো। তবে দু-দুবার সে তা করেছে, এই যা।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

বললাম, "ভালো। তবে উত্তর যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে ওই রকম বোকার মতো প্রশ্ন আর আমাকে করো না।"

"আমি তো তা জিজ্ঞেস করিনি তোমার কাছে।"

"ব্রেট এ্যাশলে সম্বন্ধে আমি কি জানি তা তুমি জানতে চেয়েছ।"

"ওকে অপমান করতে তো তোমাকে আমি বলিনি।"

"হয়েছে, জাহান্নামে যাও।"

টেবিল ছেড়ে ও এবার সোজা খাড়া হয়ে উঠল, ওর মুখ সাদা—রাগে সাদা হয়ে গেছে। চাটনীর ছোট প্লেটগুলির পাশে দাঁড়িয়ে রইল ও।"

বললাম: "বসো। বোকার মতো কোন কাণ্ড করে বসো না।"

"তোমাকে ওই কথা প্রত্যাহার করতে হবে।"

"তোমার সে শিক্ষানবিসীকালের স্কুলজীবনের কথা ভুলে যাও এখন।"

"আগে তোমার কথা প্রত্যহার করো।"

"নিশ্চয়ই। যাই বলো, তাতেই আমি রাজি। ব্রেট এ্যাশলে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। হলো তো?"

"না। তা নয়। আমাকে যে জাহান্নামে যেতে বলেছ সে কথা।"

বললাম, "বেশ, তাহলে জাহান্নামে যেয়ো না। বসে পড়ো। আমরা এখনি লাঞ্চ শুরু করবো।"

ক্বোন হাসলো একবার, তারপর বসে পড়লো। মনে হলো বসে ও খুশীই হয়েছে। না বসে ও করবেইবা কি।

"জ্যেক, তুমি এমন সব যা তা অপমানকর কথা বলো যে!"

"আমি খুব দুঃখিত। আমার জিভটাই খারাপ। তবে খারাপ কথা বললেও আমি খারাপ মনে করে তা বলি না।"

ক্বোন বললে, "আমি তা জানি। জ্যেক্, তুমিই আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

মনে মনে বললাম, "ঈশ্বর তোমার ভালো করুন!" প্রকাশ্যে বললাম, "আমি যা বলেছি তা ভুলে যাও। সত্যই আমি দুঃখিত।"

"খুব ভালো হলো। চমৎকার! মুহূর্তের জন্য আমি রেগে গিয়েছিলাম।"

"ভালো। চলো এখন আর কিছু খাওয়া যাক।"

লাঞ্চ খাওয়ার পর আমরা 'কাফে দ্য লা পেক্স' পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে কফি খেলাম। বুঝতে পারলাম ক্বোন আবারও ব্রেটের কথা তুলতে চায়, কিন্তু আমি সে সুযোগই দিলাম না তাকে। এটা-ওটা নানা কথায় সময় কাটিয়ে দিলাম। তারপর ওকে বিদায় দিয়ে আমি চলে এলাম সোজা আমার আফিসে।

অধ্যায় ঃ ছয়

পাঁচটায় হোটেল ক্রিলনে গিয়ে ব্রেটের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ও আসেনি, তাই আমি এখানে বসে খান কয়েক চিঠি লিখে নিলাম। খুব যে ভালো চিঠি, তা না, তবে ক্রিলনের খামে-কাগজে লেখা বলে একরকম মানিয়ে যাবে। ব্রেটের দেখা নেই। ছ'টার দিকে আমি নীচে বারে গিয়ে বার-মালিক জর্জের সঙ্গে বসে বসে একটা 'জ্যাক্ রোজ' খেলাম। বারেও দেখা মিললো না ব্রেটের! বেরিয়ে যাওয়ার সময় উপরেও একবার খোঁজ করলাম ওর। তারপর ট্যাক্সি করে সোজা ক্যাফে 'সিলেক্টে' এসে হাজির হলাম। সীনে পার হওয়ার সময় দেখলাম সারিবদ্ধ খালি বজরা সব স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। পুলের কাছাকাছি এলে বজরার নাবিকরা উপরে উঠে ধোয়া-মোছা করতে শুরু করেছে দেখলাম। চমৎকার দেখাচ্ছিল নদীর দৃশ্য। প্যারিসে নদীর পুল পার হওয়া সব সময় আনন্দের।

সংকেতের সাহায্যে দূরে সংবাদ প্রেরণের পদ্ধতি সেমাফোর আবিষ্কারকের প্রস্তর মূর্তি ঘুরে ট্যাক্সি ওইভাবে চলতে চলতে বুলেভা রাসপেইলের দিকে অগ্রসর হলো—ওইটুকু পথ পার হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় আমি পেছনের সীটে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। বুলেভা রাসপেইলে মোটর-ভ্রমণ সব সময় আমার কাছে নিরানন্দময়, 'পঁতাবুলো' আর 'মন্তেরোর' মাঝখানে পি এল এম-এর কিছুটা ছড়িয়ে পড়া অংশ বলেই ওটাকে আমার সব সময় মনে হয়—ওইটুকু পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি বোধ করতে থাকি নিরানন্দকর

মৃত্যুশীতল এক ক্লান্তি। ভ্রমণের সময় ওটাকে যে এতো নিষ্প্রাণ মনে হয় তার কারণ বোধ করি কোন ভাবগত সাদৃশ্য। বুলেভা রাসপেইলের মতো বিশ্রী রাস্তা প্যারিসে আরো যে নেই, তা নয়। ওই রাস্তায় হেঁটে চলতে আমার তেমন আপত্তি নেই কিন্তু যানবাহনে চড়াই অসহ্য। হয়তো কোন সময় এ সম্বন্ধে আমি কোথাও কিছু পড়েছি। প্যারিস সম্বন্ধে রবার্ট কোনের ধারণাও ওইভাবেই আহৃত। প্যারিসকে ভালো না লাগার মনোভাবটা ও কোথা থেকে যে আয়ত্ত করেছে ভেবে পাই না। হয়তো মেনকেনের লেখা থেকেই। আমার বিশ্বাস, মেনকেন প্যারিসকে রীতিমতো ঘৃণা করে। অনেক তরুণ তাদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা মেনকেনের থেকেই পেয়ে থাকে।

ট্যাক্সি এসে 'রোটণ্ডে'র সামনে থামলো। নদীর ডান তীর থেকে যে-কোন্ ট্যাক্সিকেই আপনি মন্তপারনেসের যে কোন ক্যাফের কথা বলুন না কেন, ড্রাইভার নির্ঘাত আপনাকে 'রোটণ্ডায়' এনে হাজির করবেই। দশ বছর পরে হয়তো 'ডোম-এর'ও এমন অবস্থা হবে। ওটা খুব কমসময়। 'রোটণ্ডের' নিষ্প্রাণ টেবিল পেরিয়ে আমি 'সিলেক্ট' পর্যন্ত হেঁটে এলাম। ভিতরে বারে কয়েকজন লোক ছিল, বাইরে একা বসে রয়েছে হার্ভে স্টোন। দেখলাম ওর সামনে এক গাদা সসার, মনে হলো, ওর শেভ্ করা দরকার।

হার্ভে বললে, "বসো। তোমাকেই খুঁজছি আমি।"

"কি ব্যাপার?"

"কিছুই না। এমনি খুঁজছিলাম তোমাকে।"

"ঘোড়-দৌড়ে গিয়েছিলে?"

"না। রবিবার থেকে কোথাও যাওয়া হয়নি।"

"আমেরিকা থেকে কোন খবর পেয়েছ?"

"না, কিছুই পাইনি।"

"ব্যাপার কি?"

"কিচ্ছু জানি না আমি। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছি। ওদের কথা মন থেকে একদম ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।"

ও ঝুঁকে পড়ে আমার চোখের দিকে তাকালো।

"জ্যেক্, শুনবে একটা কথা ?"

"বলো।"

"গত পাঁচ দিন ধরে আমি উপোস করেই আছি।"

মনে মনে আমি কয়েকদিন আগের কথা দ্রুত ভেবে নিলাম। মাত্র তিনদিন আগে 'নিউইয়র্ক বারে' পোকার খেলে হার্ভে আমাকে হারিয়ে ছুশ ফ্রাঙ্ক জিতে নিয়েছিল।

বললাম, "ব্যাপার কি ?"

"হাতে পয়সা নেই। পয়সা আসেনি।" থেমে ফের বললে, "জ্যেক্, সত্যিই খুব আশ্চর্য। এ রকম অবস্থায় পড়লে আমি নিঃসঙ্গ থাকতে চাই। চাই নিজের ঘরে একা চুপচাপ বসে থাকতে। আমি প্রায় বিড়ালের মতই।"

আমি নিজের পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম।

"হার্ভে, একশ'য় তোমার চলবে ত ?"

"হ্যাঁ।"

"চলো কোথাও গিয়ে কিছু খাওয়া যাক্।"

"অত তাড়া কিসের ? এখানে বসেই কিছু পান করে নাও।"

"আগে কিছু খেয়ে নেওয়াই ভালো।"

"না। এ রকম অবস্থায় পড়লে খেলাম কি খেলাম না তা আমি চিন্তাই করি না।"

আমরা পান করলাম। আমার সসারটাও হার্ভে তার সসারের গাদায় মিশিয়ে নিলে।

"হার্ভে, মেনকেনকে তুমি চেন ?"

"হ্যাঁ। কেন ?"

"ও কেমন লোক ?"

"বেশ ভালো লোক। ও ভারি মজার মজার কথা বলে। গতবার আমরা এক সঙ্গে ডিনার খেলাম আর খুব গল্প করলাম হোফেন হাইমার সম্বন্ধে। ও বলেছিল, 'বিপদ হচ্ছে, ও বড্ড দুর্মুখ'। এমন মন্দ কি!"

"মোটেও মন্দ নয়।"

হার্ভে বলে চললো, "ও এখন শেষ হয়ে গেছে। ও যা জানে, সে সম্বন্ধে ও লিখে শেষ করেছে, এখন যে সব বিষয়ে লিখছে সে সম্বন্ধে ও কিছুই জানে না।"

বললাম, "আমার অনুমান, সে ঠিকই করচে। তবে তার লেখা আমি মোটেও পড়তে পারি না।"

হার্ভে বললে, "এখন কেউই পড়ে না ওর লেখা, পড়ে শুধু যারা 'আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন ইন্‌স্টিটিউট' পড়তো তারাই।"

বললাম, "বেশ, ওইবা মন্দ কি।"

হার্ভে বললে, "ঠিক।"

বসে বসে আমরা কিছুক্ষণ বেশ গভীরভাবে চিন্তা করলাম।

বললাম, "আর এক গ্লাস পান করা যাক্—কি বল?"

হার্ভে, "বেশ।"

বললাম, "ওই যে—কোন আসছে।" রবার্ট কোন তখন রাস্তা পার হচ্ছিল।

হার্ভে বললে, "সেই নাবালকটা।" কোন আমাদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো।

তারপর বলে উঠলো, "হ্যালো, নিষ্কর্মার দল।"

হার্ভে বললে, "এই যে রবার্ট, এইমাত্র আমি জ্যেক্‌কে বলছিলাম, তুমি এক নাবালক, বয়স্ক শিশু মাত্র।"

"তার অর্থ?"

"সোজা বলে ফেলো। অত ভেবো না। যা তুমি করতে চাও, তা করতে পারলে কি করবে, সেটাই বলো।"

ক্বোন ভবেতে লাগলো।

"অতো ভেবো না। যা মাথায় আসছে সোজা বলে ফেলো।"

ক্বোন বললে, "জানি না। যাই হোক, কি সম্বন্ধে বলতে হবে ?"

"আমি বলতে চাই, তুমি কি করতে চাও ? তোমার মাথায় সর্বাগ্রে কি আসে ? তা যত অর্থহীন বাজে চিন্তাই হোক না কেন।"

ক্বোন বললে, "জানি না। নিজের ব্যাপারে আমি এখন যা জানি, তাতে মনে হয় আমার বরং আবার ফুটবলই খেলা উচিত।"

হার্ভে বললে, "তোমাকে আমি ভুল বুঝেছি। তুমি নাবালক নও। তোমার বিকাশটাই শুধু রুদ্ধ হয়ে আছে।"

ক্বোন বললে, "হার্ভে, তুমি অসম্ভব রকমের আমুদে মানুষ দেখছি। কেউ না কেউ একদিন তোমার মুখটা থেৎলে দেবে।"

হার্ভে স্টোন এক চোট হেসে বললে, "তুমি ওই ভাবতে থাকো। কেউ কিন্তু তা করবে না। কারণ ওতে আমার ইতরবিশেষ ঘটবে না। আমি তো যোদ্ধা নই।"

"তা যদি কেউ করে দেখবে ইতরবিশেষ ঘটবেই।"

"না, তা ঘটবে না। ওইখানেই তুমি সব চেয়ে বড় ভুল করে বসো। কারণ তোমার তো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই আদৌ।"

"আমার কথা ছেড়ে দাও।"

হার্ভে বললে, "নিশ্চয়ই। তাতে আমার কিছু ইতরবিশেষ ঘটে না। তোমাকে নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।"

আমি বললাম, "হার্ভে, এসো, আর এক গ্লাস করে খাওয়া যাক্।"

ও বললে, "না। আমি রাস্তার ওধারে গিয়ে কিছু খেয়ে নেবো। জ্যেক্, তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে।"

রাস্তা ধরে সে হেঁটে চললো। ট্যাক্সির সারির ভিতর দিয়ে ওকে রাস্তা পার হতে দেখলাম—যানবাহনের ভীড়ের মধ্যেও ধীরে ধীরে দৃঢ় পা ফেলে ছোট্ট, ভারী মানুষটি চলতে লাগলো।

কোন বললে, "ওকে দেখলেই সব সময় আমার বিরক্তি ধরে। ওকে আমি সহ্যই করতে পারি না।"

বললাম, "ওকে আমার ভালো লাগে। আমি খুব পছন্দ করি ওকে। ওর উপর খামখা বিরক্ত হয়ো না তুমি।"

কোন বললে, "আমি জানি। ও আমার স্নায়ুকে তিতিয়ে তোলে।"

"আজ বিকেলে লিখতে বসবে নাকি ?"

"না। কিছুতেই ওটাকে নিয়ে এগুতে পারছি না। আমার প্রথম বইটার চেয়ে দেখছি এটা অনেক শক্ত। এটাকে নিয়ে আমি খুব একটা বিপদে পড়েছি।"

বসন্তের গোড়ায় ও যখন আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছিল, তখন ওর মধ্যে যে বলিষ্ঠ অহংবোধ ছিল তা এখন নিঃশেষিত। তখন নিজের উপর ওর একটা আস্থা ছিল। তবে ব্যক্তিগত দুঃসাহসিক কর্মেরও একটা স্পৃহা তখন তার মধ্যে লক্ষ্য করা যেত। এখন সে অবস্থা আর নেই। কি জানি কেন, আমার যেন মনে হতো রবার্ট কোনের সব কিছু আমার চোখে স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ছে না। কারণ হয়তো এই যে ব্রেটের প্রেমে পড়ার আগে পর্যন্ত কোনদিন সে এমন কোন কথা বলেনি, যাতে তাকে অন্যের থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব। টেনিস কোর্টে ওকে চমৎকার লাগে, সুগঠিত দেহটাকে ও সযত্নে বাঁচিয়েও রেখেছে, ব্রিজ খেলায় তাসের প্রয়োগ সম্বন্ধেও ও সুকৌশলী। আর নিজের ব্যবহারে কৌতুককর আণ্ডার-গ্রাজুয়েটি গুণটুকুও সে এখনো বজায় রেখেছে। চুপচাপ থাকলেও জনতার মধ্যেও তার অবয়ব লক্ষ্য-গোচর। স্কুলে যাকে একদা পোলো-শার্ট বলা হতো, হয়তো এখনো বলা হয়, তাই ও পরে আজো। কিন্তু কোনরকম পেশাগত তারুণ্য ওতে নেই। পোশাকআশাক সম্বন্ধে ও যে খুব মাথা ঘামায়, তাও মনে হয় না। তার বাহ্যিক জীবন প্রিন্সটনেই গঠিত আর আভ্যন্তরীণ জীবন গড়ে উঠেছে দুজন মেয়ে-লোকের হাতেই। চমৎকার বালসুলভ একটা উৎফুল্লতা রয়েছে ওর মধ্যে, যা কখনো নিঙড়িয়ে বের করে দেওয়া

হয়নি আর ওর আমিত্বটাকেও বোধকরি তেমন প্রকট করে তোলা হয়নি কোনদিন। টেনিসে জিতলে ও খুব খুশী হতো। উদাহরণত, লেঙলেন যেমন জয়ের পর খুশী হতো, ও-ও তেমনি হতো। আবার হেরে গেলেও তেমন রেগেটেগে যেতো না। ব্রেটের সঙ্গে প্রেমে পড়ার পর ওর জীবন থেকে টেনিসও নিয়েছে বিদায়। যে সব লোক কখনো ওকে হারাতে পারেনি, এখন তারা অনায়াসে ওকে হারিয়ে দেয়। তা হলেও ও কিছুমাত্র বেসামাল হয় না।

যাই হোক, ক্যাফে সিলেক্টের খোলা চত্বরে বসে বসেই দেখলাম এইমাত্র হার্ভে স্টোন রাস্তাটা পার হয়ে গেলো।

বললাম, "চলো 'লিলাসে' যাওয়া যাক।"

"আমার 'ডেট' আছে।"

"ক'টায় ?"

"সাতটা পনেরোয় ফ্রান্সেস্-এর এখানে আসার কথা।"

"ওই তো ও আসছে।"

রাস্তার ওপাশ থেকে ফ্রান্সেস্ ক্লাইন আমাদের দিকে আসছিল। ও অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী—হাঁটছিলও বেশ অঙ্গভঙ্গি করে। ও হাসতে হাসতেই হাত নাড়ালো। ওর রাস্তা পার হওয়াটা আমরা দেখতে লাগলাম।

এসেই ও বলে উঠলো, "হ্যালো জ্যেক্, তুমিও এখানে আছ দেখে খুব খুশী হলাম। কবে থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি আমি।"

কোন বললে, "হ্যালো ফ্রান্সেস্।" বলেই ও হাসতে শুরু করলো।

"হ্যালো রবার্ট! তুমি এখানে ?" ও অনর্গল বলে যেতে লাগলো, "সময়টা আমার অত্যন্ত বিশ্রীভাবে কাটলো।" কোনের দিকে মাথা নেড়ে যোগ করলো "এ লোকটা লাঞ্চেও ঘরে গেলো না।"

"আমার তো যাবার কথা নয়।"

"ওঃ, আমি জানি। কিন্তু তখন তুমি তো সে সম্বন্ধে বাবুর্চিকে কিছুই বলোনি। আমার আবার তখন অন্যের সঙ্গে দেখা করার কথা আর প'লাও তখন ছিল না তার আফিসে। 'রিজে' গিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে তার অপেক্ষা করলাম; কিন্তু সে এলোই না আর। এদিকে আমার রিজে লাঞ্চ খাওয়ার মতো পয়সাও ছিল না সঙ্গে।"

"তখন তুমি কি করলে?"

কিছুটা কৃত্রিম উল্লাসের সঙ্গে ও বললে, "কি আর করবো, বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমি সব সময় আমার কথা রক্ষা করে থাকি। আজ কাল কিন্তু অন্যরা কেউই কথা রাখে না। এসব আরো ভালো করে আমার জানা থাকা উচিত ছিল। যাক্ জ্যেক্, তুমি কেমন আছো বলো।"

"বেশ ভালো।"

"নাচে চমৎকার এক মেয়েকে তুমি সঙ্গে করে এনেছিলে, পরে চলে গেলে কিনা ওই ব্রেটের সঙ্গে।"

কোন জিজ্ঞেস করলে, "ওকে তোমার ভালো লাগে না?"

"আমার তো ওকে নিখুঁত সুন্দরী বলেই মনে হয়। তোমার মনে হয় না?"

কোন নিরুত্তর।

"জ্যেক্, দেখো—আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আমার সঙ্গে দয়া করে 'ডোম' পর্যন্ত যাবে কি? রবার্ট, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, কেমন? জ্যেক্, চলো।"

বুলেভা মন্তপারনেস পার হয়ে আমরা এসে একটা টেবিলে বসলাম। একটা বয় এলো 'প্যারিস টাইম্স' নিয়ে, একটা কপি কিনে খুলে চোখ বুলাতে লাগলাম আমি।

"ফ্রান্সেস্, ব্যাপার কি?"

ও বললে, "কিছুই না, তবে ও আমাকে ছেড়ে যেতে চায়।"

"কি করে বুঝলে?"

"দেখো, ও সবাইকে বলেছে আমাদের বিয়ে হচ্ছে, আমিও সে কথা আমার মা আর অন্যদের বলেছি। এখন সে বিয়ে করতেই চাচ্ছে না।"

"ব্যাপার কি ?"

"ওর বিশ্বাস, ওর এখনো তেমন বয়স হয়নি। নিউইয়র্ক গেলেই এমন যে ঘটবে তা আমি জানতাম।"

অত্যন্ত উজ্জ্বল চোখ দু'টি তুলে ও তাকালো আর চেষ্টা করলো যতসব অবান্তর কথা বলতে।

"ও না চাইলে আমিও চাচ্ছি না ওকে বিয়ে করতে। নিশ্চয়ই করবো না। কিছুতেই এখন আর ওকে আমি বিয়ে করছি না। তিন বছর ধরে আমরা অপেক্ষা করে থেকে সবে মাত্র আমি তালাক নিয়েছি, এ অবস্থায় এ যে খুব দেরি হয়ে গেছে তা বলতেই হবে।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"যাচ্ছিলাম বিয়ের উৎসব করতে, এখন কিনা তার পরিবর্তে আমরা ঘটিয়ে বসলাম এমন একটা কাণ্ড। অত্যন্ত ছেলেমি ব্যাপার, না! ভয়াবহ এক কাণ্ড ঘটে গেছে আমাদের মধ্যে, ও তো কেঁদেই দিয়েছে। আর আমি যেন যুক্তিশীল হই—সেই ভিক্ষাটুকু চাইছে আমার কাছে। কিন্তু নিজে রইলো অটল, বললে সে কিছুতেই পারবে না বিয়ে করতে।"

"এ এক চরম দুর্ভাগ্য।"

"আমিও বলছি এ এক চরম বদ্‌নসিব। ওর জন্য আমি আড়াইটা বছর নষ্ট করেছি। আমি জানি না, এখন আমাকে আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে কিনা। দু'বছর আগে কেন-এ আমি যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারতাম। যে সব বয়স্ক লোক যে-কোন চটপটে কায়দাদুরস্ত মেয়ে বিয়ে করে সংসার বাঁধতে রাজী ছিল, তারা তো আমার জন্য পাগল ছিল। আমার তো মনে হয় না এখন আর কাকেও আমি পাকড়াও করতে পারবো।"

"আমার তো বিশ্বাস, তুমি এখনো যাকে খুশী বিয়ে করতে পারো।"

"না। আমার বিশ্বাস হয় না। তার উপর—ওকে আমি ভালোবাসি কিনা! আমি সন্তান চাই। আমাদের ছেলেমেয়ে হবে এ আমি সব সময় ভাবতাম।"

প্রদীপ্ত চোখে ও আমার দিকে তাকালো। পরে বললে, "বাচ্চাদের আমি খুব পছন্দ করি, তা নয়, কিন্তু আমার কোন বাচ্চা হবে না, এও আমি ভাবতে পারি না। সব সময় মনে করতাম আমারও বাচ্চা হবে আর তাদের আমি ভালোও বাসবো প্রাণপণে।"

"ওর তো বাচ্চা রয়েছে।"

"হ্যাঁ। ওর ছেলেমেয়ে আছে, আছে টাকা আর আছে টাকাওয়ালী মা। তার উপর ও বইও লিখেছে একটা; আমার লেখা তো কেউ-ই প্রকাশ করবে না। আমারটাও তো তেমন খারাপ হয়নি। আর আমার তো টাকা-পয়সা বলতে কিছুই নেই। অবশ্য আমি মোহরানা পেতে পারতাম, যদি না অমন তাড়াহুড়ো করে তালাক নিতাম।"

আবার ও আমার দিকে প্রদীপ্ত চোখে তাকালো।

"এ ভালো কথা নয়। দোষটা আমারই বটে, কিন্তু তেমন বেশী কিছু তো নয়। আমার অবশ্য আরো ভালো করে বোঝা উচিত ছিল। ওকে কিছু বললেই ও অমনি কান্না জুড়ে দেয় আর বলে বিয়ে সে কিছুতেই করতে পারবে না। বিয়ে সে কেন করতে পারবে না? স্ত্রী হিসেবে আমি তো নেহাৎমন্দ হবো না। আমি সহজে মানিয়ে চলতে পারি। আমি তাকে একা থাকতে দিই। তাতেও তো কোন ফায়দা হয় না।"

"অত্যন্ত বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার দেখছি।"

"হ্যাঁ, সত্যিই এ এক বিশ্রীরকম লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু এ সম্বন্ধে তো কথা বলে কোন লাভ নেই। লাভ আছে? এসো, ক্যাফেতে ফিরে যাই।"

"কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে আমার তো কিছু করার নেই।"

"না। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে যে আমার আলাপ হয়েছে, তা ওকে জানতে দিয়ো না। ওর কি ইচ্ছা তা আমার জানা আছে।"

প্রথম বারের মতো এবার ওর দীপ্ত উচ্ছ্বসিত আচরণ যেন মিইয়ে এলো। বললে, "ও একাই নিউইয়র্ক ফিরে যেতে চায়। ওর বইটার প্রকাশ মুহূর্তে যখন ওখানকার যত সব দুর্বল চরিত্ররা ওকে নিয়ে খুব মতামাতি করবে তখন সে দৃশ্যটা ও একাই উপভোগ করতে চায়। এই তার ইচ্ছা।"

"ওরা ওটা পছন্দ নাও তো করতে পারে। সত্যিই, আমার তো ওকে অমন মনে হয় না, তাই না?"

"জ্যেক্, আমি ওকে যতটা জানি, তুমি ততটা জান না। এই-ই সে চায়। আমি জানি, আমি তা ভালো করেই জানি। আর ওই কারণেই সে বিয়ে করতে চাচ্ছে না। এই শরতে একাই সে জয়ের সবটুকু মজা লুটতে চায়?"

"ক্যাফেতে ফিরে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ। চলো।"

আমরা টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এখানে কিছু পান করা হয়নি। ওরা কিছু করেনি পরিবেশনও। রাস্তার ওপারে 'সিলেক্টের' দিকে পা বাড়ালাম আমরা। ওখানে মার্বেল টেবিলের পেছনে বসে কোন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে দেখলাম।

ফ্রান্সেস ওকে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি হাসছো যে? খুব খুশী-বোধ করছো বুঝি?"

"তোমার গোপন আলাপের কথা মনে করেই আমি তোমার আর জ্যেকের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছিলাম।"

"জ্যেক্‌কে আমি যা বলেছি তা কিছুমাত্র গোপন কথা নয়। অনতিবিলম্বে সবাই সব কিছু জেনে যাবে। আমি জ্যেক্‌কে স্রেফ কিছুটা ভদ্রভাবেই কথাটা জানাতে চেয়েছি।"

"কি সম্পর্কে ? তুমি যে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছো সে কথা নাকি ?"

"হ্যাঁ, আমার ইংল্যাণ্ড যাওয়া সম্পর্কেই। ওঃ, জ্যোক্, আমি তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছি, আমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি।"

"ভারী চমৎকার, তাই না।"

"হ্যাঁ, ভালো ভালো পরিবারে এ সব ব্যাপার এ ভাবেই করা হয়ে থাকে। রবার্ট-ই আমাকে পাঠাচ্ছে। ও আমাকে ছ'শ পাউণ্ড দেবে, তখন আমি 'বন্ধুদের' দেখতে যাবো। ব্যবস্থাটা চমৎকার না ? অবশ্য 'বন্ধুরা' এখনো এ সম্পর্কে কিছু জানে না।"

ও এবার ক্কোনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। ক্কোনের মুখে কিন্তু হাসির কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

"তুমি ত আমাকে স্রেফ এক'শ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলে, ঠিক না রবার্ট ? কিন্তু আমি ওকে ছ'শ দিতে রাজি করিয়েছি। ও ভারী দরাজ-দিল। তাই না রবার্ট ?"

রবার্ট ক্কোনকে এমন ভয়ঙ্কর কথা কি করে লোকে বলতে পারে, বুঝতে পারি না। এমন কেউ কেউ আছে, যাদের কিছুতেই অপমানকর কথা বলা যায় না। তারা লোকের মনে এমন একটা অনুভূতি ঢুকিয়ে দেয় যে যদি বিশেষ কোন উক্তি করা হয় তাহলে দুনিয়া ধ্বংস হবে, তোমার চোখের উপরই সত্যি সত্যিই ধ্বংস নেমে আসবে। অথচ এখানে বসে ক্কোন সবই নীরবে সয়ে যাচ্ছে। আমার চোখের সামনে এখানেই সব ঘটে চলেছে আর আমি কিনা এ সব থামাবার এতটুকু তাগাদাও বোধ করছি না। পরে যা ঘটেছে তাতে এ সবকে স্রেফ বন্ধুসুলভ পরিহাস বলেই ধরে নেওয়া যায়।

ক্কোন বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "ফ্রান্সেস্, এমন কথা কি করে তোমার মুখ থেকে বেরোয় ?"

"শোনো ওর কথা। আমি ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি, যাচ্ছি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। যারা তোমাকে চায় না, তাদের সঙ্গে দেখা করতে কি তুমি কখনো যাও ? তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করা চাই।

দেখলেই যারা বলে উঠবে, 'প্রিয়ে, কেমন আছো? কত দীর্ঘকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা! তোমার স্নেহময়ী মা কেমন আছেন? হ্যাঁ, কেমন আছেন আমার স্নেহময়ী মা? তাঁর সব টাকা তিনি ফরাসী ওয়ার-বণ্ডে খাটিয়েছেন। হ্যাঁ, তাই তিনি করেছেন। পৃথিবীতে বোধ করি একমাত্র তিনিই এমন কাজ করেছেন। অথবা জিজ্ঞেস করবে, 'রবার্টের খবর কি?' অথবা রবার্ট সম্বন্ধে খুব সতর্কতার সাথে ঘুরিয়েফিরিয়ে আলাপ করবে। একে অপরকে বলবে, 'বাছা, খুব সাবধানে ওর নাম উল্লেখ করো। বেচারী ফ্রান্সেস্-এর ওকে নিয়ে খুব করুণ অভিজ্ঞতা ঘটেছে।' রবার্ট, খুব মজা হবে, না? জ্যেক্, তোমার মনে হয় না, চমৎকার এক মজার ব্যাপার হবে?"

তার সারামুখে সেই ভয়ঙ্কর হাসির দীপ্তি ছড়িয়ে সে আমার দিকে তাকালো। এ ব্যাপারে শ্রোতা পেয়ে সে যেন খুব পরিতৃপ্ত।

"রবার্ট, তাহলে তোমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? জানি, পুরোপুরি আমারই দোষ। সম্পূর্ণভাবে আমারই অপরাধ। ম্যাগাজিনের কাজে তোমার যে ক্ষুদে সেক্রেটারী ছিল তাকে তাড়াতে আমি যখন তোমাকে প্ররোচিত করেছিলাম তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল, আমাকেও তুমি ওইভাবেই তাড়াবে একদিন। জ্যেক্ বোধহয় ওসব জানে না। ওকে বলবো?"

"আল্লার ওয়াস্তে, চুপ করো ফ্রান্সেস্।"

"না, আমি ওকে বলবোই। ম্যাগাজিনের কাজে রবার্টের একটি ক্ষুদে সেক্রেটারী ছিল। দুনিয়ার সেরা মধুরতম বস্তু, ওকে ও এক পরমাশ্চর্য বলেই মনে করতো—তখনই আমার আগমন, আর ও আমাকেও মনে করতে লাগলো অপূর্ব সুন্দরী। কাজেই এবার তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করলাম আমি। ম্যাগাজিনটা যখন স্থানান্তরিত করা হয় তখনই ও মেয়েটাকে কারমেল থেকে প্রভিন্স টাউনে নিয়ে এলো। মেয়েটাকে ও ফিরে যাওয়ার ভাড়াটা পর্যন্ত দিলে না।

এ সবই করা হয়েছে আমাকে খুশী করার জন্যই। তখন ও আমাকে এক অপূর্ব সুন্দরী মনে করতো কিনা। রবার্ট, কেমন তাই মনে করতে না ?

"জ্যেক্, তুমি কিন্তু ভুল বুঝো না, সেক্রেটারীর সঙ্গে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ই দেহাতীত। অনাসক্তও বলা যায়। সত্যিই মোটেও কিছু না। শুধু এইটুকুই যে মেয়েটি দেখতে চমৎকার ছিল। তবে ও যা করেছে, করেছে শুধু আমাকে খুশী করার জন্যই। দেখো, আমার মনে হয় আমরা যারা 'তরবারির সাহায্যে বাঁচতে চাই তারা ধ্বংসও হই তরবারির দ্বারা।' এ কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয় ? রবার্ট, তুমি তোমার পরবর্তী বইয়ের জন্য কথাটা মনে রাখতে চাইছিলে।

"বোধহয় জানো, রবার্ট তার একটি নতুন বইয়ের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করছে। রবার্ট, তাই না ? সেজন্যেই ও আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। ওর বিশ্বাস, তাতে আমি ঠিক খাপ খাবো না। আমরা যখন এক সঙ্গে ছিলাম আর এ বইটা লেখা হচ্ছিল তখন সর্বক্ষণ ও এত ব্যস্ত ছিল যে আমাদের সব কথাই ও ভুলে গেছে। তাই ও এখন নতুন উপকরণের সন্ধানে বেরুচ্ছে। আমি আশা করছি ভয়াবহ রকম চমকপ্রদ কিছু ও পেয়ে যাবে।

"শোনো, রবার্ট, প্রিয় আমার—কিছু কথা তোমাকে শোনাবো আমি। কিছু মনে করো না, করবে কি ? তোমার নব পরিচিতা তরুণীদের নিয়ে কোন রকম দৃশ্য সৃষ্টি করে বসো না। অমন কোনো চেষ্টাই করো না। কারণ, চোখের জল না ফেলে তুমি যে কোন দৃশ্যই রচনা করতে পারো না ! এর ফলে অপরে কি বলেছে তাও তুমি যখন স্মরণ করতে পারো না, তখন তোমার নিজের উপর তোমার করুণা হয় নিশ্চয়ই ! ওই ভাবে কোন আলাপই তুমি মনে রাখতে পারবে না। শান্ত আর সংযত থাকতে চেষ্টা করো। আমি জানি, তা করা ভয়ানক শক্ত। কিন্তু মনে রেখো, সাহিত্যের জন্য এ করা অত্যাবশ্যক। সাহিত্যের জন্য আমাদের সবারই ত্যাগ স্বীকার করা

উচিত। আমার দিকে চেয়ে দেখো—বিনা প্রতিবাদে আমি ইংল্যাণ্ডে চলে যাচ্ছি। সবই সাহিত্যের জন্য। আমাদের সবারই উচিত, তরুণ লেখকদের সাহায্য করা। জ্যেক্, তুমি কি তা মনে করো না? কিন্তু তুমি তো তরুণ লেখক নও। রবার্ট, তুমি কি তাই? তোমার তো এখন চৌত্রিশ বছর বয়স। তাহলেও বড় লেখকদের জন্য ওটাকেও আমি তরুণ বয়স বলেই মনে করি। হার্ডির কথা ভাবো। চেয়ে দেখো আনাতোল ফ্রাঁসের দিকে। কিছুদিন আগেই তো মাত্র তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। যদিও রবার্ট তাঁকে তেমন ভালো লেখক মনে করে না। ওর কোন কোন ফরাসী বন্ধুই বোধ করি ওকে তা বলেছে। যদিও নিজে ভালো করে ফরাসী পড়তে পারে না। অবশ্য তিনি তোমার মতো ভালো লেখক ছিলেন না, সত্যি না রবার্ট? তুমি কি মনে করো তাঁকে কখনো উপকরণের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে? নিজের প্রেয়সীদের যখন তিনি বিয়ে করবেন না ঠিক করেছেন, তখন তাদের তিনি কি বলেছেন তা কি তুমি ভাবতে পারো? বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবি তিনিও কি তোমার মতো কেঁদেছিলেন? এইমাত্র আমার মাথায় একটা খেয়াল এসেছে।" দস্তানা-পরা হাতটা ও এবার ঠোঁটে ঠেকালো, "জ্যেক্, রবার্ট কোন কেন যে আমাকে বিয়ে করবে না তার আসল কারণ আমি জানি। এখনি মাত্র তা আমার মনে পড়েছে। ক্যাফে সিলেক্টে একটা অশরীরী প্রত্যাদেশের মতই যেন আমার কাছে কথাটা প্রেরিত হয়েছে। এ কি খুব রহস্যময় নয়? কোন দিন ওরা হয়তো লরডেসের মতো একটা স্মৃতি-ফলকও প্রতিষ্ঠা করে বসবে। রবার্ট শুনতে চাও? তোমাকে আমি বলবো। এ অতি সোজা সরল কথা। কি আশ্চর্য, এতদিন কেন যে আমি তা কখনো ভেবে দেখিনি। দেখো, রবার্ট সব সময় একটি রক্ষিতাই চেয়েছে, ও যদি আমাকে বিয়ে না করে তাহলে তা সে রাখতেই পারে। মেয়েটা দু'বছর ধরে ওর রক্ষিতাই ছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তো? সব সময় যে-ভাবে ও আমাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে

সে-ভাবে যদি বিয়ে করে ফেলে তাহলে তো ওর সব রোমান্সেরই ঘটে ভরাডুবি। এমন একটা ভাব-কল্পনা খুঁজে বের করা আমার পক্ষে যে খুবই একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক তা কি তোমার মনে হয় না? আর কথাটা তো সত্যিও। ওর দিকে চেয়ে দেখো, সত্যি কিনা। জ্যেক্, তুমি কোন দিকে যাবে?"

"আমাকে এখনি একটু ভেতরে যেতে হবে। হার্ভে স্টোনের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা।"

আমার ভেতরে যাওয়ার সময় ক্লোন দেখলাম তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। ওর চেহারা হয়ে গেছে শাদা। ও কেন ওখানে বসে রয়েছে? ও কেন ওইভাবে এসব সয়ে গেলো?

বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে যখন বাইরের দিকে তাকাচ্ছি, তখনো জানালাপথে ওদের আমি দেখতে পাচ্ছি। উজ্জ্বল হাসি মিশিয়ে ফ্রান্সেস্ কথা বলে যাচ্ছিল ওর সঙ্গে। মনে হচ্ছে যতবারই ও জিজ্ঞেস করছিল 'এ ঠিক না রবার্ট?' ততবারই ও ওর মুখের দিকে একবার করে তাকাচ্ছিল। অথবা তেমন কথা ও জিজ্ঞেস নাও করতে পারে। হয়তোবা অন্য কোন কথাই বলছে ও। বার-এর লোকটাকে বললাম, এখন আমার কিছু পান করার দরকার নেই। বলেই পাশের দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম। বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে মোটা কাচের ভেতর দিয়ে আবার তাকিয়ে দেখলাম ওরা তেমনি বসেই আছে সেখানে। ফ্রান্সেস্ তখনো ওর সঙ্গে কথা বলে চলেছে। পাশের একটা পথ ধরে আমি বুলেভা রাসপাইলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো, আমি উঠে পড়লাম আর ড্রাইভারকে বলে দিলাম আমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা।

অধ্যায় ঃ সাত

সিঁড়ি বেয়ে যখন উপরে উঠছি তখন গৃহরক্ষিকা ঝি-টি তার ঘরের দরজার কাচে টোকা মারলো। আমি দাঁড়াতেই ও বেরিয়ে এলো হাতে একটি টেলিগ্রাম আর খানকয়েক চিঠি নিয়ে।

"এই যে আপনার ডাক। এক মহিলাও এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

"তিনি কি কোন কার্ড রেখে গেছেন ?"

"না। সঙ্গে এক ভদ্রলোকও ছিলো। সে মেয়েটিই গতরাত্রেও এসেছিলো এখানে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে তো আমার বেশ ভালোই মনে হলো।"

"ও কি আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে এসেছিল ?"

"তা আমি বলতে পারবো না। সঙ্গের লোকটি আগে কখনো এখানে আসেনি। বেশ বিরাটকায় মানুষ। খুবই বিরাট বলা যায়। মেয়েটি চমৎকার। খুব ভালো, খুবই চমৎকার! গতরাত্রে বোধ করি ও কিছুটা—" নিজের মাথাটা একটা হাতের উপর রেখে উপর-নীচে খুব করে দোলালো ও।" মঁসিয়ে বার্নস্, আমি খোলাখুলিভাবে সব কথা বলছি। গত রাতে ওঁকে আমার তেমন ভদ্র মনে হয়নি। তাই গত রাতে ওর সম্বন্ধে আমার অন্য রকম ধারণা জন্মেছিল। কিন্তু এখন আমি যা বলছি তা শুনুন—ও অত্যন্ত ভদ্র। খুব ভালো ঘরের মেয়ে ও। দেখলেই চেনা যায়।"

"তারা কিছু বলে যায়নি ?"

"গেছে। বলে গেছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তারা আবার আসবে।"

"এলে ওদের উপরে পাঠিয়ে দিয়ো।"

"আচ্ছা, মঁসিয়ে বার্নস্, ওই মহিলাটি, মহিলাটি কেউকেটা বটে। বোধহয় একটুখানি মাথাপাগলা, তবে বিশেষ একজন তো বটেই।"

রক্কিকাটি রক্কিকা হওয়ার আগে প্যারিস্ রেস-কোর্সে এক পানশালার অধিকারিনী ছিলো। জীবন কেটেছে ওর সবুজ লন-এ, কিন্তু সব সময় ওর চোখ ফিরতো মানুষ বিচার করে। আর খুব একটা গর্বের সাথে আমাকে প্রায় বলতো আমার মেহমানদের কে সুশিক্ষিত, কে ভালো বংশের, কে খেলোয়াড়—ব্যক্তির উপর ঝোঁক দিয়েই বিশেষ একটা ফরাসী শব্দ ব্যবহার করে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতো ও। মুশকিল ছিল শুধু এখানে যে ঐ তিন শ্রেণীতে যারা পড়ে না, তাদের ও সোজা বলে দিতো, বার্নস্ নামে কোন লোক এ বাড়ীতে নেই। ভালো খাওয়া-পরার সংস্থানহীন আমার এক চিত্রকরবন্ধু - যে স্বভাবতই মাদাম হুজিনেলের বিবেচনায় সুশিক্ষিত কিংবা ভালো বংশসম্ভূত বা খেলোয়াড়ও নয়—আমাকে একবার এক চিঠি লিখে অনুরোধ করেছিলো তাকে যেন আমি এমন একটা পাস পাঠিয়ে দেই, যা রক্কিকাকে দেখিয়ে ও মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে।

উপরে ফ্ল্যাটে উঠতে উঠতে আমি ভাবতে লাগলাম, ব্রেট আজ রক্কিকার সঙ্গে এমন কি ব্যবহার করতে পারে। তারটি বিল গর্টন পাঠিয়েছে, জানিয়েছে ও 'ফ্রান্সে' কবে আসছে। চিঠি-পত্রগুলি টেবিলে রেখে, শোয়ার ঘরে ঢুকে কাপড়-চোপড় ছাড়লাম আর নিলাম গোসল করে। গা মুছছি এমন সময় দরজায় কলিং বেলের শব্দ হলো। গোসলের জামাটা চড়িয়ে, চটি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ব্রেট আর তার পেছনে কাউণ্ট। কাউণ্টের হাতে গোলাপের এক বিরাট তোড়া।

ব্রেট বলে উঠলো, "হ্যাল্লো, আমাদের ঘরে ঢুকতে দেবে তো ?"

“এসো। আমি এইমাত্র গোসল করছিলাম।”

“গোসল করছিলে? তুমি তো তেমন ভাগ্যবান নও।”

“স্রেফ মাথায় জল ঢালা। কাউণ্ট মিপ্পিপপুলাস, বসুন। কি পান করবেন বলুন?”

কাউণ্ট বললে, “ফুল আপনার পছন্দ কিনা জানি না, কিন্তু এ ফুলগুলি আনার সাহসটুকু আমি নিজেই করেছি।”

“এদিকে, আমাকে দাও।” এ বলে ব্রেট তা নিজে তুলে নিল। “জ্যেক্, এগুলির জন্য আমাকে কিছু পানি এনে দাও।” রান্নাঘরে গিয়ে আমি মাটির জগটায় পানি ভরলাম, ব্রেট গোলাপগুলি ওটায় রেখে জগটাকে এবার খাবার টেবিলের মাঝখানেই বসিয়ে দিলে।

“জানো, বেশ মজার একটা দিন আমরা কাটালাম আজ।”

“আমার সঙ্গে যে ক্রিলনে দেখা করার কথা ছিল সেটা মনে ছিল না নিশ্চয়ই।”

“না। ওই রকম কথা ছিল নাকি? আমি বোধহয় একদম ভুলে গিয়েছিলাম।”

কাউণ্ট বললে, “প্রিয়ে, তুমি খুব নেশা করেছিলে কিনা।”

“আমি না হয় আমাতে ছিলাম না, কাউণ্ট তো ছিল পুরোপুরি মৌজে।”

“আমাদের রক্ষিকাকে তুমি তো এখন খুব পটিয়ে নিয়েছ দেখছি।”

“আমার পক্ষে না নিয়ে উপায় কি। তাকে দু’শ ফ্রাঙ্ক দিয়েছি।”

“অমন আহম্মক সেজো না।”

ব্রেট কাউণ্টের দিকে ইসারা করে বললে, “ওরই টাকা।”

“মনে করলাম গতরাত্রির ব্যাপারের জন্য ওকে আমাদের কিছু দেওয়া উচিত। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।”

ব্রেট বললে, “ভারী চমৎকার মানুষ এই কাউণ্ট। যা ঘটে সব কিছুই মনে রাখে।”

“প্রিয়ে, তুমিও তাই করো।”

ব্রেট বললে, "স্রেফ কল্পনা, কে তা করতে চায়? বলি জ্যেক্, আমাদের কি কিছু পান করতেও দেবে না?"

"তুমি উঠে নাও না, ইত্যবসরে আমি কাপড় পরে নিই। ওসব কোথায় আছে তা তো তোমার জানা।"

"জানি বই কি।"

কাপড় পরতে পরতে ব্রেটের গ্লাস রাখার শব্দ শুনলাম, তারপর শুনলাম তাদের আলাপ। বিছানার উপর বসে আমি ধীরেসুস্থে কাপড় পরছিলাম। আমি ক্লান্ত আর অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করছিলাম; হাতে একটা গ্লাস নিয়ে ব্রেট এসে বিছানায় বসলো।

"ডার্লিং, কি ব্যাপার? খুব খারাপ বোধ করছো নাকি?"

আমার কপালে একটা শীতল চুমু খেলো ও।

"ওঃ, ব্রেট, আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি!"

ও বললে, "ডার্লিং!" তারপর যোগ করলে, "ওকে বিদায় করে দিই তা কি তুমি চাও?"

"না। ও তো চমৎকার মানুষ।"

"আমি ওকে বিদায় করে আসি!"

"না। অমন করো না।"

"আলবত, আমি ওকে বিদায় দেবো।"

"তোমার পক্ষে অমন করা সাজে না।"

"তাই নাকি, আমি পারি না বলছো? তুমি এখানে বসে থাকো। তোমাকে বলছি ও আমার জন্য একদম পাগল।"

ও বেরিয়ে গেল আমার রুম থেকে। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়। আমি যেন এক সময়ের শিকার। ওরা কথা বলছে তা আমি শুনছি কিন্তু কি বলছে তা পাচ্ছি না বুঝতে। ব্রেট ফিরে এসে আবারও বিছানায় বসলো।

আমার মাথায় মৃদু টোকা দিতে দিতে বললে, "এই ডর্লিং···এই বুড়ো কোথাকার!"

ওর দিক থেকে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে শুয়ে শুয়ে আমি বললাম, "ওকে কি বললে তুমি ?" ওর মুখটা দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল না আমার।

"ওকে শ্যাম্পেন কিনে আনতে পাঠিয়েছি। শ্যাম্পেন কিনতে ওর খুব উৎসাহ।"

একটু থেমে, "ডার্লিং, এখন একটু ভাল বোধ করছো না ? মাথাটা এখন আগের চেয়ে ভাল না ?"

"হ্যাঁ, এখন একটু ভালো।"

"চুপ করে শুয়ে থাকো। ও গেছে শহরের অন্য প্রান্তে।"

"ব্রেট, আমরা কি একত্রে বাস করতে পারি না ? সত্যই পারি না কি এক সঙ্গে থাকতে ?"

"আমার তা মনে হয় না। তাতে অন্যদের মতো তোমাকেও আমি ঠিকই প্রতারিত করবো, যা তুমি বরদাশত করতে পারবে না।"

"এখন তো বরদাশত করছি আমি।"

"তখন অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াবে। জ্যেক্, এ আমার দোষ— আমি এভাবেই গড়ে উঠেছি কিনা।"

"আমরা কি কিছুকালের জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে পারি না ?"

"তাতে খুব যে ফায়দা হবে তা মনে হয় না। তবে তুমি যদি বলো আমি যেতে রাজি। কিন্তু গ্রামে শান্তভাবে আমি তো বাস করতে পারবো না। আমার সত্যিকার প্রেম নিয়েও তা আমি পারবো না।"

"আমি জানি।"

"এ খুব বিশ্রী, না ? আমি যে তোমাকে ভালবাসি তা বোধ করি বলার প্রয়োজন করে না।"

"তুমি জান, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।"

"কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কথা তো জাহাজের তলদেশের ছিদ্রের মতো। তোমার কাছ থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছি, এবার ফিরে আসবে মাইকেল।"

"তুমিইবা দূরে সরে যাচ্ছো কেন ?"

"তোমার ভালোর জন্য যেমন, তেমনি আমার ভালোর জন্যও।"

"কখন যাচ্ছো তুমি ?"

"যত শীগগির পারি।"

"কোথায় ?"

"স্যান্ সেবাসটিয়ানে।"

"আমরা এক সাথে যেতে পারি না ওখানে ?"

"না। এখন এত কথার পর তা করলে গোটা পরিকল্পনাটারই ভরাডুবি ঘটবে।"

"আমরা তো এখনো একমত হইনি।"

"আমার মতো তোমারও তো সব কিছু জানা। ডার্লিং, একগুয়েমি করো না।"

বললাম, "তা ঠিক। আমি জানি, তোমার কথাই সত্য। এখন মনটা আমার খুব খারাপ আর মন খারাপ থাকলে আমি কথা বলি নেহাৎ আহম্মকের মতো।"

আমি এবার সোজা হয়ে বসলাম। ঝুঁকে দেখলাম বিছানার পাশেই আমার জুতো জোড়াটা রয়েছে, তা পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

"ডার্লিং, অমন চেহারা করো না।"

"আমাকে কেমন দেখালে তোমার পছন্দ হয় বলো ?"

"দেখো, বোকা সেজো না। জানো, আগামী কাল চলে যাচ্ছি আমি।"

"আগামী কালই ?"

"হ্যাঁ। সেকথা কি বলিনি আমি ? আমি যাবোই।"

"তাহলে চলো এক গ্লাস পান করা যাক একসঙ্গে। কাউন্ট হয়তো এখনি ফিরে আসবে।"

"হ্যাঁ। ওর ফেরার সময় হয়েছে। জানো তো, শ্যাম্পেন কেনার সময় ও ভয়ানক দরাজ-দিল, যত দামই লাগুক, কিছু এসে-যায়-না ওর কাছে।"

আমরা উঠে এবার খাবার ঘরে ঢুকলাম। ব্রাণ্ডির বোতলটা তুলে নিয়েব্রেটকে এক গ্লাস ঢেলে দিয়ে নিজের জন্য ঢেলে নিলাম এক গ্লাস। হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠলো। আমি দরজায় গিয়ে দেখি স্বয়ং কাউন্ট দাঁড়িয়ে। তার পেছনে সোফারের হাতে শ্যাম্পেনের বাক্স।

কাউন্ট জানতে চাইলো, "স্যার, এগুলি কোথায় রাখবে বলুন।"

ব্রেট বললে, "রান্নাঘরে।"

কাউন্ট ইশারা করে সোফারকে বললে, "হেনরি, ভেতরে এনে ওইখানে রেখে দাও। আর নীচে গিয়ে বরফ নিয়ে এসো গে।" রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শ্যাম্পেনের বাক্সের দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার বিশ্বাস এ মদটা তোমার কাছে ভালোই লাগবে। আমি জানি, এখন আমেরিকায় আমরা ভাল মদ পরখ করে দেখার সুযোগই পাই না। এগুলি আমি যোগাড় করেছি আমার এক মদ্যব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে।"

ব্রেট বলে উঠলো, "ও, তোমার ভাগ্যে দেখছি যতসব ব্যবসায়ী বন্ধুই জোটে!"

"হ্যাঁ, এ লোকটার নিজেরই আঙ্গুরের বাগান রয়েছে— প্রায় কয়েক হাজার একর।"

ব্রেট জিজ্ঞেস করলে, "ওর নাম কি ? ভোবে ক্লিকো ?"

কাউন্ট বললো, "না। ওর নাম মাম্স্। ও একজন ব্যারন।"

ব্রেট বললে, "আশ্চর্য! আমাদের সবারই এক একটা পদবী রয়েছে। জ্যেক, তোমার কেন কোন লকব নেই ?"

আমার কাঁধে হাত রেখে কাউন্ট বললে, "স্যার, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ওতে কোন ফায়দা নেই। বরং বেশীর ভাগ সময়ই স্রেফ অর্থের শ্রাদ্ধ।"

ব্রেট বললে, "সে আমি জানি না। তবে সময় সময় এ ভারী কাজে লেগে যায় দেখেছি।"

"আমার কোন উপকারে এসেছে বলে তো স্মরণ করতেই পারছি না আমি।"

"তুমি তা সুযোগ মতো ব্যবহার করতে পারোনি। আমি তো এই নিয়েই ভয়ঙ্করভাবে লাভবান হয়েছি।"

বললাম, "কাউন্ট, ছড়িটা আমায় দিন, আপনি বসুন।"

কাউন্ট গ্যাস্ লাইটের আলোয় টেবিলের ওপাশে বসা ব্রেটের পানে তাকিয়েছিল। ব্রেট বসে বসে টানছিল সিগারেট আর ছাই ফেলছিল আমার গালিচার উপর। আমি লক্ষ্য করছি দেখে ও এবার বললে, "জ্যেক্, তোমার গালিচাটা আমি নষ্ট করতে চাই না। একটা এ্যাশ-ট্রে কি দিতে পারো না?"

একটা এ্যাশ-ট্রে খুঁজে এনে আমি ওর সামনে রাখলাম। এক বালতি নোনা-বরফ নিয়ে তখন সোফার এসে ঢুকলো।

কাউন্ট বললে, "হেনরী, ওর ভেতর দুটো বোতল ঢুকিয়ে রেখে দাও।"

"স্যার, আর কিছু চাই?"

"না। নীচে গিয়ে গাড়ীতে বসে থাকো গে এখন।" এবার কাউন্ট ব্রেট আর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমরা গাড়ী করে 'বঁয়ে' গিয়ে ডিনার খেতে চাই। কি বলেন?"

ব্রেট বললে, "আমি কিন্তু সব সময় সুখাদ্য ভালোবাসি।"

সোফার জিজ্ঞেস করলে, "মদটা কি ভেতরে নিয়ে আসবো স্যার?"

কাউন্ট উত্তরে বললে, "হ্যাঁ, হেনরী, ওটা ভেতরে এনে রেখে দাও।" কাউন্ট একটা চামড়ার ভারী সিগারকেস্ বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলে, "চেষ্টা করে দেখুন, খাঁটি আমেরিকান সিগার।"

বললাম, "ধন্যবাদ। আমি সিগারেটটা শেষ করে নেই।"

ওর ঘড়ির চেনের সঙ্গে যে গোল্ড-কাটারটা ঝোলানো ছিল তা দিয়ে এবার ও সিগারের মাথাটা কেটে নিল।

কাউন্ট বললে, "পূর্ণ তৃপ্তির জন্য আমার আস্ত একটা সিগার চাই-ই। আধখানায় মৌজ আসে না মোটেও।"

সিগার ধরিয়ে, টানতে টানতে টেবিলের ওধারে বসা ব্রেটের দিকে চেয়ে ও বললে, "লেডি এ্যাশলে, আপনি যখন তালাক পেয়ে যাবেন, তখন তো আপনার কোন পদবী থাকবে না।"

"না। খুবই দুঃখের বিষয়।"

কাউন্ট বললে, "না। আপনার কোন পদবীর দরকারই নেই। আপনি সব পদবীর উর্ধ্বে।"

"ধন্যবাদ; আপনার সৌজন্য প্রকাশের জন্যে।"

ধুঁয়ার মেঘ উড়িয়ে কাউন্ট বললে, "আপনাকে আমি ঠাট্টা করছি না মোটেও। আমার দেখা পদবীওয়ালাদের সব গুণই আপনার মধ্যে রয়েছে। আপনার তা পুরোপুরিই রয়েছে। এই সার কথা জানবেন।"

ব্রেট বললে, "আপনার সৌজন্য! মা শুনলে খুব খুশী হতেন। কথাগুলি লিখে দিন না, আমি না হয় তা চিঠির ভেতরে করে মার কাছে পাঠিয়ে দেই।"

কাউন্ট বললে, "তাঁকেও আমি একথাই বলবো। আপনার সঙ্গে আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। কারো সঙ্গে আমি কখনো এভাবে ঠাট্টা করি না। কারো সঙ্গে ঠাট্টা করা মানে শত্রু সৃষ্টি করা। আমি সব সময়ই একথা বলে থাকি।"

ব্রেট বললে, "তোমার কথাই ঠিক। তোমার কথা ভয়ঙ্করভাবে সত্য। আমি সব সময় লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করি। ফলে দুনিয়ায় আমার কোন বন্ধুই নেই। অবশ্যি এই জ্যেক্ ছাড়া।"

"তুমি তাহলে ওঁকে ঠাট্টা করো না।"

"হ্যাঁ, করি না।"

কাউন্ট জিজ্ঞেস করলে, "এখন করছো নাকি? ওঁর সঙ্গে কি ঠাট্টা করছো?"

ব্রেট আমার দিকে তাকালো এবং দুচোখের অপাঙ্গ কুঁচকালো। বললে, "না। আমি ওকে ঠাট্টা করবোই না।"

কাউন্ট বললে, "দেখো, ওঁর সঙ্গে যেন আবার ঠাট্টা করে বসো না।"

ব্রেট বললে, "রাখো, এসব নীরস কথার কচকচি। শ্যাম্পেন ক'টার কি হলো?"

চকচকে বালতিটার নীচে হাত দিয়ে বোতলগুলি ঘুরিয়ে দেখে কাউন্ট বললে, "এখনো তেমন ঠাণ্ডা হয়নি। প্রিয়ে, তুমি তো সব সময় পান নিয়েই ব্যস্ত থাকো। এখন কিছু আলাপ করো না কেন?"

"গরম গরম কথা খুবই তো বললাম। জ্যেকের সঙ্গে আমার সব কথাই বলা হয়ে গেছে।"

"প্রিয়ে, সত্যিই তোমার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। আমার সঙ্গে যখন কথা বলো তখন তো কোন বাক্যই শেষ করো না তুমি।"

"তুমি শেষ করবে বলেই অসমাপ্ত রেখে দিই। যার যেমন খুশী সে সেভাবে তা শেষ করে নিতে পারে।"

ঝুঁকে পড়ে বালতির তলায় হাত দিয়ে বোতলগুলো ঝাঁকানি দিতে দিতে কাউন্ট এবার বললে, "এ বড় মজার নিয়ম। তবুও মাঝে মাঝে আমি তোমার কথা শুনতে চাই।"

ব্রেট ইশারায় আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "লোকটা আহম্মক, না?"

একটা বোতল তুলে নিয়ে কাউন্ট বললে, "মনে হয় এখন ঠাণ্ডা হয়েছে।"

আমি একটা তোয়ালে নিয়ে এলাম। ওটা দিয়ে বোতলটা কাউন্ট মুছে শুকিয়ে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরলে। "শ্যাম্পেন আমি

সোজা বোতল থেকেই খেতে ভালোবাসি। ওয়াইন হলে ভালো হতো, তবে তা ঠাণ্ডা হতে বড্ড সময় লাগে।" এ বলে বোতলটা তুলে ধরে সেদিকে চেয়ে থাকলো কাউন্ট। আমি গ্লাসগুলি একটার পর একটা সাজিয়ে রাখলাম।

ব্রেট পরামর্শ দিলে, "বলি, খুলেই ফেল না কেন বোতলটা।"

"হ্যাঁ, প্রিয়ে, এখনই খুলছি।"

এ এক অপূর্ব শ্যাম্পেন!

ব্রেট নিজের গ্লাসটা উঁচু করে ধরে বললে, "স্রেফ ওয়াইনই যখন, তখন কিছুর উদ্দেশ্যে আমাদের টোস্ট প্রস্তাব করা উচিত। এই তো সামনে রাজবংশীয়ই রয়েছে।"

"প্রিয়ে, এতো ভালো মদ দিয়ে টোস্ট করা উচিত নয়। এমন মদের সঙ্গে কোন আবেগ মেশাতে চেয়ো না। তাহলে স্বাদটাই হারিয়ে যাবে।"

এর মধ্যেই ব্রেটের গ্লাস শূন্য।

আমি বললাম, "কাউন্ট, মদ সম্বন্ধে আপনার একটা বই লেখা উচিত।"

কাউন্ট বললে, "মিঃ বার্নস্, আমি স্রেফ মদের আমেজটাই উপভোগ করতে চাই।"

ব্রেট তার গ্লাসটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "এটা থেকে আরো একটু উপভোগ করা যাক্।"

কাউন্ট বেশ সতর্কতার সঙ্গে ঢেলে দিয়ে বললে, "প্রিয়ে, এই নাও, খুব ধীরে ধীরে উপভোগ করো, তা হলেই নেশার মৌজ পাবে?"

"নেশা, নেশা!"

"প্রিয়ে, যখন তুমি নেশায় ডুবে থাকো, তখন তোমাকে ভারী অপূর্ব দেখায়।"

"লোকটার কথা শোন একবার।"

আমার গ্লাসটা ভরে দিয়ে কাউন্ট বললে, "মিঃ বার্নস্, আমার

জানা ইনিই একমাত্র মহিলা, যাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন, তেমনি নেশার অবস্থায়ও অপূর্ব দেখায়।"

"তুমি বোধহয় দুনিয়ার বেশী কিছু দেখোনি, দেখেছ কি ?"

"হ্যাঁ, প্রিয়ে, দেখেছি। অনেক ঘোরাফেরা করেছি আমি, দেখেছিও অনেক।"

ব্রেট বললে, "আগে শেষ করে নাও তোমার গ্লাসটা। আমাদের সবারই দেখাশোনা আছে। আমি জোর করে বলতে পারি, জ্যেক্ এখানে থেকেও তোমার চেয়েও কিছুমাত্র কম দেখেনি।"

"প্রিয়ে, আমারও বিশ্বাস, মিঃ বার্নস্ অনেক কিছুই দেখেছেন। আমিও যে তা মনে করি না তা ভাববেন না স্যার, তবে আমি নিজেও অনেক দেখেছি।"

ব্রেট বললে, "প্রিয়, অবশ্য তুমিও কম দেখোনি। আমি শুধু শুধু রাগাচ্ছিলাম তোমাকে।"

কাউন্ট বললে, "আমি সাতসাতটা যুদ্ধে আর চারচারটা বিপ্লবে শরিক হয়েছি।"

ব্রেট বললে, "বল কি সৈন্যগিরিও করেছ নাকি ?"

"সময় সময় করেছি বই কি, প্রিয়ে! আমার গায়ে এখনো তীরের জখম রয়েছে। তীরের জখম কখনো চোখে দেখেছ তুমি ?"

"দেখাও না আমাদের একবার।"

কাউন্ট সোজা উঠে দাঁড়িয়ে উপরের 'ভেস্টটার' বোতাম খুলে ফেললে; তারপর খুলে নিলে গায়ের শার্টটাও। গেঞ্জিটা সিনা পর্যন্ত টেনে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালে এবার। বুকটা ওর কালো আর বড়, ভুঁড়িটার ফুলেওঠা পেশীগুলো আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

"দেখতে পাচ্ছো তো ?"

পাঁজরের হাড়গুলি নীচে যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে দু'জায়গায় নতুন চামড়ার তালি যেন উঁচু হয়ে আছে। "এবার পেছনে দেখো, ওগুলি কোথায় দিয়ে বেরিয়ে গেছে।" পিঠের সানু-

দেশেও ওই রকম ছুটো দাগ রয়েছে। দাগ ছুটো উঁচু হয়ে আছে। দেখতে প্রায় আঙুলের সমান মোটা।

"বলি, এসব যা-তা ব্যাপার নয়!"

"সোজা ভেদ করে গিয়েছিল।"

কাউন্ট এবার শার্টটা পরতে শুরু করলো।

আমি জানতে চাইলাম, "কোথায় পেয়েছিলেন এসব আঘাত?"

"আবিসীনিয়ায়। তখন আমার বয়স সবেমাত্র একুশ।"

ব্রেট জিজ্ঞেস করলে, "তুমি তখন কি করছিলে? সৈন্য বিভাগে ছিলে?"

"প্রিয়ে, আমি তখন এক ব্যবসায়িক সফরে।"

আমার দিকে ফিরে ব্রেট বললে, "তোমাকে বলিনি আমি, ও আমাদেরই একজন।" এবার কাউন্টের দিকে ফিরে, "কাউন্ট তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি সত্যিই প্রিয়তম!"

"প্রিয়ে, তোমার কথা শুনে খুব খুশী হলাম। কিন্তু মনে হয় এ বিশেষণ সত্য নয়।"

"গাধার মতো কথা বলো না।"

"দেখুন, মিঃ বার্নস্, অমন জীবনযাপন করেছি বলেই এখন আমি সবকিছু এমন ভালোভাবে উপভোগ করতে পারি। আপনার কি তাই মনে হয় না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে হয়।"

কাউন্ট বললে, "আমি জানি, ওই হচ্ছে এর গোপন রহস্য। সবকিছু সম্বন্ধে মূল্যবোধ থাকা চাই।"

ব্রেট জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মূল্যবোধে কি কোন ফাটল ধরেনি কোনদিন?"

"না। মোটেও না।"

"কখনো প্রেমেও পড়োনি?"

কাউন্ট বললে, "সব সময়ই আমি প্রেমে পড়ে থাকি।"

"তাতে তোমার মূল্যবোধের কিছু ঘটে না?"

"আমার মূল্যবোধে তারও একটা স্থান রয়েছে।"

"তোমার মূল্যবোধই নেই। তুমি স্রেফ মৃত। ওই-ই আসল কথা।"

"প্রিয়ে, তা ঠিক নয়। তোমার কথা ঠিক নয়। আমি মোটেই মৃত নই।"

বসে বসে তিন বোতল শ্যাম্পেন আমরা শেষ করলাম। কাউন্ট বাক্সটা আমার রান্নাঘরেই ফেলে গেলো। বোঁয়ের একটা রেঁস্তোরায় আমরা খেয়ে নিলাম। খাবার বেশ ভালই ছিল। কাউন্টের মূল্যবোধে খাদ্যের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। তেমনি মদেরও। খাওয়ার সময় কাউন্ট চমৎকার খোশমেজাজে ছিলো। ব্রেটও। তাই পার্টিটা জমেছিল বেশ।

ডিনারের পর কাউন্ট জিজ্ঞেস করলে, "তোমরা কোথায় যেতে চাও?"

রেস্তোরাঁয় তখন শুধু আমরাই ছিলাম। দরজার কাছে দুজন ওয়েটার দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা বাড়ী ফিরতে উদগ্রীব।

ব্রেট বললে, "ওই পাহাড়ে গেলে কেমন হয়। আমাদের আজকের পার্টিটা ভারী চমৎকার হয়েছে, না?" কাউন্ট দীপ্ত হয়ে উঠলেন। মনে হলো তিনি খুব খুশী।

বললেন, "তোমরা ভারী চমৎকার মানুষ!" তিনি আবার একটা সিগার ধরালেন। পরে বললেন, "তোমরা দুজনে বিয়ে করো না কেন?"

আমি বললাম, "আমরা নিজেদের জীবন নিজেরা যাপন করতে চাই।"

ব্রেট বললে, "আমাদের নিজস্ব একটা জীবন রয়েছে কিনা। চলো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।"

কাউন্ট বললেন, আর এক দফা ব্রাণ্ডি হোক না।"

"নিয়ে চলো, ওটা পাহাড়ে গিয়েই হবে।"

"না। এখানে এই নির্জন শান্ত পরিবেশেই শেষ করা যাক ওটা।"

ব্রেট বললে, "তুমি আছো তোমার নির্জন শান্ত অবস্থা নিয়ে! শান্ত অবস্থা সম্বন্ধে পুরুষেরা কি-ইবা এমন অনুভব করে?"

কাউন্ট বললেন, "ওটা আমাদের বেশ ভালো লাগে। প্রিয়ে, তোমার মতো যারা তারাই শুধু হট্টগোল পছন্দ করে।"

ব্রেট বললে, "ঠিক আছে। তাহলে খাওয়া যাক এক এক গ্লাস।"

কাউন্ট হাঁক দিলেন, "বেয়ারা!"

"হাজির, স্যার।"

"সব চেয়ে পুরোনো ব্রাণ্ডি তোমাদের স্টকে কি আছে?"

"আঠারোশ এগার স্যার।"

"আমাদের জন্য শীগগির এক বোতল নিয়ে এসো।"

"বলি, অত বড়মানষি করো না। জ্যেক্, ওকে ডেকে ফিরিয়ে নাও।"

"প্রিয়ে শোন, অন্য যে কোন প্রাচীন বস্তুর চেয়ে পুরোনো ব্রাণ্ডিতেই আমি আমার টাকাটার বেশী দাম পেয়ে থাকি।"

"খুব প্রাচীন জিনিস সব আছে বুঝি তোমার?"

"ও সবে আমার ঘর ভর্তি।"

শেষ পর্যন্ত আমরা মোমার্ত-এ গেলাম। 'জেল্লির' ভিতরে দেখলাম অসম্ভব ভিড়, ধূঁয়া আর গোলমাল, ভেতরে ঢুকতেই পাওয়া গেল সংগীতের স্পর্শ। ব্রেট আর আমি নাচলাম। এত ভিড় যে নড়া-চড়া করাই কষ্টকর! নিগ্রো ড্রামবাদকটা ইশারা করলো ব্রেটকে। আমরা একদম ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেছি। অগত্যা ঠায় একই জায়গায় ওর সামনেই নাচতে লাগলাম।

"আরে তুমি যে, কেমন আছো?"

"খুব ভালো।"

"ভালো, ভালো!"

তার দাঁত আর ঠোঁট বিস্ফারিত হলো।

ব্রেট বললে, "ও আমার খুব বড় রকমের এক বন্ধু। চমৎকার ড্রাম বাজায়।"

সংগীত থামলো। আমরা এবার কাউন্ট যে টেবিলে বসে রয়েছেন, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। আবার সংগীত শুরু হতেই আমরাও ফের শুরু করলাম নাচতে। আমি একবার কাউন্টের দিকে তাকালাম। দেখলাম টেবিলে বসে বসে তিনি সিগার ফুঁকছেন, সংগীত আবার থামলো।

"চলো আমরা ওখানে যাই।"

ব্রেট টেবিলের দিকে চলতে লাগলো। ফের শুরু হলো সংগীত। ভিড়ের চাপ সত্বেও আমরা আবারো শুরু করলাম নাচতে।

"জ্যেক্, তুমি এক যা-তা নাচিয়ে, আমার পরিচিতদের মধ্যে মাইকেলই সবচেয়ে ভালো নাচিয়ে।"

"ও চমৎকার!"

"নাচে ওর একটা স্থান আছে।"

বললাম, "ওকে আমার বেশ ভালো লাগে। ও আমার খুবই প্রিয়।"

ব্রেট বললে, "ওকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। কি আশ্চর্য! এক হপ্তা ধরে ওর কথা আমার মনেই পড়েনি।"

"ওকে লেখোটেখো নাকি?"

"আমি লিখি না। চিঠি লেখার অভ্যেসই নেই আমার।"

"আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ও তোমাকে লিখে থাকে।"

"লেখে। ভারী চমৎকার সব চিঠি!"

"তোমাদের বিয়ে কখন হচ্ছে?"

"কি করে জানবো? যখনই আমরা তালাক নিতে পারবো তখনই হবে। মাইকেল তার মাকে দিয়ে তা করার চেষ্টায় আছে।"

"আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি তোমাকে?"

"বোকার মতো কথা বলো না। মাইকেলের আত্মীয়দের প্রচুর টাকা!"

গান থামলে আমরা টেবিলে ফিরে এলাম। কাউণ্ট উঠে দাঁড়ালেন।

কাউণ্ট বললেন, "চমৎকার! তোমাদের ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে।"

আমি বললাম, "কাউণ্ট, আপনি কি নাচবেন না?"

"না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।"

ব্রেট বললে, "ছুর, এসে পড়ো, নাচা যাক্।"

"প্রিয়ে, আনন্দ পেলে আমি তা করতামই। তোমাদের নাচতে দেখেই আমি এখন খুব খুশী।"

ব্রেট বললে, "চমৎকার! তোমার জন্য আমি আবার কখনো নাচবো। বলি, তোমার সেই ক্ষুদে বন্ধু যিযির খবর কি?"

"শোন তাহলে বলি। ছেলেটার খরচ আমি বহন করে থাকি, কিন্তু আমি তাকে আমার কাছে রাখতে চাই না!"

"ও কিছুটা কষ্টে আছে যেন।"

"আমার মনে হয় ছেলেটার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি ওকে ধারেকাছে রাখতে চাই না।"

"জ্যেকেরও স্বভাব প্রায় ওই রকম।"

"ও আমার খুব অনুগত।"

কাউণ্ট কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "সে যাক্, ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেউ কিছুই বলতে পারে না। যাই হোক, ওর বাবা আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।"

ব্রেট বললে, "এসো নাচা যাক্।"

আমরা নাচলাম। বেজায় ভিড় আর শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় আমরা নিবিড় আলিঙ্গনে নাচতে লাগলাম।

ব্রেট বললে, "ওঃ ডার্লিং, আমি অত্যন্ত অসহায়! আমি আর পারছি না।"

ইচ্ছা ছিল, নতুন করে এমন একটা কিছু করতে, যা আগেও ঘটে গেছে। বললাম, "তুমি তো একটু আগেও বেশ সুখী ছিলে।"

ড্রামবাদক চীৎকার করে উঠলো, "তাল কাটছে—তোমরা দুবার করে,—"

"গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে।"

"কি ব্যাপার ?"

"বলতে পারছি না। শুধু তীব্র এক যন্ত্রণা বোধ করছি। তীব্র সে অনুভূতি।"

"... ..." বাদক গেয়ে চলেছে। তারপর চোখ ফেরালো তার কাঠির দিকে।

"যেতে চাও ?"

দুঃস্বপ্নের মতো—যা হয়ে গেছে তার কিছুটা পুনরাবৃত্তির অনুভূতি যেন জাগলো আমার মধ্যে—যা একবার আমি করে চুকিয়ে এসেছি, এখন আবারও যেন তা করতে হবে আমাকে।

"... ..." বাদক মৃদু কণ্ঠে গাইতে লাগলো।

ব্রেট বললে, "চলো, আমরা যাই। কিছু মনে করো না।"

"... ..." বাদক আবারও চেঁচিয়ে উঠলো আর দাঁত খিঁচালো ব্রেটের দিকে।

আমি বললাম, "বেশ, চলো তাহলে।" ভিড়ের ভেতর থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। ব্রেট একবার সাজঘরের দিকে গেলো।

কাউন্টকে বললাম, "ব্রেট চলে যেতে চাচ্ছে।" তিনি মাথা নাড়লেন, "সত্যি ? খুব ভালো কথা। আপনি গাড়ীটা নিয়ে যান। মিঃ বার্নস, আমি এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকতে চাই।"

আমরা উভয়ে হ্যাণ্ডশেক্ করলাম।

বললাম, "সময়টা চমৎকার কাটলো।" আমার পকেট থেকে একটা নোট বের করে আমি ফের বললাম, "আশা করি, এটুকু দিতে আপনি অনুমতি দেবেন!"

কাউন্ট বললেন, "মিঃ বার্নস্, অমন হাস্যাস্পদ কাজ করবেন না।"

গাত্রাবরণী সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ব্রেটও এসে দাঁড়ালো। কাউন্টকে একটা চুমু খেয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে এমন এক চাপ দিলে যাতে তিনি উঠে না দাঁড়ান। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আমি পেছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম কাউন্টের টেবিলে তিনতিনটে মেয়ে রয়েছে। বিরাট গাড়ীটায় ঢুকে আমরা বসলাম। ব্রেট সোফারকে ওর হোটেলের ঠিকানাটা দিলে।

হোটেলে পৌঁছার পর ও বললে, "না। উপরে এসো না।" ও ঘণ্টা বাজাতেই দরজা ভেতর থেকে খুলে গেলো।

"সত্যিই!"

"না। এটুকু অনুগ্রহ করো আমাকে।"

বললাম, "শুভরাত্রি ব্রেট! তুমি আজ এমন খারাপ বোধ করছো, সত্যি আমি দুঃখিত।"

"শুভরাত্রি জ্যেক্। ডার্লিং, শুভরাত্রি! তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।" দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা চুমু খেলাম। ও আমাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিলে। আমরা আবারও চুমু খেলাম। ব্রেট বললে, "উঃ, অমন করো না আর।"

দ্রুত ফিরে ও ঢুকে পড়লো হোটেলে। সোফার আমাকে আমার ফ্লাটে পৌঁছে দিলে। ওকে আমি কুড়ি ফ্রাঙ্ক বখশিস দিলাম। ও হাত তুলে ওর টুপি ছুঁইয়ে বললে, "স্যার, শুভরাত্রি!" তারপর গাড়ী হাঁকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ঘণ্টা টিপলাম। দরজা খুলে গেলো। সোজা উপরে গিয়ে আমি এবার শয্যাগ্রহণ করলাম।

তবুও সূর্য ওঠে

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায় ঃ আট

স্যান-সিবাসটিয়ান থেকে ফিরে আসার আগে ব্রেটের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। ওখান থেকে ও শুধু একখানা পোস্টকার্ড লিখেছিল। 'কনচার' ছবি মুদ্রিত কার্ডখানায় ও লিখেছিল, "ডার্লিং, বেশ শান্ত আর সুস্থ আছি। সবারই প্রতি আমার ভালোবাসা রইল, ব্রেট।"

রবার্ট কোনের সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। তবে শুনেছি ফ্রান্সেস্ ইংলণ্ডে চলে গেছে। সংক্ষেপে কোন আমাকে লিখে জানিয়েছে, ও হপ্তাদুয়েকের জন্য গ্রামে যাচ্ছে। তবে, কোথায় তা এখনো ঠিক হয়নি। স্পেনে মৎস্য-শিকারে যাওয়ার যে কথা গত শীতে আমরা একবার আলাপ করেছিলাম তা যেন ঠিক থাকে—এ অনুরোধও জানিয়ে রেখেছে। ও এও লিখেছে, ওর ব্যাঙ্কের মারফত আমি সব সময় ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি।

ব্রেট উধাও, কোনের দুঃখ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। টেনিস খেলতে হচ্ছে না বলে আমি বরং খুশী, হাতে আমার প্রচুর কাজ। প্রায়ই ঘোড়দৌড়ে যাই, খাওয়া-দাওয়া করি বন্ধুর সাথে। অফিসে আগাম কিছু অতিরিক্ত কাজ করে নিই, যাতে আমার সেক্রেটারির উপর এ সবের ভার দিয়ে জুনের শেষের দিকে বিল গর্টন আর আমি চলে যেতে পারি স্পেনে। বিল গর্টন এসে ফ্লাটে দুদিন কাটিয়ে ভিয়েনা চলে গেছে। ও বেশ হাসিখুশী আর বললে, আমেরিকা অপূর্ব! নিউইয়র্কের তো কথাই নেই। নাটকের চমৎকার

এক মৌসুম গেল ওখানে আর একটা তরুণ লাইট হেভিওয়েটের পুরো দলও এসেছিল। ওদের প্রত্যেকেরই উন্নতির চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে, কিছু ওজন বাড়লে ডেমপসীকেও ছাড়িয়ে যাবে। বিল বেশ উৎফুল্ল! সাম্প্রতিক বইটা থেকে যথেষ্ট পেয়েছে, আরো অনেক টাকা নাকি পাবে। ও যখন প্যারিসে ছিলো তখন খুব ফুর্তিতে ছিলাম আমরা। তারপর ও চলে গেলো ভিয়েনা। হপ্তা তিনেকের মধ্যে ও ফিরে আসছে। ফিরে এলে মৎস্য শিকার আর পেম্পলোনা মেলা দেখার জন্য আমরা স্পেনে রওনা হবো। ও লিখেছে, ভিয়েনা নাকি অপূর্ব, বুদাপেস্ট থেকে এক কার্ড লিখে জানিয়েছে, জ্যেক্, বুদাপেস্ট 'অদ্ভুত'। তারপর এসেছে ওর এক তার, "সোমবার ফিরে আসছি।"

সোমবার সন্ধ্যায় ও ফ্ল্যাটে এসে হাজির। তার ট্যাক্সি থামার শব্দ পেয়ে আমি জানালায় গিয়ে ওকে ডাক দিলাম। ও হাত নেড়ে, ব্যাগগুলি হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়িতেই সাক্ষাৎ হলো। ওর হাত থেকে একটা ব্যাগ আমি নিয়ে নিলাম।

বললাম, "শুনলাম, তোমার সফরটা চমৎকার কেটেছে!"

ও বললে, "চমৎকার! বুদাপেস্ট ভারী অদ্ভুত!"

"ভিয়েনার খবর কি?"

"জ্যেক্, তেমন ভালো না। মোটেও ভালো লাগলো না। আগে যা ছিলো তার চেয়ে অবশ্য ভালো মনে হলো।"

গ্লাস আর বোতল নিতে নিতে আমি বললাম, "সেকি কথা?"

"আমি মাতাল হয়েছিলাম জ্যেক্, বদ্ধ মাতাল!"

"এ যে অবাক কাণ্ড! যাক, এক গ্লাস খেয়ে নাও দেখি।"

বিল নিজের কপাল ঘষে বললে, "অপূর্ব ব্যাপার! বুঝতেই পারলাম না কি করে কি ঘটে গেল। মুহূর্তেই ঘটে গেল যেন সব কিছু।"

"কতক্ষণ সে অবস্থা ছিল ?"

"চারদিন জ্যেক। পুরো চারদিন।"

"আর কোথাও গিয়েছিলে কি ?"

"তাও মনে নেই ; তোমাকে একটা পোস্টকার্ড লিখেছিলাম সে কথাটা বেশ মনে আছে।"

"আর কিছু করেছিলে ?"

"খুব নিশ্চিত নই, হতেও পারে কিছু।"

"বলে যাও। বল সে সব আমাকে।"

"মনে করতে পারছি না। মনে হলে সব কিছু বলবো তোমাকে।"

"বলতে থাকো। ওইটুকু খেয়ে নাও আর মনে কর।"

বিল বললে, "কিছুটা হয়তো স্মরণ করতে পারবো। হ্যাঁ, একটা প্রাইজ-ফাইটের কথা কিছু কিছু মনে পড়ছে। ভিয়েনার সেই বিখ্যাত প্রাইজ-ফাইট! একটা নিগ্রো তাতে অংশ নিয়েছিল। নিগ্রোটার কথা বেশ স্মরণ হচ্ছে।"

"বলে যাও।"

"অদ্ভুত এক নিগ্রো! দেখতে টাইগার ফ্লাওয়ার্স-এর মতো, তবে চারগুণ বিরাট—এই যা। হঠাৎ সবাই জিনিসপত্র ছুড়তে শুরু করলে। অবশ্য আমি নই। নিগ্রোটা স্থানীয় যুবককে সবেমাত্র ধরাশায়ী করেছে। নিগ্রোটা তার গ্লাভস-পরা হাত তুললো। চেয়েছিল কিছু বলতে। অদ্ভুত অভিজাত-দর্শন নিগ্রো! শুরু করলে বক্তৃতা দিতে। এই সময় স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ যুবক তাকে আঘাত করে বসলে। এবার নিগ্রোটাও পাল্টা আঘাতে শ্বেতাঙ্গ যুবকটিকে ধরাশায়ী করে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিলে। আর তারপরই শুরু হলো সবার চেয়ার ছোড়াছুড়ি। নিগ্রোটা বাড়ী ফিরলে আমাদের সঙ্গে, আমাদেরই গাড়ীতে। নিজের কাপড়-চোপড়গুলো নিতে পারলে না। আমার কোটটাই গায়ে দিলে। এখন সব ঘটনাই মনে পড়ছে। সে কি গুরুতর মুষ্টিযুদ্ধ!"

"তারপর কি হলো ?"

"নিগ্রোটাকে কয়েকটা কাপড় ধার দিলাম। তারপর ওকে সঙ্গে করে গেলাম ওর পাওনা আদায়ের চেষ্টায়। হল ভাঙ্গার অজুহাতে উল্টো ওরাই নিগ্রোটার কাছে টাকা দাবী করে বসলে। ভাবছি, কে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছিল ? আমিই কি ?"

"সম্ভবত তুমি করনি।"

"তোমার কথাই ঠিক। মোটেও আমি করিনি। অন্য এক ভদ্রলোক। মনে হয় তাকে আমরা স্থানীয় হার্ভার্ড-ফেরতা বলে ডাকতাম। এখন মনে পড়ছে তার কথা। সংগীতের ছাত্র।"

"ফল কি দাঁড়ালো ?"

"মোটেও ভালো না জ্যেক্। সর্বত্রই অবিচার। উদ্যোক্তার দাবী—নিগ্রোটা কথা দিয়েছিল স্থানীয় যুবকটিকে অপরাজেয় থাকতে দেবে। ওদের অভিযোগ, নিগ্রোটা চুক্তিভঙ্গ করেছে। ভিয়েনার ছেলেকে ভিয়েনায় পরাজিত করা যায় না। 'ঈশ্বরের দোহাই, মিস্টার গর্টন,' নিগ্রোটা বললে, 'চল্লিশ মিনিট ধরে আমি তো কিছুই করিনি, বরং উল্টো ওকেই সুযোগ দিয়েছি চেষ্টা করে অপরাজিত থাকতে। ওই শ্বেতাঙ্গ যুবকটি নিশ্চয়ই আমাকে আঘাত করতে গিয়ে নিজে জখম হয়েছে। আমি মোটেও ওকে আঘাত করিনি।'"

"তোমরা কোন টাকা-পয়সা পেলে ?"

"এক পয়সাও না, জ্যেক্। পাওয়ার মধ্যে কেবল নিগ্রোটার কাপড়-চোপড়। তার উপরি কে একজন ওর হাতঘড়িটাও নিয়ে নিয়েছে। চমৎকার দীপ্ত পুরুষ নিগ্রোটা! ভিয়েনায় আসাই ওর পক্ষে মস্তবড় ভুল হয়েছে। তাই বলছিলাম, তেমন ভালো না জ্যেক্। তেমন ভালো না।"

"নিগ্রোটার কি হলো ?"

"কোলনে ফিরে গেছে। ওখানেই বাস করে ও। বিবাহিত। পরিবারও আছে। আমাকে নাকি চিঠি লিখবে, যে টাকাটা

আমি ওকে ধার দিয়েছিলাম তাও নাকি পাঠিয়ে দেবে আমাকে। ভারী মজার নিগ্রোটা। আশা করি আমি ওকে নির্ভুল ঠিকানাই দিয়েছি।"

"খুব সম্ভব তাই তুমি দিয়েছ!"

"সে যাকগে, চল কিছু খাওয়া যাক।" বললে বিল, "অবশ্য তুমি যদি আমার সফরের আরো কাহিনী শুনতে চাও।"

"বলো, বলো।"

"চলো, আগে কিছু খেয়ে নিই।"

সিঁড়ি বেয়ে নীচে এলাম আমরা। জুনের গরম সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেন্ট মাইকেল সড়কে এসে পৌঁছলাম।

"কোথায় খাওয়া হবে?"

"আইল্যাণ্ডে গিয়ে খেলে কেমন হয়?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল।"

বুলোভা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। বুলোভা আন ডেন্‌ফা রোশেরুর মোহনায় ঢিলে আলখাল্লা-পরা তুইটি প্রস্তর মূর্তি আছে। ওদিকে তাকিয়ে বিল বললে, "ওঁদের আমি জানি। ওঁরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আবিষ্কারক। প্যারিসে আমাকে বোকা বানাতে পারবে না তুমি।"

আমরা এগিয়ে চলেছি।

বিল বললে, "এই যে, এখানে দেখছি চামড়া মাউন্ট করা জন্তু-জানোয়ারের একটি ভালো দোকান রয়েছে। কিছু কিনতে চাও? চমৎকার মাউন্ট করা কুকুর?"

বললাম, "চলে এসো, যা দেখ তাই তোমার ভালো লাগে।"

বিল তবু বললো, "ভারী চমৎকার মাউন্ট-করা কুকুর! নিশ্চয়ই তোমার ফ্লাটের শোভাবর্ধন করবে।"

"হয়েছে, চলে এসো।"

"স্রেফ একটা মাউন্ট-করা কুকুর। আমি তাকে নিতেও পারি—

আবার একা ছেড়েও যেতে পারি। কিন্তু শোন, জ্যেক্‌, কেবল একটি মাউন্ট-করা কুকুর।"

"চলে এসো বলছি!"

"বলছিলাম কি, পৃথিবীর সব কিছুই তোমার হয়ে যায় তুমি কিনতে পারলে। এ স্রেফ মূল্যের বিনিময় মাত্র। তুমি ওদের টাকা দেবে, ওরা দেবে তোমাকে এই চামড়া-মোড়ানো মাউন্ট-করা একটা কুকুর।"

"ফেরার পথেই না হয় আমরা ওটা কিনে নেব।"

"বহুৎ আচ্ছা! তোমার যা খুশী। দোকানের সাজানো মাউন্ট-করা ওই কুকুর তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাক। আমাকে দোষ দিয়ো না।"

আমরা চলতে লাগলাম সামনের দিকে।

"হঠাৎ কুকুর সম্বন্ধে তোমার এমন অনুরাগ জন্মালো কেন শুনি?"

"কুকুর সম্বন্ধে সব সময় আমি এরকমই বোধ করে থাকি। আমি মাউন্ট-করা জীবজন্তু ভালোবাসি।"

আমরা থেমে একটু মদ খেয়ে নিলাম।

বিল বললে, "এই মদ খেতে আমার খুব ভালো লাগে। জ্যেক্‌, এক সময় তুমিও খেয়ে দেখো।"

"এ ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে প্রায় এক শ চুয়াল্লিশ ধাপ এগিয়ে আছো।"

"তোমাকে মাতাল করতে চাই না। কখনো মাতাল হয়ো না। এ-ই আমারও সাফল্যের রহস্য। কখনো মাতাল হইনি আমি। বিশেষত লোকের সামনে কখনো মাতলামি করিনি।"

"কোথায় তুমি এ মদ খেয়েছো?"

"আমরা ক্রিলনে গিয়েছিলাম। জর্জ আমাকে দুটো জ্যাক্‌রোজ খাইয়েছিল। জর্জ সত্যই দিলদার মানুষ। ওর সাফল্যের রহস্য জান তো? কখনো ও মাতাল হয় না।"

"আর তিন গ্লাস পার্নড গিললে তুমি নিজেই মাতাল হয়ে পড়বে।"

"সবার সামনে কখনো নয়। মাতাল বোধ করলে আমি নিজেই সরে পড়বো লোকের সামনে থেকে। এ ব্যাপারে আমি প্রায় বিড়ালের মতই।"

"হার্ভে স্টোনের সাথে কখন দেখা হয়েছে তোমার ?"

"ক্রিলন-এই। হার্ভে কিছুটা মাতাল হলে পড়েছিল। তিনদিন ধরে ও উপোস ছিল। আর কিছু খেতেও পারেনি। বিড়ালের মতো শুধু ঝিমুতো। খুবই দুঃখের ব্যাপার !"

"ভালোই আছে ও।"

"খুব ভালো ! তবুও, বিড়ালের মতো ও ঝিমুক তা আমি চাই না। আমার যেন কেমন কেমন লাগছে।"

"রাতে আমরা তাহলে কি করবো ?"

"ঠিক আছে, তাতে অসুবিধার কিছু হবে না। আমরা মাতাল না হলেই হলো। ধরো, এখানে যদি ওরা কিছু সেদ্ধ ডিম দিত। কয়েকটা সেদ্ধ ডিম পেলে আমাদের আর আইল্যাণ্ড পর্যন্ত যেতে হতো না খাওয়ার জন্য।"

বললাম, "না। আমাদের পেট ভরে খাওয়া চাই।"

বিল বললে, "আমি এমনিই বলছিলাম। এখনি যেতে চাও ?"

"চলো।"

বুলোভা ধরে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। আমাদের পাশ দিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ী চলে গেলো। বিল একবার ওই-দিকে তাকিয়ে দেখলে।

"ঘোড়ার গাড়ীটা দেখলে ? ওই রকম একটা বানানো ক্ষুদে ঘোড়ার গাড়ী ক্রীসমাসে তোমাকে দেবো। বন্ধুদের সবাইকেই আমি একএকটা করে বানানো জন্তু উপহার দেবো। আমি হলাম প্রকৃতিতাত্ত্বিক লেখক।"

সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, ভেতর থেকে কে একজন হাত নাড়লে। পরে ড্রাইভারকে থামাবার ইঙ্গিত করলে। পিছু হটে মোড় পর্যন্ত এলো। দেখলাম স্বয়ং ব্রেট-ই গাড়ীতে বসে।

বিল বললে, “সুন্দরী, আমাদের অপহরণ করতে চান নাকি?”

ব্রেট বললে, “হ্যালো, হ্যালো!”

“ইনি বিল গর্টন, আর ইনি লেডি এ্যাশলে।”

বিলের দিকে তাকিয়ে ব্রেট একটুখানি হাসলে। পরে বললে, “আমি এইমাত্র ফিরেছি, এখনো গোসল হয়নি। মাইকেল আজ রাত্রেই আসছে।”

“ভালো। এসো, এক সঙ্গে খাওয়া যাক, পরে আমরা সবাই ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।”

“আগে গোসল করে পরিষ্কার হতে হবে আমাকে।”

“যতো সব বাজে! এসে পড়ো।”

“না, গোসল করতেই হবে। ন'টার আগে ও পৌঁছবে না।”

“তাহলে গোসলের আগে এক গ্লাস খেয়েই নাহয় যাও।”

“তা করা যায়। যাক্ এখন তাহলে ‘বাজে কথা’ বলছো না।”

আমরাও ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ড্রাইভার ফিরে তাকালে আমাদের দিকে।

বললাম, “কাছাকাছি যে-কোন পানশালায় থামবে।”

ব্রেট বললে, “আমরা তো ‘ক্লোসারি’তেও যেতে পারি, এসব বাজে ব্রাণ্ডি আমি খেতেই পারি না।”

“ক্লোসারি ড্য লিলে।”

ব্রেট বিলের দিকে ফিরে তাকালে।

“সংক্রামকের ডিপো এ শহরটায় আপনি কি অনেকদিন ধরেই আছেন?”

“আজকেই মাত্র আমি বুদাপেস্ট থেকে এসে পৌঁছলাম।”

“বুদাপেস্টে কেমন কাটল?”

"চমৎকার! বুদাপেস্ট ভারী সুন্দর শহর।"

"ওকে ভিয়েনার কথা জিজ্ঞেস করো।"

বিল বললে, "ভিয়েনা একটা অদ্ভুত শহর।"

দু'চোখের কোণা কুঁচকে হেসে ব্রেট বললে, "প্রায় প্যারিসের মতোই।"

বিল বললে, "ঠিক। এই মুহূর্তের প্যারিসের মতই অবিকল।"

"শুরুটা তোমার বেশ ভালোই হয়েছে।"

'লিলে'র খোলা বারান্দায় বসে ব্রেট হুইস্কি আর সোডার অর্ডার দিলে, আমিও তাই করলাম।

বিল নিলে আর একটা পার্নড।

"জ্যেক্, তোমার খবর কি?"

বললাম, "খুব ভালো। সময়টা বেশ কেটেছে আমার।"

ব্রেট আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার চলে যাওয়াটা নেহাত বোকামি হয়েছে। প্যারিস ছেড়ে যাওয়া মানে গর্দভ বনে যাওয়া।"

"তোমার সময়টা বেশ ভালোভাবে কেটেছে তো?"

"হ্যাঁ, বেশ ভালোই। বেশ চিত্তাকর্ষক! ভীতিকর কিছুই ঘটেনি।"

"কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"না। বলতে গেলে কারো সঙ্গেই না। আমি বের হতাম না তো মোটেও।"

"সাঁতার কাটতে না?"

"না। কিছুই করতাম না।"

বিল বললে, "ভিয়েনার মতই শোনাচ্ছে যেন।"

ব্রেট ওর দিকে চোখের কোণা কোঁচকালো।

"তাহলে ভিয়েনার ব্যাপারটাও ওই রকমই।"

"হ্যাঁ, ওই রকমই।"

ব্রেট ওর দিকে চেয়ে আবারও হাসলো।

"জ্যেক্, তুমি চমৎকার এক বন্ধু জুটিয়েছো।"

বললাম, "ও খুব ভালো। নকল জন্তু-জানোয়ারের ও বিশেষজ্ঞ।"

বিল বললে, "সে অন্য দেশের ব্যাপার। তাছাড়া, জীবজন্তুরা সবাই তো মৃত।"

ব্রেট বললে, "আর এক গ্লাস, তারপরই দেবো ছুট। ওয়েটারকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে বলে দাও।"

"ওই তো সামনেই এক সারি ট্যাক্সি দাঁড়ানো।"

"তাহলে তো ভালই।"

সবাই মিলে পান শেষ করে ব্রেটকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম।

"মনে রেখো, দশটার দিকে তোমাকে 'সিলেক্টে' থাকতে হবে। ওকেও নিয়ে এসো। মাইকেলও ওখানে থাকবে।"

বিল বললে, "আমরাও থাকবো ওখানে।"

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলো, ব্রেট হাত নাড়লো।

বিল বললে, "মেয়ের মতো মেয়ে বটে একটি। ভারী চমৎকার! মাইকেলটা কে?"

"যাকে ও বিয়ে করতে যাচ্ছে।"

বিল, "বেশ, বেশ। যার সঙ্গেই আমার দেখা হয় তাকে এমনি স্তরেই আমি পেয়ে থাকি। বলো দেখি, কি পাঠাই ওদেরে? এক জোড়া নকল ঘোড়া—রেসের ঘোড়া কি ওদের পছন্দ হবে?"

"চলো খেয়ে নেই আগে।"

'আইল সেন্ট লুইয়ের' পথে ট্যাক্সিতে বসেই বিল জিজ্ঞেস করলো, "সত্যিই কি ও লেডি অমুক বা তমুক?"

"হ্যাঁ। 'রেসের খাতা' এবং অন্যত্রও তাই বটে।"

"বেশ, বেশ।"

দ্বীপের দূর প্রান্তে মাদাম লেকোম্তের রেস্তোরাঁয় আমরা খেয়ে নিলাম। আমেরিকানদের ভিড় এত বেশী ছিল যে জায়গা খালি হওয়ার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের অপেক্ষা করতে

হয়েছিল। প্যারিসে এ এক অদ্ভুত রেস্তোরাঁ, যেখানে এখনো আমেরিকানদের পাদস্পর্শ ঘটেনি বলে কে যেন 'আমেরিকান উইমেনস্ ক্লাবের' তালিকায় এর নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ফলে একটা টেবিল খালি হওয়ার জন্য আমাদের ঝাড়া পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করে থাকতে হলো। বিল ১৯১৮-য় একবার এ রেস্তোরাঁয় খেয়েছিল, ঠিক যুদ্ধবিরতির পর পরই। এ নিয়ে ওকে দেখে মাদাম লেকোম্তে অনেকক্ষণ বকবক করে গেলেন।

বিল বললে, "এমন মহৎপ্রাণা মহিলা, তবুও একটা টেবিল মিলছে না আমাদের।"

খাওয়াটা বেশ চমৎকারই হলো—মুরগির রোস্ট্, মটরশুঁটি, আলুভর্তা, সালাত্, আপেল পাই আর পনীর।

মাদাম লেকোম্তেকে লক্ষ্য করে বিল বললে, "সারা দুনিয়াটাই আপনার এখানে জমা হয়।"

তিনি হাত তুলে বললেন, "সবই 'তাঁর' মর্জি।"

"আপনি ধনী হয়ে যাবেন।"

"আমারও তাই আশা।"

কফি আর ফাইনব্রাণ্ডির পর বিল এসে গেলো, নিয়মমাফিক একটা স্লেটের উপর লেখা, বোধকরি এ রেস্তোরাঁয় ওটাই বৈশিষ্ট্য। বিলের টাকা দিয়ে যথারীতি করমর্দন করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

মাদাম লেকোম্তে বললেন, "মঁসিয়ে বার্নস্, আপনি এখানে আর আসেন না কেন?"

"এখানে দেশী মানুষের ভিড় বড় বেশী।"

"লাঞ্চের সময় আসবেন। তখন তেমন ভিড় থাকে না।"

"বেশ। শীগগীরই আসবো।"

দ্বীপটির যে পাশে অর্লিয়েন্স নদীর বাঁধ, সেখানে যে সব গাছ উঠেছে তার ছায়ায় ছায়ায় আমরা হাঁটতে লাগলাম। নদীর ওপারে পুরোনো বাড়ীগুলির জীর্ণ দেওয়াল ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

"কর্তৃপক্ষ এখান দিয়ে সোজা একটা রাস্তা বের করবে।"

বিল সায় দিলে, "হ্যাঁ, তাই।"

হেঁটে হেঁটে দ্বীপটার চারদিক আমরা ঘুরলাম। আঁধারঘেরা কালো নদীর জলে ছুটে চলছে সারি সারি নৌকো, আলোয় ঝলমল করছে তাদের বহর ; নীরবে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পুলের নীচে। নদীর ভাটিতে, রাত্রির আকাশের গায়ে নটরডাম বসে আছে। বেথুন সড়ক দিয়ে কাঠের পায়ে-হাঁটা ব্রিজ পার হয়ে আমরা সাইন নদীর বাঁ পাড়ে এলাম। ব্রিজের উপর থেমে, নদীর ভাটিতে নটরডামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ব্রিজের উপর থেকে দ্বীপটাকে দেখাচ্ছে অন্ধকার, আকাশের গায়ে বাড়ীগুলিকে মনে হচ্ছে খুব উঁচু উঁচু আর গাছগুলিকে দেখাচ্ছে ছায়া ছায়া।

বিল বললে, "ভারী চমৎকার! আমার তো আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

ব্রিজের কাঠের রেলিঙে ঝুঁকে আমরা নদীর উজানে বড় বড় সেতুর আলোকসজ্জা দেখতে লাগলাম। জলের বুকটা কালো আর নিথর। ব্রিজের পিলারে জলের কোন শব্দই হচ্ছিল না। এক জোড়া মেয়ে-পুরুষ, হাত ধরাধরি করে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলো।

ব্রিজ পার হয়ে আমরা কার্ডিনেল লেমঁয় সড়ক পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। খাড়া পথ, তবুও সবটা হেঁটে আমরা কণ্ট্রেস্কার্প পর্যন্ত এলাম। স্কোয়ারের গাছগুলির পাতার আড়ালে-আবডালে উঁচু বাতিগুলি জ্বলছিল। গাছের নীচে যাত্রীর প্রতীক্ষায় ছিল একটা 'এস্' বাস। 'নেজরে জয়েক্সের' দরজার ভেতর থেকে ভেসে আসছিল সংগীত। 'কাফে আক্স অ্যামেচারের' খোলা জানালা-পথে আমি দেখতে পেলাম দীর্ঘ বার। বাইরে বারান্দায় বসে শ্রমিকরা খাচ্ছিল মদ। 'অ্যামেচারের' খোলা রান্নাঘরে একটা মেয়ে আলুর বড়া ভাজছিল তেলে। একটা লোহার কড়াইও ছিল ওখানে, তাতে মাংসের স্ট্যু ছিল। একটা বুড়ো হাতে লাল মদের একটা বোতল

ধরে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েটি তার জন্য একটা প্লেটে কিছুটা স্টু বেড়ে দিচ্ছিল ওখান থেকে।

“কি পান করা যায় বলতো ?”

বিল বললে, “না। দরকার নেই কিছু খাওয়ার।”

‘কণ্ট্রেস্‌কার্প’ ছাড়িয়ে আমরা সোজা দক্ষিণ দিকে ফিরলাম, হাঁটতে লাগলাম সরু সোজা রাস্তাটা ধরে, রাস্তাটার দু’পাশে রয়েছে উঁচু উঁচু পুরোনো বাড়ীঘর। কোন কোন ঘর একেবারে রাস্তার উপর পর্যন্ত মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে—অন্যগুলি সরে আছে পেছনের দিকে। আমরা এসে পড়লাম ‘দ্যু পট দ্য ফার সড়কে’—ওটা ধরে চলতে চলতে এসে পৌছলাম ‘সেন্ট জ্যাকোয়েস’ রাস্তায়। এরপর হাঁটতে লাগলাম দক্ষিণে ‘ভ’ল দ্য গ্রেসের’ লোহার গেট পার হয়ে পড়লাম ‘বুলোভা দ্য পোর্ট রয়ালে’।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি এখন কি করতে চাও ? কাফে পর্যন্ত গিয়ে ব্রেট আর মাইকের সঙ্গে দেখা করবে ?”

“মন্দ কি ?”

পোর্ট রয়াল ধরে আমরা চলতে লাগলাম, চলতে চলতে মন্তপার্নেসে এসে পৌছলাম। তারপর ‘লিলে’, ‘ল্যাভেন’ আর ছোট ছোট যত সব কাফের পাশ দিয়ে হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে ‘রোটণ্ডো’র আলো আর টেবিল পেছনে ফেলে, ‘সিলেক্টে’ এসে হাজির হলাম।

টেবিল থেকে উঠে মাইকেল আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। ওকে বেশ তাজা কিন্তু কিছুটা রোদেপোড়া দেখাচ্ছে।

ও বলে উঠলো, “কি হে জ্যেক্, খবর কি ! বুড়ো খোকা কেমন আছো ?”

মাইক বললে, “বেশ ভালো স্বাস্থ্য বাগিয়েছো দেখছি !”

“হ্যাঁ, তাই। আমি ভীষণ ভালো এখন। কিচ্ছুই করিনি, স্রেফ হেঁটেছি। সারাদিন ধরে হেঁটেছি। মা’র সঙ্গে চা খাবার সময় শুধু একবার মাত্র পান করেছি।”

বিল বার-এ ঢুকে পড়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রেটের সঙ্গে আলাপ করছে—ব্রেট একটা উঁচু টুলের উপর পায়ের উপর পা চড়িয়ে বসে আছে। মোজাহীন নগ্ন ওর পা।

মাইকেল বললে, "জ্যেক্, খুব ভালোই হলো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। বুঝতেই তো পাচ্ছ আমি কিছুটা মৌজেই আছি। খুব অবাক লাগছে, তাই না? আমার নাকটা দেখেছো।"

ওর নাকের ডগায় শুক্‌নো রক্তের একটা দাগ রয়েছে।

মাইক বললে, "কাণ্ডটা করে বসেছে এক বুড়ির ব্যাগ্‌। আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম ওকে সাহায্য করতে আর ব্যস্‌ পড়বি তো পড় একেবারে আমার নাকে।"

বার থেকে সিগারেট-হোল্ডার দিয়ে ব্রেট ওকে ইশারা করলো আর চোখ মারলো।

মাইক বললে, "একে তো বুড়ি, তারপর আবার ব্যাগ্‌! তাও পড়লো কিনা আমার উপর। চলো, ভিতরে গিয়ে ব্রেটের সঙ্গে দেখা করি। ও একটা চীজ্‌ বটে! ব্রেট, তুমি ভারী চমৎকার মেয়ে! তোমার এ টুপিটা কোথায় পেলে?"

"এক ছোকরা ওটা কিনে দিয়েছে আমাকে। তোমার পছন্দ হয় না?"

"যা-তা বিশ্রী দেখতে। একটা ভালো দেখে কিনে নিয়ো।"

ব্রেট বললে, "ওহ, আমাদের প্রচুর টাকা আর কি। আরে, তোমার সাথে বিলের এখনো পরিচয় হয়নি? জ্যেক্, তুমি তো আচ্ছা অতিথিপরায়ণ!"

ও এবার মাইকের দিকে ফিরে বললো, "এর নাম বিল গর্টন আর এই মাতালটা হচ্ছে মাইক ক্যাম্পবেল। মিঃ ক্যাম্পবেল একজন চির দেউলে।"

"তাই বটে। জানো, গতকাল লণ্ডনে আমার প্রাক্তন অংশীদারের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল। ওই আমাকে ডুবিয়েছে।"

"ও এখন কি বলে ?"

"নিজের পয়সায় খাইয়েছে। ভাবলাম, যা আসে তাই লাভ। বলি ব্রেট, তুমি এক চমৎকার চীজ্! কী হে, তুমি ওকে সুন্দরী ভাবো না ?"

"সুন্দরী! এই নাক নিয়ে ?"

"তোমার তো চমৎকার নাক। আমার কথার জবাব দাও, সত্যি ও এক চমৎকার চীজ্, তাই না ?"

"আমরা কি ওকে স্কটল্যাণ্ডে রেখে আসতে পারতাম না ?"

"ব্রেট, আমি বলি কি, চলো আজ আমরা একটু তাড়াতাড়ি শুতে যাই।"

"মাইকেল, অমন অসভ্য হয়ো না। দেখছো না, এখানে অনেক মহিলা রয়েছেন।"

"ভারী মজার মাল, কী বল হে জ্যেক্, তুমি কি তা মনে করো না ?"

বিল বললে, "আজ রাতে একটা মুষ্টিযুদ্ধ আছে। যেতে চাও ?"

মাইক বললে, "মুষ্টিযুদ্ধ! কে কে লড়ছে ?"

"লেডক্স আর অন্য একজন।"

মাইক বললে, "লেডক্স বেশ ভালো। আমার খুব যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু আমি যেতে পারবো না। ব্রেটের সঙ্গে আজকে আমার একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে।"

"বলি ব্রেট, দয়া করে একটা নতুন হ্যাট যোগাড় করে নাও না।"

ব্রেট ওর ফেল্ট্ হ্যাটটা এক চোখের উপর টেনে এনে হাসতে লাগলো। বললে, "তোমরা দুজন মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে ছোটো। আমি মিঃ ক্যাম্পবেলকে নিয়ে সোজা বাড়ী যাব।"

মাইক বললে, "আমি তেমন মাতাল হইনি। হলে খুবই সামান্য। বলি ব্রেট, তুমি সত্যিই এক অপূর্ব চীজ!"

ব্রেট বললে, "মুষ্টিযুদ্ধে যাও। মিঃ ক্যাম্পবেল কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়েছে। মাইকেল, অনুরাগের এতসব উচ্ছ্বাস কেন ?"

"আমার মতে, তুমি এক খাসা মাল !"

আমরা বিদায়-রাত্রি জানালাম।

মাইক বললে, "খুব দুঃখিত আমি, যেতে পারলাম না।"

ব্রেট হেসে উঠলো। দরজা থেকে আমি পেছন দিকে ফিরে তাকালাম। বারের উপর এক হাতের ঠেস দিয়ে মাইক ব্রেটের দিকে ঝুঁকে কথা বলছে। ব্রেট শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, কিন্তু ওর দু চোখেই হাসি।

বাইরে শানের উপর দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "মুষ্টি-যুদ্ধে যাবে নাকি ?"

বিল বললে, "আলবত, যদি হাঁটতে না হয়।"

ট্যাক্সিতে বসে আমি বললাম, "মাইক তার নারী বন্ধুটিকে নিয়ে বেজায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।"

বিল বললে, "ভালো। তবে এ ব্যাপারে তুমি ওকে অত দোষ দিতে পারো না।"

অধ্যায় : নয়

লেডক্স-কিড ফ্রান্সিস মুষ্টিযুদ্ধ হলো ২০শে জুনের রাত্রে। লড়াইটা ভালই জমেছিল। রবার্ট কোনের কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পেলাম—লিখেছে হেন্দায়ে থেকে। ও লিখেছে বেশ শান্তিতে সময় কাটছে ওখানে। সাঁতার কেটে গলফ খেলে এবং প্রচুর তাস খেলে। হেন্দায়ের সমুদ্র সৈকত ভারী মনোরম! তবে মৎস্য শিকারে বেরিয়ে পড়ার জন্য ও খুব উৎসুক হয়ে আছে। জানতে চেয়েছে কখন আমি যাবো। যাওয়ার সময় যেন ওর জন্য জোড়া ছিপের বঁড়শী কিনে নিয়ে যাই। ওটার দামও আমি যাওয়ার পরই দিয়ে দেবে।

সেদিন সকালেই আফিস থেকে কোনকে লিখেছিলাম, যদি বিপরীত মর্মের কোন তার আমি না পাঠাই, তাহলে বিল আর আমি পঁচিশ তারিখে প্যারিস থেকে রওয়ানা হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হবো বেয়োনে। ওখান থেকে বাসে করে আমরা প্যামপোলোনায় যাবো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গোটা সাতেকের দিকে মাইকেল আর ব্রেটের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি সিলেক্টে গেলাম, ওদেরকে ওখানে না পেয়ে গেলাম ডিংগোতে। দেখলাম ওরা ভিতরে বারে বসে আছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ব্রেট বলে উঠলো, "হ্যালো, ডার্লিং!"

মাইক বললে, "হ্যাল্লো জ্যেক্! গত রাতে আমি বেশ মৌতাতে ছিলাম, না?"

ব্রেট বললে, "তা আর ছিলে না, যতসব লজ্জাকর ব্যাপার !"

"শোনো", মাইক বললে, "তুমি কখন স্পেনে যাচ্ছো ? আমরা যদি তোমার সঙ্গে যাই, তুমি কিছু মনে করবে না তো ?"

"তাহলে চমৎকার হবে।"

"সত্যি তুমি কিছু মনে করবে না ? বোধহয় জানো, আমি প্যাম্পলোনায় ছিলাম। ব্রেট তো যাওয়ার জন্য পাগল। তাহলে তুমি মনে করো আমরা তেমন অপ্রীতিকর সঙ্গী হবো না ?"

"আহম্মকের মতো কথা বলো না।"

"জানোই তো আমি কিছুটা টানাটানিতে আছি। তা না হলে ওভাবে তোমার কাছে আমি বলতাম না। সত্যিই তুমি কিছু মনে করছো না তো ?"

ব্রেট বললে, "মাইকেল চুপ করো তো। কিছু মনে করবে কিনা সে কথা লোকটা কি করে বলে ? আমি ওকে পরে জিজ্ঞেস করে নেবো।"

"তুমি কিছু মনে করছো কিনা ?"

"আমাকে বিরক্ত করার ইচ্ছা না থাকলে অমন প্রশ্ন আর করো না। ২৫শের সকালে বিল আর আমি চলে যাচ্ছি।"

ব্রেট জিজ্ঞেস করলে, "বিল কোথায় ?"

"ও শ্যান্টিলে গেছে। খাওয়া-দাওয়া করছে ওখানে কয়েকজন বন্ধুর সাথে।"

"ও চমৎকার মানুষ !"

মাইক বললে, "ভারি চমৎকার ! তুমি তো জানই।"

ব্রেট বললে, "ওর কথা তোমার তো মনেই নেই।"

"যথেষ্ট মনে আছে। খুব মনে আছে ওর কথা। জেক্, শোনো, আমরা ২৫শে রাত্রেই পৌঁছবো। ব্রেট তো ঘুম থেকে সকালে উঠতে পারে না।"

"সত্যি পারি না।"

"কিছু মনে করো না। আমাদের টাকা এসে গেলে আমরা নিশ্চয়ই পৌঁছবো।"

"আসবে, ঠিকই এসে যাবে। আমি দেখবো যাতে আসে।"

"বলো দেখি কি ধরনের ছিপ নিতে হবে?"

"তুতিনটে লতা ছিপ, সুতো, বঁড়শী, টোপ আর ফাৎনা।"

ব্রেট বললে, "আমি মাছ ধরবো না।"

"তাহলে তুটো ছিপই নেওয়া যাক। বিলের আর কেনার দরকাই হবে না।"

মাইক বললে, "বেশ। আমি তার করে দেবো হোটেলে।"

ব্রেট বললে, "ভারী মজা হবে! আহা স্পেন! খুব ফুর্তি করা যাবে!"

"পঁচিশ? কি বার যেন?"

"শনিবার।"

"আমাদের তাহলে তৈরী হতে হয় এখন।"

মাইক বললে, "এই শোন, আমি চুল ছাঁটাতে যাচ্ছি!"

ব্রেট বললে, "আমাকে গোসল করতেই হবে। জেক্, লক্ষী ছেলের মতো আমার সঙ্গে হোটেলে হেঁটে চলো।"

মাইক বললে, "চমৎকার একটি হোটেল পেয়েছি আমরা। মনে হয় যেন বেশ্যালয়।"

"ডিংগোতে ঢুকেই ব্যাগগুলো নামিয়ে রাখলাম। হোটেলওয়ালা জানতে চাইলো আমরা শুধু বিকালটা কাটাবার জন্যই একটা ঘর চাচ্ছি নাকি। আমরা এখানে রাত কাটাবো শুনে ওরা ভারী খুশী হলো।"

মাইক বললে, "আমার বিশ্বাস এটা পতিতালয়। আমার তা জানা উচিতও।"

"চুপ করো, চুল কেটে এসো গে, যাও।"

মাইক বেরিয়ে গেলো। ব্রেট আর আমি বার-এই রইলাম।

"আর এক গ্লাস চলুক, কেমন?"

"চলতে পারে।" ব্রেট বললে, "আমার আর এক গ্লাস দরকার ও।

আমরা ডেলামরেঁ সড়ক পর্যন্ত হেঁটে গেলাম।

ব্রেট বললে, "ফিরে আসার পর তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।"

"না।"

"জ্যেক্, তুমি কেমন আছো?"

"বেশ ভালো!"

ব্রেট আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আচ্ছা, রবার্ট কোনও কি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, কেন বলো তো?"

"যাওয়াটা মনে হয় ওর জন্যে ভালো হবে না!"

"কেন হবে না?"

"কার সাথে আমি সান সেবাসটিয়ানে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারো?"

আমি বলে উঠলাম, "বাহ্! বাহ্ বেশ!"

আমরা হাঁটতে লাগলাম।

"তুমি 'বেশ' বললে কেন?"

"জানি না। তাহলে কী বলা উচিত ছিল?"

চলতে চলতে আমরা একটা মোড় ঘুরলাম।

"ওর ব্যবহার বেশ ভালোই ছিল। তবে মাঝে মাঝে যেমন বোকা বোকা ভাব দেখায়।"

"তাই নাকি?"

"আমি মনে করেছিলাম, যাওয়াটা ওর জন্য ভালোই হবে!"

"তাহলে আর কি, সমাজকল্যাণের কাজ শুরু করে দাও।"

"যা-তা বকো না।"

"আচ্ছা, আর বলবো না।"

"সত্যিই কি তুমি জানো না!"

আমি বললাম, "না। ওটা আমার মাথায়ও আসেনি।"

"তুমি কি মনে করো আমাদের সঙ্গে যাওয়াটা ওর জন্য খুব খারাপ হবে?"

বললাম, "ওটা ওর ভাবনা। ওকে বলে দাও তুমিও যাচ্ছো। না আসতে চায়, আসবে না।"

"আমি ওকে লিখবো। আর এ সংকল্প ত্যাগের একটা সুযোগ ওকে দেবো।"

২৪শে জুনের রাতের আগে ব্রেটের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।

"ক্কোনের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, ও যেতে খুব উৎসুক?"

"হায় আল্লাহ!"

"ব্যাপারটা আমারই যেন কেমন কেমন লাগছিল। বলে কি, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ও অপেক্ষা করতে পারছে না।"

"ও কি মনে করে তুমি একাই যাচ্ছ!"

"না। ওকে বলেছি আমরা সবাই একসঙ্গে যাচ্ছি, মাইকেলও সাথে থাকবে।

"ও ভারী চমৎকার মানুষ!"

"তা বই কি?"

তারা আশা করছিল পরদিনই তাদের টাকা এসে যাবে। ঠিক হলো প্যাম্পলোনায় আমরা সবাই মিলিত হবো। তারা সোজা স্যান্ সেবাসটিয়ান চলে যাবে, আর সেখান থেকেই ট্রেন ধরবে। আমরা সবাই প্যাম্পলোনার মনতোয়ায় এসে মিলিত হবো। তারা যদি সোমবার পর্যন্তও এসে না পৌঁছে, তাহলে আমরা মাছ ধরার জন্য সোজা পর্বত এলাকার বারগোয়েটে চলে যাব। বারগোয়েটে যাওয়ার বাস পাওয়া যায়। আমি আমাদের পথনির্দেশক একটা বিবরণী লিখে ফেললাম—যেন ওটা দেখে ওরা আমাদের অনুসরণ করতে পারে।

বিল আর আমি 'গারে দ্য ওরশে' থেকে সকালের ট্রেন ধরলাম। দিনটা ছিল ভারী মনোরম, তেমন গরমও ছিল না। যাত্রাপথ থেকেই সারা দেশটা দেখাচ্ছিল খুবই সুন্দর। পেছনে খাবার গাড়ীতে গিয়ে আমরা সকালের নাশতা করে নিলাম। খাবার গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার সময়, কণ্ডাক্টরকে বলে দিলাম আমাদের যেন প্রথম পালায় খাবারের টিকেট দেওয়া হয়।

ও বললে, "পঞ্চম পালার আগে কিছুতেই সম্ভব নয়।"

"সে আবার কি ?"

এ ট্রেনে খাবার পরিবেশনের জন্য দু'পালার বেশী প্রয়োজন পড়ে না। তাতে আবার অনেক জায়গা খালি থাকে।

খাবার গাড়ীর কণ্ডাক্টর বললে, "সব রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। সাড়ে তিনটায় শুরু হবে পঞ্চম পালা।"

বিলকে বললাম, "কি সাংঘাতিক !"

"ওর হাতে একটা দশ ফ্রাঙ্কের নোট গুঁজে দাও।"

টাকাটা গুঁজে দিয়ে বললাম, "এই নাও। আমরা প্রথম পালাতেই কিন্তু খেতে চাই।"

কণ্ডাক্টর নোটটা পকেটস্থ করে বললে, "ধন্যবাদ। সাহেব, আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনারা কিছু স্যাণ্ডউইচ কিনে নিন্। প্রথম চার পালার সমস্ত জায়গা কোম্পানীর পক্ষ থেকেই রিজার্ভ করা হয়েছে।"

বিল এবার ইংরেজিতে মন্তব্য করলো, "এ দেখছি খুব দূরদর্শী। মনে হয়, আমি যদি একে পাঁচ ফ্রাঙ্ক্ দিতাম তাহলে এ আমাকে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার পরামর্শই দিতো।"

"কিছু বলছেন ?"

বিল বললে, "গোল্লায় যাও! জ্যেক্, তুমি ওকে বলো কিছু স্যাণ্ডউইচ আর এক বোতল মদের ব্যবস্থা করতে।"

আমাদের সীট্ কোথায় তা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, "আমাদের কামরায় পাঠিয়ে দিয়ো।"

আমাদের কামরায় এক দম্পতি আর তাদের অল্পবয়স্ক একটি ছেলে ছিল।

লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "আপনারা আমেরিকান, তাই না? কেমন বেড়াচ্ছেন?"

বিল বললে, "চমৎকার।"

"এ রকম করাই উচিত। জোয়ান বয়সেই বেড়ানো ভালো। আমি আর আমার স্ত্রী অনেকবার বেরুতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নানা কারণে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ইচ্ছা করলে তুমি দশ বছর আগেই বেরিয়ে পড়তে পারতে। তুমি সব সময় বলে এসেছ আগে আমেরিকাটা দেখে নাও। আমি বলবো আমরা অনেক দেখেছি, তা তুমি যাই বলো।"

ভদ্রলোক বললেন, "এই গাড়ীতেই তো অনেক আমেরিকান রয়েছে। পুরো সাতটা কামরা ওহাইওর লোকে ভর্তি। তারা রোমে গিয়েছিল তীর্থ করতে। এখন তারা যাচ্ছে বিয়ারিস ও লাউরেসে।"

বিল বললে, "ও, তাহলে ওদেরি ভিড়। যত্তো সব তীর্থযাত্রী পিউরিট্যান!"

"আমেরিকার কোন্ এলাকার লোক তোমরা?"

বললাম, "আমি কানসাস শহরের, আর ও শিকাগোর।"

"তোমরা দুজনেই রিয়ারিস যাচ্ছো?"

"না। আমরা স্পেনে যাচ্ছি মাছ ধরতে।"

"আমার নিজের কোন আগ্রহ নেই এসব ব্যাপারে। আমি যেখানে থাকি, সেখানে করার আছে অনেক কিছুই। মনটানায় মাছ ধরার সুবিধাও প্রচুর। ছেলেদের সঙ্গে দুএকবার বেরিয়েছি, কিন্তু নিজে বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিনি।"

ওর স্ত্রী বলে উঠলেন, "মাঝেমধ্যে গিয়েও তো খুব জোর মাছ ধরেছ।"

লোকটি আমাদের দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন। তারপর বললেন, "মেয়েরা কী চীজ তা তো জানোই। একটা জাগ, কিংবা বিয়ারের একটা বাক্স কাকেও সাথে নিতে দেখলে তারা মনে করে নরক গুলজার।"

ওর স্ত্রী আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, "পুরুষরা সব ওই রকমই!"

কোলের কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করে ভদ্রমহিলা আবার বললেন, "স্রেফ ওকে খুশী করার জন্যই আমি মদ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম। বাড়ীতে আমি অল্পস্বল্প বিয়ার খাওয়া অপছন্দ করি না, তবুও এই ধরনের কথা বলে। আশ্চর্য, এই লোকগুলো মেয়ে খুঁজে পায় কেমন করে বিয়ে করার জন্যে!"

বিল বললে, "জানেন, ওই সব তীর্থযাত্রী বাবারা বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত খাবার গাড়ীটা পুরো দখল করে বসে থাকবে।"

"তার মানে? অমন একটা কাজ কি করে করবে ওরা?"

"গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখুন না, জায়গা পান কিনা।"

"ওগো, মনে হচ্ছে ফিরে গিয়ে আর একবার ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেওয়াই ভালো।"

স্ত্রী দাঁড়িয়ে উঠে নিজের কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করে নিলেন।

"তোমরা আমাদের জিনিসপত্রের উপর একটু নজর রেখো, কেমন? চলো হিউবার্ট!"

তারা তিনজন খাবার গাড়ীর দিকে রওনা দিলো। তারা যাওয়ার একটুখানি পরে স্টুয়ার্ড খাওয়ার প্রথম পালার কথা ঘোষণা করতে লাগলো। তীর্থযাত্রীরা যাজককে নিয়ে করিডরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের বন্ধুটি আর তার বউ-ছেলে কেউই ফিরে এলো না। আমাদের স্যাণ্ডউইচ আর এক বোতল মদ নিয়ে একজন ওয়েটার এলো। তাকে আমরা ভেতরে ডেকে নিলাম।

বললাম, "আজ তো তোমার খাটুনি আছে।"

ও মাথা নেড়ে বললে, "এখন তো সবে শুরু, মাত্র সাড়ে দশটা।"

"আমাদের খাওয়া কখন মিলবে ?"

"হুঁ ! আমিই কখন খেতে পাবো, তার ঠিক নেই !"

ও বোতলের সাথে ছুটি গ্লাস রেখে গেলো। স্যাণ্ডউইচের দাম চুকিয়ে ওকে বখশিসও দিলাম।

ও বললে, "আমি এসে প্লেটগুলো নিয়ে যাবো, কিংবা আপনারাও আসার সময় নিয়ে আসতে পারেন ?"

আমরা স্যাণ্ডউইচ আর মদ খেতে খেতে জানালাপথে পল্লীর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। দেখলাম, শস্য সবে পাকতে শুরু করেছে আর পপিতে ভরে আছে সারা মাঠ। চারণভূমি হয়ে আছে সবুজ, দেখা যাচ্ছে মনোরম বৃক্ষরাজি, সময় সময় চোখে পড়ছে বড় বড় নদী আর গাছের অন্তরালে গ্রাম্য ঘরবাড়ী।

ট্যুরসে নেমে আমরা আর এক বোতল মদ কিনে নিয়ে যখন কামরায় ফিরে এলাম, তখন দেখলাম মনটানার ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আর পুত্র হিউবার্টকে নিয়ে বেশ আরামসে বসে আছেন।

হিউবার্ট জিজ্ঞেস করলে, "বিয়ারিসে ভালো সাঁতার কাটার জায়গা আছে ?"

ওর মা বললেন, "এই ছেলে পানিতে নামার জন্যে একেবারে পাগল। বেড়াতে এলে এই সব ছেলের অবস্থাটা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে !"

আমি বললাম, "ওখানে সাঁতারের বেশ ভালো জায়গা আছে ! তবে বেশী ঢেউ উঠলে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।"

বিল জিজ্ঞেস করলে, "আপনারা খেয়েছেন তো ?"

"নিশ্চয় ! ওরা যখন আসতে শুরু করলো, আমরা তখন গ্যাট্ হয়ে বসে রইলাম। ওরা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছিলো, আমরাও ওদেরই দলের। একজন ওয়েটার এসে ফরাসীতে কি যেন বললে, তখন ওরা ওদের তিনজনকে ফেরত পাঠিয়ে দিলো।"

ভদ্রলোক আরও বললে, "ওরা হয়তো আমাদের দলছাড়া

সমগোত্রীয়ই মনে করেছিল। এটা ক্যাথলিকদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য। দুঃখের বিষয়, ছেলেরা, তোমরা ক্যাথলিক নও। তাহলে তোমরাও ঠিক খাবার পেয়ে যেতে।"

আমি বললাম, "আমি তো ক্যাথলিক। সেইটাই আমাকে বেশী পীড়া দেয়।"

শেষ পর্যন্ত সোয়া চারটায় আমাদের খাবার মিললো। শেষের দিকে বিল তো রেগেই টং। তীর্থযাত্রীদের ফিরতি দলে এক পাদ্রী দেখতে পেয়ে তাকে প্রায় কোনঠাসা করে ফেললে।

"বাবা, আমরা প্রোটেস্ট্যান্টরা কখন খেতে পাবো?"

"ওসব আমি জানিটানি না। তোমাদের কাছে টিকেট নেই?"

বিল বললে, "পালে যোগ দেওয়ার জন্যে এই তো যথেষ্ট।" পাদ্রী ওর দিকে একবার ফিরে তাকালো কটমট করে।

খাবার কামরার ভেতরে ওয়েটাররা যথারীতি পঞ্চমবারের মতো টেবিলে গরম গরম খাবার পরিবেশন করছিল। যে ওয়েটার আমাদের পরিবেশন করছিল সে প্রায় ভিজে গেছে ঘামে। তার গায়ের ধবধবে সাদা জামাটা বগলের নীচে লালচে হয়ে আছে।"

"লোকটা বোধহয় খুব মদ খায়।"

"নইলে ভেতরে হয়তো লালচে গেঞ্জী পরেছে।"

"ওকে জিজ্ঞেস করা যাক।"

"না, বেচারা ভয়ানক ক্লান্ত।"

বোর্ডে আধ ঘণ্টার জন্য ট্রেন থামলো। আমরা নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। শহর পর্যন্ত যাওয়ার সময় ছিল না—এর পর লেগুেস্ ছাড়িয়ে যেতে যেতে আমরা সূর্যাস্ত দেখলাম। পাইনের সারির মাঝখানে প্রশস্ত ফাঁক রয়েছে, সড়কের মতো তার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দূরে বৃক্ষশোভিত পাহাড় দেখতে পারা যায়। সাড়ে সাতটায় আমরা ডিনার খেলাম আর খাবার ঘরের জানলাপথে দেশটাকে দেখতে লাগলাম। সর্বত্র বাকাময় দেশটা যেন পাইন

আর উলুখড়ে ভর্তি। বাড়ীঘর নিয়ে তেমন ফাঁকা জায়গা কোথাও দেখা গেল না—একবার যেন কিছুক্ষণের জন্যে একটা করাত মিল দেখতে পেলাম। অন্ধকার হয়ে আসছিল, আমরা অনুভব করতে পারছিলাম দেশটা গরম আর বালুকাময়, জানালার বাইরেও অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছে। প্রায় ন'টার সময় আমরা বেয়োনিতে পৌছলাম। ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর হিউবার্ট তিনজনেই আমাদের হ্যাণ্ডশেক্ করলো। তারা 'লা নেগ্রেসে' যাচ্ছিল, ওখানেই বিয়ারিসের গাড়ী বদল করতে হয়।

ভদ্রলোক বললেন, "আশা করি ভাগ্য তোমাদের খুব প্রসন্ন হবে।"

"বুল-ফাইটের ব্যাপারে কিন্তু সাবধান থেকো!"

হিউবার্ট বললে, "হয়তো আপনাদের সঙ্গে বিয়ারিসে আবার দেখা হবে।"

আমাদের ব্যাগ, ছিপের বাক্স ইত্যাদি নিয়ে আমরা নেমে পড়লাম, অন্ধকার স্টেশনের ভেতর দিয়ে হেঁটে বাইরে এলাম—সারি বেঁধে ট্যাক্সি ও হোটেলের বাস দাঁড়িয়ে আছে। দেখলাম হোটেলের লোকদের সঙ্গে রবার্ট কোনও দাঁড়িয়ে। প্রথমে ও আমাদের দেখতে পায়নি। পরে ও সামনের দিকে এগিয়ে এলো।

"হ্যালো জ্যেক্, পথে কেমন কাটলো?"

বললাম, "চমৎকার! ইনি হচ্ছেন বিল গর্টন।"

"কেমন আছেন?"

রবার্ট বললে, "এবার চলো। সঙ্গে গাড়ী আছে।"

ও একটু হ্রস্বদৃষ্টি, আগে আমি এটা কখনো লক্ষ্য করিনি। ও একদৃষ্টে বিলের দিকে তাকিয়েছিল, চেষ্টা করছিল চিনতে পারে কিনা। ও আবার লাজুকও।

"আমরা সোজা আমার হোটেলে যাবো। মন্দ না, বেশ ভালোই হোটেলটা।"

আমরা গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীওয়ালা আমাদের ব্যাগ ইত্যাদি

তার সীটের পাশেই রাখলো। তারপর উঠে বসে চাবুক চালাতে শুরু করে দিলে। অন্ধকারে ব্রিজ পার হয়ে আমরা প্রবেশ করলাম শহরে।

রবার্ট বিলকে উদ্দেশ করে বললে, "আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। জ্যেকের কাছ থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনার বইও আমি পড়েছি। জ্যেক্, আমার সুতো এনেছ তো?"

গাড়ী এসে হোটেলের সামনে থামলো, আমরা সবাই গাড়ী থেকে বেরিয়ে হোটেলে ঢুকলাম। হোটেলটি বেশ চমৎকার, কর্মচারীগুলোও দেখলাম বেশ উৎফুল্ল। আমরা প্রত্যেকে সুন্দর ছোট ছোট এক একটা রুম পেয়ে গেলাম।

অধ্যায় ঃ দশ

বেশ উজ্জ্বল সকাল। শহরের রাস্তায় পানি ছিটানো হচ্ছে। একটা ক্যাফেতে বসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম আমরা। বেয়োনি শহরটা সুন্দর। পরিচ্ছন্ন স্প্যানিশ শহর ; একটা বড় নদীর ধারে। নদীর উপরের সেতুটায় এমন ভোর বেলায়ও বেশ গরম মনে হলো। হেঁটে সেতুটা পেরিয়ে আমরা শহরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

স্কটল্যাণ্ড থেকে মাইকের ছিপগুলি যে সময় মতো এসে পৌঁছবে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তাই আমরা এসব সরঞ্জামের একটা দোকান খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে এক দোতলায় এমন এক দোকান খুঁজে পেয়ে গেলাম, যেখান থেকে বিলের জন্যে একটা ছিপ কিনে নিলাম। দোকানদার তখন কোথায় যেন বেরিয়েছিল, আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তার ফেরার জন্য। সে ফিরে এলে বেশ সস্তায় একটা সুন্দর ছিপ আর দুটো মাছ ধরার জাল কেনা হলো।

আমরা আবার রাস্তায় নেমে পড়লাম। শহরের প্রধান গির্জাটাকেও এক নজর দেখে নিলাম। ক্কোন কি যেন একটা মন্তব্য করেছিল। আমার মনে পড়ছে না এখন। বেশ চমৎকার গির্জা বলেই মনে হলো। চমৎকার, কিন্তু নিষ্প্রভ অন্য সব স্প্যানিশ গির্জার মতোই। তারপর পুরোনো দুর্গের পাশ দিয়ে স্থানীয় সেণ্ডিকেট দ্য ইনিশিয়েটিভ আফিসে গেলাম—ওখান থেকেই বাস ছাড়ার কথা। ওখানে তারা আমাদের বললে, পয়লা জুলাইয়ের আগে কোন বাস-

সার্ভিস নেই। আমরা এবার পর্যটন আফিস থেকে জেনে নিলাম প্যাম্পলোনা পর্যন্ত মোটরের ভাড়া কত দিতে হবে। মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারের পার্শ্ববর্তী একটা বড় গ্যারেজ থেকে চার শ ফ্রাঙ্কে আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলাম। মিনিট চল্লিশের মধ্যেই মোটরটা হোটেল থেকে আমাদের তুলে নেবে ঠিক হলো। চৌমাথার যে ক্যাফেতে সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়েছিলাম সেখানেই ঢুকে একটা করে বিয়ার খেয়েনিলাম।

গরমের দিন। তবুও শহরে একটা শীতল সৌরভ ছড়িয়ে ছিল। তখন ক্যাফেতে বসে থাকতে বেশ ভালোই লাগছিল। বইছে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া—বাতাসটা যে সমুদ্র থেকে আসছে তা বুঝতে পারা গেলো। স্কয়ারে পায়রারা উড়ছিল, চারদিকের বাড়ীগুলো রোদপোড়া মেটে রঙের। ক্যাফেটা ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো না। কিন্তু হোটেলে ফিরে গিয়ে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে, হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। বিয়ারের দাম দিয়ে দেওয়া হলো। সবাই দিতে চাইছিলাম, শেষে মনে হয় কোনই দিয়েছিল। তারপর আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। বিল আর আমার জন্যে স্রেফ ষোল ফ্রাঙ্ক করেই লাগলো। সার্ভিস চার্জ হিসেবে তার সঙ্গে অবশ্য যোগ হলো দশ ফ্রাঙ্ক। আমাদের ব্যাগ ইত্যাদি নীচে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমরা এবার রবার্ট কোনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অপেক্ষা করার সময় চিত্রিত মেঝের উপর দেখতে পেলাম একটা আরসুলা—ঠিক তিন ইঞ্চি লম্বা! বিলকে ইসারায় দেখিয়ে আমি ওটাকে জুতা দিয়ে চেপে ধরলাম। আমরা উভয়ে বুঝতে পারলাম বাগান থেকেই ওটার আগমন ঘটেছে। হোটেলটা কিন্তু পরিচ্ছন্ন ছিলো।

অবশেষে কোন এলে আমরা বেরিয়ে গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলাম। বেশ বড় গাড়ী—সাদা উর্দি-পরা ড্রাইভার, তার উর্দির কলার আর আস্তিনের কপ নীল। ওকে দিয়ে গাড়ীর পেছনের কাচটা নামিয়ে

নেওয়ালাম। আমাদের ব্যাগ-ট্যাগগুলোও ভেতরে গাদা করে রাখা হলো, তারপর শহর ছাড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ী চলতে শুরু করলো। পথে বেশ কয়েকটি সুন্দর বাগান দেখতে পেলাম, পেছন ফিরে শহরের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিলাম। এবার গিয়ে পড়লাম গ্রামে। চারদিক সবুজ ঢেউ-খেলানো। রাস্তাটা ক্রমাগত উঁচু হয়ে উঠেছে। দেখতে পেলাম কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোক, তাদের সঙ্গে রয়েছে নানা রকম গবাদি পশু। রাস্তায় চলছে গরুর গাড়ী, দেখা যাচ্ছে চমৎকার সব খামার-বাড়ী, যার চাল নীচু, কিন্তু সাদা চুনকাম করা। বিস্ক এলাকায় জমি খুব উর্বর আর সবুজ, ফসলে ভরা। বাড়ীঘর আর গ্রামকেও মনে হলো বর্ধিষ্ণু আর পরিচ্ছন্ন। প্রতি গ্রামেই রয়েছে বল খেলার এক একটা মাঠ—কোন কোনটায় প্রখর রৌদ্রেও দেখলাম বাচ্চারা খেলছে। গির্জার দেওয়ালে বিজ্ঞপ্তি টাঙানো আছে ঃ এখানে খেলা-ধুলা নিষিদ্ধ। গ্রামের বাড়ীগুলোর ছাদ লাল টালির। গাড়ী রাস্তায় মোড় নিতেই আরো চড়াই শুরু হলো। একটা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে আমরা আরো উঁচুতে উঠতে লাগলাম ; নীচে দেখা যাচ্ছে উপত্যকা আর পাহাড়ের শ্রেণী চলে গেছে সমুদ্র পর্যন্ত। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না, ওটা অনেক দূরে। দেখা যায় শুধু পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড় কিন্তু সমুদ্র যে ওপাশে তা সহজে বুঝতে পারা যায়।

আমরা স্পেনের সীমান্তে পার হলাম। ছোট্ট একটা নদী, তার উপর রয়েছে ব্রিজ। ব্রিজের এক পারে পেটেন্ট-চামড়ার বোনাপার্টি হ্যাট মাথায়, পিঠে শর্ট-গান ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্পেনের শান্ত্রীরা, অন্য পারে আছে উঁচু টুপিপরা গুঁপো হোঁদলকুৎকুৎ ফরাসী শান্ত্রী। একটা মাত্র ব্যাগ খুলে তারা আমাদের পাসপোর্টগুলি একটিবার দেখে নিলে। সীমান্তের দুদিকে একটা করে মনোহারী দোকান ও সরাইখানা রয়েছে। সোফারকে ভেতরে গিয়ে গাড়ী সম্বন্ধে কিছু কাগজপত্র পূরণ করতে হলো। আমরা বেরিয়ে নদীর তীরে গিয়ে

দেখতে লাগলাম কোন ট্রাউট-মাছ দেখা যায় কিনা। বিল একজন স্পেনিশ শান্ত্রীর সঙ্গে স্পেনিশে আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা তেমন সুবিধাজনক হলো না। আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করে রবার্ট কোন জিজ্ঞেস করলে, এ নদীতে ট্রাউট আছে কিনা। শান্ত্রী বললে, আছে তবে খুব বেশী নয়।

আমি জানতে চাইলাম ও কখনো মাছ ধরেছে কিনা। ও বললে, না। ওর তেমন আগ্রহ নেই।

ঠিক সে সময় এক বুড়ো দীর্ঘ চুল-দাড়ী সব রৌদ্র-দগ্ধ, পরনের কাপড়-চোপড় যেন পাটের চট দিয়ে তৈরি, লম্বা লম্বা পা ফেলে ব্রিজের উপর এসে উপস্থিত হলো। ওর হাতে ছিল লম্বা একটা লাঠি, পিঠে চার পা বাঁধা এক ছাগল-ছানা, যার মাথাটা ঝুলে আছে নীচের দিকে।

শান্ত্রী ওর তলোয়ারের ডগা দিয়ে বুড়োকে ইশারা করলে ফিরে যেতে। লোকটা কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে পেছন ফিরে, সাদা রাস্তা ধরে ফের চললো স্পেনের দিকে।

জিজ্ঞেস করলাম, "বুড়োর ব্যাপারটা কি?"

"ওর কোন পাসপোর্ট নেই।"

শান্ত্রীকে আমি একটা সিগারেট দিলাম। ও নিলে এবং আমাকে ধন্যবাদ জানালে।

জানতে চাইলাম, "ও এখন কি করবে!"

শান্ত্রী বালিতে থুথু ফেললো।

"ও এবার হেঁটেই নদী পার হবে।"

"তোমাদের এখানে খুব চোরাচালান চলে নাকি?"

ও বললে "কিছু কিছু চলে বই কি?"

সোফার ফিরে এলো। কাগজ-পত্র ভাঁজ করে কোটের ভিতরের পকেটে গুঁজে রাখলো। আমরা সবাই গাড়ীতে চড়ে বসলাম; সাদা বালুকাময় রাস্তা দিয়ে গাড়ী এবার স্পেনের ভেতরে প্রবেশ করলো।

কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো দেশটা যা ছিল তেমনিই আছে। তারপর চড়াই ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে একটা পার্বত্য পথের উপর এসে পৌঁছলাম—রাস্তাটা সামনে-পেছনে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে গেছে। এভাবে আমরা এবার পৌঁছলাম আসল স্পেনে। দীর্ঘ পিঙ্গলবর্ণ পাহাড়-শ্রেণী, কোন কোন পাহাড়ের পাদদেশে কিছু কিছু পাইন আর দূরে বীচ্-বৃক্ষের অরণ্য নজরে পড়ছে। পার্বত্য পথের উপর দিয়েই চলে গেছে রাস্তাটা। হঠাৎ আবার শুরু হয়ে যায় উৎরাই—ড্রাইভারকে হর্ন বাজাতে আর গতি মন্থর করতে হচ্ছে, রাস্তার উপর ঘুমিয়ে থাকা দুটো গাধাকে বাঁচাবার জন্যে ওকে গাড়ী একবার ফেরাতেও হলো। ওক বৃক্ষের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা এবার পাহাড় থেকে নেমে এলাম—দেখলাম জঙ্গলে সাদা সাদা গরু বাছুর সব চরে বেড়াচ্ছে। নীচে রয়েছে তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমি আর স্বচ্ছ নদীগুলো। এ সময় একটা নদী পার হয়ে একটা বিষণ্ণ গ্রামের ভিতর দিয়ে এসে পড়লাম আবার চড়াইয়ে। চড়াইয়ের পর চড়াই চললো তারপর পেরুলাম আর একটা পার্বত্য সরু-পথ—ওটা দিয়ে মোড় ফিরে চলতে চলতে দেখলাম রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে গেছে—দক্ষিণে এবার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নতুন পর্বত-শ্রেণী—সব পিঙ্গলবর্ণ, দেখতে রোদে ঝলসানো আর এক অদ্ভুতভাবে আঁকাবাঁকা রূপ নিয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পাহাড় এলাকা ছাড়িয়ে এলাম, রাস্তার দুদিকেই রয়েছে বৃক্ষশ্রেণী, একটি ছোট নদী আর পাকা-শস্যের ক্ষেত। রাস্তা চলছে তো চলছেই, বেজায় সাদা আর একদম সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। তারপর কিছুটা উঁচু হয়ে উঠেছে, বাম দিকে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা টিলা আর তার উপর এক দুর্গ। দুর্গের চারদিকে রয়েছে অনেক দালান-কোঠাও। একটা শস্য-ক্ষেত প্রায় দুর্গের পাঁচিল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে আর বাতাসে দোল খাচ্ছে। আমি ড্রাইভারের সাথে সামনের সীটে ছিলাম—পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম রবার্ট কোন ঘুমিয়ে পড়েছে, বিল তাকিয়ে

দেখে তার মাথা নাড়লো। একটা প্রশস্ত মাঠ পার হলাম, দূরে একটা বড় নদী গাছের সারির আড়ালে সূর্যকিরণে চিক্‌চিক্ করছে। আরো দূরে দেখা যায় সমতল থেকে প্যাম্পলোনার মালভূমি কিভাবে উঁচু হয়ে উঠেছে, দেখা যায় নগর-পাঁচিল। পিঙ্গলবর্ণ বড় গির্জা আর অন্যসব গির্জার ভাঙ্গা আকাশ-চুম্বী চূড়া।

মালভূমির পশ্চাদদিকেও রয়েছে পর্বত শ্রেণী, যে দিকেই তাকানো যায় সব দিকেই শুধু পাহাড় আর সামনের দিকে রাস্তা প্রসারিত হয়ে সাদা প্রান্তর ডিঙ্গিয়ে সোজা প্যাম্পলোনার দিকে চলে গেছে। মালভূমির অপর পাশে আমরা শহরে এসে পৌঁছলাম, রাস্তাটা বেশ খাড়াভাবে বেঁকে গেছে, ধুলোময় কিন্তু দু পাশে ছড়িয়ে আছে গাছের ছায়া। তারপর পার হলাম শহরের নতুন এলাকা, যেখানে সমতল করে নিয়ে পুরোনো প্রাচীরের বাইরে নতুন ঘর-বাড়ী উঠছে। বুল-ফাইটের স্থানটার কাছ দিয়ে গেলাম আমরা। জায়গাটা উঁচু, সাদা আর সূর্যকিরণে কংক্রিটের মতো দেখাচ্ছিল। তারপর এক রাস্তার পাশে বড় এক স্কয়ারে এসে হোটেল মন্তোয়ার সামনে আমাদের গাড়ী থামলো।

ড্রাইভারের সাহায্যে আমরা ব্যাগট্যাগগুলো নামিয়ে নিলাম। একদল বাচ্চা গাড়ীটা ঘিরে দেখতে লাগলো। স্কয়ারে বেশ গরম, গাছগুলি কিন্তু সবুজ, পতাকার খুঁটির মাথায় উড়ছে পতাকা। স্কয়ারের চারদিকে যে ছায়া-ঢাকা পথ রয়েছে, রোদের তাপ ছেড়ে ওখানে হাঁটতে বেশ আরাম লাগছিল। আমাদের দেখে মন্তোয়া খুব খুশী। এসে হ্যাণ্ডশেক করলে, স্কয়ারের মুখোমুখি ভালো রুমও আমাদের জন্য বরাদ্দ করে দিলে। এরপর হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আমরা নীচে ডাইনিং হলে গেলাম দুপুরের খাবার খেতে। ড্রাইভারও খাওয়ার জন্য থেকে গেল। পরে আমরা ওর দাম চুকিয়ে দিলে ও বেয়োনার দিকে ফিরে চললো।

মন্তোয়া হোটেলে দুটো ডাইনিং রুম রয়েছে। একটি উপরে

দোতলায় স্কয়ারের মুখোমুখি, অন্যটা স্কয়ার থেকে একতলা নীচে, ওটার একটা দরজা রয়েছে পেছনের রাস্তার দিকে, যে রাস্তা দিয়ে খুব সকালে ষাঁড়গুলি রিঙের দিকে যায়। নীচের ডাইনিং রুমটা সব সময় শীতল থাকে। লাঞ্চটা খুব আরামে খাওয়া গেলো। স্পেনে প্রথম খাবারে সব সময় একটা নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়, ওতে থাকে ক্ষুধাবর্ধক সুপ। ডিমের তৈরি কিছু একটা, দুরকমের মাংস, সবজি, সালাদ, মিষ্টি আর বিভিন্ন ফলমূল। এ সব গলাধঃকরণের জন্য প্রচুর মদ খাওয়া দরকার। রবার্ট কোন বলতে চেষ্টা করলো মাংসের দ্বিতীয় কোর্সটা ওর দরকার নেই, ওর হয়ে আমরা কেউ দোভাষীর কাজ করলাম না, কাজেই পরিচারিকা ওটার বদলে অন্য কি একটা যেন ওকে এনে দিলো। আমার মনে হলো যেন এক প্লেট নোনা মাংস। বোঁয়ে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই কোনকে যেন বড্ড বিচলিত মনে হচ্ছিল। ও ঠিক জানে না, স্যান সেবাসটিয়ানে ব্রেট যে ওর সঙ্গে ছিল, সে কথা আমরা জানি কিনা। সেই চিন্তাতেই ও যেন কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিল।

আমি বললাম, "ভালো কথা, ব্রেট আর মাইকের আজ রাতেই আসার কথা।"

কোন, "আমার তো বিশ্বাস হয় না তারা আসবে।"

বিল বললে, "কেন হয় না? নিশ্চয়ই তারা আসবে।"

আমি বললাম, "তারা তো সব সময়েই দেরী করে!"

রবার্ট বললে, "আমার তো মনে হয় তারা আসবেই না।"

কথাটা ও এমন একটা সবজান্তা ভঙ্গিতে বললো যে আমরা উভয়েই বিরক্তি বোধ না করে পারলাম না।

বিল বললে, তোমার সাথে পঞ্চাশ পেসেতা বাজি ধরেই আমি বলছি, তারা আজ রাতেই এখানে এসে যাবে।"

ওর ওই এক স্বভাব, রেগে গেলেই ও বাজি ধরে বসে। ফলে ও প্রায়ই বোকার মতো বাজি ধরে।

ক্লোন বললে, "আমিও রাজি। বেশ, জ্যেক্ তুমি কিন্তু সাক্ষী। পঞ্চাশ পেসেটা।"

বিল বললে, "আমি নিজেই থাকবো সাক্ষী।"

দেখলাম ও ভয়ানক রেগে গেছে। আমি ওকে ঠাণ্ডা করতে চাইলাম।

আমি বললাম, "তারা যে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হয়তো আজ রাত্রে নাও আসতে পারে।"

ক্লোন বললে, "বাজি প্রত্যাহার করতে চাও?"

"না। কেন করবো? যদি চাও ওটাকে এক শ' করে নিতে পারো।"

"বেশ, তাতেও আমি রাজি।"

আমি বললাম, "রাখো এখন ওসব, যথেষ্ট হয়েছে। এর জন্যে তোমাদের একটা খাতা খুলতে হবে। আর তার কিছুটা অংশ আমাকেও দিতে হবে।"

ক্লোন বললে, "বেশ, তাই হোক।" তারপর হেসে বললে, "টাকাটা তুমি হয়তো আবার ব্রিজে জিতে নেবে।"

বিল বললে, "এখনো তো তুমি টাকাটা জিত্‌তে পারোনি।"

এবার আমরা বেরিয়ে এসে ছায়া-ঢাকা পথ ধরে কফি খাওয়ার জন্য ক্যাফে ইরুনার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

ক্লোন বললে, সে দাড়ি কামাতে যাবে!

বিল এবার আমাকে বললে, "বলো দেখি, এই বাজি জেতায় আমার সম্ভাবনা কতখানি?"

"তোমার কোন আশা নেই। কোথাও তারা কোনদিন সময় মতো উপস্থিত হয়নি। তাদের টাকা না এলে, এটা ধ্রুব যে তারা আজ রাত্রে আসবেই না।"

"কথাটা বলার পরই আমি অবশ্য দুঃখিত হয়েছি। কিন্তু না বলেও পারিনি। ওকে ডাকা দরকার। ও-ই হয়তো ঠিক বলেছে।

কিন্তু এসব ভেতরের খবর ও কোত্থেকে পেলো? মাইক আর ব্রেট তো এখানে আসার ব্যাপারটা শুধু আমাদের সামনেই ঠিক করেছিল।"

"আমি দেখলাম স্কয়ারের ওইদিক থেকে কোন ফিরে আসছে।"

"ওই তো আসছে।"

"সে যাক্, ওকে অমন বাহাদুরি আর য়ুহুদীপনা দেখাবার সুযোগ দিয়ো না।"

কোন এসে বললে, "নাপিতের দোকান বন্ধ। চারটার আগে ন্যাকি খোলা হবে না।"

বিরাট স্কয়ারের পথের ধারে ঠাণ্ডায় ইরুনার বেতের চেয়ারে আরাম করে বসে কফি খেয়ে নিলাম আমরা। একটু পরে বিল উঠে গেলো চিঠি লিখতে আর কোন গেলো দাড়ি কামাতে। দোকানটা তখনো বন্ধ দেখে ও হোটেলে ফিরে গেলো গোসল করে নিতে। ক্যাফের সামনে কিছুক্ষণ বসে থেকে আমি চললাম শহরে খানিকটা হেঁটে বেড়াতে। খুব গরম পড়েছিল, তবে রাস্তার যে দিকটায় ছায়া ছিল, আমি সেদিকটা ধরেই হাঁটতে লাগলাম। বাজারের ভেতর দিয়ে গিয়ে শহরটাকে আর একবার ভালো করে দেখে নিলাম। এবার আয়ুনটামেন্টোতে গেলাম। যে বুড়ো ভদ্রলোক প্রতি বছর আমার জন্য বুল-ফাইটের টিকেট কিনে রাখেন, তাঁকে পাওয়া গেলো, প্যারিস থেকে এ জন্য যে টাকা আমি পাঠিয়েছিলাম তা উনি পেয়েছেন এবং টিকেটের দামও চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই ওই দিকটা নিরাপদ। লোকটা ছিল আসলে একজন শেরেস্তাদার, শহরের ঐতিহাসিক কাগজপত্র ওর আফিসেই জমা থাকে। এ কাহিনীর সঙ্গে তার অবশ্য কোন সম্পর্ক নেই। যাই হোক, ওর আফিসে রয়েছে দুটো দরজা—একটা সবুজ মোটা পশমী কাপড়ের পর্দা দেওয়া, অন্যটা কাঠের বড় পাল্লার। আমি যখন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, তখন তিনি দলিল-দস্তাবেজের মাঝখানে বসেছিলেন। সেইসব দলিল-দস্তাবেজে ঢেকে গিয়েছিল তাঁর আফিসের সব দেওয়াল।

বেরিয়ে আসার সময় দুটি দরজাই আমি বন্ধ করে দিলাম। বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে যেই আমি রাস্তায় নেমেছি, অমনি দারোয়ান আমাকে দাঁড় করিয়ে আমার কোট-টা ব্রাশ করে দিলে।

ও বললে, "খুব সম্ভব আপনি মোটরে করে এসেছেন।"

কলারের পেছনটা আর কাঁধের উপরিভাগটা আমার ধূলোয় ধূসরিত ছিল।

বললাম, "বেয়োনি থেকে এসেছি।"

ও বললে, "যে রকম ধুলো লেগেছে, তা দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি মোটর গাড়ীতেই ছিলেন।"

ওকে আমি কিছু খুচরো পয়সা বখশিস দিলাম।

রাস্তার শেষে একটা ক্যাথিড্রাল বা গির্জা দেখতে পেয়ে আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। প্রথমবার যখন আমি ওটা দেখি, তখন ওর সামনেটা আমার কাছে খুব বিশ্রী মনে হয়। এখন কিন্তু আমার বেশ ভালোই লাগলো। তাই ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ভেতরটায় কেমন যেন ঝাপসা আর অন্ধকার, থামগুলি বেশ উঁচু, কয়েকজন লোক প্রার্থনা করছিল; ধূপের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, জানালাগুলো বেশ বড়। হাঁটু গেড়ে বসে আমিও প্রার্থনা করলাম। যাদের কথা মনে হলো তাদের সবারই জন্যে প্রার্থনা করলাম। নিজের জন্যে তো করলামই, সে সঙ্গে ব্রেট, মাইক, বিল আর রবার্ট কোন—এমন কি বুলফাইটারদের সবারই জন্যেও। বিশেষ করে যাকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তার জন্যে। অন্যদের জন্য করলাম যৌথভাবে। নিজের জন্য আবারও খানিকটা প্রার্থনা করে নিলাম। কিন্তু নিজের জন্যে প্রার্থনা করার সময় দেখলাম আমার ঘুম পাচ্ছে। তাই বুলফাইটগুলি যাতে উপভোগ্য হয়, উৎসবটা যাতে ভালো জমে আর মৎস্য-শিকারে যেন আমরা সফল হই সে-সম্বন্ধেও প্রার্থনা করে নিলাম। ভাবতে লাগলাম আর কি নিয়ে প্রার্থনা করা যায়। মনে পড়লো আমার কিছু টাকা হলে ভালো হতো। তাই আমার

যাতে কিছু টাকা হয় সে জন্যেও প্রার্থনা করলাম। তারপর চিন্তা করতে লাগলাম, কিভাবে টাকাটা হবে? টাকার কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ কাউন্টের কথা মনে পড়ে গেলো। ভাবতে লাগলাম ও এখন কোথায়। তুঃখ হলো মোমার্তের সেই রাত্রের পর ওর সঙ্গে আর দেখাই হয়নি; ব্রেট ওর সম্বন্ধে কি একটা কৌতুকের কথা বলেছিল একবার তাও মনে পড়লো। সামনে রক্ষিত তক্তার উপর মাথা রেখে হাঁটু গেড়ে যতক্ষণ ছিলাম আমি, ততক্ষণই মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ আমি প্রার্থনা করছি বটে। মনে মনে লজ্জিত হলাম। আমি এক না-লায়েক ক্যাথলিক, এ কথা মনে করে তুঃখও হলো। তবে বুঝতে পারলাম এ সম্বন্ধে আমার কিছু করার নেই, অন্তত কিছুকালের জন্য, হয়তো কখনো সম্ভব হবে না কিছু করা। সে যাই হোক, এ এক মহৎ ধর্ম। ইচ্ছা হলো যদি আমি ধার্মিক হতে পারতাম! হয়তো সামনের বার হতেও পারি! তারপর বেরিয়ে এলাম রৌদ্রে, গির্জার উত্তপ্ত সিঁড়িতে। তখনো আমার ডান হাতের আঙুলগুলি ভিজে ভিজে হয়ে আছে। বুঝলাম রৌদ্রে সেগুলি শুকিয়ে উঠছে। রৌদ্রটা বেশ গরম আর কড়া, কয়েকটা বাড়ি পেরিয়ে গলিপথে হেঁটে আমি হোটেলে এসে পৌঁছলাম।

রাত্রে ডিনারের সময় দেখলাম রবার্ট কোন শুধু গোসল করেনি শেভ করেছে, চুল ছাঁটিয়েছে, শ্যাম্পু করে চুলে কি যেন লাগিয়েছে, যাতে চুলটা বসে থাকে মাথায়। ওকে কিছুটা বিচলিত মনে হলো, ওর কোনরকম সাহায্যে এগিয়ে আসতে আমার ইচ্ছাই হলো না। স্যান্ সেবাসটিয়ানের ট্রেন ন'টায় পৌঁছবে, ব্রেট আর মাইক যদি আসে তাহলে এ গাড়ীতেই আসবে ওরা। যখন ন'টা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি, তখনো আমাদের অর্ধেক খাওয়া হয়নি। রবার্ট কোন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে সে স্টেশনে চললো। স্রেফ ওকে বোকা বানাবার জন্যেই আমি বললাম, তোমায় সঙ্গে আমিও যাবো। বিল বললে, ডিনার ছেড়ে যাওয়ার মতো গুনাহ্ করতে সে রাজি নয়।

আমি বললাম, আমরা শিগগিরই ফিরে আসছি।

আমরা স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। কোনের বিচলিত আচরণ মনে মনে আমি খুব উপভোগ করছিলাম। আশা করছিলাম ব্রেটকে এ ট্রেনে পাওয়া যাবে। স্টেশনে এসে দেখি ট্রেন-লেট। একটা মালগাড়ীতে বসে আমরা বাইরে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি এ যাবৎ কোন সাধারণ লোককে রবার্ট কোনের মতো এমন বিচলিত আর উদ্‌গ্রীব হতে দেখিনি। আমি বেশ উপভোগ করতে লাগলাম। জানি, এ অবস্থায় মজা পাওয়াটা নিন্দনীয় ; কিন্তু তবুও আমি তাই বোধ করছিলাম। কোন মানুষের মন্দ দিকটাকে টেনে বের করার এক অদ্ভূত শক্তি রাখে।

কিছুক্ষণ পর মালভূমির ওপাশে নীচে থেকে ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা। ক্রমে পাহাড়ের পাশ থেকে হেড্‌-লাইটও দেখা গেলো। আমরা এবার স্টেশনে ঢুকে পড়লাম, গেটের পেছনে যে জনতা ভিড় করেছে, আমরাও তাদের মধ্যে গিয়েই দাঁড়ালাম। ট্রেন স্টেশনে থামলো, সবাই বেরিয়ে আসতে লাগলো ফটকের ভেতর দিয়ে।

ভিড়ে ওরা ছিল না। সবাই বেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে কেউবা বাসে, কেউবা ঘোড়ার গাড়ীতে বা হেঁটে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে শহরে চলে গেল। আমরা তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

রবার্ট বললে, "আমি জানতাম, ওরা আসবে না।" হোটেলে ফিরে চললাম আমরা।

বললাম, "আমি মনে করেছিলাম, ওরা আসবেই।"

হোটেলে যখন ঢুকেছি তখন দেখি বিল ফল খাচ্ছে। আর এক বোতল মদ প্রায় শেষ করে এনেছে।

"কি হে আসেনি বুঝি ?"

"না।"

বিল জিজ্ঞেস করলে, "ক্কোন, বাজির সেই এক শ' পেসেতা তোমাকে সকাল বেলা যদি দিই, কিছু মনে করবে না তো? আমার টাকা এখনও ভাঙাইনি।"

রবার্ট ক্কোন বললে, "ওটা বাদ দাও। চলো অন্য কিছু নিয়ে বাজি রাখা যাক্। তুমি ষাঁড়ের লড়াই নিয়ে বাজি ধরতে রাজি?"

বিল বললে, "ধরতে পারো, কিন্তু তোমার তা ধরার কোনো প্রয়োজন নেই!"

আমি বললাম, "এর চেয়ে যুদ্ধের উপর বাজি ধরা ভালো। তোমার তো কোন আর্থিক সুবিধার দরকার নেই।"

রবার্ট বললে, "ষাঁড়ের লড়াই দেখতে আমার ভালো লাগে!"

মন্তোয়া এসে দাঁড়ালো আমাদের কাছে। ওর হাতে একটা টেলিগ্রাম। হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে আমাকে বললে, "আপনার টেলিগ্রাম।"

ওতে লেখা ছিল: "রাত্রিটা স্যান্ সেবাসটিয়ানে রয়ে গেলাম।"

বললাম, "ওদের কাছ থেকেই এসেছে।" আমি পকেটে রেখে দিলাম ওটা। স্বাভাবিক পর্যায়ে ওটা আমি ওদের দেখতে দিতাম! বললাম, "ওরা স্যান্ সেবাসটিয়ানে নেমে পড়েছে। ওরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।"

ওকে বোকা বানাবার জন্য কেন যে আমি অমন উদগ্র হয়ে উঠলাম জানি না। নাইবা জানবো কেন! ওর যা ঘটেছে, তাতে আমি ক্ষমাহীনভাবে ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ওর ব্যাপারটাকে যদিও স্বাভাবিক মনে করে নিয়েছিলাম আমি, তাতে তো আমার মনের কোন পরিবর্তন হয়নি। সত্যিই ওকে আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছিল। দুপুরে খাওয়ার সময় এবং নাপিতের দোকানে যেতে যেতে ক্কোন যে বাহাদুরিটা দেখিয়েছিল, সেজন্যেই আমার মনের এ-অবস্থা হয়েছিল। তাই টেলিগ্রামটা পর্যন্ত ওদেরকে না দেখিয়ে আমি পকেটস্থ করেছি। টেলিগ্রামটা অবশ্য আমার নামেই এসেছিল।

বললাম, "দেখো, দুপুরের বাসেই আমাদের বারগোয়েটের পথে পাড়ি দেওয়া উচিত। ওরা যদি আগামী রাতেও আসে, তাহলেও সহজেই ওরা আমাদের অনুসরণ করতে পারবে।"

স্যান্ সেবাসটিয়ান থেকে দুটো ট্রেনই মাত্র আছে—একটা সকালে আসে আর একটা এই সময়।

কোন বললে, "ভালো প্রস্তাব বলেই মনে হচ্ছে।"

"যত শীগগির নদীতে গিয়ে পৌঁছনো যায় ততই ভালো।"

বিল বললে, "রওয়ানা যখন খুশী দেওয়া যেতে পারে, তবু যত শীগগির হয় ততই ভালো।"

ইরুনায় আমরা কিছুক্ষণ বসে রইলাম, কফি খেলাম, পরে মাঠের ওপারে টিলার ধারের গাছের নীচ দিয়ে বুল-রিঙের দিকে হেঁটে চললাম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর ওদের রেখে আমি আগেই ফিরে এলাম। ওরা যখন ফিরে এসেছে তখন আমি ঘুমিয়ে। তবে মনে হয় বিল আর কোন অনেক রাত পর্যন্ত ক্যাফেতে কাটিয়ে এসেছে।

সকালে উঠেই আমি বারগোয়েটের বাসের তিনটে টিকেট করে ফেললাম। ওটা ছাড়ে দুটোর সময়। তার আগে আর কিছু নেই। যখন ইরুনায় বসে বসে আমি কাগজ পড়ছি, তখন দেখলাম স্কয়ার পেরিয়ে রবার্ট কোন আসছে। টেবিলের কাছে এসে বসে পড়লো একটা বেতের চেয়ারের উপর।

ও বললে, "এ ক্যাফেটা বেশ আরামের। জ্যেক্, গত রাতটা তোমার ভালোভাবে কেটেছে তো?"

"আমি মরার মতো ঘুমিয়েছিলাম।"

"আমারও ভালো ঘুম হয়নি। বিল আর আমি অনেক রাত পর্যন্ত বাইরেই ছিলাম।"

"কোথায় ছিলে তোমরা?"

"এখানেই। এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আর একটা ক্যাফেতে

গিয়ে বসেছিলাম। ওখানকার বুড়োটা জার্মান আর ইংরেজি দু'ই বলতে পারে।"

"ক্যাফে সুইজো!"

"হ্যাঁ। মনে হলো বুড়োটাও বেশ ভালো। বোধহয় এটার চেয়ে ওটাই ভালো ক্যাফে।"

বললাম, "দিনের বেলা ওটা মোটেও ভালো নয়। বেজায় গরম। শোনো, আমি বাসের টিকেট করে ফেলেছি।"

"আমি আজ যাচ্ছি না। তুমি আর বিল চলে যাও।"

"আমি তোমার টিকেটও করেছি।"

"ওটা আমাকে দিয়ে দাও। টাকাটা আমি ফেরত নিয়ে নেবো।"

"পাঁচ পেসেতা লেগেছে।"

রবার্ট কোন টাকাটা আমাকে ফেরত দিলো।

ও বললে, "আমার থাকা উচিত। দেখো, আমার সন্দেহ হচ্ছে, কিছু একটা ভুলবোঝাবুঝি বোধহয় আছে।"

বললাম, "তা ভাবছ কেন? তাছাড়া স্যান্ সেবাসটিয়ানে পার্টিতে যাওয়া শুরু করলে তিনচার দিনেও ওরা এখানে এসে পৌঁছবে না।"

রবার্ট বললে, "তাও তো ঠিক। মনে হয় ওরা আমাকে স্যান্-সেবাসটিয়ানেই আশা করেছিল, তাই ওরা ওখানে থেকে গেছে।"

"তোমার তা মনে হওয়ার কারণ?"

"ব্রেটকে আমি সে ভাবেই লিখেছিলাম কিনা!"

"তাহলে তুমি আহম্মক ওখানে থেকে গেলে না কেন?" কথাটা বলতে গিয়ে মাঝখানে আমি থেমে গেলাম। ভাবলাম, এ কথাটা তারও মনে আপনা থেকেই উদয় হওয়া উচিত। কিন্তু মনে হলো না, আদৌ হয়েছে বলে।

ব্রেট আর ওর মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। সেটা আমি জানি ভেবে, আমার সঙ্গে ও ওর গোপন ব্যাপারটা খোলাখুলি আলাপ করে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল।

বললাম, "দেখো, লাঞ্চের পরেই বিল আর আমি রওয়ানা দেবো।"

"আমারও যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। সারা শীতটাই তো আমরা মাছ ধরার আশায় ছিলাম।" এ ব্যাপারে ও রীতিমতো ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলো। তবু ও বললে, "কিন্তু আমাকে থাকতেই হবে। সত্যিই উপায় নেই। ওরা এসে গেলেই আমি ওদেরকে নিয়ে সোজা চলে আসবো।"

"চলো, দেখি বিল কোথায়?"

"আমার নাপিতের দোকানে যাওয়া দরকার।"

"আচ্ছা, দুপুরে খাওয়ার সময় দেখা হবে।"

বিলকে উপরে ওর রুমেই পাওয়া গেলো। ও দাড়ি কামাচ্ছিল। বিল বললে, "ওহে, গতরাতে ও সবকিছুই আমাকে খুলে বলেছে। ও দেখছি বেশ মন খুলে কথা বলে। ও বলেছে—স্থান্ সেবাসটিয়ানে ব্রেটের সঙ্গে নাকি ওর দেখা করার কথা ছিল।"

"মিথ্যুক, হারামজাদা!"

বিল বললে, "না, না। রেগে যাও কেন! সফরের এ স্তরে অন্তত মেজাজ খারাপ করা ঠিক হবে না। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে ওই চামারটার পরিচয় হলো কি করে?"

"কাটাঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়ো না।"

আধা-শেভ্ করা অবস্থায় বিল একবার তাকালে আমার দিকে। তারপর মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে আয়নার সঙ্গেই যেন কথা বলতে লাগলো।

"গত শীতে একটা চিঠি দিয়ে তুমিই কি ওকে নিউইয়র্কে আমার কাছে পাঠাওনি? ভাগ্য ভালো, আমি তখন বাইরে ছিলাম। তোমার কি এই ধরনের আরো দুচারজন য়ুহুদী বন্ধু নেই, যাদেরকে তুমি আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারো।" এবার আঙুল দিয়ে চিবুকটা ঘষতে ঘষতে ক্ষুর চালাতে লাগলো।

"তোমার নিজেরও তো এরকম কয়েকজন বন্ধু আছে!"

"হ্যাঁ। তা তো আছেই। আমার তো কয়েকজন গোঁড়া বন্ধু আছে। কিন্তু তাদের কেউ-ই তোমার ওই ক্লোনের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। সবচেয়ে মজার কথা, এমনিতে লোক হিসেবে ও বেশ ভালো! ওকে আমার ভালোই লাগে। কিন্তু লোকটা ভারী অদ্ভুত!"

"ওর ব্যবহার বেশ চমৎকার!"

"তা আমি জানি। আর সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে সাংঘাতিক।"

শুনে আমি হেসে উঠলাম।

বিল বললে, "হ্যাঁ। হাসো, হাসো। তুমি তো কাল রাত ছুটো পর্যন্ত ওর সঙ্গে বাইরে ছিলে না।"

"ওর অবস্থা কি খুব কাহিল ছিল?"

"ভয়ানক। আচ্ছা, ব্রেট আর ওর ব্যাপারটা কি, বলো দেখি? ওর সঙ্গে ব্রেটের কিছু ঘটেছিল নাকি?"

চিবুকটা উঁচু করে এপাশ থেকে ওপাশ ক্ষুর চালিয়ে নিলে ও।

"নিশ্চয়ই। ওর সঙ্গে ব্রেট স্যান্ সেবাসটিয়ান গিয়েছিল।"

"কি এক বোকার মতো কাণ্ড! মেয়েটা এমন করতে গেলো কেনো?"

"ও চেয়েছিল শহরের বাইরে যেতে, কিন্তু কোথাও ও একা যেতে পারে না। তাছাড়া ও ভেবেছিলো, তাতে ক্লোনেরও ভালোই হবে।"

"মানুষ কেমন আহম্মকের মতো কাজ করে বসে মাঝে মাঝে। নিজের কোন লোকের সঙ্গে যেতে পারলো না? অন্তত তোমার সাথে? কিংবা আমার সাথে? আমার সাথেই বা নয় কেন?" আয়নায় নিজের মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে দুই গালে সাবান লাগালো। বললে, "আমার মুখটা কেমন সততায় ভরা। যে-কোন মেয়েই আমার কাছে নিরাপদ বোধ করতে পারে!"

"ব্রেট তো কখনো এ মুখ দেখেনি!"

"ওর দেখা উচিত ছিল। সব মেয়েরই এ মুখ দেখা উচিত। এ মুখ দেশের প্রত্যেকটা পর্দায় তুলে ধরা উচিত। গির্জার বিবাহ-বেদী থেকে উঠে যাওয়ার সময় প্রত্যেক মেয়েকেই এ মুখের ছবির একটা করে কপি দেওয়া উচিত। মায়েদের উচিত এ মুখের কথা নিজ নিজ মেয়েদেরকে বলা। ওহে খোকা···" রেজারটা এবার আমার দিকে উঁচিয়ে বললে, "···এই মুখ নিয়ে পশ্চিমে চলে যাও এবং দেশের সাথে সাথে তুমিও বিকশিত হয়ে ওঠো।"

জলের গামলায় নীচু হয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখটা ধুয়ে নিলে রগড়ে রগড়ে। গালে কিছুটা স্পিরিট লাগিয়ে নিয়ে এবার আয়নায় ভালো করে নিজেকে দেখতে দেখতে ঠোঁট বাঁকালো। তারপর বললে, "হায় রে ঈশ্বর, কি একটা বিকট মুখ!"

আবারও আয়নার দিকে তাকালে ও।

বললে, "এই রবার্ট ক্কোনটার কথাই ধর, ও ব্যাটাই আমাকে একেবারে কাহিল করে ছাড়ে! শালা, গোল্লায় যাক্! ও এখানে থেকে যাচ্ছে বলে আমি খুব খুশী। ভাগ্যিস মাছ ধরার সময় ও আমাদের সঙ্গে থাকবে না!"

"একদম খাঁটি কথা বলেছ।"

"আমরা ট্রাউট মাছ ধরতে যাচ্ছি। ইরাতী নদীতে ট্রাউট-মাছ ধরতেই আমরা চলেছি, লাঞ্চের সময় প্রচুর দেশী মদ খেয়ে মৌতাত নিয়ে গিয়ে উঠবো বাসে।"

বললাম, "চলো। আগে ইরুনায় যাওয়া যাক, তারপর শুরু করা যাবে।"

অধ্যায় ঃ এগারো

লাঞ্চের পর বারগোয়েটে যাওয়ার জন্য আমরা যখন আমাদের ঝোলাঝুলি আর ছিপের বাক্স-প্যাঁটারা নিয়ে বাইরে এলাম, তখন স্কয়ারে প্রায় গা-ঝলসানো গরম। বাসের ছাদেও বসেছে লোক। আরো মানুষ সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল উপরে। বিল উপরে উঠে গেলো, আর রবার্ট আমার জায়গা রাখার জন্য তার পাশে বসলো। আমি বোতল দুই মদ আনতে হোটেলে ফিরে গেলাম। ফিরে এসে দেখি বাস ভর্তি। অসম্ভব ভিড়! মেয়ে-পুরুষ অনেকেই লাগেজ আর বাক্স-প্যাঁটরার উপর বসে পড়েছে। মেয়েরা প্রায় সবাই পাখা নাড়ছে। সত্যিই গরমটা ছিল অসহ্য। রবার্ট উঠে নেমে গেলো। আমি ওর পরিত্যক্ত কাঠের সীটে বসে পড়লাম। সীটটা বাসের ছাদের মধ্যখানে লম্বালম্বি করে পাতা ছিল।

বাস ছাড়ার অপেক্ষায় রবার্ট কোন বারান্দার ছাদের নীচে দাঁড়িয়েছিল। একজন বাস্‌ক্ (পিরানীজ পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী সম্প্রদায় বিশেষ) বাসের ছাদের মাঝখানে কোলের উপর চামড়ার এক বিরাট মদের পিঁপে রেখে শুয়ে পড়েছিল আর ঠেস দিয়েছিল আমাদের পায়ের উপর। ও চামড়ার একটা মদের পিঁপে আমার আর বিলের দিকে বাড়িয়ে দিলে। আমি মদ খাবার জন্য ওটাকে উপুড় করে ধরলাম। তখন লোকটা বৈদ্যুতিক হর্নের অনুকরণে এমন একটা অদ্ভুত আর ত্বরিৎ আওয়াজ করলো যে, আমার হাতের পিঁপে থেকে কিছু মদ ছল্‌কে পড়ে গেল। দেখে সবাই

হেসে উঠলো। ও ক্ষমা চেয়ে আমাকে আর একবার খেতে অনুরোধ জানালো। এবার ও আওয়াজটা করলো কিছুটা পরে, দ্বিতীয় বারের জন্যেও আমি বোকা বনলাম। ও কিন্তু এতে খুব খুশী। বাস্‌ক্‌রা এ জাতীয় মস্করা খুব পছন্দ করে। বিলের পাশে যে লোকটা বসেছিল সে বিলের সাথে স্পেনীয় ভাষায় আলাপ জুড়ে দিলে। বিল কিছুই বুঝতে পারছিল না, তাই ও লোকটার প্রতি আমাদের একটা মদের বোতল এগিয়ে দিলে। লোকটা হাত নেড়ে অসম্মতি জানালো। বললে, একেতো বড্ড গরম তার উপর লাঞ্চের সময় সে প্রচুর মদ খেয়েছে। বিল দ্বিতীয়বার সাধলে সে লম্বা একটা চুমুক নিলে। তারপর বোতলটা হাতে হাতে বাসের অপর দিকটায় পৌঁছে গেল। কিছুক্ষণ খুব বিনয়ের সাথে সবাই এক এক চুমুক খেয়ে নিলে। তারপর বোতলটায় ছিপি লাগিয়ে এক পাশে রেখে দেওয়া হলো। ওদের সকলের ইচ্ছা আমরা ওদের চামড়ার বোতল থেকে খাই। ওরা সবাই চাষী ; এখন পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে।

অবশেষে দুবার নকল বৈদ্যুতিক হর্ন বাজাবার পর বাস ছাড়লো। রবার্ট কোন হাত নেড়ে আমাদেরে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে। বাস্‌ক্‌দের সবাই হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানালো। বাস শহরের বাইরের রাস্তায় পড়ার সাথে সাথেই আমরা ঠাণ্ডা বোধ করতে লাগলাম। গাছের ধারে ধারে চড়াইয়ে উঠতে বেশ চমৎকার লাগছিল। বাস দ্রুতগতিতে ছুটছিল বলে আমরা বেশ হাওয়া খাচ্ছিলাম— বাসের ধুলোয় গাছগাছড়া আর পাহাড়ের নীচের দিকটা সাদা হয়ে যাচ্ছিল। চারদিকে উপভোগ্য দৃশ্য, গাছের পিছন দিক থেকে নদীতীরের উঁচু ভূমি ছাড়িয়ে শহরটা যেন উঠে আসছে। যে বাস্‌ক্‌টা আমার পায়ে হেলান দিয়ে ছিল সে মদের বোতলের গলা উঁচিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো চাদিকের দৃশ্যের প্রতি আর চোখ কোঁচকালো আমাদের দিকে চেয়ে। এবার ও মাথা দুলিয়ে বললে, "বেশ সুন্দর, না!"

বিল বললে, "এই বাস্‌ক্‌রা কিন্তু ভারী মজার লোক!"

আমার পায়ে হেলান দেয়া বাস্‌ক্‌টার গায়ের রঙ রোদপোড়া-তামাটে। অন্য সবারই মতো তারও গায়ে ছিল একটা কালো আলখেল্লা। তার ঘাড়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। সে ঘাড় ফিরিয়ে বিলকে তার মদের পিঁপে থেকে মদ খেতে অনুরোধ জানালো। বিল আমাদের একটা বোতল তার দিকে বাড়িয়ে দিলে। লোকটা তর্জনী উঁচিয়ে ইশারা করে বোতলটা ফিরিয়ে দিলে। এবার মদের পিঁপেটা সে আমাদের দিকে ঠেলে দিলো।

বললে, "ওঠাও, ওঠাও! তুলে ধরো। আরো তুলে ধরো।"

বিল মদের চামড়ার পিঁপেটা তুলে ধরলো, ফিনকি দিয়ে মদ গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার মুখে—মাথাটা সে হেলিয়ে রেখেছে পিছনের দিকে। মদ খাওয়া শেষ করে পিঁপেটা যখন নীচে রেখে দিলে তখন কয়েক ফোঁটা মদ গড়িয়ে পড়ল ওর চিবুক বেয়ে।

কয়েকজন বাস্‌ক্ সমস্বরে বলে উঠল, "না, না। ও ভাবে না।" একজন পিঁপেটা তার মালিকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেখিয়ে দিলে কিভাবে পান করতে হয়। বেশ জোয়ান ছেলে। বাহুর সবটা প্রসারিত করে সে পিঁপেটা তুলে ধরলে, তারপর উঁচু করে তুলে পিঁপেটায় হাতের চাপ দিতে লাগলো: এবার মদের ধারা ওর মুখ-গহ্বরে ফিনকি দিয়ে ঝরে পড়তে শুরু করলো। পিঁপেটা ও ধরে থাকলো ওইভাবেই। মদের ফিনকি একটা অবিচ্ছিন্ন বক্রধনুর সৃষ্টি করলো। আর ও সমানে মদ গিলতে থাকলো।

বোতলের মালিক এবার চেঁচিয়ে উঠলো, "ওহে, ওটা কার মদ, খেয়াল আছে?"

পানরত লোকটা ওর দিকে শুধু নিজের কড়ে আঙুলটা উঁচিয়ে আমাদের দিকে চোখে চোখে হাসতে লাগল। তারপর পিঁপের মুখের দিকটা চেপে ধরে মদের ধারাটা বন্ধ করে পিঁপেটাকে সোজা করে ধরলো। সেটা ফিরিয়ে দিলে মালিককে। আমাদের দিকে

একবার চোখ টিপলো সে। মালিক বিষণ্ণভাবে একবার সেটা নেড়ে-চেড়ে দেখলে।

আমাদের গাড়ী একটা শহরের ভেতর দিয়ে চললো। একটা সরাইখানার সামনে গাড়ীটা থামিয়ে ড্রাইভার অনেকগুলি গাঁট তুলে নিলে। আবার শুরু হলো যাত্রা। শহর ছাড়িয়ে আসার পর শুরু হলো রাস্তার চড়াই। কৃষি এলাকার ভেতর দিয়েই আমরা যাচ্ছিলাম। দেখলাম ওখানকার শিলাময় টিলাগুলি ক্ষেত-খামার পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে। টিলাগুলির গোড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে শস্য-ক্ষেত। উপরের দিকে যাওয়ার সময় দেখা গেল শস্যক্ষেত আন্দোলিত করে বাতাস ছেড়েছে। সারা রাস্তা ধুলোয় সাদা হয়ে আছে। গাড়ীর চাকার নীচে থেকে ধুলো উঠে পেছনের বাতাস ছেয়ে যাচ্ছে। নীচের শস্যক্ষেত ছাড়িয়ে গাড়ী এবার আরও উঁচুতে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্নার পাশে শস্যক্ষেত দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের দ্রুততার সঙ্গে রাস্তার একপাশে সরে আসতে হলো। ছয় খচ্চরে টানা একটা গাড়ী মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই উঁচু ছাদওয়ালা গাড়ীটাকে পাশ দিতে হলো। গাড়ীটা আর খচ্চরগুলো ধুলায়-ধূসরিত। ওটার পেছনে দেখা গেল আর একটা ওই রকম গাড়ী। ওটা ছিল কাঠ বোঝাই, খচ্চরচালক পেছনে হেলে কাঠের মোটা ব্রেকটা কষে ধরে রেখেছে, যাতে আমাদের গাড়ী সহজে পেরিয়ে যেতে পারে। পাহাড়ের উপরের এই জায়গাটা একদম অনুর্বর, টিলাগুলিও শিলাময়। রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে বৃষ্টির ঢলের রেখা কোথাও কোথাও লক্ষ্যগোচর।

একটা মোড় ঘুরে এবার শহরে প্রবেশ করলাম আমরা। হঠাৎ দুদিকেই নজরে পড়লো উন্মুক্ত-উপত্যকা। শহরটির মাঝখান দিয়েই সরু একটা স্রোতধারা বয়ে চলেছে, বাড়ী-ঘরের আশপাশে দেখা যাচ্ছে আঙুরক্ষেত।

একটা সরাইখানার সামনে বাস থামলে অনেকগুলি যাত্রী নেমে

পড়লো। ছাদের উপর তেরপল ঢাকা লাগেজগুলির দড়ি-দড়া খুলে এবার নীচে নামানো হলো। বিল আর আমি নেমে পড়ে সরাইয়ে গিয়ে ঢুকলাম। একটা নীচু অন্ধকার ঘর—ঘোড়ার জিন ও সাজ-সরঞ্জাম, সাদা কাঠের তৈরি খড়-ছিটোবার কারাল, দড়ির সোল-ওয়ালা একগাদা কাপড়ের জুতো, গরু ও শুয়োরের রান আর বড় বড় মাংসখণ্ড, রসুন আর মাংসের সসেজ ইত্যাদি হরেক রকম জিনিসে ভর্তি ঘরটা। সবগুলোই ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা। জায়গাটা ঠাণ্ডা আর ধোঁয়াটে, কাঠের তৈরি কাউন্টারের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। পেছন থেকে দুজন মেয়ে পানীয় সরবরাহ করছিল, ওদের পেছনে রয়েছে তাক-ভরতি সব জিনিস।

আমরা এক গ্লাস করে ওখানকার তৈরি ব্রাণ্ডি খেলাম। দুজনের মাত্র চল্লিশ সেন্টাইমস্ লাগলো।

মেয়েটাকে আমি একটি পঞ্চাশ সেন্টাইমস দিলাম। কিছু বাঁচলে বখশিস হিসেবে নিতে। সে ভাবলে আমরা দাম বুঝতে ভুল করেছি, তাই আমাকে দশ সেন্টাইমস ফিরিয়ে দিলে।

তখন আমাদের সহযাত্রী দুজন বাস্‌ক্ এসে আমাদের মদ খাওয়াতে চাইলো। তারা আমাদের মদ খাওয়ালো, তারপর আমরা তাদের মদ খাওয়ালাম। এরপর তারা খুব করে আমাদের পিঠ চাপড়ালো এবং আর একদফা মদ খাওয়ালো। তখন আমরাও তাদের আর একদফা খাওয়ালাম। এবার আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে উষ্ণ রোদ্দুরে একে একে বাসের ছাদে চড়ে বসলাম। অনেকে নেমে যাওয়ায় এখন অনেক সীট খালি, কাজেই কারো বসার সীটের অভাব হলো না। যে বাস্‌ক্‌টা টিনের ছাদে এতক্ষণ শুয়েছিল, সেও উঠে আমাদের মাঝখানে এসে বসলো। যে মেয়েটা সরাইখানায় মদ পরিবেশন করেছিল এ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে এসে বাসের ভেতর কাকে যেন কি বলে গেলো। বাসের ড্রাইভার চামড়ার দুটো পেটমোটা ডাকের থলি দোলাতে দোলাতে

সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এসে চড়ে বসলো ওর সীটে, বাস এবার চলতে শুরু করলে আমরা হাত নাড়তে লাগলাম।

মুহূর্তে সবুজ উপত্যকা ছেড়ে বাস আবার টিলায় এসে পৌঁছলো। মদের পিঁপেওয়ালা বাস্‌ক্‌-এর সঙ্গে বিল আলাপ জুড়ে দিলে। সীটের অন্য পাশ থেকে একজন ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কি আমেরিকান ?"

"হ্যাঁ।"

ও বললে, "চল্লিশ বছর আগে আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম।"

লোকটা বুড়ো। গায়ের রঙ অন্যদের মতো তামাটে। চিবুকে এক গোছা সাদা দাড়ি।

"কেমন কেটেছিল ওখানে ?"

"কি বললে ?"

"আমেরিকা কেমন মনে হয়েছিল ?"

"ওহ্! আমি ক্যালিফর্নিয়ায় ছিলাম। চমৎকার জায়গা!"

"ছেড়ে এলে কেন ?"

"কি বলছো ?"

"বলছি, কেন ফিরে এলে ?"

"ওঃ, বিয়ে করার জন্যে এসেছিলাম। বিয়ের পরে আমি চেয়েছিলাম ফিরে যেতে, কিন্তু আমার বৌটা যেতে রাজী হলো না। তুমি কোন্ জায়গার মানুষ ?"

"কানসাস শহরের।"

ও বললে, "আমি ওখানেও গেছি। আমি শিকাগো, সেণ্ট লুই, ক্যানসাস সিটি, ডেনভার, লসএঞ্জেলেস, সল্টলেক সিটিতে গেছি।"

ও বেশ সতর্কতার সাথে এক একটি করে নাম উচ্চারণ করলে।

"কতদিন ছিলে ওখানে ?"

"পনেরো বছর। তারপর ফিরে এসে বিয়ে করি।"

"মদ খাবে ?"

ও বললে, "আপত্তি নেই। আমেরিকায় এ জিনিস পাওয়া যায় না, না?"

"পয়সা দিলে যথেষ্ট পাওয়া যায়।"

"তুমি এদেশে এসেছ কেন?"

"আমরা প্যাম্পলোনার মেলায় যাচ্ছি।"

"ষাঁড়ের লড়াই ভালো লাগে বুঝি?"

"নিশ্চয়ই! তোমার লাগে না?"

ও বললে, "হ্যাঁ, লাগে। আমারও ভালো লাগে!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ও বললে, "এখন কোথায় যাচ্ছ?"

"বারগোয়েটে মাছ ধরতে!"

ও বললে, "বেশ। আশা করি মাছ পাবে তোমরা।"

হ্যাণ্ডশেক করে ও আবার পেছনের সীটে ফিরে গিয়ে বসলো। অন্যান্য বাস্‌ক্‌রাও খুশী হলো। এবার ও আরামসে বসে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসলো। তখন আমি বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য মুখ ফিরিয়েছি। মনে হলো আমেরিকা সম্বন্ধে কথা বলে বলে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কারণ এরপর ও আর মুখ খোলেনি।

বাস ধীরে ধীরে চড়াইয়ের পথে উঠতে লাগলো। জায়গাটা অনুর্বর, মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আছে শিলাখণ্ড। রাস্তার ধারে-কাছে কোথাও ঘাসের চিহ্ন নেই। পেছনে চেয়ে দেখলে দেখা যায় গোটা দেশটা যেন নীচে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। দূরে মাঠের পেছনে টিলার আশপাশে খণ্ড খণ্ড সবুজ আর বাদামী ভূমিও নজরে পড়ে। তামাটে পর্বতরাজি রচনা করেছে দিগন্ত। ওদের অদ্ভুত সব গড়ন। যতই উপরে উঠছি, ততই দিগন্ত যেন বদলে যাচ্ছে। যতই বাস উপরের দিকে ধীরে ধীরে উঠছে ততই দেখি দক্ষিণে আরো পর্বতমালা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। রাস্তা এবার চূড়ায় এসে ঠেকেছে, তারপর সমতল হয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ওক গাছের জঙ্গল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উকি মারছে, গাছের পেছনে

চরছে গরু-বাছুর। জঙ্গল পেরিয়ে বেরিয়ে এসেই রাস্তাটা একটা উঁচু জায়গার দিকে মোড় নিয়েছে—ঠিক আমাদের সামনাসামনি একটা সবুজ প্রান্তর আর তার অদূরে অন্ধকার পর্বতরাজি দাঁড়িয়ে। এগুলি কিন্তু রৌদ্রে ঝলসানো তামাটে বর্ণের যে সব পাহাড় আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, সেগুলোর মত নয়। এগুলো গাছে ভরতি, তার থেকে যেন নেমে আসছে ঘন মেঘ। সামনে ছড়িয়ে আছে সবুজ মাঠ। বেড়া দিয়ে ওটাকে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে। মাঠের উপর দিয়ে যে দুসারি গাছ উত্তর দিকে চলে গেছে সেগুলোর কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে রাস্তার সাদা চেহারা দেখা যাচ্ছে। চড়াইয়ের ধারে এসে পৌঁছার পর দেখা গেল বারগোয়েটের লাল ছাদের সাদা বাড়িগুলো প্রান্তরের উপর সদর্পে মাথা চাড়া দিয়ে আছে। দূরে প্রথম যে কালো পাহাড়টা দেখা গিয়েছিল তার কাঁধ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে ধূসর বর্ণের ধাতুতে তৈরি ছাদওয়ালা রনসেস ভেলের গির্জা।

আমি বললাম, "ও যে রনসেভো।"

"কোথায়?"

"ওই যে যেখান থেকে পাহাড় শুরু হয়েছে।"

বিল বললে, "ওখানে বেশ শীত হবে।"

বললাম, "খুব উঁচু তো। কম পক্ষে বারো মিটার উঁচু!"

বিল বললে, "ভয়ানক শীত হবে।"

বারগোয়েটের দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে, বাস এবার সেখানে এসে সোজা রাস্তায় পড়লো। একটা আড়াআড়ি রাস্তা পার হয়ে এসে খাঁড়ি নদীর উপরকার ব্রিজও পেরিয়ে এলাম আমরা। বারগোয়েটের বাড়িগুলি রাস্তার দুপাশে। পাশে কোনো গলিটলি নেই। গির্জা আর স্কুলের মাঠ পেরিয়ে এসে বাস এবার থেমে পড়লো। আমরা নেমে এলে ড্রাইভার আমাদের ঝোলাঝুলি আর ছিপ বাক্সগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিলে। ঝুঁটিওয়ালা টুপি মাথায়, হলদে কোমরবন্ধ আঁটা এক সান্ত্রী এগিয়ে এলো আমাদের দিকে।

ছিপের বাক্সটার প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে জিজ্ঞেস করলে, "ওতে কি আছে ?"

খুলে ওকে দেখালাম। এবার ও আমাদের মৎস্য শিকারের অনুমতিপত্র দেখতে চাইলে। তাও বের করে আমি ওর হাতে দিলাম। তারিখটা দেখে নিয়ে ও এবার হাতের ইশারায় যাওয়ার ইংগিত করলে। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, "সব ঠিক আছে তো ?"

"হ্যাঁ। সব ঠিক।"

রাস্তায় এসে চুনকাম করা পাথুরে বাড়িগুলো ছাড়িয়ে আমরা সরাইখানার দিকে অগ্রসর হলাম। দরজায় বসে থাকা বাড়ির লোকজনরা আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

যে মোটা মহিলা সরাইখানা চালায় সে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলে। ও চোখ থেকে চশমাটা নিয়ে, মুছে আবার চোখে লাগিয়ে নিলে। সরাইখানার ভেতর বেশ ঠাণ্ডা, বাইরেও হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমাদের ঘর দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ও একটি মেয়েকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঘরে দুটো বিছানা, হাত-মুখ ধোয়ার পাত্র, কাপড় রাখার একটা আলমারি আর রনসেসভেলের সিনোরা নুয়েস্ত্রার বাঁধাইকরা বড় ছবি। বাতাসের ধাক্কা এসে লাগছিল জানালার খড়খড়িতে। আমাদের ঘরটা ছিল সরাইখানার উত্তর পাশে। হাতমুখ ধুয়ে সোয়েটার পরে আমরা এবার নীচে খাবার ঘরে নেমে এলাম। এর মেঝেটা পাথরের, ছাদটা নীচু, দরজা-জানালাগুলো সব ওক-কাঠের। খড়খড়িগুলো সব তোলা —এত ঠাণ্ডা যে নিজের নিশ্বাসটাও যেন নিজে দেখে নেওয়া যায়।

বিল বলে উঠলো, "আল্লারে আল্লাহ্ কী শীত! কাল এমন শীত না পড়লেই বাঁচি। এমন আবহাওয়ায় আমি কিছুতেই পানিতে নামতে পারবো না।"

দূরে ঘরের কোনায় কাঠের টেবিলগুলোর ওপাশে একটা বেশ উঁচু পিয়ানো রয়েছে। বিল গিয়ে ওটা বাজাতে শুরু করে দিলে।

বললে, "শরীরটা একটু গরম করে নিতে চেষ্টা করছি।"

আমি গেলাম সেই মোটা মহিলাকে খুঁজতে। জানতে চাইলাম থাকা আর খাওয়ায় কত লাগবে। এ্যাপ্রনের নীচে হাতটা ঢুকিয়ে ও আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বললে, "বারো পেসেতা।"

"তা কেন? প্যাম্পলোনায়ও তো আমরা তাই দিয়ে এসেছি।"

ও কোনো জবাব দিল না, শুধু চশমাটা খুলে নিয়ে এ্যাপ্রনে ঘষতে লাগলো।

বললাম, "বড্ড বেশী চাইছো। বড় হোটেলেও আমরা এত বেশী দেই না।"

"তাছাড়া কামরাটা তো বাথরুমের চাইতে ভালো কিছু নয়!"

"এর চেয়ে সস্তা কোনো ঘর নেই?"

"গরমের দিনে নয়। এখন আমাদের মৌসুমের সময়।"

তখন সারা সরাইখানায় আমরা দুজন মাত্র প্রাণীই। ভাবলাম, যাক গে, দুএক দিনেরই তো ব্যাপার।

"মদসুদ্ধ তো?"

"তা তো বটেই!"

বললাম, "বেশ, তাই সই।"

এবার বিলের কাছে এলাম। কি রকম ঠাণ্ডা তা দেখাবার জন্যে সে আমার দিকে সজোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো। আর আগের মতই বাজিয়ে চললো। একটা টেবিলে বসে আমি দেয়ালের ছবিগুলো চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। একটা দেয়ালের ছবিতে কতকগুলো খরগোশ, সবই মরা, আর একটি ছবি জংলী পাখীর, তাও ওই রকম—অন্য আর একটা মরা হাঁসের। সবগুলো ছবি কালো আর কেমন যেন ধোঁয়াটে। মদের বোতলভর্তি একটা আলমারি। আমি ওইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম আর বিল তখনো চলেছে পিয়ানো বাজিয়ে। ও বললে, "খুব গরম রাম্ খাওয়া যাক, কি বলো?

যদিও ওতে বেশীক্ষণ গরম থাকা যাবে না।"

আমি বাইরে গিয়ে হোটেল রক্ষিকাকে রামের কথা আর কি করে তার পাঞ্চ্ তৈরি করতে হয় তা বলে এলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মেয়ে একটা পাথরের সোরাহী নিয়ে ঢুকলো, ওটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পিয়ানো ছেড়ে উঠে এলো বিল। গরম গরম পাঞ্চ্ পান করতে করতে আমরা হাওয়ার আওয়াজ শুনতে লাগলাম।

"এতে তো রামের ভাগ অত্যন্ত কম মনে হচ্ছে।"

উঠে গিয়ে আমি দেরাজ থেকে একটি রামের বোতল নিয়ে এসে বোতলের প্রায় অর্ধেকখানিই সোরাহীতে ঢেলে নিলাম।

বিল বললে, "একেই বলে প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট এ্যাক্শ্ন। সব আইনকে এ হার মানায়।"

মেয়েটা এলো, এসেই রাত্রি বেলার খাবারের টেবিলটা ঠিক করে গেলো।

বিল বললে, "এখানে যেন নরকের হাওয়া বইছে।"

মেয়েটি গরম এক পাত্র সবজির স্যুপ আর মদ নিয়ে এলো। পরে পাওয়া গেলো ট্রাউট মাছ-ভাজা, কিছু স্টু আর এক গামলা জংলী স্ট্রবেরী। মদের বেলায় আমাদের তেমন ক্ষতি হলো না। পরিচারিকা বালিকাটি বেশ লাজুক, তবে খাবার আনানেওয়ার ব্যাপারে সুন্দর কেতাদুরস্ত। বুড়ি একবার ঢুকে খালি বোতলগুলো গুনে গেলো।

খাওয়ার পর আমরা উপরে গিয়ে নিজেদের কিছুটা গরম রাখার জন্য শুয়ে শুয়ে বই পড়তে আর সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম। রাত্রে একবার আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল। তখন শুনতে পেলাম বাইরে জোর হাওয়া বইছে।

বিছানার গরমে শুয়ে বেশ আরাম লাগছিল।

ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। সব পরিষ্কার, পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের কোন চিহ্ন আর নেই। জানালার নীচে বাইরে কয়েকটা গরুর গাড়ী পড়ে আছে, আর আছে একটা পুরোনো ঘোড়ার গাড়ী, যার ছাদের কাঠ ফেটে ফুঁফাক হয়ে রয়েছে, দীর্ঘ দিনের রোদ-বৃষ্টি আর জল-হাওয়ায়। মনে হয়, মোটর বাসের আবির্ভাবের আগে থেকেই ওটা ওই ভাবে পড়ে আছে। একটা ছাগল এক লাফে একটা গরুর গাড়ীর উপর উঠে সেখান থেকে আর এক লাফে চড়ে বসল ঘোড়ার গাড়ীটার ছাদের উপর। ওখানে দাঁড়িয়েই নীচের ছাগলগুলোর দিকে ও ঢু মারার ভঙ্গি করতে লাগলো। আমি যখন ওর দিকে হাত নাড়লাম ও তখন এক লাফে নীচে নেমে পড়লো।

বিল তখনো ঘুমিয়ে। তাই আমি জামা-কাপড় পরে বাইরে হলে বসে জুতা জোড়া পায়ে দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। নীচে কারো সাড়া-শব্দ পেলাম না। অগত্যা দরজার খিল খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। ভোর বেলা। বাইরে তখন বেশ ঠাণ্ডা। ঝড় থেমে যাওয়ার পর যে সব শিশির ঝরে পড়েছে সূর্যের তাপে তা এখনো শুকোয়নি। সরাইখানার পেছনের চালাঘরটায় খুঁজেপেতে আমি খুরপীর মত একটা জিনিস দেখতে পেলাম। ওটা নিয়ে এবার নদীর দিকে চলে এলাম। টোপের জন্যে কিছু কেঁচো-টেঁচো খুঁড়ে নেওয়ার আশায়। নদীটা স্বচ্ছ আর অগভীর ; কিন্তু মোটেও ট্রাউট

মাছের উপযোগী মনে হলো না। নদী তীরের তৃণাচ্ছাদিত মাটিতে খুরপী দিয়ে একটা চাপ তোলার পর দেখলাম ওখানে কেঁচো আছে। চাপটা সরাতে না সরাতেই কিলবিল করে ওরা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার বেশ সাবধানে কোপ দিয়ে বেশ কয়েকটা ধরে ফেললাম। স্যাঁতসেতে জায়গাটার ধার ঘেঁষে খুরপী চালিয়ে আমি সিগারেটের দুটো খালি টিন কেঁচোয় ভর্তি করে নিয়ে তার উপর কিছু মাটি ছিটিয়ে দিলাম। ছাগলগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মাটি-খাঁড়া দেখছিল।

সরাইখানায় ফিরে এসে দেখলাম মহিলাটি রান্নাঘরে নেমে এসেছে। ওকে বলে দিলাম আমাদের কফি দেওয়ার জন্য আর লাঞ্চের কথাও জানিয়ে দিলাম ওকে। এর মধ্যে বিলও উঠে পড়েছে, উঠে বিছানার কোনে বসে রয়েছে।

ও বললে, "জানালা দিয়ে তোমাকে আমি দেখেছি। কিন্তু তোমার কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে ইচ্ছে হলো না। কি করছিলে ওখানে? তোমার টাকা-পয়সা পুঁতে রাখছিলে বুঝি?"

"তুমি একটা অলস নিষ্কর্মার ঢেঁকি।"

"খুব সমাজ হিতৈষীর মতো কাজ করছিলে বুঝি এতক্ষণ? বেশ চমৎকার! আশা করি রোজ ভোরে তাই করবে।"

বললাম, "চলো। উঠে পড়ো।"

"কি! উঠবো। আমি এতো সকালে উঠি না।" এবার ও বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে চাদরটা চিবুক পর্যন্ত টেনে নিলে আর বললে, "বেশ তো, ছাখো না, আমাকে খুঁচিয়ে তুলতে পারো কিনা।"

মাছ-ধরার জিনিসপত্র সব খুঁজে নিয়ে আমি এবার ওসব থলি-ভর্তি করে নিলাম।

বিল জিজ্ঞেস করলে, "কি, আমাকে তোলায় আর তোমার উৎসাহ নেই?"

"আমি নীচে খেতে যাচ্ছি।"

"খেতে? এতক্ষণ খাওয়ার কথা বলনি কেন? আমি তো মনে করেছি স্রেফ মজা করার জন্যই তুমি আমাকে উঠতে বলছো। খেতে যাচ্ছ? বহুত আচ্ছা! এ তো বুদ্ধিমানের মতো কথা। নীচে গিয়ে তুমি আরো কিছু কেঁচো খুঁড়ে নাও গে, আমি এক্ষুণি নেমে আসছি।"

"তুমি জাহান্নামে যাও!"

পাজামায় পা ঢুকোতে ঢুকোতে বিল বললে, "সকলের হিতার্থেই কাজ করে যাও ভাই।"

"বসে বসে কৃপা আর রসিকতা করতে থাকো তুমি।" আমি জিনিসপত্রের থলে, জাল আর ছিপের বাক্স ইত্যাদি নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে গেলাম।

"আরে! ফিরে এসো।"

আমি দরজার দিকে মাথা বাড়ালাম।

"তুমি কি একটুখানি কৃপা কিংবা রসিকতাও করতে চাও না?"

আমি বুড়ো আঙুল দিয়ে নাক ঘষে দেখালাম।

"ওটা কোনো রসিকতাই হলো না।"

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে শুনতে পেলাম বিল সুর করে গাইছে, "কৃপা আর রসিকতা। আহা, যখন তোমার ভাব আসে তখন ওদের কৃপা করো ··ওদের রসিকতা করো। স্রেফ একটুখানি কৃপা! যখন ওদের ভাব আসে তখন একটুখানি কৃপা ও একটুখানি রসিকতা! মাত্র একটুখানি···" নীচে নেমে আসা পর্যন্ত ও গেয়ে চললো। ওটার সুরটা ছিলো, 'আমার আর আমার বান্ধবীর জন্যে বাজতে থাকুক ঘণ্টা' সেই গানের। আমি বসে বসে সাতদিনের পুরোনো একটা স্পেনিশ পত্রিকা পড়তে লাগলাম।

"আচ্ছা, এসব কৃপা আর রসিকতার মানে কি?"

"কি! কৃপা আর রসিকতা! তুমি কিছুই জানো না।"

"না, কে চালু করেছে এটা?"

"সবাই। নিউইয়র্কে সবাই তো এটা নিয়ে পাগল। ঠিক, 'পিয়া কাঁহা গেই'র মতো।"

এ সময় কফি আর মাখন-টোস্ট নিয়ে পরিচারিকা মেয়েটি এসে ঢুকলো। বরং বলা যায়, মাখন-মাখানো সেঁকা রুটি নিয়ে এলো।

বিল বললে, "ওর থেকে জেনে নাও জ্যাম আছে কিনা। ওর সঙ্গে না হয় একটু রসিকতাই করো।"

"একটু জ্যাম আছে?"

"ওটা রসিকতা হলো নাকি? ইস, আমি যদি স্পেনিশ বলতে পারতাম!"

কফিটা ভালো ছিল। একটা বড় বাটি থেকে আমরা খুব করে পান করলাম। মেয়েটি একটি কাচের ডিশে করে র‍্যাসবেরি জ্যাম নিয়ে এলো।

"ধন্যবাদ!"

বিল বললে, "আরে, আরে এভাবে নয়, একটু রস করে বলো। অন্তত প্রিমে দ্য রিভিয়েরার কোনো ঘটনা নিয়েই খানিকটা রস করো।"

"রীফ-এ কি ধরনের জ্যাম পাওয়া যেতে পারে বলে ও মনে করে, সে কথাটাই ওকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারতাম।"

বিল বললে, "তুচ্ছ। অত্যন্ত তুচ্ছ। তুমি মোটেই পারো না, এটাই বোঝা গেল। রসিকতা বস্তুটা যে কি তাও তুমি বুঝতে পারো না। তোমার মধ্যে কৃপাও অনুপস্থিত। করুণ কিছু বলো।"

"রবার্ট ক্কোন!"

"বাহ্, খুব বাজে নয়! অনেকটা হয়েছে। কিন্তু ক্কোনটা এত করুণ কেনো? একটু রসিক হবার চেষ্টা করো।"

বেশ বড় এক ঢোক কফি ও গিলে নিলে।

বললাম, "ধ্যাৎতেরি! ওসব বাদ দাও। এতো সকাল সকাল ওসব ভালো লাগে?"

"এই শুরু হলো। তুমি তোমার নিজকে লেখক বলো? তুমি স্রেফ একজন সাংবাদিক। তাও বহিষ্কৃত সাংবাদিক। বিছানা থেকে ওঠার সাথে সাথেই হতে হবে রসিক। মুখভর্তি করুণা নিয়েই তোমাকে জাগতে হবে ঘুম থেকে।"

বললাম, "বেশ বলে যাও, কোত্থেকে এ সব শিখেছ?"

"সবারই কাছ থেকে। তুমি কি কাগজপত্র পড়ো না? তুমি কি দেখতে পাও না কাকেও? তুমি কি জানো না তুমি কি? তুমি স্রেফ এক নির্বাসিত সাংবাদিক। কেন নিউইয়র্কে গিয়ে বাস করো না? তাহলেই এসব জানতে পারবে। আমি···আমি কি করবো তোমার জন্যে? প্রতি বছর এখানে এসে তোমাকে সবকিছু শিখিয়ে যাবো?"

বললাম, "আর একটু কফি খাও।"

"বেশ। তোমার জন্যেও কফি ঢালো। ওটাতে একটা নেশা আছে। নেশা, আমরা হাজির। এ নেশা পুরুষকে বানায় নারীর ঘোড়-সওয়ার আর নারীকে পাঠায় পুরুষের গোরে। তুমি জানো, তোমার ব্যাপার কি? তুমি এক নির্বাসিত, স্বদেশ ত্যাগী। সব চেয়ে নিকৃষ্ট জীব। শোনোনি কোনোদিন? যে নিজের দেশ ছেড়েছে, সে এমন কিছু কখনো লেখেনি যা ছাপার যোগ্য। এমন কি সংবাদপত্রে ছাপার উপযুক্তও কিছু নয়!"

ও আবার একটু কফি খেলো।

"তুমি একজন নির্বাসিত। মাটির সঙ্গে তোমার কোনো সংযোগ নেই। তুমি নিজেকে খুব দামী মনে করছো? য়ুরোপের কৃত্রিম মান তোমাকে নষ্ট করেছে। পান-পাত্র তোমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তোমাকে পেয়ে বসেছে যৌনতায়। কাজে আত্মনিয়োগ না করে শুধু বকে বকেই কাটাও তোমার সময়টুকু। এখন বুঝতে পারছো তো, তুমি একজন নির্বাসিত লোক, ক্যাফের দুয়োরে দুয়োরে ঘুরে ঘুরে দিন কাটাচ্ছ!"

বললাম, "বাহ্, এ জীবনটা তো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। তাহলে কাজ করার সময় কই ?"

"তুমি তো কাজই করো না। একদল বলে মেয়েরাই তোমাকে চালায়। অন্যদল বলে, তুমি নপুংসক।"

বললাম, "না, তা ঠিক নয়। আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল মাত্র।"

বিল বললে, "বাজে কথা বলো না। ওই ধরনের কথা বলা উচিত নয়। তাহলে তোমার উচিত রহস্য সিরিজ জাতীয় লেখায় হাত দেওয়া। ধরো, হেনরীর বাইসাইকেলের মতো।"

চমৎকার বলে যাচ্ছিল ও, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলো। মনে হলো নপুংসক কথাটার খোঁচায় আমি মর্মাহত হয়েছি বলে ওর ধারণা হয়েছে। আমি চাচ্ছিলাম ও আবার কথা বলতে শুরু করুক।

বললাম, "ওটা বাইসাইকেল ছিল না। ও যাচ্ছিল ঘোড়ায় চড়ে।"

"আমি তিন চাকা সাইকেল বলেই শুনেছিলাম।"

বললাম, "বেশ, বিমানও তিন চাকার সাইকেলের মতোই। স্টিয়ারিং হুইল একইভাবে কাজ করে।"

"কিন্তু ওটাকে তো পা দিয়ে চালাতে হয় না।"

বললাম, "না, মনে হয় ওটায় প্যাডেল করতে হয় না।"

বিল বললে, "চলো, এ আলাপ বন্ধ করা যাক্।"

"ঠিক আছে। তবে আমি তিনচাকা সাইকেলের পক্ষেই রয়েছি।"

বিল বললে, "আমার মনে হয়, ও একজন সুলেখক। তুমি হলে একটা ভালো ভাঁড়। তুমি যে একটা ভালো ভাঁড়—এ কথা কি কেউ কোনোদিন তোমাকে বলেনি ?"

"আমি মোটেও ভালো ভাঁড় নই।"

"শোন। তুমি খুব ভালো ভাঁড় আর দুনিয়ায় সবচাইতে আমি তোমাকেই পছন্দ করি। নিউইয়র্কে তোমাকে এ-কথাটা বলার সুযোগ পাইনি আমি। তার মানে তখন আমি ছিলাম স্রেফ রদ্দি কাঠের মতো। সিভিল ওয়ারটাও ছিল ওই রকম একটা কিছু।

আব্রাহাম লিঙ্কনও ছিলেন রদ্দি কাঠ। তিনি জেনারেল গ্রাণ্টের প্রেমে পড়েছিলেন। জেফারসন ডেভিসও তাই ছিলেন। লিঙ্কন বাজি রেখেই দাসদের মুক্তি দিয়েছিলেন। এ্যানটি সেলুন লীগওয়ালারাই ড্রেড স্কট মামলাটা খাড়া করেছিল। সেক্স বা যৌন ব্যাপারেই রয়েছে সবকিছুর ব্যাখ্যা। কর্নেলের স্ত্রী আর জুডি ও গ্রেডি ছিলো পাঁড় সমমৈথুনকামী।"

ও চুপ করলো।

তারপর বললে, "আরও কিছু শুনতে চাও?"

বললাম, "চলুক তোমার রসনা।"

"আর কিছু জানি না। দেখি, লাঞ্চের সময় না হয় আরো কিছু শোনাবো।"

বললাম, "বুড়ো খোকা!"

"অকালকুষ্মাণ্ড!"

দুবোতল মদ আর লাঞ্চটা আমরা একটা থলেতে ভরে নিলাম। বিল ওটা তুলে নিল পিঠে। আমি পিঠে তুলে নিলাম ছিপের বাক্স আর মাছ-ধরার জালের বাণ্ডিলটা। আমরা এবার রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। একটা বিল পার হওয়ার পর ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া একটা পথ পাওয়া গেলো। তারপর প্রথম পাহাড়টার পাশ দিয়ে বনের দিকে অগ্রসর হলাম। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটা আমরা হেঁটে এলাম তা একদম বালুকাময়। ক্ষেতটা ঢালু আর ঘাসে ভর্তি; তবে ছাগল-ভেড়ায় খেয়ে ঘাসগুলোকে একেবারে ছোট করে ছেড়েছে। গরু বাছুরগুলো পাহাড়ের মাথায় চরছিল। আমরা বনে ওদের গলার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। পথটা একটা গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে ছোটো জলস্রোত পার হয়ে গেছে। গুঁড়িটার উপর দিকে চেঁচে দেওয়া হয়েছে আর একটা চারা গাছকে এপার-ওপার বেঁকিয়ে করা হয়েছে বেড়া। জলের ধারাটার পাশের শান্ত ডোবায় বেঙাচির ঝাঁক বালিতে কিলবিল করছিল। ঢালু জমির মাঝখান দিয়ে

আমরা খাড়া তীরের দিকে অগ্রসর হলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম বারগোয়েটে, সাদা বাড়ি, লাল লাল ছাদ, সাদা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে ধুলো উড়িয়ে একটা ট্রাক।

মাঠের ওপারে আমাদের পার হতে হলো খরতোয়া আরো একটি স্রোতস্বিনী। মেটে একটা রাস্তা অগভীর স্রোতধারার মধ্যে নেমে গেছে, এবং ওপার দিয়ে উঠে গিয়ে ঢুকেছে বনে। এ অগভীর জায়গাটা ছাড়িয়ে কিছু এগিয়ে আর একটা কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে পথটা নদী অতিক্রম করে রাস্তাটার সঙ্গে মিশেছে। ওটা ধরে আমরা এবার বনে ঢুকলাম।

বীচ্ গাছের বন—গাছগুলি খুবই পুরোনো। শিঁকড়গুলো মাটির উপরেই বেরিয়ে আছে আর শাখা-প্রশাখাগুলি গেছে কুঁকড়ে। আমরা রাস্তাটা ধরে হাঁটতে লাগলাম পুরোনো বীচ্ গাছের মোটা মোটা গুঁড়ির মধ্য দিয়ে। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোর ফালিগুলো এসে পড়েছিল ঘাসের উপর। গাছগুলো বেশ বড়, পত্রপল্লব বেশ ঘন এবং নিবিড় অথচ তেমন অন্ধকার নয়। নীচে কোন আগাছা নেই, আছে অত্যন্ত সবুজ তাজা আর মোলায়েম ঘাসের আস্তরণ। ধূসর বর্ণের বড় বড় গাছগুলো এমন ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে যে মনে হয় এ যেন একটা পার্ক।

বিল বলে উঠলো, "একেই তো বলে দেশাঞ্চল!"

রাস্তাটা শিলার উপরে উঠে গেছে, আমরা ঢুকে পড়লাম ঘন জঙ্গলে, রাস্তাটা ক্রমেই উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নীচে নেমে গিয়ে আবার উঠে যাচ্ছিল খাড়া হয়ে। সব সময় গরু বাছুরের সাড়া পাচ্ছিলাম এখানে-সেখানে। অবশেষে রাস্তাটা এসে পৌঁছলো পাহাড়গুলোর চূড়ায়। বারগোয়েটে থেকে বৃক্ষ-শোভিত যে পাহাড়শ্রেণী আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, এবার তার সর্ব্বোচ্চ এলাকায় এসে গেছি। পাহাড়ের গায়ের সূর্যালোকিত দিকটায় গাছপালার ফাঁকে যে একটুখানি খোলা জায়গা রয়েছে সেটা জুড়ে

বুনো স্ট্রবেরীর ঝোপ গজিয়ে আছে।

সামনের রাস্তাটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শৈলশিরার কাঁধ বরাবর চলে গেছে। সামনের পাহাড়গুলোতে গাছপালা ছিল না। সেখানে ছিল হলদে কাঁটাগুল্মে ভরা বড় বড় সব প্রান্তর। দূরে দেখলাম পাহাড়গুলো খাড়া নেমে গেছে ; ঘন গাছপালায় সেখানটা ছেয়ে আছে আর তাতে বেরিয়ে আছে ধূসর পাথর যা নির্দেশ করছে ইরাতি নদীর গতিপথ।

ওইদিকে নির্দেশ করে বিলকে বললাম, "শৈলশিরা বরাবর এ রাস্তা ধরেই আমাদের এগুতে হবে। পাহাড়গুলি পার হয়ে, দূরের টিলাগুলোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তবে পৌঁছতে হবে ইরাতি উপত্যকায়।"

"সে তো অনেকখানি পথ!"

"আরামের সঙ্গে গিয়ে মাছ ধরে একই দিনে ফিরে আসার জন্য পথটা বেশ দূর তো বটেই।"

"আরামের সঙ্গে, বেশ বলেছো! কোন মাছ ধরা তো দূরে থাক, ওখানে গিয়ে পৌঁছতে আর ফিরে আসতেই আমাদের রীতিমত ছুট লাগাতে হবে।"

পথ ছিল অনেকখানি আর জায়গাটাও ছিল ভারী সুন্দর! তবে, অরণ্য-ঘেরা টিলাগুলো থেকে বেরিয়ে আসা খাড়া রাস্তাটা ধরে রিয়ো দ্য লা ফেত্রিকার উপত্যকায় যখন আমরা এসে পৌঁছলাম, তখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ছায়াঘেরা বনভূমি থেকে এবার রাস্তাটা এসে পড়েছে উত্তপ্ত রৌদ্রে। সামনেই একটা নদী-উপত্যকা। নদীর ওপারে একটা খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে একটা গমের ক্ষেত। পাহাড়ের ধারে কয়েকটা গাছের নীচে সাদা একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। গরমটা ছিল অত্যধিক, তাই নদীর উপর দিয়ে যে বাঁধ চলে গেছে তার ধারে গাছের ছায়ায় আমরা থেমে পড়লাম।

বিল থলেটা নামিয়ে একটা গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখলে। আমরা এবার ছিপের অংশগুলো জোড়া দিয়ে, সুতোর রিল জুড়ে, বঁড়শি বেঁধে মাছ ধরতে তৈরী হলাম।

বিল বললে, "তুমি ঠিক জানো তো ওখানে ট্রাউট মাছ আছে ?"

"একেবারে বোঝাই।"

"আমি বোলতার টোপ দিয়ে বাইবো। তোমার কাছে 'ম্যাকগিন্টিস'-এর চার-টার কিছু আছে ?"

"ওখানে কিছু রয়েছে।"

"তুমি কি চার দিয়ে ধরবে নাকি ?"

"হ্যাঁ। আমি বাঁধের এখানেই বাইবো।"

"বেশ। তাহলে আমি বোলতার চাকটা নিয়ে যাই।"

সে একটা টোপ গেঁথে নিয়ে বললে, "আমি কোথায় বসলে ভালো হয় ? উজান না ভাটিতে ?"

"ভাটিতেই সবচেয়ে ভালো। উজানেও যথেষ্ট রয়েছে।"

বিল নদীর তীর ধরে নীচের দিকে চলে গেলো।

"একটা কেঁচোর টিনও নিয়ে যাও।"

"না। ওটার আমার দরকার নেই। যদি টোপ না গেলে তাহলে আমি চারদিকে চার ছিটিয়ে দেবো।"

বিল নীচে নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়েছিল।

বাঁধের গর্জনের জন্য গলা চড়িয়ে ও বলে উঠলো, "বলি, রাস্তার পারে যে ঝর্ণাটা রয়েছে, মদের বোতলগুলো তাতে রেখে দিলে কেমন হয় ?"

চেঁচিয়ে বললাম, "বেশ, তাই হবে !"

বিল হাত নেড়ে নদীর ভাটির দিকে যেতে শুরু করলো। থলেতে মদের বোতল দুটো খুঁজে পেলাম। রাস্তার পারে যেখানে একটা লোহার পাইপ দিয়ে ঝর্ণার জল গড়িয়ে পড়ছে, সেখানে বয়ে নিয়ে গেলাম বোতল দুটো। ঝর্ণার উপর একটা তক্তা ছিল, ওটা

তুলে বোতল দুটোর ছিপি ভালো করে এঁটে পানিতে ডুবিয়ে রাখলাম। পানিটা এত ঠাণ্ডা যে আমার হাত আর কব্জি যেন অসাড় হয়ে গেলো। কাঠের তক্তার ফালিটা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলাম আর মনে মনে ভাবলাম, বোতল দুটো এখন আর কেউ খুঁজে না পেলেই হয়।

গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা ছিপটা এবার তুলে নিলাম হাতে, তারপর টোপের টিন আর মাছ তুলে আনার জাল নিয়ে বাঁধে চলে গেলাম। কাঠের গুঁড়িগুলো যাতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে উদ্দেশে জলের স্রোত সৃষ্টির জন্যেই বাঁধটা তৈরি করা হয়েছে। গেট্ তোলা ছিল, একটা চতুষ্কোণ কাঠের উপর গিয়ে আমি বসে পড়লাম। বসে বসে নদীটার প্রপাতে লুটিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তের শান্ত চেহারাটা দেখতে লাগলাম। বাঁধের গোড়ায় সাদা জলটা বেশ গভীর। আমি টোপ গাঁথছি এমন সময় একটা ট্রাউট সাদা জল থেকে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল প্রপাতে আর স্রোতের টানে নীচের দিকে গেলো ভেসে। টোপ গাঁথা আমার শেষ না হতেই আর একটা ট্রাউট মাছ লাফ দিয়ে পড়লো প্রপাতে—আগেরটার মতোই চমৎকার একটা অর্ধ-বৃত্ত-রেখা রচনা করে গর্জনমুখর প্রপাতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো এটাও। বড় আকারের একটা সীসা বেঁধে নিয়ে আমি এবার বাঁধের কাঠগুলোর ধারেই সাদা জলে বঁড়শি ফেললাম।

ট্রাউটের প্রথম খোঁটটা আমি বুঝতে পারিনি। যখন টানতে শুরু করেছে, তখন বুঝতে পারলাম একটা বেধেছে। প্রাণপণে ঝাপটাঝাপটি করে ছিপটাকে একদম বাঁকিয়ে অগ্রভাগটা প্রায় হাতের কাছে লাগিয়ে প্রপাতের পাদদেশের জলোচ্ছ্বাস থেকে ঘুরিয়ে এবার বাঁধের উপর টেনে তুললাম ওটাকে। বেশ বেড়ে ছিল ট্রাউটটা! কাঠের সঙ্গে ওর মাথাটা আছড়িয়ে নেওয়ার পর ও একবার কেঁপে উঠে সোজা হয়ে গেলো; তারপর সেটাকে আমি থলের মধ্যে পুরে নিলাম।

ওটাকে যখন আমি ধরে তুলছিলাম, তখনো বেশ কটা ট্রাউট লাফিয়ে লাফিয়ে প্রপাতে পড়ছিলো। টোপ গাঁথা হলে আবার ফেললাম, আরো একটা ধরলো। এটাকেও আগেরটার মতো তুলে নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে আমি ছ'ছটা পেয়ে গেলাম। সব কটাই প্রায় একই আকারের। সব কটাকে থলে থেকে বের করে তাদের মাথাগুলো একদিকে পাশাপাশি রেখে একবার তাকিয়ে দেখলাম। চমৎকার ওদের রঙ, ঠাণ্ডা পানিতে ওদের দেহ হয়েছে স্থির আর শক্ত। গরমের দিন, তাই ওদের পেট চিরে কানকো সমেত নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে নদীর ওপারে ছুড়ে ফেলে দিলাম। এবার ট্রাউটারগুলোকে নিয়ে এলাম তীরে। বাঁধের ওপরের ধীরে-প্রবাহিত ঠাণ্ডা আর ভারী পানিতে ধুয়ে নিলাম সব কটাকে। তারপর কিছু লতা-পাতা কুড়িয়ে নিয়ে থলের মধ্যে ভরে নিলাম—একপ্রস্ত লতা-পাতার উপর তিনটা করে ট্রাউট, তার উপর আর এক প্রস্ত লতা-পাতা বিছিয়ে তার উপর আর তিনটা রেখে লতা-পাতা দিয়ে ঢেকে দিলাম। লতা-পাতার মধ্যে ওদের দেখাচ্ছিল বেশ। থলেটা এখন বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। এবার গাছের ছায়ায় নিয়ে রেখে দিলাম থলেটা।

বাঁধের উপর বেজায় গরম। তাই কেঁচোর টিনটাও এনে ছায়ায় মাছের থলের পাশে রেখে দিয়ে ঝুলি থেকে একটা বই বের করে গাছের তলায় আরামসে বসে পড়তে শুরু করলাম। লাঞ্চ খেতে বিলের ফিরে আসা পর্যন্ত দুপুর খানিকটা গড়িয়ে গেছে, আর তেমন ছায়াও কোথাও ছিল না। তবে আমি দুটো জোড়া গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে পড়তে লাগলাম। এ.ই. ডাব্লিউ মেসনের কি একটা বই যেন। অপূর্ব একটা গল্প পড়ে যাচ্ছিলাম। গল্পের নায়ক আল্পস-এ বরফে জমে, পরে হিমবাহের মধ্যে পড়ে যাবে এবং হারিয়ে যাবে আর তার কণে তার দেহটা উপলাকীর্ণ সৈকতে এসে লাগবে বলে চব্বিশটা বছর ধরে প্রতীক্ষা করে যাচ্ছে—অন্যদিকে তার সত্যিকারের প্রেমিকও প্রতীক্ষায় রয়েছে, এমন সময়

তাদের প্রতীক্ষারত অবস্থায়ই বিল এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলে, "পেলে কিছু ?"

ছিপ, জাল, থলে সবই তার এক হাতে ধরা আর ঘামছেও প্রচুর। বাঁধের প্রবল আওয়াজের জন্য তার আগমন আমি টের পাইনি।

"ছটা। তুমি কি পেলে ?"

বিল বসে পড়লো। থলে খুলে বেশ বড় একটা ট্রাউট ঘাসের উপর রাখলে। আরো তিনটা বের করলে—প্রত্যেকটাই আগেরটার চাইতে খানিকটা করে বড়। গাছের ছায়ায় একটা একটা করে সেগুলো পাশাপাশি শুইয়ে রাখলে ও। ওর মুখটা ঘর্মক্লান্ত দেখালেও ওকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে।

"তোমারগুলো কেমন ?"

"কিছুটা ছোট।"

"দেখি তো।"

"প্যাক করে ফেলেছি যে।"

"কতখানি বড় হবে ?"

"তোমার সবচেয়ে ছোটটার মতোই হবে সবগুলো।"

"আমাকে দোষ দিচ্ছ না তো ?"

"দিতে তো ইচ্ছে হয়ই।"

"সব কেঁচো দিয়েই ধরেছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কুড়ের ঢেঁকি বটে তুমি !"

ট্রাউট কটা থলেতে পুরে নিয়ে, খোলা থলেটা দোলাতে দোলাতে বিল এবার নদীর দিকে চললো। ওর কোমর অবদি ভেজা; বুঝলাম সে পানি ভেঙ্গে মাছ ধরেছে। আমি রাস্তার পারে গিয়ে দুটো মদের বোতল বের করে নিলাম। সেগুলো খুবই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গাছতলার দিকে ফিরে যেতে যেতে বোতলের গায়ে শিকর বিন্দু জমে উঠলো। একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর লাঞ্চ

রেখে, একটা বোতল গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে অন্যটার ছিপি খুলে ফেললাম। হাত মুছতে মুছতে বিল এগিয়ে এলো; ওর থলেটা এবার লতাপাতায় ঠাসা।

বললে, "ওই বোতলটা দাও দেখি।" কর্কটা খুলে বোতলটা উঁচু করে ধরে খানিকটা পান করে বলে উঠলো, "ইস, এ তো আমার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিলে দেখছি।"

"দেখি তো কেমন।"

মদটা বরফের মতো ঠাণ্ডা, স্বাদটা যেন কিছুটা মরচে ধরা।

বিল বললে, "খুব একটা বাজে তো নয় মদটা।"

আমি বললাম, "ঠাণ্ডায় কিছু ফায়দা হয়েছে ওটার।"

লাঞ্চের ছোটো প্যাকেটগুলো খুলে নিলাম আমরা।

"মুরগি।"

"পুরো সেদ্ধ ডিমও রয়েছে।"

"নুন আছে?"

বিল বললে, "প্রথমে ডিম। পরে মুরগি। এমন কি ব্রায়ানও তাই করতো।"

"সে তো মারা গেছে। খবরটা গত কালকের কাগজে দেখলাম।"

"না। সত্যি সত্যি?"

"হাঁ, ব্রায়ান মারা গেছে।"

বিল খোসা ছাড়ানো বন্ধ করে ডিমটা নামিয়ে রাখলো।

খবরের কাগজে মোড়া একটা মুরগির ঠ্যাং বের করে নিয়ে ও বললে, "ভদ্রমহোদয়গণ! ব্রায়ানের খাতিরে রেওয়াজটা আমি উল্টে দিচ্ছি। মহান এক সাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে আমরা আজ প্রথমে মুরগি পরে ডিম দিয়ে লাঞ্চ খাবো।"

"ভাবছি ঈশ্বর মুরগি সৃষ্টি করেছিলেন কোন্ দিনে?"

মুরগির ঠ্যাং চুষতে চুষতে বিল বললে, "তা আমরা কি করে জানবো? কোন প্রশ্ন করা উচিত নয় আমাদের। দুনিয়ায় আমাদের

বাস বেশী দিনের জন্য নয়। আসুন, আমরা আনন্দ করি, বিশ্বাস আনি আর শুকরিয়া জানাই।"

"একটা ডিম খাও।"

এক হাতে মদের বোতল, অন্য হাতে মুরগির ঠ্যাং নিয়ে বিল আমার দিকে অদ্ভুত ভঙ্গি করলে একটা।

"ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা ভেবে, আসুন, আমরা আনন্দ করি। আসুন, খেচর মুরগির সদ্ব্যবহার করি। আসুন, দ্রাক্ষাজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করি। একটুখানি সদ্ব্যবহার করবে নাকি ব্রাদার ?"

"তোমার পরে, ব্রাদার।"

বিল সুদীর্ঘ এক চুমুক লাগালো বোতলের মুখে।

বোতলটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "একটুখানি সদ্ব্যবহার করে নাও, ব্রাদার। আমাদের মনে যেন কোন সংশয় না আসে, ব্রাদার। আমাদের মর্কট অঙ্গুলি দিয়ে মুরগির খাঁচার পবিত্র রহস্যের মধ্যে যেন আমরা অনুসন্ধান কার্য না চালাই। আসুন, আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিই আর শুধু বলি—আমি চাই যে তুমিও আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে বলো—কি বলবো হে ব্রাদার ?" ঠ্যাংটা আমার দিকে নির্দেশ করে ও বলে চললো, "শোনো, তোমাকে বলি। আমরা বলবো, বিশেষ করে আমার নিজের দিক থেকে বলতে আমি গর্ববোধ করছি—ব্রাদার, আমি চাই তুমিও জানু পেতে আমার সঙ্গে বলো। এ উদার খোলা জায়গায় নতজানু হতে কেউ-ই যেন লজ্জাবোধ না করে। মনে রেখো, বন হচ্ছে ঈশ্বরের প্রথম মন্দির। এসো নতজানু হয়ে আমরা বলি : ওটা খাবেন না ভদ্রে, ওটা হলো গিয়ে মেনকেন-এর।"

বললাম, "এই যে নাও, এটার একটু সদ্ব্যবহার করে নাও।"

অন্য বোতলটার ছিপি খুলে ফেললাম আমরা।

"কি ব্যাপার ?" আমি বললাম, "ব্রায়ানকে কি তুমি পছন্দ করতে না ?"

"ব্রায়ানকে ভালোবাসতাম আমি।" বিল বললে, "আমরা ছিলাম ভাইয়ের মতো।"

"তার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল কোথায়?"

"সে, মেনকেন আর আমি একসঙ্গে হলিক্রসে পড়েছি।"

"আর ফ্র্যাঙ্কি ফ্রিত্‌স।"

"বাজে কথা! ফ্র্যাঙ্কি ফ্রিত্‌স ছিলো ফোর্ডহ্যামে।"

"বিশপ ম্যানিং-এর সাথে আমি পড়েছি লয়োলায়।" আমি বললাম।

"বাজে কথা!" বিল বললে, "বিশপ ম্যানিং-এর সাথে লয়োলায় পড়েছি তো আমি।"

বললাম, "তুমি বড় একচোখো।"

"মদের ব্যাপারে?"

"তাই বা নয় কেন?"

"এ হচ্ছে আর্দ্রতার কারণে।" বিল বললে, "এ বিশ্রী আর্দ্রতা দূর করা উচিত ওদের।"

"আর এক ঢোক খেয়ে নাও।"

"শুধু কি এ-ই আছে?"

"মাত্র দুবোতলই তো।"

সস্নেহে বোতলের দিকে চেয়ে বিল বলে উঠলো, "জানো, তুমি আসলে কি?"

বললাম, "না।"

"তুমি এ্যান্টি-সেলুন লীগ-এর বেতনভোগী।"

"ওয়েন বি. হুইলারের সাথে আমি নটরড্যাম-এ পড়েছি।"

"মিথ্যে কথা।" বিল বললে, "ওয়েন বি. হুইলারের সাথে অস্টিন বিজনেস কলেজে গিয়েছি আমি। ক্লাসের সভাপতি ছিল সে।"

বললাম, "তা সেলুন জিনিসটা তুলেই দিতে হবে।"

"কথাটা ঠিকই বলেছো দোস্ত," বিল বললে, "সেলুন তুলেই দিতে হবে, আর আমি সেটা তুলে সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

"তুমি বড় একচোখো।"

"মদের ব্যাপারে?"

"মদের ব্যাপারে।"

"বেশ, আমি হয়তো তাই।"

"একটু ঘুম দিয়ে নেবে নাকি?"

"বেশ, তাই হোক।"

ছায়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে ওপরে গাছের দিকে চেয়ে রইলাম আমরা।

"ঘুমিয়ে পড়েছ?"

"না।" বিল বললে, "আমি ভাবছিলাম।"

আমি চোখ বুঁজলাম। মাটিতে শুয়ে বেশ লাগছিল।

বিল বলে উঠলো, "বলি, ব্রেটের ব্যাপারটার কি হলো?"

"কি ব্যাপারে?"

"তুমি কি কখনো ওর প্রেমে পড়েছিলে?"

"নিশ্চয়ই।"

"কদ্দিন ধরে?"

"কখনো ছিলাম, কখনো ছিলাম না, এমনি করে সে অনেকদিন ধরে।"

"দূর ছাই, কি যে জিজ্ঞেস করে বসলাম!" বিল বললে, "আমি দুঃখিত।"

বললাম, "ঠিকই আছে। ও নিয়ে আমার এখন আর কোনো মাথাব্যথা নেই।"

"সত্যি?"

"সত্যি। ও সম্বন্ধে আমি আর কিছুই আলাপ করেত চাই না।"

"আমার জিজ্ঞেস করাতে বিরক্ত হওনি তো?"

"সে আমি হতে যাবো কোন দুঃখে ?"

"আমি ঘুমুবো।" বললে বিল। একটা খবরের কাগজ সে টেনে দিল তার মুখের উপর।

"এই জ্যেক্," ও বলে উঠলো, "তুমি কি সত্যিই ক্যাথলিক ?"

"আইনত।"

"তার মানে ?"

"জানি না।"

"বেশ, এখন আমি ঘুমুতে যাচ্ছি।" সে বললে, "বেশী কথা বলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত করো না।"

আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জাগলাম তখন দেখি বিল থলেটা প্যাক করে নিচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে, গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে বাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। মাটিতে শোয়ার জন্য আমার গাটা টন টন করছিল।

"কি করলে ? উঠে পড়লে ?" বিল জিজ্ঞেস করলে, 'রাতটা না হয় কাটিয়েই দিতে ?"

আমি শরীরটা টান করে, চোখ দুটো রগড়ালাম।

"চমৎকার এক স্বপ্ন দেখলাম।" বিল বললে, "কি নিয়ে সেটা মনে নেই ; তবে স্বপ্নটা ছিল বড় চমৎকার।"

"আমার মনে হয় না কোন স্বপ্ন দেখেছি বলে।"

"স্বপ্ন দেখাটা উচিত।" বিল বললে, "আমাদের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সবাই স্বাপ্নিক ছিলেন। ফোর্ডের দিকে চেয়ে দেখো। প্রেসিডেন্ট কুলিজকে দেখো, দেখো রকফেলারকে, দেখো জো ডেভিডসনকে।"

আমি বিল আর আমার ছিপগুলোর জোড়া খুলে নিয়ে ছিপের বাক্সে ভরে রাখলাম। রীলগুলো নিলাম যন্ত্রপাতির থলেতে। বিল বস্তাটা প্যাক করে ফেললে। ট্রাউটের একটা থলেও ওখানে দেওয়া হলো, অন্যটা আমি হাতে নিলাম।

বিল বললে, "দেখে নাও, আমরা সব নিয়েছি তো ?"

"কেঁচোগুলো ?"

"তোমার কেঁচো। ওখানেই দিয়ে দাও।"

গাঁটটা সে পিঠে তুলে নিলে। বাইরের দিকের একটা পকেটে আমি কেঁচোর টিনটা ঢুকিয়ে দিলাম।

"এখন সব নেওয়া হয়েছে তো ?"

আমি বাদাম গাছগুলোর গোড়ায় ঘাসের সবখানে চোখ বুলিয়ে নিলাম।

"হ্যাঁ।"

রাস্তা ধরে আমরা এবার বনের দিকে এগুলাম। বারগুয়েটে পর্যন্ত সে এক দীর্ঘ পথ এবং মাঠ পেরিয়ে যখন রাস্তায় এসে পড়লাম, তখন রীতিমতো অন্ধকার হয়ে গেছে। শহরের বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে সরাইখানা পর্যন্ত রাস্তার দুধারের জানালায় জানালায় বাতি জ্বলে উঠেছে।

বারগুয়েটে আমরা পাঁচদিন ছিলাম। বেশ করে মাছ শিকার করা গিয়েছিল। দিনের বেলাগুলো ছিলো গরম আর রাত্রিবেলাগুলো বেশ ঠাণ্ডা। এমন কি দিনের গরমের মধ্যেও সবসময়ই ঠাণ্ডা হাওয়া বইতো। খুব গরম ছিল বলে ঠাণ্ডা জলস্রোত ভেঙে পার হতে বেশ ভাল লাগতো আর উঠে এসে তীরে বসতে-না-বসতেই রৌদ্রে সব শুকিয়ে যেতো। সাঁতার কাটার মতো গভীর একটা নালা খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা। সন্ধেবেলা হ্যারিস নামে এক ইংরেজকে নিয়ে আমরা বসে বসে তিন হাতের ব্রিজ খেলতাম। হ্যারিস সেণ্ট জাঁ পাইড দ্য পোর্ট থেকে সবটা পথ হেঁটে এসে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে এ সরাইখানায় থেমেছে। লোকটা ছিল বেশ আমুদে এবং আমাদের সঙ্গে দুবার সে ইরাতি নদীতে গিয়েছিল।

রবার্ট কোনের কাছ থেকে যেমন কোন খবর নেই তেমনি কোন খবর নেই ব্রেট আর মাইকের কাছ থেকেও।

অধ্যায় ঃ তেরো

ভোরে প্রতরাশ খেতে আমি নীচে নামলাম ; ইংরেজ হ্যারিস ইতিমধ্যেই টেবিলে এসে গেছে। চশমা চোখে দিয়ে সে কাগজ পড়ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

সে বললে, "সু প্রভাত! একটা চিঠি আছে তোমার। আমি ডাকঘরে গিয়েছিলাম, আমার চিঠির সঙ্গে তোমারটাও ওরা দিয়ে দিলে আমাকে।"

চিঠিটা টেবিলে আমার জায়গায় একটা কফির পেয়ালায় ঠেস দিয়ে রাখা। হ্যারিস আবার কাগজ পড়তে শুরু করলো। চিঠিটা আমি খুললাম। প্যাম্পিলোনা থেকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চিঠিটা। স্যান সেবাসটিয়ানের তারিখ দিয়ে ওটা লেখা হয়েছে রবিবারে।

প্রিয় জ্যেক্,

আমরা শুক্রবারে এসে পৌঁচেছি, ট্রেনে ব্রেট হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়, তাই ওকে এখানে আমাদের পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দিনতিনেক বিশ্রামের জন্য নিয়ে এসেছি। আমরা মঙ্গলবারে প্যাম্পলোনার মন্তোয়া হোটেলে আসবো। কটায় পৌঁছবো সেটা সঠিক বলতে পারছি না। বুধবার তোমাদের সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে, বাসের কাউকে দিয়ে সে খবরটা পাঠিয়ে দিয়ো। প্রীতি রইলো। বিলম্বের জন্য দুঃখিত। ব্রেট সত্যিই বেশ কাহিল

হয়ে পড়েছিল, মঙ্গলবারের মধ্যেই পুরোপুরি সেরে উঠবে, বলতে গেলে এখনই সেরে উঠেছে। ওকে আমি খুব ভালো করেই জানি। ওর দেখাশোনা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি; কিন্তু কাজটা তেমন সোজা নয়। সব ছোকরাদের প্রতি ভালবাসা।

—মাইকেল

হ্যারিসকে জিজ্ঞেস করলাম, "আজ কি বার ?"

"বোধহয় বুধবার।" হ্যাঁ, বুধবারই। আশ্চর্য, পাহাড়ী এই এলাকায় কিভাবে মানুষ দিনের হিসেব পর্যন্ত ভুলে যায়।

"হ্যাঁ, এখানে আমাদের প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেলো।"

"আশা করি চলে যাওয়ার কথা ভাবছো না।"

"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, বিকেলের বাসেই আমাদের চলে যেতে হবে।"

"কি দুঃখের কথা! আমি তো আশা করে বসেছিলাম আর একবার সবাই মিলে আমরা ইরাতিতে যাবো।"

"আমাদের প্যাম্পলোনা যেতেই হবে, ওখানে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"আমার কপালটাই মন্দ। এখানে বারগুয়েটে বেশ জমিয়ে ছিলাম আমরা।"

"প্যাম্পলোনায় চলে এসো। মনের আনন্দে ব্রিজ খেলা যাবে আর ওখানে ভারি মজার এক মেলা হতে চলেছে!"

"যাওয়ার ইচ্ছা তো হয় আমারও। যেতে বলার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে। তবুও, আমার এখানে বরং থাকাই ভালো হবে। মাছ ধরার সময় তো আর তেমন পাবো না।"

"ইরাতিতে ওই সব বড় বড়গুলো ধরতে চাও বুঝি।"

"বলি, ঠিকই ধরেছো। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ট্রাউট রয়েছে ওখানে।"

"আমারও ইচ্ছা ছিল আর একবার চেষ্টা করে দেখা।"

"তাই করো। একটা দিন থেকে যাও ভালো মানুষের মতো।"

বললাম, "সত্যিই শহরে আমাদের যেতেই হবে।"

"কি আফসোসের কথা।"

প্রাতরাশের পর সরাইখানার সামনে বাইরে একটা বেঞ্চের উপর বসে বসে আমি আর বিল রোদ পোহাচ্ছিলাম আর ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করছিলাম। দেখলাম শহরের দিক থেকে রাস্তা বেয়ে একটা মেয়ে আসছে। আমাদের সামনে এসে সে থামলো এবং ওর স্কার্টের সঙ্গে ঝুলন্ত চামড়ার থলেটা থেকে একটা টেলিগ্রাম বের করে নিয়ে বললে, "টেলিগ্রামটা কি আপনাদের?"

আমি হাতে নিয়ে দেখলাম। ঠিকানা লেখা হয়েছে: "বার্নস, বারগুয়েটে।"

"হ্যাঁ। এটা আমাদেরই।"

সই করার জন্য সে একটা বই এগিয়ে দিলে। আমি ওকে দুটো তাম্র মুদ্রা বখশিস্ দিলাম।

টেলিগ্রামটা স্প্যানিশে লেখা: 'ভেনগো জুয়েভেস কোন।'

আমি ওটা বিলের হাতে দিলাম।

"কোন শব্দে কি বোঝায়?" সে জিজ্ঞেস করলে।

"কি খটমটে টেলিগ্রাম।" আমি বললাম, "কেন, এ পয়সায় সে তো দশটা শব্দ পাঠাতে পারতো। লিখেছে: 'আমি বৃহস্পতিবারে আসছি।' তোমায় বেশ গুলিয়ে দিল, তাই না?"

"কোনের যেমনটি স্বভাব তেমনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছে সে।"

"আমরা তো যাচ্ছি এমনিতেই। ব্রেট আর মাইককে এখানে এখন আনার চেষ্টা করার কোন মানে হয় না, যখন মেলার আগে তাদের ফিরেই যেতে হবে। উত্তরটা দিয়ে দেবো কি?"

বিল বললে, "দিয়েই দেয়া যাক। আমাদের অত খুঁতখুতে হওয়ার দরকার নেই।"

আমরা এবার হেঁটে পোস্ট আফিসে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম ফরম চেয়ে নিলাম।

বিল বললে, ‘ কি লিখবো আমরা ?”

“ ‘আজ রাতেই পৌছচ্ছি’। এই যথেষ্ট।”

টেলিগ্রামের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা ফিরে এলাম সরাইখানায়। হ্যারিস ওখানেই ছিল। তিনজনে হেঁটে ‘রনসেসঁভেল’-এ এলাম। গির্জাশ্রমের ভিতরটা ঘুরে বেড়ালাম।

বেরিয়ে আসার পর হ্যারিস বললে, “চমৎকার জায়গা! অবশ্য জানোই তো, এ ধরণের জায়গার প্রতি আমার কোন ঝোঁক নেই।”

বিল বললে, “আমারও তাই।”

হ্যারিস বললে, “জায়গাটা তবু ভারী চমৎকার। আমার হয়তো দেখাই হতো না। প্রতি দিনই আসব আসব করছিলাম।”

“তবুও মাছ ধরার মত নয়, কি বলো ?” বললে বিল। হ্যারিসকে ওর-ভালো লাগতো।

“হ্যাঁ, আমিও তাই বলি।”

আশ্রমের পুরোনো গির্জার সামনেই আমরা দাঁড়িয়েছিলাম।

হ্যারিস বললে, “রাস্তার ও-পারে পানশালা না ওটা ? নাকি আমার চোখ আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে।”

“পানশালার মতোই তো দেখতে মনে হচ্ছে।” বিল বললে।

“আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।” বললাম আমি।

‘চলো ওটার সদ্ব্যবহার করা যাক্, কি বলো।” হ্যারিস বললে। ‘সদ্ব্যবহার’ কথাটা ও বিলের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছে।

আমরা প্রত্যেকে এক এক বোতল করে সাবাড় করলাম। হ্যারিস আমাদের দাম দিতেই দিলে না। ও বেশ ভালো স্প্যানিশ বলতে পারে। আর পানশালার মালিকও আমাদের কাছ থেকে কিছুতেই পয়সা নিলে না।

“বলি, এখানে তোমাদের মতো ছোকরাদের পাওয়া আমার জন্য

যে কতখানি, তা তোমরা জান না।"

"হ্যারিস, সময়টা চমৎকার কাটলো।"

হ্যারিসকে বেশ কিছুটা নেশায় ধরেছে।

"বলি কি, আমার জন্যে যে এ কতখানি সেটা সত্যই তোমরা জানো না। যুদ্ধের পর থেকে আমোদ-ফূর্তির তেমন কোনো সুযোগই পাইনি।"

"আবার কোনদিন একসঙ্গে মিলে আমরা মাছ ধরবো। ও কথা ভুলে যেয়ো না, বুঝলে হে হ্যারিস!"

"নিশ্চয়ই ধরবো! এমন সুন্দর কেটেছে আমাদের সময়টা।"

"সবার জন্য আর একটা বোতল হলে কেমন হয়?"

হ্যারিস বললে, "তোফা প্রস্তাব!"

বিল বললে, "এবার আমার পালা। তা না হয় তো পানই করা চলবে না।"

"দামটা এবারে আমাকেই দিতে দাও। আমার ভারী আনন্দ হবে তাতে, বুঝলে!"

বিল বললে, "এ আনন্দটা আমারই হতে যাচ্ছে।"

পানশালার মালিক নিয়ে এলো চতুর্থ বোতল। গ্লাসগুলো আমরা রেখে দিয়েছিলাম। হ্যারিস তুলে ধরলো তার গ্লাস।

"বলি, জানো, বেশ সদ্ব্যবহার চালায় এ জিনিসটা।"

বিল ওর পিঠ চাপড়িয়ে বললে, "রসিক বটে হ্যারিস।"

"বলি, আমার নাম ঠিক হ্যারিস নয়। আমার নাম উইলসন-হ্যারিস। সবটাই এক নাম। মাঝখানে একটা হাইফেন আছে, বুঝলে।"

"রসিক প্রবর উইলসন-হ্যারিস'!" বিল বললে, "তুমি আমাদের খুব প্রিয় বলেই তোমাকে আমরা হ্যারিস বলে ডাকি।"

"বলি, বার্নস, এসব আমার জন্য যে কতখানি তা তুমি বুঝবে না।"

বললাম, "নাও আর এক গ্লাস সদ্ব্যবহার করো।"

"বার্নস্, সত্যিই তোমার পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। ব্যস্ ওই টুকুই যথেষ্ট।"

"হ্যারিস শেষ করে ফেলো।"

হ্যারিসকে মাঝখানে রেখে রাস্তা ধরে হেঁটে 'রন্‌সেসঁভেল' থেকে এবার আমরা ফিরে এলাম। সরাইখানায় লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। হ্যারিস বাস পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিলো। ওর লণ্ডনের ক্লাবের আর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা-লেখা কার্ড ও আমাদের সবাইকে দিলে। যখন আমরা বাসে উঠতে যাচ্ছি তখন সে আমাদের দুজনকেই দিলে একটা করে খাম। আমারটা আমি খুলে ফেললাম, দেখলাম ওতে প্রায় ডজনখানেক পালক রয়েছে। হ্যারিস নিজেই ও-গুলোকে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। তার পালকগুলো সে নিজেই বেঁধে নিত।

"হ্যারিস, বলি এ সব···" আমি বলতে গেলাম।

"না, না!" সে বলে উঠলো।

বাস থেকে নেমে যাচ্ছিল সে। "তেমন উঁচুদরের পালক নয় ওগুলো। ভাবলাম, যদি কখনো তোমরা ওগুলো দিয়ে মাছ ধরো তাহলে যে সুন্দর সময়টা আমরা কাটিয়েছিলাম, সেটার কথা তোমাদের মনে পড়বে।" কথা শেষ করলো হ্যারিস।

বাস চলতে শুরু করলো। হ্যারিস দাঁড়িয়ে রইল ডাকঘরের সামনে। হাত দোলালো। বাস যখন রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো তখন সে ফিরলো এবং হেঁটে চললো সরাইখানার দিকে।

বিল বললে, "বলি, খাসা লোক বটে হ্যারিস, তাই না?"

"মনে হয়, সত্যি ওর সময়টা এখানে বেশ ভালোই কাটছে।"

"হ্যারিসের? সময়টা যে ওর ভালোই কেটেছে সে তো জোর দিয়েই বলা যায়।"

"ও প্যাম্পলোনায় এলে মন্দ হতো না।"

"ওর মাছ ধরার শখ।"

"হ্যাঁ। যাই হোক, ইংরেজরা নিজেদের মধ্যে যে কি-ভাবে মেলামেশা করবে সেটা ঠিক করে বলা যায় না।"

"তা বোধহয় যায় না।"

শেষ বিকেলে আমরা প্যাম্পলোনায় পৌঁছলাম। বাস হোটেল মন্তোয়ার সামনে গিয়ে থামলো। মেলা উপলক্ষে আলোকিত করার জন্য উদ্যোক্তারা নগর-চত্বরে বৈদ্যুতিক তার বসাচ্ছিল। বাস থামার পর কিছু বাচ্চা ছেলে এসে জুটলো আর শহরের একজন কাস্টমস অফিসার বাস থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে রাস্তার একপাশে তাদের বাণ্ডিলগুলো খোলালো। আমরা হোটেলে ঢুকলাম, সিঁড়িতেই মন্তোয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তার অভ্যাসমত অপ্রস্তুত হাসি হেসে আমাদের সঙ্গে সে হাত মেলালো।

ও বললে, "আপনার বন্ধুরা এসে গেছে।"

"মিঃ ক্যাম্পবেল?"

"হ্যাঁ। মিঃ কোন, মিঃ ক্যাম্পবেল, আর লেডি এ্যাশলে।"

সে এমনভাবে হাসলো যেন শোনার মতো একটা কিছু রয়েছে।

"ওরা কখন এলো?"

"গতকাল। আপনাদের আগের কামরাগুলো আমি আপনাদের জন্যে রেখে দিয়েছি।"

"ভালো। মিঃ ক্যাম্পবেলকে কি নগর-চত্বরের দিকের কামরাটা দিয়েছ"

"হ্যাঁ। যে যে কামরাগুলো আমরা দেখেছিলাম তার সবই।"

"আমাদের বন্ধুরা এখন কোথায়?"

"বোধহয় পেলোটা বল খেলায় গেছে।"

"ষাঁড়ের কি খবর?"

মন্তোয়া হাসলো। "আজ রাতে—" সে বললে, "আজ রাতেই সাতটার সময় ওরা ভিলার ষাঁড়গুলো নিয়ে আসবে, আগামীকাল আসবে মিউরাসগুলো। আপনারা সবাই যাবেন নাকি?"

"হ্যাঁ। ওরা ওসব কখনো দেখেনি কিনা।"

মন্তোয়া আমার কাঁধের উপর হাত রাখলো।

"সেখানেই সবার সঙ্গে দেখা হবে।"

সে আবার হাসলো। ও সব-সময় এমনভাবে হাসে, যেন বৃষ-যুদ্ধটা ওর আর আমার মধ্যে বিশেষ এক গোপন ব্যাপার—কিছুটা অপ্রীতিকর যদিও তবু সত্যিকার এক গভীর রহস্য—যা শুধু আমরাই জানি। সব সময় এমনভাবে হাসে যেন এ গোপন রহস্যটার মর্ম কেবল আমরাই বুঝি, অথচ যা বাইরের লোকের কাছে জঘন্য একটা কিছু বলে মনে হতে পারে। যারা বুঝবে না তাদের কাছে এটা জাহির করা চলে না। বিলের দিকে চেয়ে মন্তোয়া হাসলে, "আপনার বন্ধুও আপনার মতোই ক্রীড়ামোদী নাকি?"

"হ্যাঁ। নিউইয়র্ক থেকে এতটা পথ পেরিয়ে সে এসেছে শুধু সান ফারমিনেজ দেখার জন্যে।"

"সত্যি?" মন্তোয়া অমায়িকভাবেই কথাটা অবিশ্বাস করলো। "তবে আপনার মতো অতোটা নেশাগ্রস্ত তিনি নন।"

আবারও কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে ওর হাতটা সে আমার কাঁধের উপর রাখলে।

বললাম, "হ্যাঁ। সে-ও সত্যিকারের খেলা-পাগল।"

"তবে আপনার মতো এতোটা বাতিকগ্রস্ত তিনি হতেই পারেন না।"

এ এক অদম্য আবেগ! ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রতি যার প্রবল আবেগ রয়েছে তাকেই এই বিশেষণে ভূষিত করা যায়। সব ভালো ষাঁড় লড়ুয়েরাই মন্তোয়ার হোটেলেই অবস্থান করে; অর্থাৎ যাদের এই নেশা আছে তারাই। পেষাদার ষাঁড়-লড়ুয়েরা হয়তো কোনো দিন ছিলো তবে তারা আর ফিরে আসেনি। ভালো যারা তারা প্রতি-বছরই আসে, মন্তোয়ার কামরায় ফটো রয়েছে ওদের। ফটোগুলো জুয়ানিটা মন্তোয়া কিংবা তার বোনকে উৎসর্গ করা। যে সব ষাঁড়-যোদ্ধার প্রতি মন্তোয়ার সত্যিকার আস্থা আছে তাদের ফটোগুলো রাখা হয়েছে বাঁধাই করে। আর যাদের কোন সেই প্রবল ঝোঁক নেই বলে মন্তোয়ার বিশ্বাস তাদের ফটোগুলো সে রেখে

দিতো ডেস্কের এক দেরাজে। সেগুলোর উৎসর্গ-লিপি প্রায়ই অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত রকমের হতো। কোনো একদিন মন্তোয়া ওই সব বের করে নিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিত। ও সব সে নিজের ধারে-কাছেও রাখতে চায় না।

ষাঁড় আর ষাঁড়-লড়ুয়েদের সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই আলাপ করতাম। বহু বছর ধরে আমি মন্তোয়ার ওখানে এসেই উঠেছি। একনাগাড়ে দীর্ঘ আলাপ আমরা কখনোই করতাম না। আমরা কে কি অনুভব করছি শুধু সেটা জানার আনন্দই ছিল আমাদের লক্ষ্য। দূর দূর শহর থেকে লোক আসে আর প্যাম্পলোনা ছেড়ে যাওয়ার আগে তারা মন্তোয়ার সাথে ষাঁড় সম্বন্ধে কয়েক মিনিট হলেও আলাপ করে যায়। এরা সবাই বাতিকগ্রস্ত। হোটেল ভর্তি থাকলেও এদের জন্যে কামরার অভাব হতো না। এদের কয়েকজনের সঙ্গে মন্তোয়া আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথমে তারা খুবই ভদ্র ব্যবহার করে আর আমি যে আমেরিকান হতে পারি এ-ভেবে খুবই আমোদ বোধ করে। যে ভাবেই হোক, ওরা ধরে নিয়েছিল ষাঁড়ের লড়াই সম্বন্ধে কোন আমেরিকানেরই বাতিক থাকতে পারে না। হয় সে ওটার ভাণ করে, না হয় উত্তেজনার সঙ্গে ওটাকে গুলিয়ে ফেলে—আসল জিনিসটা—মানে নেশাটা তার থাকতেই পারে না। যখন তারা বুঝতে পারলো যে আমার নেশা রয়েছে, যা বের করে আনার জন্যে কোনো গুপ্ত সংকেত বা বাঁধা-ধরা প্রশ্ন নেই বরং রয়েছে এক ধরনের মৌখিক আত্মিক পরীক্ষা—তাও আবার সব সময়ে কিছুটা আত্মরক্ষামূলক অথচ কখনো তেমন স্পষ্ট নয়—এমন সব প্রশ্নের মাধ্যমে; আর সেই সঙ্গে রয়েছে তেমনি অপ্রস্তুতভাবে কাঁধের উপর হাত রাখা অথবা গায়ে গায়ে মাখামাখি। তবে প্রায় সব সময়ই একটা ছোঁয়াছুঁয়ি তো থাকবেই। মনে হয় সুনিশ্চিত হওয়ার জন্যেই তারা যেন স্পর্শ করতে চায়। যে ষাঁড়-লড়ুয়ের নেশা আছে তার সবকিছুই মন্তোয়া ক্ষমা করে দিতে পারে। স্নায়বিক বিকার,

আকস্মিক ভীতি, যে সব মন্দ কর্মের কোনো সাফাই দেওয়া যায় না আর যত রকমের স্খলনত্রুটি সবই সে মাফ করে দিতে পারে। এই নেশা যার আছে এমন মানুষের জন্য সবকিছুই ও মাফ করে দিতে পারে। আমার সব বন্ধুদের জন্য আমাকে সে সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা করে দিয়েছে। মুখফুটে ও কিছু না বললেও বিষয়টা ছিল আমাদের দুজনের মধ্যে কিছুটা লজ্জাকর, অনেকটা ষাঁড়ের লড়ায়ের সময় ঘোড়ার আহত হওয়ার মতো।

আমরা আসতে আসতে বিল উপরের তলায় চলে গেছে। আমি গিয়ে দেখলাম ও হাতমুখ ধুচ্ছে আর কাপড় ছাড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ওর কামরায়।

বললে, "বেশ, স্পেন ভাষার খুব শ্রাদ্ধ করলে বুঝি?"

"আজ রাতে যে ষাঁড়গুলো এসে পৌঁছবে সে সবের কথাই ও বলছিল আমাকে।"

"চলো, আমাদের দলটাকে খুঁজে নিয়ে সেখানেই যাওয়া যাক।"

"বেশ। ওরা সম্ভবত ক্যাফেই আছে।"

"টিকেট যোগাড় করেছ তো।"

"হ্যাঁ। ষাঁড়দের নামানোটাসুদ্ধ দেখার টিকেটই নিয়েছি।"

"সেটা কি রকম দেখতে?"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালটাকে টেনে ও দেখে নিচ্ছিল চোয়ালের কোথাও অ-কামানো স্থান রয়ে গেছে কিনা।

বললাম, "দেখতে বেশ ভালোই। এক একটা করে ষাঁড় ওরা খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়, ষাঁড়দের অভ্যর্থনার জন্য ঘরের ভেতরে থাকে এঁড়ে বাছুর। এগুলো রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে ষাঁড়েরা যাতে পরস্পরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে আর ষাঁড়গুলো ঢুকেই ধাওয়া করে বলদগুলোর দিকে আর বলদগুলো বয়স্কা পরিচারিকার মতো ওদেরকে শান্ত করার জন্যে চারদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে।

"ওরা কি বলদগুলোকে গুঁতোয় কখনো?"

"নিশ্চয়। কোনো কোনো সময় সোজা ছুটে গিয়ে ওদের মেরে ফেলে পর্যন্ত।"

"বলদগুলো কি কিছুই করতে পারে না!"

"না। তারা চায় খাতির জমাতে।"

"ওদের ওখানে নিয়ে আসা হয় কেন?"

"ষাঁড়গুলোকে শান্ত রাখার জন্যে। পাথুরে পাঁচিলে গুঁতিয়ে যাতে ওরা নিজেদের শিঙ নিজেরা ভেঙে না ফেলে তার জন্যে। একটা আর একটাকে যাতে গুঁতিয়ে না মারে তার জন্যেও।"

"বলদ-হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয় তাহলে!"

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দরজা পেরিয়ে আমরা হেঁটে স্কয়ারটা পার হয়ে ক্যাফে ইরুনার দিকে চললাম। স্কয়ারে রয়েছে জনমানবহীন দুটো টিকেট-ঘর। জানালাগুলো বন্ধ, তাতে লেখা: খুলবে ঠিক মেলার আগের দিন।

স্কয়ারের ওধারে ইরুনার সাদা সাদা বেতের চেয়ারে টেবিলগুলো বাইরে ছাউনি দেয়া ফুটপাথ ছাড়িয়ে রাস্তার কিনার পর্যন্ত ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলে কোথাও ব্রেট আর মাইককে পাই কিনা দেখতে লাগলাম। ওখানেই পাওয়া গেল ওদের। ব্রেট, মাইক আর রবার্ট ক্কোন তিন জনকেই পেয়ে গেলাম। ব্রেট আর মাইক উভয়ের মাথায় বাস্‌ক্‌দের গোলাকার টুপি, রবার্ট ক্কোনের মাথায় কিছু নেই তবে চোখে চশমা পরে আছে। আমাদের আসতে দেখে ব্রেট হাত নাড়লো। আমরা টেবিলের কাছে এসে পৌঁছতেই ওর চোখ দুটি মিটমিটে হয়ে উঠলো।

ও বলে উঠলো, "এই যে, তোমরা এসে গেছো।"

ব্রেট খুব খুশী হয়েছে। হাত মেলানোর মধ্যে অনুভূতির গভীরতা সঞ্চার করতে পারে মাইক। রবার্ট ক্কোন হাত মেলালো স্রেফ আমরা ফিরে এসেছি বলেই।

জিজ্ঞেস করলাম, "কোন্ জাহান্নামে ছিলে তোমরা?"

ক্কোন বললে, "আমিই এখানে নিয়ে এসেছি এদের।"

ব্রেট বললে, "স্রেফ বাজে কথা। তুমি না এলে আমরা তো কবেই এখানে এসে যেতাম।"

"তোমরা কখনোই আসতে না।"

"স্রেফ বাজে কথা। তোমরা দেখছি একেবারে কটা হয়ে গেছো। বিলের দিকে তাকিয়ে দেখো।"

মাইক বললে, "মাছ শিকার কেমন হলো? আমাদেরও ইচ্ছে ছিল গিয়ে তোমাদের সঙ্গে জুটতে।"

"মন্দ হয়নি। তোমাদের অভাব বোধ করেছি।"

কোন বললে, "আমি একাই আসতে চেয়েছিলাম। পরে ভাবলাম এদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

"তুমি এনেছ আমাদের! যত্তো সব বাজে কথা!"

মাইক বললে, "সত্যিই ভালো শিকার পেয়েছো? অনেক ধরেছো বুঝি?"

"কোন কোন দিন এক একজনে ডজনখানেক পর্যন্ত ধরেছি। ওখানে একজন ইংরেজও জুটেছিল আমাদের সঙ্গে।"

বিল বললে, "নাম ওর হ্যারিস। মাইক, ওকে চেন নাকি? সে-ও যুদ্ধে গিয়েছিল!"

মাইক বললে, "খুব ভাগ্যবান লোক। কি মজার সময়ই না গেছে আমাদের। সেই প্রিয় দিনগুলো যদি আবার ফিরে পাওয়া যেতো!"

"আহম্মকের মতো কথা বলো না।"

কোন জিজ্ঞেস করলে, "মাইক, তুমিও কি যুদ্ধে গিয়েছিলে?"

"যাইনি আবার!"

ব্রেট বললে, "ও তো এক নামজাদা সৈনিক ছিলো। পিকাডিলি দিয়ে তোমার ঘোড়াটার ছুট দেওয়ার কথা ওদেরকে শুনিয়ে দাও না একবার।"

"না, ও কথা আমি চার চারবার বলেছি।"

রবার্ট কোন বললে, "আমাকে তো কখনো বলনি।"

"ওই কাহিনী আমি বলব না। ওতে আমারই অক্ষমতার প্রমাণ হয়।"

"ওদের তোমার পদকগুলোর কথা অন্তত বলো।"

"সেটা আমি বলবো না। সে কাহিনীতে আমার আরও বেশী অক্ষমতার প্রমাণ হয়।"

"সেটা আবার কোন্ কাহিনী ?"

"ব্রেট-ই শোনাবে তোমাদের। যে-যে কাহিনীতে আমার অক্ষমতার প্রমাণ হয়, সে তা বলে বেড়ায়।"

"নাও, ব্রেট বলে যাও।"

"বলবো ?"

"আমি নিজেই বলবো।"

"তুমি কি কি পদক পেয়েছ মাইক ?"

"কোন পদকই পাইনি আমি।"

"কিছু নিশ্চয়ই আছে তোমার।"

"সাধারণ কিছু পদক বোধকরি থাকতেও পারে। কিন্তু আমার নাম কখনো পাঠানো হয়নি। একবার বিরাট চমকদার ডিনার ছিল একটা, তাতে প্রিন্স অব ওয়েল্স-এর উপস্থিত থাকার কথা। নিমন্ত্রণ-পত্রে পদকপরার নির্দেশ ছিলো। স্বভাবতই আমার কোন পদক ছিল না। আমি আমার দর্জির দোকানে গেলাম। নিমন্ত্রণটা দেখে সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল! ভাবলাম এ নিয়ে একটু মজাই করা যাক না। তাই ওকে বললাম; ক'টা পদকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমাকে। ও বললে, কি পদক চাই স্যার! আমি বললাম, তা যে কোন পদক, কয়েকটা পদক হলেই হলো। এবার ও বললো, স্যার, কি কি পদক আছে আপনার ? বললাম, সে আমি কি করে জানবো ? ওকি ভাবে আমি ওই সব বাজে গেজেট পড়ে পড়েই সময় কাটাই ? বললাম, বেশ কয়েকটা দিয়ে দিলেই চলবে। তুমি নিজেই পছন্দ করে নিও। সে কয়েকটা পদক আমার জন্য বেছে নিল। বুঝলে কিনা, ছোট

ছোটো কয়েকটি পদক। বাক্সটা সে আমার হাতে দিল আর আমি তা পকেটে পুরে নিলাম। তারপর বেমালুম ভুলে গেলাম ওটার কথা। ডিনারে আমি ঠিকই গিয়েছিলাম। ওটা ছিল হেনরী উইলসনকে গুলি করার রাত। ফলে প্রিন্স এলেন না, সম্রাটও এলেন না আর কেউ পদকও পরলো না, বরং সব বেটাই পদক খুলে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল আর আমারগুলো রয়ে গেল আমার পকেটেই।"

আমাদের হাসার সুযোগ দেওয়ার জন্য সে থামলো।

"ব্যস, এই!"

"হ্যাঁ, এই। হয়তো আমি ঠিকভাবে বলতে পারিনি।"

ব্রেট বললে, "পারোনি তো বটেই। যাক গে, যেতে দাও।"

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

মাইক বললো, "ওঃ হ্যাঁ! এখন মনে পড়ছে। বেজায় রকম নিষ্প্রাণ ডিনার ছিল সেটা। তাই আমি শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে চলে এলাম। পরে রাতের দিকে বাক্সটা আমার পকেটে খুঁজে পেলাম। মনে মনে বললাম, এ আবার কি? পদক? ঘৃণ্য সামরিক পদক? যে ফালিটুকুতে সেগুলো লাগানো থাকে, আমি, বুঝলে কিনা, সেগুলো সেখান থেকে কেটে কেটে বের করে ফেললাম এবং সবাইকে বিলিয়ে দিলাম। প্রত্যেকটি মেয়েকে একটা করে দিয়ে দিলাম—স্মারক হিসেবে। ওরা ভেবে নিয়েছে আমি নিশ্চয়ই নরক-কাঁপানো সৈনিকই হবো। নাইট ক্লাবে এ ভাবে সব পদক বিলিয়ে দেওয়া! জব্বর লোক বটে!"

ব্রেট বললে, "শেষটুকুও বলে দাও।"

মাইক বললো, "কথাটা হাসির বলে কি মনে হলো না।" আমরা সবাই হাসছিলাম।

ও বলে বসলে, "হাসির কথাই। রীতিমত হাসির ব্যাপার। যাইহোক, আমার দর্জি আমাকে লিখে পাঠালে পদকগুলো ফেরত চেয়ে। একটা লোকও পাঠিয়েছিল সে। কয়েক মাস ধরেই সে

লিখতে থাকে। কেউ হয়তো ওগুলো ওরকাছে দিয়েছিল সাফ করে দেওয়ার জন্যে। ভয়ঙ্কর রকমের সামরিক কেউ-কেটা হবে। ওইগুলো দিয়েই সে নরক গুলজার করতো।"

মাইক থামলো। পরে বললে, "দর্জিটার পোড়া কপাল!"

বিল বললে, "অমন কথা বলো না। আমি তো মনে করি দর্জিটার জন্য এটা ভালোই হয়েছে।"

মাইক বললে, "সত্যি ও ভালো দর্জি। আমাকে দেখে এখন হয় তো বিশ্বাসই হবে না। কিন্তু ওকে শান্ত রাখার জন্যে বছরে একশ' পাউণ্ড করে আমি দিতাম, যাতে সে আমাকে কোন বিল-টিল না পাঠায়। আমি যখন দেউলিয়া হয়ে গেলাম তখন বেচারার আঘাতটা নিশ্চয়ই নিদারুণ হয়েছিল। পদকের ব্যাপারটার পর পরই এটা ঘটে। পরের চিঠিগুলোর সুরটা কেমন যেন তিক্ত হয়ে আসে।"

বিল জিজ্ঞেস করলে, "তুমি দেউলিয়া হলে কি করে?"

মাইক বললে, "দুইভাবে। ক্রমশ এবং তারপর হঠাৎ করে।"

"কিসে এমন ঘটলো।"

মাইক বললে, "বন্ধুদের জন্যে। আমার অনেক বন্ধু ছিলো। নকল বন্ধু সব। তার উপর পাওনাদারও ছিলো। বোধহয় ইংলণ্ডে আমার সমান পাওনাদার আর কারুর ছিলো না।"

ব্রেট বললে, "কোর্টের ব্যাপারটা বলো ওদের।"

মাইক বললে, "আমার মনে নেই। আমি তখন খানিকটা বেসামাল ছিলাম।"

"বেসামাল!" ব্রেট অবাক কণ্ঠে বলে উঠলো, "তুমি তখন অন্ধ ছিলে।"

"আশ্চর্য ব্যাপার", মাইক বললে, "সেদিন আমার প্রাক্তন অংশীদারের সঙ্গে দেখা। আমাকে পান করাতে চেয়েছিল সে।"

ব্রেট বললে, "তোমার সে বিজ্ঞ উকিলের কথা বলো না ওদের।"

"না, বলব না। আমার বিজ্ঞ উকিলটাও তখন অন্ধ ছিল। বলি, বিষয়টা বড় হতাশ করা হে! যাক, আমরা কি ওখানে গিয়ে ষাঁড়গুলোকে কিভাবে নামায় তা দেখবো না?"

"চল ওখানেই যাই।"

ওয়েটারকে দাম চুকিয়ে দিয়ে এবার আমরা শহরের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি ব্রেটকে নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু রবার্ট কোন এসে জুটে গেল ব্রেটের অন্য পাশে। আমরা তিনজনে হেঁটে চললাম, আইউনটামিয়েনটোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম বারান্দা থেকে ব্যানার ঝুলছে, তারপর বাজার পেরিয়ে আরগা নদীর পুলের দিকে যে খাড়া রাস্তাটা গেছে সেটাও ছাড়িয়ে গেলাম। ষাঁড় দেখার জন্য বহুলোক চলেছে। টিলা বেয়ে নেমে গাড়ীগুলি পুল পার হচ্ছে আর রাস্তায় চলন্ত মানুষের মাথার উপর দিয়ে চালকের, ঘোড়ার এবং চাবুকের ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। পুলের ওধারে যে রাস্তাটা ষাঁড়ের খোঁয়াড়ের দিকে গেছে আমরা সেটার দিকে মোড় নিলাম। একটা মদের দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম জানালায় একটা সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে: উত্তম মদ। লিটার প্রতি ৩০ সেনটাইম্‌স।

ব্রেট বললে, "পয়সা কম থাকলে আমরা এখানেই আসব।"

পাশ দিয়ে যাবার সময় মদের দোকানটার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখল। ভেতরে কাকে যেন ও ডাক দিলে আর তিনটা মেয়ে জানালার কাছে এসে আমাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। তারা তাকাচ্ছিল ব্রেটের দিকেই।

খোঁয়াড়গুলোর ফটকে দাঁড়িয়ে দু'জন লোক—যারা ভেতরে প্রবেশ করছিল তাদের কাছ থেকে টিকেট নিচ্ছিল। ফটক দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে গাছগাছড়া আর একটা নীচু পাথরের ঘর রয়েছে। দূরে শেষ প্রান্তে রয়েছে খোঁয়াড়গুলোর

পাথুরে পাঁচিল—প্রত্যেকটি খোঁয়াড়ের সারা গা জুড়ে পলায়ন পথের মতো পাথরের মধ্যে ফাঁক রয়েছে। পাঁচিলের মাথা অবধি একটা মই উঠে গেছে, তা বেয়ে লোকেরা উপরে উঠে যাচ্ছে। উঠে তারা দুই খোঁয়াড়ের মাঝখানে যে পাঁচিল রয়েছে তার উপর গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। গাছের নীচে ঘাস পেরিয়ে যখন আমরা মইতে উঠতে যাচ্ছি, তখন বড় বড় ধুসর রঙের খাঁচায় রাখা ষাঁড় দেখতে গেলাম। প্রত্যেকটি খাঁচায় একটি করে ষাঁড় ছিল। এগুলি ক্যাষ্টিলের এক ষাঁড় প্রজনন খামার থেকে ট্রেনে করে এসেছে, স্টেশনে খোলা গাড়ী থেকে নামিয়ে এখানে আনা হয়েছে খাঁচা থেকে বের করে খোঁয়াড়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। প্রতিটি খাঁচায় প্রজননকারীর নাম আর তার মার্কা আঁকা।

উপরে উঠে নীচে খোঁয়াড়টা দেখা যায়, এমন একটা জায়গা পাঁচিলের উপর আমরা পেয়ে গেলাম। পাথুরে পাঁচিলগুলি সব চুনকাম করা, নীচে মাটিতে রাখা হয়েছে খড় আর পাঁচিলের গায়ে রাখা হয়েছে কাঠের তৈরী খইল-ভূষির বাক্স আর পানির বড় বড় বারকোশ।

বললাম, "ওই দিকে চেয়ে দেখো।"

নদীর ওপারে শহরের সমতলভূমি উঠে গেছে। পুরনো দেওয়াল আর দুর্গ-প্রাকারের গা বরাবর সর্বত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিন সারি প্রাকার মানুষের তিনটি কালো সার রচনা করেছে। পাঁচিলগুলোর উপরে, বাড়িগুলোর জানালায় দেখা যাচ্ছে মানুষের মাথা। সমতল ভূমির দূরের প্রান্তে ছেলেরা সব উঠেছে গাছের উপরে।

ব্রেট বললে, "ওরা নিশ্চই মনে করেছে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।"

"ওরা ষাঁড়গুলোকে দেখতে চায়।"

মাইক আর বিল খোঁয়াড়ের গর্তের ওদিকটায় অন্য পাঁচিলে ছিল। তারা আমাদের দিকে হাত নাড়লো। যারা পরে এসেছে তারা দাঁড়িয়েছে আমাদের পেছনে। আরো লোকজনের ভিড় যতই বাড়তে লাগলো, ততই তাদের চাপ এসে পড়তে লাগলো আমাদের উপর।

রবার্ট কোন জানতে চাইল, "ওরা শুরু করে না কেন?"

এক-একটা খাঁচার সঙ্গে একটা করে খচ্চর জুড়ে দেওয়া হলো। ওরা খাঁচাটাকে খোঁয়াড়ের দেওয়ালের ফটকের মুখে টেনে নিয়ে এলো। লোকজন শাবল দিয়ে ওটাকে এদিকওদিক নাড়িয়ে ফটকের মুখ বরাবর করে দিল। পাঁচিলের উপর ফটকের দরজা এবং ফটকের খাঁচার দরজা টেনে তোলার জন্যে লোক দাঁড়িয়েছিল তৈরী হয়ে। খোঁয়াড়টার অপর প্রান্তে একটা ফটকের দরজা খুলে গেল আর দুটো বলদ এসে ঢুকল মাথা দোলাতে দোলাতে, ছিমছাম পাছা নাড়তে নাড়তে। অন্য প্রান্তে ওরা একসঙ্গে দাঁড়ালো, যে ফটক দিয়ে ষাঁড় ঢুকবে সেদিকে মাথা দিয়ে।

ব্রেট বললে, "ওদের তেমন খুশী মনে হচ্ছে না।"

পাঁচিলের উপর দাঁড়ানো লোকগুলো এবার ঝুঁকে পড়ে খোঁয়াড়ের দরজা টেনে উপরে তুলে ফেললো। তারপর তুললো খাঁচার দরজা।

আমি পাঁচিলের উপর দিয়ে ঝুঁকে খাঁচার ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করলাম। ভেতর অন্ধকার। কে একজন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে খাঁচায় একটা ঘা মারলো। মনে হলো, ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেলো। খাঁচার এ-ধার থেকে ওধারে ষাঁড়টা কাঠে শিঙ মারছিল। ফলে খুব দুমদাম শব্দ হচ্ছিল ভেতরে। তারপর দেখতে পেলাম একটা কালো মুখ আর শিঙের ছায়া। পরে ফাঁকা বাক্সের কাঠে খটখট শব্দ উঠলো, ষাঁড়টা ধাওয়া করলো এবং রেগে বেরিয়ে এলো খোঁয়াড়ের মধ্য থেকে। থামতে গিয়ে খড়ের উপর সামনের পা দুখানি একটুখানি পিছলে গেল। মাথাটা খাড়া, গলায় পেশীর বিরাট পিণ্ড ফুলে শক্ত হয়ে উঠলো, পাথুরে দেওয়ালের উপর দর্শকদের দেখে ওর দেহের পেশীগুলো কাপতে শুরু করলো। বলদ দুটো পেছন হঠে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালো। মাথা তাদের নোয়ানো কিন্তু চোখ ষাঁড়ের দিকে।

ষাঁড়টা ওদের দেখতে পেয়ে ধাওয়া করলো সেদিকে। একটা বাক্সের পেছন থেকে কে একজন চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং টুপি দিয়ে

তক্তায় জোড়ে আঘাত হানলো। শব্দ শুনে বলদের নাগালে পৌঁছার আগে ষাঁড়টি ফিরে দাঁড়ালো। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে লোকটি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে ধাওয়া করলে, তক্তার আড়ালে লোকটার কাছে পৌঁছার জন্যে ডান শিঙ দিয়ে বারকয়েক গুঁতো মারলে এদিক-ওদিক।

ব্রেট বললে, "কি অদ্ভুত সুন্দরই না দেখতে।"

আমাদের নজরটা ছিল সোজা ওরই দিকে।

আমি বললাম, "দেখেছ, শিঙের ব্যবহার ও কি রকম জানে। ঠিক মুষ্টিযোদ্ধার মতো ডান এবং বামের ব্যবহার কেমনভাবে করে।"

"সত্যি সত্যি?"

"লক্ষ্য করে দেখো!"

"ভীষণ তাড়াতাড়ির মধ্যে হয়ে যাচ্ছে।"

"অপেক্ষা করো। এক মিনিটের মধ্যেই আর একটা এসে পড়বে।"

ওরা আর একটা খাঁচা নিয়ে খাড়া করল প্রবেশ পথে। দূর কোণায়, তক্তার আশ্রয়স্থানের পেছন থেকে একটা লোক ষাঁড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। যখন ষাঁড়টি পেছনে তাকিয়েছে তখনই ফটক তোলা হলো, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ষাঁড় এসে ঢুকলো খোঁয়াড়ে।

ঢুকেই ও ধাওয়া করলো বলদগুলোর দিকে, তক্তার আড়াল থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এসে চিৎকার দিয়ে উঠলো ওকে ফেরাবার জন্য। কিন্তু তাতেও দিক বদলালো না ষাঁড়টা। আর লোক দুটো চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, 'হাঁ! হাঁ! ষাঁড়।' ওরা হাত নাড়তে লাগলো। বলদগুলো প্রথম ধাক্কা সামলাবার জন্যই একটুখানি পাশ ফিরে নিলো। ষাঁড়টি একটি বলদের গায়ে ঢুকিয়ে দিলে নিজের শিঙ।

ব্রেটকে বললাম, "দেখো না।" ও মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়েছিল।

বললাম, "যদি ভয় না পাও তো ভালোই।"

ও বললে, "আমি দেখেছি। বাঁ শিঙ সরিয়ে এনে ডান শিঙ দিয়ে গুঁতোতে আমি দেখেছি।"

"এই তো চাই।"

বলদটি এখন পড়ে গেছে, গলাটা ওর লম্বা হয়ে আছে। মাথাটা মোচড়ানো—যে ভাবে চলেছে সে ভাবেই পড়ে আছে। হঠাৎ ষাঁড়টি ওকে ছেড়ে, দূর কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা অন্য বলদটার দিকে এবার ধাওয়া করলো—ওর মাথা তুলছিলো আর লক্ষ্য করছিল সবকিছু। বলদটি আনাড়ির মতো ছুটতে লাগল এবং ষাঁড়টি ওকে ধরে ফেললো। গায়ে মৃদু একটা গুঁতো দিয়ে ফিরে এবার পাঁচিলের উপর বসা জনতার দিকে তাকাল। ফুলে উঠতে লাগল তার কাঁধের পেশীগুলো। বলদটি ওর কাছে এসে দাঁড়ালো, যেন ওকে শুকতে চাইল একটুখানি। ষাঁড়টি কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটুখানি শিঙ লাগালো ওর গায়ে। পরে ও নিজেই বলদটাকে একখানি শুঁকে দেখলে, তারপর দুজনেই বেশ কিছুটা ঢুলকি চালে অন্য ষাঁড়টির দিকে এগিয়ে গেলো।

পরবর্তী ষাঁড়টি যখন প্রবেশ করল তখন দুটি ষাঁড় আর বলদ, তিনটিতে মিলে একসঙ্গে দাঁড়ালো। মাথা তাদের পাশাপাশি আর শিঙগুলো নবাগতের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বলদটি নতুন ষাঁড়টির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললে। ঠাণ্ডা করে দলে ভিড়িয়ে নিলে। শেষ দুটি ষাঁড়কেও যখন নামিয়ে আনা হলো তখন পুরো পালটিই এক হয়ে গেল।

যে বলদটিকে গুঁতিয়ে আহত করা হয়েছিল, সেটি এবার উঠে দাঁড়ালো পাথুরে পাঁচিলটার গা ঘেঁষে। কোনো ষাঁড়ই এলো না আর ওর কাছে; সে-ও পালে ভিড়ে পড়ার জন্য কোনো চেষ্টা করলে না।

জনতার সঙ্গে আমরাও এবার পাঁচিল থেকে নেমে এলাম আর খোঁয়াড়ের পাঁচিলের ছিদ্রপথে ষাঁড়গুলোকে শেষ বারের মতো এক নজর দেখে নিলাম। এখন ওরা যেন শান্ত, মাথা নীচু করে রেখেছে। বাইরে এসে গাড়ী পেয়ে গেলাম এবং সেটায় করে ফিরে এলাম

ক্যাফেতে। মাইক আর বিল ফিরলো আধ ঘন্টাখানেক পরে। আসার পথে ওরা খানিকটা পান করে নেবার জন্যে থেমেছিল। আমরা ক্যাফেতে বসে ছিলাম।

ব্রেট বললে, "এ তো এক অনন্য ব্যাপার।"

রবার্ট কোন জিজ্ঞেস করলে "প্রথমটার মতো শেষ দুটোও কি ওই রকম লড়বে? ওরা যেন বড্ড তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে গেলো, মনে হলো।"

আমি বললাম, "ওরা সবাই পরস্পরের চেনা। একা বা দুতিনটা যখন একত্রে থাকে তখনই কেবল ভয়ংকর হয়ে ওঠে।"

বিল বললে, "ভয়ংকর বলতে! আমার কাছে তো সবগুলোই ভয়ংকর মনে হলো।"

"যখন একা থাকে, তখনই শুধু ওরা মারতে চায়। অবশ্য কেউ যখন ভেতরে গিয়ে ঢোকে তখন সম্ভবত একটাকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় আর তখনই ওটা ভয়ংকর হয়ে ওঠে।"

বিল বললে, "ও বড্ড জটিল ব্যাপার। তুমি আমাকে আবার দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিও না মাইক।"

মাইক বললে, "বলি, ষাঁড়গুলো বড় চমৎকার, তাই না? ওদের শিঙগুলো দেখেছ?"

"দেখিনি আবার," ব্রেট বললে, "ওগুলো যে কি রকম তার কোনো ধারণাই ছিল না আমার।"

মাইক বললে, "বলদটাকে যেটা শিঙ মারলো সেটাকে দেখেছ? আশ্চর্য রকম ছিল ওর শিঙটা।"

রবার্ট কোন বললে, "বলদের জীবনটা কোনো জীবনই নয়।"

মাইক বললে, "তুমি বুঝি তাই মনে করো? রবার্ট, আমি তো ভেবেছিলাম বলদ হওয়াটা ভালোই লাগতো তোমার।"

"বলতে চাও কি মাইক?"

"এমন শান্ত জীবনযাপন করে তারা। কখনো কিছু বলে টলে

না। শুধু আশেপাশে নেওটার মতো ঝুলে থাকে।"

আমরা সবাই অপ্রস্তুত। বিল হাসতে লাগলো। রবার্ট কোন রেগে যায়। মাইক বলেই চললো: "আমার তো ধারণা, ভালোই লাগত তোমার। কিছু বলার তোমার দরকারই হবে না কখনো। কি হে, রবার্ট! নাও, বলো কিছু। অমন চুপটি মেরে বসে থেকো না।"

"আমি তো বলেইছি মাইক। মনে নেই তোমার? বলদের ব্যাপারে তো—"

"ওঃ, আরো কিছু বলো। হাসির কিছু বলো। দেখছো না আমরা সবাই এখানে কেমন আমোদে কাটাচ্ছি।"

ব্রেট বললে, "মাইকেল, ছাড়ো ওসব কথা। তুমি এখন মাতাল।"

"না, আমি মাতাল নই। খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি আমি এ ব্যাপারে। রবার্ট কোন কি সব সময় বলদের মতো ব্রেটের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় না?"

"চুপ করো মাইকেল। চেষ্টা করো খানিকটা সদবংশীয় পরিচয় দিতে।"

"গোল্লায় যাক সদবংশীয় পরিচয়। এক ষাঁড় ছাড়া সদবংশ আছেইবা কার? কি অপূর্বই না ষাঁড়গুলো, তোমার কি ওদের ভালো লাগে না, বিল? তুমি কিছু বলছো না কেন রবার্ট? ওখানে স্রেফ মূর্তিমান জানাজার শোক হয়ে বসে থেকো না। ব্রেট না হয় তোমার সঙ্গে শুয়েছেই। তোমার চেয়ে ঢের বেড়ে মরদের সঙ্গেও ও শুয়েছে।"

"চুপ করো," বললে কোন, "চুপ করো, মাইক।" সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হাঃ, অমনভাবে উঠে পড়ো না আর অমনভাবে ধরো না। হেঃ, যেন আমাকে আঘাত করতে যাচ্ছে। অবশ্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আচ্ছা, বলো দেখি রবার্ট, বেচারা বলদের মতো তুমি কেন ব্রেটের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াও? তুমি যে বাঞ্ছিত নও, এ কি

তুমি বুঝতে পারো না? কখন যে আমি বাঞ্ছিত নই তা আমি ঠিকই বুঝতে পারি। তুমি পারো না কেন? তুমি স্যান সেবাসটিয়ানে চলে এলে, সেখানে তোমার উপস্থিতি কেউই চায়নি আর তুমি বেচারা বলদের মতো ব্রেটের পেছনে রয়েছ ঝুলে, এ উচিত মনে করো তুমি?"

"চুপ করো, তুমি মাতাল হয়ে গেছ।"

"হয়তোবা আমি মাতাল হয়েছি। তুমি মাতাল হও না কেন রবার্ট? কোনদিন তুমি মাতাল হওনা কেন রবার্ট? তুমি তো জান স্যান সেবাসটিয়ানে তোমার সময় তেমন ভালো কাটেনি, কারণ আমাদের বন্ধুরা কেউই তোমাকে তাদের কোন পার্টিতে দাওয়াত দিত না। তার জন্য কিছুতেই তুমি তাদের দোষ দিতে পারো না। পারো কি? আমি তোমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে তাদের বলেছিলামও। তারা দেবেই না। তুমি কিছুতেই তাদের দোষারোপ করতে পার না এখন। পারো কি? আমাকে জবাব দাও এখন। তুমি কি তাদের দোষ দিতে পারো?"

"মাইক, তুমি জাহান্নামে যাও।"

"আমি তাদের দোষ দিতে পারি না। তুমি পারো তাদেরকে দোষ দিতে? তুমি ব্রেটের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াও কেন শুনি? তোমার কি এতটুকুও সদাচার বোধ নেই? এতে আমার যে কী রকম বোধ হয় সেটা ভেবে দেখেছ কি?"

ব্রেট বললে, "সদাচারের কথা শোনাবার মতো চমৎকার লোক বটে তুমি। তোমার নিজের ব্যবহার ভারী মনোরম কিনা!"

বিল বললে, "রবার্ট, চলো আমরা যাই।"

"ব্রেটের আশেপাশে তুমি ঘুরে বেড়াও কেন?"

বিল উঠে দাঁড়িয়ে কোনের হাত ধরলো।

মাইক, "যেয়ো না। রবার্ট কোন আমাদের মদ খাওয়াবেন।"

কোনকে নিয়ে বিল বেরিয়ে গেল। কোনের মুখখানা চুপসে গেছে।

মাইক বলেই চললো। আমি বসে থেকে কিছুক্ষণ শুনে গেলাম। ব্রেটের চেহারায় বিরক্তির ছাপ।

ব্রেট এবার বাধা দিয়ে বললে, "মাইকেল, এমন গাধার মতো আচরণ না করলেও চলতো।" আমার দিকে ফিরে বললে, "তা বলে আমি বলছি না যে কথাগুলো ও ঠিক বলেনি।"

মাইকের কণ্ঠ থেকে ক্ষোভ মিলিয়ে গেল। আমাদের সকলের মধ্যে বন্ধুত্বের পরিবেশ ফিরে এলো।

ও বললে, "আমার কথা মাতালের মতো শোনালেও আমি তেমন মাতাল হইনি।"

ব্রেট বললে. "আমি জানি, তুমি হওনি।"

আমি বললাম, "আমরা কেউই স্থিরমস্তিক নই।"

"আমি যা মনে করি না তেমন একটা কথাও আমি বলিনি।"

ব্রেট হেসে বললে, "কিন্তু তুমি বলেছ অত্যন্ত বিশ্রীভাবে।"

"ও একটা গাধাই বটে। ও স্যান সেবাসটিয়ানে চলে এলো, যেখানে ওকে কেউই চায় না। ঝুলে থাকে ব্রেটের আশেপাশে আর শুধু কেবল চেয়েই থাকে ওর দিকে। রীতিমতো গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিতো আমার।"

ব্রেট বললে, "ব্যবহারটা সে খুব বিশ্রীই করেছে।"

"দেখো. আগেও অনেকের সাথে ব্রেটের এমন ব্যাপার ঘটেছে। সবকিছুই সে আমাকে বলে। এই কোন লোকটির চিঠিগুলো সে আমাকে পড়তে দিয়েছিলো। কিন্তু ও সব আমি পড়ি না।"

"ভারী একটা মহত্বের পরিচয় দিয়েছ তুমি।"

"না, শোনো জ্যেক্, ব্রেট বহু লোকের সান্নিধ্যেই গিয়েছে। কিন্তু তারা কেউ য়ুহুদি ছিল না। আর পরে ফিরে এসে এভাবে ওর চারপাশে ঝুলে থাকেনি কখনো।"

ব্রেট, "চমৎকার ভালো লোকই সব। ওসব নিয়ে আলাপ করা এক বিশ্রী ব্যাপার। মাইকেল আর আমি পরস্পরকে বুঝি।"

"ও আমাকে রবার্ট কোনের চিঠিগুলো দেয়। আমি ওসব পড়ি না।"

"তুমি তো কোনো চিঠিই পড়ো না, এমন কি আমারগুলোও না।"

মাইক বললে, "চিঠি আমি পড়তেই পারি না। খুব মজার ব্যাপার, তাই না?"

"তুমি কিছুই পড়তে পারো না।"

"না, এখানেই তোমার ভুল। পড়ি আমি যথেষ্ট। বাড়িতে থাকলেই আমি পড়ি।"

ব্রেট বললে, "এরপর তুমি হয়তো লিখতেই শুরু করবে। মাইকেল, নাও ফুর্তি আনো। এখন তোমাকে এ সব পার হতেই হবে। ও যখন এসেই পড়েছে, খামোখা মেলার আনন্দটা নষ্ট করে দিয়ো না।"

"বেশ, তাহলে ভালোভাবে চলুক সে।"

"ভালোভাবেই চলবে। আমি ওকে বলে দেবো।"

"জ্যেক্, তুমিও তাকে বলে দিয়ো। তাকে বলো, হয় সে ভালোভাবে চলবে না হয় যেন কেটে পড়ে।"

বললাম, "হ্যাঁ, আমার বলাটাই শোভন হবে।"

"এই যে ব্রেট, জ্যেক্‌কে বলো রবার্ট তোমাকে কি নামে ডাকে। বুঝলে কিনা, কথাটা কিন্তু খাঁটি।"

"উঁহু, না, আমি বলতে পারবো না।"

"বলে ফেলো। আমরা সবাই তো বন্ধু। কি বলো জ্যেক্, আমরা সবাই কি বন্ধু নই?"

"ওকে আমি বলতে পারবো না। খুবই হাস্যকর কথাটা।"

"আমিই ওকে বলবো।"

"না মাইকেল, বলো না। নেহাৎগাধার মতো কাজ করে বসো না।"

মাইক বললে, "ও ব্রেটকে ডাকে সার্সে বলে। ও বলে ব্রেট মানুষকে শুয়োর বানিয়ে ছাড়ে। বেশ মজার কথা। আমিও যদি এইসব সাহিত্যিকের মতো হতে পারতাম।"

ব্রেট বললে, "ভালোই লিখবে সে। বুঝলে, চিঠি সে ভালোই লেখে।"

বললাম, "আমি জানি। স্যান সেবাসটিয়ান থেকে সে আমাকে লিখেছিল।"

ব্রেট, "সে তো কিছুই না। ভারী মজাদার চিঠি লিখতে পারে সে।"

"ও-ই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে ছিল। ওর তখন অসুস্থ থাকার কথা।"

"তা তো আমি ছিলামই।"

আমি বললাম, "চল, গিয়ে এখন খাওয়া দরকার আমাদের।"

মাইক বললে, "আমি এখন কোনের সঙ্গে দেখা করি কি করে?"

"যেন কিছুই ঘটেনি এমন একটা ভাব ধরো।"

মাইক, "আমার দিক থেকে তো সব ঠিকই আছে। আমি মোটেও লজ্জিত নই।"

"ও যদি কিছু বলে তাহলে তুমি বলো তুমি মাতাল হয়ে গিয়েছিলে।"

"ঠিক। মজার ব্যাপার এই যে তখন সত্যিই আমি মাতাল ছিলাম বলেই মনে হচ্ছে এখন।"

ব্রেট বললে, "চলে এসো। এসব বিষাক্ত জিনিসগুলোর দাম দেওয়া হয়েছে কি? ডিনারের আগে আমাকে গোসল করে নিতে হবে।"

স্কয়ারের উপর দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম। আলো অন্ধকার রাত্রি। স্কয়ারের চারদিকে ছাউনি দেয়া ক্যাফেগুলো থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। গাছের নীচে কংকর বিছানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমরা হোটেলে এলাম।

ওরা উপরে চলে গেলো। আমি মন্তোয়ার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে নীচে রয়ে গেলাম।

ও জিজ্ঞেস করলে, "ষাঁড়গুলো কেমন লাগলো ?"

"ভালো। সবকটি খুব চমৎকার ষাঁড়।"

মন্তোয়া মাথা নেড়ে বললে, "সব ঠিকই আছে, তবে খুব ভালো বলা যায় না।"

"ওগুলোর মধ্যে কোনটি পছন্দ হলো আপনার ?"

"জানি না। তবে আমার যেন মনে হলো ওগুলি তেমন ভাল নয়।"

"আপনি কি বলতে চান বুঝতে পেরেছি।"

"না, না, ওরা এমনিতে ঠিকই আছে।"

"হ্যাঁ। ঠিকই আছে ওরা।"

"আপনার বন্ধুদের কেমন পছন্দ হলো ?"

"খুবই পছন্দ হয়েছে।"

মন্তোয়া বললে, "ভালো।"

আমি উপরে চলে গেলাম। বিল তার কামরার বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে বাইরে স্কয়ারের দিকে চেয়ে আছে। আমি গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম।

"কোন কোথায় ?"

"উপরে তার কামরায়।"

"কেমন বোধ করছে ?"

"নরকের মত। আর তা খুবই স্বাভাবিক। মাইকটা যা-তা। নেশায় ধরলে ও খুবই সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।"

"তেমন নেশাগ্রস্ত তো ও ছিল না।"

"না ছিল না। কাফেতে আসার আগে কতখানি আমরা খেয়েছিলাম সে তো জানি।"

"পরে সে ঠিক হয়ে গিয়েছিলো।"

"তা হোক। ও খুবই খারাপ করেছে। ঈশ্বর জানেন, কোনকে আমিও পছন্দ করিনা। আমার মনে হয় স্যান সেবাসটিয়ান

পর্যন্ত ছুটে যাওয়া ওর পক্ষে এক চরম বোকামি হয়েছে, তা হলেও মাইকের মতো অমন ভাবে কথা বলা কারো পক্ষেই উচিৎ নয়।"

"ষাঁড়গুলি তোমার কেমন লাগলো ?"

"চমৎকার। ওদের যে ভাবে বাইরে নিয়ে আসা হয় সেটা আরও চমৎকার।"

"আগামীকাল মিউরাসগুলো আসছে।"

"মেলা কখন শুরু হচ্ছে ?"

"কালকের পরের দিন অর্থাৎ পরশু।"

"আমাদের দেখতে হবে মাইক যাতে মাতাল না হয়। ঐ ধরনের ব্যাপার খুবই বাজে।"

"আমাদের এখন ডিনারের জন্য হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া ভালো।"

"হ্যাঁ। খাবারটা ভালোই জমবে।"

"ভালো জমবে না !"

সত্যিই রাত্রের খাওয়াটা খুবই প্রীতিকর হলো। ব্রেট হাতাবিহীন কালো একটা সান্ধ্য পোষাক পরেছিল। বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছিল ওকে। মাইক এমন ভাব ধরল যেন কিছুই ঘটেনি। আমাকে উপরে গিয়ে রবার্ট কোনকে নীচে নিয়ে আসতে হলো। ও খুব গম্ভীর এবং কেতাদুরুস্ত থাকলো, মুখটা এখনো কঠিন আর বিষন্ন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত হাসি-খুশী হয়ে উঠলো। ব্রেটের দিকে না তাকিয়ে সে থাকতে পারল না। তাতে ও যেন খুশী বোধ করলো। ওকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছে দেখে এবং ওকে সঙ্গে নিয়ে যে সে বেরিয়েছিল সেটা সবাই জেনেছে বলে সে নিশ্চয়ই খুব ভালো বোধ করছিল। ব্যাপারটা তো ওরা ওর থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। বিল খুব আমুদে মেজাজে ছিল, মাইকেলও তাই। সকলে মিলে বেশ ভালই ছিল তারা। যুদ্ধকালীন কয়েকটি ডিনারের কথা আমার মনে পড়ল—আজকের ডিনারটাও যেন সেরকমই। ছিল প্রচুর

মদ, উপেক্ষিত এক স্নায়বিক উত্তেজনা, আসন্ন সব ঘটনা, যা বাধা দেওয়া যায়না এরকম একটা বোধ। মদের প্রভাবে বিরক্তিকর অনুভূতিটা চলে গেল, খুশী হয়ে উঠলাম আমি। মনে হলো এরা সবাই কেমন চমৎকার মানুষ !

অধ্যায় ঃ চৌদ্দ

কখন ঘুমুতে গিয়েছিলাম তা আমার মনে নেই। শুধু মনে পড়ে কাপড় ছেড়ে আমি গোসলের পোষাক পরে ব্যালকনীতে দাঁড়িয়েছিলাম। জানতাম বেশ চুর হয়ে গিয়েছিলাম এবং ভেতরে এসে বিছানার শিয়রের বাতিটা জ্বালিয়ে পড়তে শুরু করেছিলাম টুর্গেনিভের একটা বই। বোধ হয় একই পৃষ্ঠা আমি বার কয়েক পড়েছি। ওটা ছিল লেখকের 'এক ক্রীড়াবিদের সমাজ চিত্র' বইটার একটি গল্প। আগেও আমি গল্পটা পড়েছি, তবুও নতুন মনে হচ্ছিল। দেহটা হালকা হয়ে এলো, মাথায় যে একটা প্রবল চাপের অনুভব করছিলাম তা যেন ছেড়ে গেল। খুব নেশা হয়েছিল, তাই চোখ বন্ধ করতে চাইনি আমি, কারণ বন্ধ করলেই তখন কক্ষটা শুরু করে চারদিকে ঘুরতে। যদি পড়ায় ব্যস্ত থাকি তা হলে ঐ অনুভূতিটা কেটে যাবে।

ব্রেট আর রবার্ট কোনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কোন শুভ রাত্রি জানালো তারপর চলে গেলো নিজের কামরার দিকে। ব্রেট পাশের কামরায় ঢুকলো, সে শব্দও শুনতে পেলাম। মাইক আগেই বিছানায় আশ্রয় করেছে। ঘণ্টা খানেক আগে আমার সঙ্গেই সে এসেছিল। ব্রেট ঢোকার পর ও জেগে ওঠে আর দুজনে মিলে আলাপ করে। তাদের হাসতে শুনলাম। বাতি নিভিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করলাম। পড়ার প্রয়োজনও ছিলনা আর। চোখ বন্ধ করলে এখন

আর ঘূর্ণনের বোধটা আসছিল না। তবুও ঘুমুতে পারলাম না। আলোতে যে দৃষ্টিতে আমরা পৃথিবীকে দেখি অন্ধকার হয়েছে বলেই যে সেটাকে ভিন্নতর রূপে দেখতে হবে, তার পেছনে কোন কারণ নেই। কি আপদ, কারণ যে সত্যিই নেই।

সব কিছুরই যেন খতিয়ান মিললো, ছমাস ধরে আমি কখনো বিজলী বাতি নিভিয়ে ঘুমুইনি। এও একটা চমৎকার উপলব্ধি। যাইহোক জাহান্নামে যাক মেয়ের দল। তুমিও জাহান্নামে যাও ব্রেট এ্যাশলে।

মেয়েরা চমৎকার বন্ধু হয়। অদ্ভুত চমৎকার! বন্ধুত্বের ভিৎ রচনার জন্য তোমাকে প্রথমে কোন মেয়ের প্রেমে পড়তেই হবে। ব্রেটকে আমি বান্ধবী হিসেবেই পেয়েছিলাম। তার দিকটা আমি ভেবে দেখিনি। বিনা প্রতিদানেই আমি কিছু একটা পেয়ে যাচ্ছিলাম। তাতে শুধু বিলটা আসাতেই বিলম্ব হয়েছে। বিলটা কিন্তু সব সময় আসেই। এটাই একটা অদ্ভূত ব্যাপার; যেটা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।

মনে করেছিলাম সব কিছুর মূল্য আমি দিয়ে দিয়েছি। মেয়েরা যে ভাবে কেবল দিয়েই যায় আর দিয়েই যায় সে ভাবে নয়। ঋণ পরিশোধ কিম্বা দণ্ডের কোন ব্যাপার নয়। স্রেফ মূল্যের আদান-প্রদান। তুমি কিছু নিলে তার জন্য তোমাকে কিছু কিছু দিতেই হয়। আমার পছন্দ অনুযায়ী প্রচুর বিষয়ের জন্য মুল্য দিয়েছি আমি শুধু সময়টা ভালো ভাবে কাটাবার জন্য। ওদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বা সুযোগ নিয়ে অথবা টাকা দিয়ে একভাবে না একভাবে দাম দিতেই হয়। জীবন উপভোগ করা তো অন্যকিছু নয়, তোমার টাকার যে মূল্য, পেয়েছ তা শেখা আর যখন পাও তখন তা বুঝতে পারা। তোমার টাকার মূল্য তুমি পাবেই। পৃথিবীটা কেনা-বেচার এক চমৎকার স্থান। মনে হয় এ এক চমৎকার দর্শন। তবে মনে হলো, পাঁচ বছরের মধ্যেই আমার অন্য সব

চমৎকার দর্শনের মতো এটাও নেহাৎ আহাম্মকী বলেই বোধ হতে থাকবে।

হয়ত তা সত্য নাও হতে পারে। হয়তো জীবনের পথ চলতে চলতে কিছু একটা শেখা হয়ে যায়। সেটা যে আসলে কি সে সম্বন্ধে আমার মাথা ব্যাথা ছিলো না। আমি শুধু চেয়েছি তার মধ্যে কি করে বাঁচতে হয় তা জানতে। হয়ত এর মধ্যে কি করে বাঁচতে হয় তা খুঁজে পাওয়ার পর, সেটা যে আসলে কি তাও তোমার জানা হয়ে যায়। তবু ক্কোণের প্রতি মাইকের অমন বিশ্রী ব্যবহার না করলেই ভাল হত। মাইকের নেশাটা খারাপ ধরনের। ব্রেট ভালো মদ্যপায়িনী। বিলও ভালো মদ্যপায়ী। ক্কোনের কখনো নেশা হয় না। একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর মাইক অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে। ক্কোনকে আঘাত করলেই যেন আমি খুশী হতাম। তবুও আমি চেয়েছিলাম ও যেন তা করে না বসে, কারণ পরে সেটা আমার নিজের উপরই বিরক্তি ধরিয়ে দিতো। পরে যা বিরক্তি উৎপাদন করে সেটাই নৈতিকতা। না, সেটা নিশ্চয়ই নীতি-হীনতা। বিবৃতিটা বড় প্রশস্ত হয়ে গেল। রাত্রে কত যে নোঙরা চিন্তা করতে পারি আমি। কি সব যা-তা! ব্রেটকে আমি কথাটা বলতে শুনেছি। কি সব যাতা! ইংরেজের সঙ্গে থাকলে চিন্তায়ও ইংরেজি প্রকাশ রীতি ব্যবহার করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। ইংরেজি কথ্য ভাষায়—অন্তত উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে—এস্কিমোর চেয়েও কম শব্দ রয়েছে নিশ্চয়ই। অবশ্য এস্কিমো ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। হয়তো বা এস্কিমো এক চমৎকার ভাষা। না হয় ধরো চেরোকী। তবে চেরোকী সম্বন্ধেও আমি জানি না কিছুই। ইংরেজেরা কথা বলে দ্ব্যর্থবাচক বাক্‌বিধির সাহায্যে। এক বাক্‌বিধি দিয়ে সবকিছু বোঝাতে চায়। তবুও ওদের আমার ভালো লাগে। তাদের কথা বলার ধরনও আমার কাছে ভালো লাগে। হ্যারিসের কথাই ধরো। যদিও হ্যারিস উচ্চ শ্রেণীর নয়।

আবার বাতি জ্বালিয়ে আমি পড়তে শুরু করলাম। টুর্গেনিভই পড়তে লাগলাম। এখন আমার জানা হয়েছে, অতি মাত্রায় ব্রাণ্ডি খেয়ে মনের তীব্র উত্তেজনার অবস্থায় কিছু পড়া হলে তার কোন না কোন অংশ মনে থাকেই এবং পরে মনে হয় ওই সব যেন আমার জীবনেই ঘটেছিল। সব সময় ওটা হতেই থাকে। ওই আর একটা ভাল জিনিষ যা শুধু মূল্যের বিনিময়েই পাওয়া যায়। ভোরের দিকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্যাম্পলোনায় পরের দু'দিন শান্তিতে কাটলো, ঘটলোনা কোন গণ্ডগোল। সারা শহর মেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শ্রমিকেরা ফটকের খুঁটি লাগাচ্ছিল পাশের অলিগলির মুখ বন্ধ করার জন্য—যাতে খোঁয়াড় থেকে ষাঁড় গুলোকে যখন ছেড়ে দেওয়া হবে আর রিঙের পথে সকাল বেলা রাস্তা দিয়ে ওরা ছুটতে থাকবে তখন যেন ওরা ঢুকে পড়তে না পারে। শ্রমিকরা গর্ত খুঁড়ে তাতে কাঠের খুঁটি বসাচ্ছিল। প্রত্যেক খুঁটির গায়ে ওটার নির্দিষ্ট স্থানের সংখ্যা লেখা রয়েছে। শহরের বাইরে সমতল ভূমির উপর বুলরিঙের কর্মচারীরা যে সব ঘোড়ায় চড়ে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করা হবে সে সব ঘোড়াকে পাঁয়তারা দেওয়াচ্ছিল। রিঙের পেছনে কঠিন শুষ্ক ভূমিতে অনম্য-পায়ে ওদের লাফ দিয়ে দৌড়ানোর অভ্যাস করাচ্ছিল। বুলরিঙের বড় ফটকটা খোলা ছিল, ভিতরে বৃত্তাকার মঞ্চে ভালো করে ঝাঁট দেওয়া হচ্ছিল। রিঙের জায়গাটা সমতল করা হয়েছে এবং পানি ছেটানো হয়েছে। ছুতোর মিস্ত্রীরা বেড়ায় নড়বড়ে আর ফাটা তক্তার জায়গায় বসাচ্ছিল নতুন মজবুত তক্তা।

রোলার দিয়ে মসৃন করা বালুকাময় মঞ্চের ধারে দাঁড়িয়ে উপরে শূন্য গ্যালারির দিকে তাকালে দেখা যাবে বৃদ্ধা রমনীরা বক্সগুলো ঝাড়ু দিচ্ছে।

বাইরে, শহরের যে শেষ রাস্তাটা বুলরিঙের প্রবেশ পথ পর্যন্ত চলে এসেছে তাতে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এখন তা

একটা দীর্ঘ সরু বেষ্টনী রচনা করেছে। প্রথম ষাঁড়ের লড়াইয়ের দিন সকাল বেলা ষাঁড় গুলোকে পেছনে রেখে জনতা ছুটে আসতে থাকবে। প্রান্তরের ওপাশে বাইরে যেখানে ঘোড়া আর গবাদি-পশুর মেলা বসবে সেখানে গাছের নিচে কিছু সংখ্যক জিপসীও তাঁবু খাটিয়েছে। মদ ও তাড়ি বিক্রেতারা তৈরী করছে তাদের চালা ঘর। এক চালা-ঘরের সামনে লেখা রয়েছে ঃ এনিস ডেল টোরো। কাপড়ে লেখা সাইনটা উত্তপ্ত রৌদ্রে ঝোলানো হয়েছে তক্তার সঙ্গে। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত স্কয়ারে এখনো কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আমরা কাফের বারান্দায় সাদা সাদা বেতের চেয়ারে বসে রয়েছি আর দেখছি গ্রাম থেকে যে সব চাষী বাজারে আসছে বাস ভর্তি হয়ে তাদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখানে আর দেখছি বাসগুলো ফের ভর্তি হয়ে যাচ্ছে অন্য সব চাষীদের দ্বারা যারা শহর থেকে সওদা করে বস্তা ভর্তি করে ফিরে চলেছে বাড়ী। এই ধুসর বর্ণের উচু বাসগুলোই স্কয়ারে জীবনের একমাত্র স্পন্দন। অবশ্য, পায়রা আর যে লোকটি পাথুরে স্কয়ারে আর রাস্তাগুলোতে পাইপ দিয়ে পানি ছিঁটাচ্ছিলো, সে ছাড়া।

সন্ধ্যা বেলাটায় যাকে বলে হন্টন। ডিনারের পর একঘণ্টা সবাই—সব সুন্দরী মেয়েরা, ছাউনীর সব অফিসার, শহরের সব বিলাসীরা স্কয়ারের পাশের রাস্তায় পায়চারী করে, অন্যদিকে কাফের টেবিলগুলো ডিনার-পরবর্তী জনতায় থাকে ভর্তি হয়ে।

সকাল বেলাটায় সাধারণত কাফেতে বসে আমি 'মাদ্রিদের কাগজ গুলো পড়ে নেই তারপর শহরে বা গ্রামের দিকে চলে যাই। সময় সময় বিলও আমার সঙ্গী হয়। কখনও নিজের কামরায় বসে ও লেখে। রবার্ট কোন সকালটা হয় স্পেন ভাষা অধ্যয়নে কাটায় না হয় নাপিতের দোকানে শেভ হয়ে নেবার চেষ্টা করে। ব্রেট আর মাইক দুপুরের আগে কখনো বিছানাই ছাড়ে না। আমরা সবাই মিলে কাফেতে বসে পান করি। বেশ শান্ত জীবন, কেউই মাতাল

হইনা। বার দুই আমি গির্জায় গিয়েছিলাম—একবার ব্রেটও গিয়েছিলো আমার সাথে। ও বলেছিলো ওর নাকি খুব আগ্রহ আমার 'স্বীকারোক্তি' শোনার। তবে আমি ওকে বলতাম, তাযে শুধু আমার পক্ষে অসম্ভব তাই নয়, ওটা যেমন মনে হচ্ছে তেমন চমকপ্রদ হবেনা মোটেও। তাছাড়া ওটা যে ভাষায় বলা হবে সে ভাষা ওর অজানা। গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতেই কোনের সঙ্গে আমাদের দেখা, যদিও পরিস্কার বুঝা যায় ও আমাদের পিছু নিয়েছিলো তবুও বেশ ভালো আর প্রীতিকর ব্যবহার করলো ও। আমরা তিন জনেই হাঁটতে হাঁটতে জিপসীদের তাঁবুর দিকে গেলাম। ব্রেট ওর ভাগ্য গননা করিয়ে নিলো।

সকালটা বেশ চমৎকার ছিলো, পাহাড়ের মাথার উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল সাদা সাদা মেঘ। রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিলো তাই সমতল ভূমিটা বেশ তাজা আর ঠাণ্ডা এবং দৃশ্যটা লাগছিল অপূর্ব। আমরা সকলেই ভাল এবং স্বাস্থ্যবান বোধ করলাম। কোনের প্রতি আমি বেশ বন্ধুভাবাপন্ন অনুভব করলাম। এমন দিনে কারো মেজাজ বিগড়াতে পারে না। দিনটা মেলার আগের শেষ দিন।

৬ই জুলাই, রবিবারের দুপুরে মেলার হৈ চৈ শুরু হলো। অন্য কোন শব্দে এর বর্ণনা হয় না। সারা দিনই গ্রাম থেকে লোকজন আসছিল আর শহরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল এবং তাদেরকে আর লক্ষ্যই করা যাচ্ছিল না। উত্তপ্ত রোদে স্কয়ারটা ঠিক অন্যান্য দিনের মতোই নীরব। কৃষকেরা সব শহরের উপকণ্ঠের মদের দোকানে দোকানে ঢুকে পড়েছে। ওখানে পান করে নিয়ে তারা মেলার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছে। তারা সমতল ভূমি আর পাহাড় থেকে সবেমাত্র এসেছে, তাই তাদের মূল্যমান বোধের পরিবর্তনটা একটু ধীরে সুস্থে হওয়াই দরকার। ক্যাফের দাম দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মদের দোকানেই তারা চাহিদামাফিক ন্যায্যমূল্যে জিনিস পায়। পয়সার মূল্য তখনো তাদের কাজের ঘণ্টা হিসাবে নির্ধারিত হয় আর শস্যের বস্তার দর হিসেবে। কিন্তু মেলার শেষের দিকে কি দাম দিচ্ছে আর কি কিনছে এ নিয়ে মোটেও তারা মাথা ঘামাবে না।

সান ফারমিন মেলা শুরু হওয়ার দিন শহরের সরু অলি-গলির যত সব মদের দোকানেই এরা ভোর সকাল থেকে আসর জমিয়েছে। সকালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গির্জার উপাসনায় যাওয়ার সময় আমি দোকানের খোলা দরজা দিয়ে তাদের গান ভেসে আসতে শুনতে পেলাম। একটু চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছিল তারা। এগারোটার উপাসনায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। সান ফারমিন ধর্মীয় উৎসবও বটে।

আমি গির্জা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের নীচে দিয়ে হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে স্কয়ারের ক্যাফেতে এলাম। তখন দুপুর হয়নি। দেখলাম রবার্ট কোন আর বিল একটা টেবিলে বসে আছে। মার্বেল পাথরের টেবিল আর বেতের সাদা চেয়ারগুলো অদৃশ্য হয়েছে। তার জায়গায় রাখা হয়েছে লোহার টেবিল আর শক্ত ফোল্ডিং চেয়ার। ক্যাফেটা দেখাচ্ছে যেন লড়াইয়ের জন্য উদ্যত নগ্ন এক যুদ্ধ জাহাজ। আজ ওয়েটারেরা কিছুর অর্ডার ছাড়া সারা সকালটা স্রেফ বসে বসে কাগজ পড়ার সুযোগ কাকেও দিচ্ছে না। আসন গ্রহন করামাত্রই একজন ওয়েটার আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বিল আর রবার্টকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা কি পান করছো?"

কোন বললে, "শেরি।"

ওয়েটারকে বললাম, "জেরেজ।"

ওয়েটার শেরি নিয়ে ফিরে আসার আগেই যে হাউইবাজি দিয়ে মেলার খবর ঘোষণা করা হয় স্কয়ারে সেটা ছাড়া হয়েছে। ওটা বিস্ফোরিত হলো, ধূসর বর্ণের ধোঁয়ার একটা বল রচিত হলো 'থিয়েটার গেয়ারের' মাথার উপর আকাশে নগরচত্বরের অন্য পাশে। বিস্ফোরিত শ্র্যাপনেলের মতো ধোঁয়ার গোলকটা আকাশে ঝুলে রয়েছে, আমি চেয়ে দেখতে দেখতে আর একটা হাউই উঠে এলো ওটার দিকে উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে।

ওটা ফাটার পর একটা উজ্জ্বল আভা দেখতে পেলাম এবং বেরিয়ে এলো ধোঁয়ার আর একটা মেঘখণ্ড।

দ্বিতীয় হাউইটা ফাটার পর দোকানের ছাউনিটাতে এতো ভিড় জমে গেলো যে, ওয়েটারকে বোতলটা মাথার উপর তুলে ধরে কোন রকমে ভিড় ঠেলে ঠেলে আমাদের টেবিল পর্যন্ত আসতে হয়েছে অথচ কিছুক্ষণ আগেও জায়গাটা একেবারে খালি ছিল। চারদিক থেকে লোক এসে জমায়েত হচ্ছিল স্কয়ারে। আমরা শুনতে পেলাম

রাস্তা বেয়ে ঢোল-বাজনা আর বাঁশী-শিঙ্গার আওয়াজ এদিকে ভেসে আসছে। তারা বাজাচ্ছিল 'রিয়াও রিয়াও' সুর, শিঙ্গার তীব্র আওয়াজ, ঢোলের কান-ফাটা শব্দের পেছনে পেছনে আবাল-বৃদ্ধ এগিয়ে আসছিলো নাচতে নাচতে। শিঙ্গা থামতেই তারা সব বসে পড়লো রাস্তার উপর কিন্তু আবার যখন বাঁশী আর শিঙ্গা বেজে উঠলো আর শুষ্ক ফাঁকা ঢোলে সজোরে কাঠির ঘা পড়লো তখন সবাই লাফ দিয়ে নাচতে শুরু করে দিলে। এ জন-সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে শুধু নৃত্যরতদের মাথা আর কাঁধের ওঠা-নামা।

স্কয়ারে নুয়েপড়া একটা লোক বেণু-বাঁশী বাজাচ্ছিল আর একদল ছেলেমেয়ে ওর কাপড় টেনে হল্লা করে পেছনে পেছনে চলছিল। লোকটা স্কয়ারের বাইরে চলে এলো, ছেলেমেয়ের দল তখনো ওর পেছনে। বাঁশী বাজাতে বাজাতে ক্যাফে ছাড়িয়ে ও এবার পাশের এক রাস্তা ধরে হেঁটে চললে। যাওয়ার সময় ওর ভাবলেশহীন বসন্তের দাগ ভর্তি মুখটা আমরাও দেখলাম—বাঁশী বাজিয়ে চলেছে ও আর ছেলের দল ওর গা ঘেষে চীৎকার করছে আর টানছে ওর কাপড় ধরে।

বিল বললে, "ও বোধকরি গ্রাম্য কোন বোকারামই হবে। এয়া আল্লাহ, ওই দিক পানে চেয়ে দেখো।"

রাস্তা বেয়ে নাচিয়েরা আসছিলো। নাচিয়ের দলে রাস্তা একেবারে ঠাসা। সবাই পুরুষ। নিজ নিজ বংশীবাদক আর ঢোলক বাজিয়ের পেছনে পেছনে তালে তালে ওরা নাচছিল। তারা কোন এক ক্লাবের দল হবে, সকলের গায়ে শ্রমিকের নীল খাটো কোর্তা, গলায় জড়িয়েছে লাল রুমাল আর বয়ে নিচ্ছে দুই বাঁশের আগায় বাঁধা বিরাট এক ব্যানার। লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে তারা যখন এগিয়ে আসছিল তখনো নাচের সঙ্গে সঙ্গে ব্যানারটাও ওঠা-নামা করছিল।

ব্যানারে লেখা রয়েছে ঃ "সাবাস সুরাদেবী। সাবাস সমাগত বিদেশীরা।"

রবার্ট ক্নোন জিজ্ঞেস করলে, "বিদেশীরা কোথায় ?"

বিল বললে, "বিদেশীরা তো আমরাই।"

হাউইবাজির কিন্তু বিরাম নেই। ক্যাফের সব টেবিল এখন ভর্তি। স্কয়ার খালি করে জনতা এখন ঢুকে পড়েছে ক্যাফেতে।

বিল জিজ্ঞেস করলে, "ব্রেট আর মাইক কোথায় ?"

ক্নোন বললে, "আমি গিয়ে ওদের নিয়ে আসছি।"

"ওদের এখানেই নিয়ে এসো।"

মেলা সত্যি সত্যিই শুরু হয়ে গেছে। আর চললো সাতদিন ধরে দিনরাত্রি। নাচের বিরাম নেই, সুরা পানের বিরাম নেই আর হৈহট্টগোল চললো অবিরাম। যা সব ঘটলো তা শুধু মেলার সময়ই ঘটতে পারে, পরিণামে দেখা গেলো সবই সম্পূর্ণ অবাস্তব আর মনে হলো কোন কিছুরই যেন কোন ফলশ্রুতি থাকতে পারে না। মনে হয় মেলার সময় ফলশ্রুতির কথা চিন্তা করাও বেমানান। মেলার সময় মনে হচ্ছিল, এমন কি নীরব মুহূর্তেও কাউকে কিছু শোনাবার দরকার হলে চিৎকার করেই সেটা বলতে হয়। যে কোন কাজের বেলাও এই রকম একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল। এ হলো গিয়ে মেলা। এ চললো সাত দিন ধরে।

সেদিন বিকেলে ছিল এক বিরাট ধর্মীয় মিছিল। সান ফারমিনকে নেওয়া হচ্ছিল এক গির্জা থেকে অন্য গির্জায়। এ মিছিলে ছিলেন ধর্মীয় আর বেসামরিক সব পদস্থ লোকেরা। জনতার ভিড় এতো বেশী ছিল যে তাঁদের আমরা দেখতেই পাইনি। মূল মিছিলের আগে ও পশ্চাতে 'রিয়াও রিয়াও' নর্তকরা নেচে নেচে চলছিল। ভিড়ের মাঝে একদল হলদে শার্ট-ই যেন চলেছে! ধারগুলোতে আর চারদিকের গলিতে যে জমাট জনতার ভীড় তার ফাঁক দিয়ে আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম সিগার ষ্টোরের ইণ্ডিয়ানদের দৈত্যকায় মূর্তি সব, এক একটা ত্রিশ ফুট উঁচু আর দেখছিলাম মুর রাজরানীর

মূর্তি, রিয়াও রিয়াও তালে তালে এ সবই ঘুরছিল আর নাচছিল বেশ গাম্ভীর্য বজায় রেখে।

'সান ফারমিন' আর পদস্থ ব্যক্তিরা যেখান দিয়ে ভেতরে যাচ্ছে সেখানে গির্জার বাইরে সবাই দাঁড়িয়েছিল। ওরা রেখে গেছে বাইরে একদল পাহারাদার সৈনিক আর দৈত্য মূর্তিগুলো, মূর্তিগুলোর ফ্রেমের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো—যারা নাচছিল আর বামনরা ঢোলে আঘাত করে করে জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরাও ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, ধুপের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, লোকেরা কাতার-বন্দী হয়ে গির্জার ভেতর ঢুকছিল। ঠিক দরজার মুখে পা দিতেই ব্রেটকে থামিয়ে দেওয়া হলো, কারণ ওর মাথায় হ্যাট ছিল না। অতএব আমরা আবার বেরিয়ে এলাম আর গির্জা থেকে শহর পর্যন্ত যে রাস্তাটা চলে গেছে সেটা ধরে হাঁটতে লাগলাম! রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ লোক জায়গা দখল করে দাঁড়িয়ে আছে ফিরতি মিছিল দেখার আশায়। কয়েকজন নর্তক ব্রেটকে ঘিরে নাচতে শুরু করে দিলে। ওরা সবাই সাদা রশুনের বড় বড় মালা গলায় পরেছে। ওরা বিল আর আমাকেও বাহু ধরে টেনে নিলে ওদের বৃত্তের মধ্যে। বিলও শুরু করে দিলে নাচতে। সবাই ওরা গাইছিল। ব্রেটও নাচতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে নাচতে ওরা দিলে না। তারা তাকে মূর্তি হিসেবে রেখে তার চারিদিকে নাচতে চায়। তীব্র 'রিয়াও রিয়াও' শব্দের সাথে সাথে গান যখন থেমে গেল তখন ওরা আমাদের টেনে নিয়ে গেল মদের দোকানে।

আমরা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওরা ব্রেটকে বসিয়ে দিলে একটা মদের পিপার উপর। দোকানটার ভেতর বেশ অন্ধকার আর ঘর-ভরতি লোক সবাই গেয়ে যাচ্ছিল কর্কশ কণ্ঠে। কাউন্টারের পেছনে রাখা পিপা থেকে ওরা বের করছিল মদ। মদের দামটা আমি কাউন্টারের উপর রাখলাম কিন্তু ওদের একজন টাকাটা তুলে নিয়ে ফের আমার পকেটে গুঁজে দিলে।

বিল বললে, "আমার একটা চামড়ার মশক চাই।"

বললাম, "রাস্তার ওই দিকটায় এক জায়গায় পাওয়া যায়। আমি গিয়ে গোটা দুই নিয়ে আসছি।"

নর্তকরা আমাকে যেতে দিতে চায় না। ওদের তিনজন ব্রেটের পাশে মদের একটা উচু পিঁপার উপর বসেছে আর কি করে চামড়ার মশক থেকে পান করতে হয় তা শিখিয়ে দিচ্ছে। ওরা ওর গলায় রশুনের একটা মালাও পরিয়ে দিয়েছে। ওকে একটা গ্লাস দেওয়ার জন্যে একজন পীড়াপীড়ি করলে। একজন বিলকে গান শেখাচ্ছিল। গানটা করছিল ওর কানে কানে আর তাল ঠুকছিল লোকটা ওর পিঠের উপর। ওদের বুঝিয়ে বললাম এক্ষুণি ফিরে আসবো আমি। বাইরে এসে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে যে দোকানটা চামড়ার মদের মশক তৈরী করে তা খুঁজতে লাগলাম। রাস্তার দুপাশেই জনতার ভিড় আর প্রায় দোকানেরই খড়খড়িগুলো লাগানো। কাজেই দোকানটা আমি খুঁজে পেলাম না। রাস্তার দুপাশে দেখতে-দেখতে হেঁটে আমি প্রায় গির্জা পর্যন্ত চলে গেলাম। অতপর একটা লোককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটা আমাকে হাত ধরে এনে দোকানটায় পৌঁছে দিলে। দেখলাম ঝিলিমিলি বন্ধ বটে কিন্তু দরজা খোলা।

ভেতরে ঢুকতেই নাকে এলো সদ্য ট্যান করা চামড়া আর গরম আলকাতরার গন্ধ। একজন বসে বসে তৈরী মশকগুলোতে নক্সা আঁকছিল। সেগুলো গোছা গোছা করে ছাদে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দোকানদার একটা নামিয়ে নিয়ে ফু দিয়ে ফুলিয়ে মুখটা খুব এঁটে লাগিয়ে তারপর ওটার উপর লাফিয়ে উঠল।

"দেখেছো, কোথাও ছিদ্র নেই।"

"আরো একটা চাই আমার। বেশ বড়।"

ছাদ থেকে সে বড় দেখে একটা নামালো, যেটাতে এক গ্যালন কি তারো বেশী ধরবে। ও ওটাতে এমন জোরে ফুঁ দিতে লাগলো

যে মশকের চাইতে ওর গাল দুটোই বেশী কাঁপতে লাগলো। একটা চেয়ার ধরে ওটার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এবং জিজ্ঞাসা করলো, "এসব নিয়ে করবে কি তুমি? বেয়োনিতে গিয়ে বিক্রি করবে নাকি?"

"না। এগুলো থেকে পান করবো।"

ও আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

"এইতো চাই, দুটোর জন্য আট পেসেটা। সব চেয়ে কম দর।"

যে লোকটা নতুন পান পাত্রে ঝাঁক লাগিয়ে একটা স্তূপে ছুঁড়ে ফেলছিল সে থামল। বলে উঠলো, "ঠিকই। আট পেসেটা খুবই সস্তা।"

দাম চুকিয়ে দিয়ে, রাস্তা ধরে হেঁটে আমি আবার মদের দোকানে ফিরে এলাম। ভেতরে আগের চেয়েও এখন বেশী অন্ধকার আর ভিড়ও বেড়ে গেছে অনেক। ব্রেট আর বিলকে দেখতে পেলাম না, কে একজন বললো তারা পেছনের কামরায়।

কাউন্টারের মেয়েটি আমার চামড়ার পাত্র দু'টো ভরে দিল— একটাতে দুই লিটার অন্যটাতে পাঁচ লিটার ধরলো। দু'টো ভরতি করে নিতে দাম পড়লো তিন পেসেটা ষাট সেন্টাইম। কাউন্টারে কে একজন, যাকে আমি আর কখনো দেখিনি, দামটা দিয়ে দিতে চাইলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই দিতে সম্মত হলাম। যে দামটা দিতে চেয়েছিলো এবার সে আমাকে নিজের পয়সায় মদ পান করালে। বিনিময়ে ওকে খাওয়াবার সুযোগ দিলেই না তবে বললে আমার নতুন পান পাত্র থেকে সে মুখখানা একটু ধুয়ে নেবে। সে এবার আমার পাঁচ লিটারের পাত্রটা উচু করে তুলে এমন চাপ দিলে যে মদের ধারা সশব্দে তার গলার অভ্যন্তরে গিয়ে পড়লো।

পাত্রটা আমার হাতে দিয়ে বললে, "বাস, ঠিক আছে।"

পেছনের কামরায় নর্তকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রেট আর বিল মদের পিপার উপর বসে আছে। প্রত্যেকের বাহু প্রত্যেকের

কাঁধের উপর আর সবাই গেয়ে চলেছে। কয়েকজন আস্তিনওয়ালা শার্ট পরা লোকের সঙ্গে মাইক বসে রয়েছে এক টেবিলে, একটা পাত্র থেকে টুকরা করা পেঁয়াজ আর সিরকা দেয়া টুনা মাছ খাচ্ছে ওরা। সেই সঙ্গে সবাই মদও চালাচ্ছে, রুটির টুকরো দিয়ে মুছে নিচ্ছে তেল আর সিরকা।

মাইক বলে উঠলো, "হ্যালো জ্যেক, হ্যালো, এদিকে এসো, আমার বন্ধুদের সাথে মোলাকাৎ করো। আমরা সবাই ক্ষুধাবর্ধক পানীয় খাচ্ছি।"

টেবিলে বসা সবারই সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তারা নিজ নিজ নাম মাইককে জানিয়ে আমার জন্য কাঁটা-চামচ আনতে বলে দিলো।

মদের পিপার উপর বসা ব্রেট চেঁচিয়ে বললো, "মাইকেল, ওদের ডিনারটা সাবাড় করা বন্ধ করতো।"

একজন কাঁটা-চামচ এনে আমার হাতে দিলে আমি বললাম, "আমি তোমাদের খাবার সাবাড় করতে চাইনা।"

ও বললো, "খাও। এগুলো এখানে রয়েছে কি করতে?"

আমি আমার বড় মদ-পাত্রটার মুখটি খুলে চারদিকে সবাইকে এগিয়ে দিলাম। সবাই পাত্রটাকে তুলে মুখ থেকে প্রায় এক হাত দূরে রেখে এক এক ঢোক পান করলে। বাইরে, গান ছাপিয়ে আমরা শুনতে পেলাম চলন্ত মিছিলের সংগীত।

মাইক জিজ্ঞাসা করলো, "মিছিল না?"

একজন বলে উঠলো, "নাহে, ও কিছু না। পান করো। তুলে নাও বোতল।"

মাইককে জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাকে কোথায় পেল এরা?"

মাইক বললে, "কে একজন আমাকে এখানে নিয়ে এলো। ওরা বললে তোমরা এখানেই ছিলে।"

"কোন কোথায়?"

ব্রেট বললে, "ও বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলো। ওরা যেন কোথায় ওকে রেখে দিয়েছে।"

"কোথায় সে ?"

"জানি না।"

বিল বললে, "আমরা কি করে জানবো ? মনে হয় মরে গেছে।"

মাইক বললে, "ও মরেনি। আমি জানি ও মরেনি। খালি আনিশ ডেল মোনোতেই কাবু হয়ে সে সম্বিৎ হারিয়েছে। আনিশ ডেল মোনোর উল্লেখ করাতে টেবিলে বসা একজন চোখ তুলে তাকাল। ওর খাটো জামার ভিতর থেকে একটা বোতল বের করে নিয়ে আমার হাতে দিলে।

বললাম, "না, না, ধন্যবাদ !"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুলে নাও বোতলটা।"

আমি এক ঢোক খেলাম। স্বাদটা জষ্টিমধুর মতো এবং সমস্ত ভেতরটা তাতিয়ে দিল। পেটের ভিতরেও যেন ওটার তাপ বোধ করতে লাগলাম।

"কোনটা আছেইবা কোথায় ?"

মাইকেল বললে, "আমি জানি না। তবে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি।" ও এবার স্পেন ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, "আমাদের মাতাল সাথীটা কোথায় ?"

"ওকে দেখতে চাও ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

মাইক বললে, "আমি না। এ ভদ্রলোক।"

আনিশ ডেল মোনো অলা লোকটা এবার মুখটা মুছে উঠে দাঁড়ালো।

"চলে এসো।"

পেছনের কামরায় কয়েকটা মদের পিপার উপর রবার্ট কোন পরম শান্তিতে ঘুমুচ্ছিল। এত অন্ধকার যে ওর মুখটাও দেখা যাচ্ছিল না।

ওরা একটা কোট দিয়ে ওকে ঢেকে দিয়েছে, অন্য একটা কোট ভাঁজ করে দিয়েছে ওর মাথার নীচে। ওর গলায় আর বুকের উপর পড়ে আছে কিছুটা দলানো মোচড়ানো রশুনের এক বিরাট মালা।

লোকটা চুপি চুপি বললে, "ও ঘুমুক। বেশ ভালই আছে ও।"

ঘণ্টা দুই পরে ক্কোনের আবির্ভাব ঘটলো। ও সামনের ঘরে এলো, রশুনের মালাটা তখনো ওর গলায়। ও যখন ভিতরে এসে ঢুকলো তখন উপস্থিত স্পেনীয়রা সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। ক্কোন চোখ দুটো মুছে হাসলো।

ও বললে, "আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

ব্রেট বললে, "না। মোটেও না।"

বিল বললে, "তুমি কেবল মরে গিয়েছিলে।"

ক্কোন জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা কি সাপার-টাপার খাবোনা এখন?"

"তুমি খেতে চাও?"

"হ্যাঁ, চাইব না কেন? আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।"

মাইক বললে, "রবার্ট ওই রশুনগুলিই খাকনা। আমি বলি, ওই রশুনগুলিই খেয়ে ফেলো।"

ক্কোন দাঁড়িয়ে রইলো। ঘুমটা ওর খুব উপকার করেছে।

ব্রেট বললে, "চলো গিয়ে খেয়ে নিইগে। আমার কিন্তু গোসল করা চাই।"

বিল বললে, "এসে পড়ো! চলো, ব্রেটকে আমরা হোটেলে ছেড়ে আসি।"

বহুলোককে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, বহু লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা এবার বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে তখন অন্ধকার।

ক্কোন জিজ্ঞাসা করলো, "এখন কটা বাজে বলে তোমাদের ধারনা?"

মাইক বললে, "এখন আগামীকাল। তুমি দুদিন ঘুমিয়েছিলে।"

ক্কোন, "না। এখন কটা হবে?"

"দশটা।"

"কি প্রচুর মদইনা গিলেছি আমরা।"

"তুমি বলতে চাচ্ছো প্রচুর আমরাই খেয়েছি। তুমিত ঘুমিয়েই পড়ে ছিলে।"

অন্ধকার রাস্তা ধরে হেঁটে আমরা যখন হোটেলের পথে চলেছি তখন দেখতে পেলাম স্কয়ারের আকাশে হাউই বাজি ফুটছে। পাশের যে সব অলি গলি স্কয়ারে এসে মিলেছে সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম স্কয়ারটি লোকে ঠাসা আর মাঝখানের লোকগুলি সবাই নেচে চলেছে।

হোটেলে খাওয়াটা বেশ জব্বর দিল! মেলার জন্য দাম বাড়িয়ে দ্বিগুণ করার প্রথম দিন আজ, বেশ কয়েক রকম নতুন ব্যাঞ্জনও ছিল। ডিনারের পর আমরা শহরে বেরিয়ে পড়লাম। মনে পড়ে সকাল ছ'টায় ষাঁড়গুলিকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখার জন্য সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটাবো বলে আমি সংকল্প নিয়েছিলাম কিন্তু এমন নিদ্রালু হয়ে পড়লাম যে গোটা চারেকের দিকে বিছানায় আমাকে যেতেই হল। অন্যরা থাকলো জেগে।

আমার নিচের কামরাটায় তালা দেওয়া ছিল, আর চাবিও খুঁজে পাচ্ছিলামনা, আমি তাই উপরে গিয়ে ক্কোনের কামরায় একটা বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাইরে রাত্রেও মেলার উৎসব চলছিল কিন্তু আমি এত ঘুমকাতুরে হয়ে পড়েছিলাম যে আমাকে তা জাগিয়ে রাখতে পারলে না কিছুতেই। শহরের প্রান্তবর্তী খোঁয়ারগুলি থেকে ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার সংকেত ধ্বনি হিসেবে যখন হাউই ফোটানো হচ্ছিল তার আওয়াজে আমি জেগে উঠলাম। ষাঁড়গুলি রাস্তাদিয়ে বেড়ীর দিকে ছুটে যাবে। খুব গভীরভাবে ঘুমিয়েছিলাম, যখন উঠলাম তখন মনে হলো আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ক্কোনের একটা কোট গায়ে দিয়ে আমি বারান্দায় গিয়েছিলাম। নীচে সরু রাস্তাটা

জনশূন্য। সব বারান্দা গুলোতেই ভীড় জমে গেছে। হঠাৎ একটা জনতা রাস্তাদিয়ে ছুটে এলো। তারা সবাই একজোট হয়ে দৌড়চ্ছিল। রাস্তা ধরে তারা ছুটে চললো, চললো বৃষ-বেড়ীর দিকে। তাদের পেছনে দ্রুততর ভাবে ছুটে এলো আরো লোক, তারপর দেখা গেলো বিক্ষিপ্ত কয়েকজনকে, সত্যিকার অর্থে দৌড়চ্ছিল তারাই। তাদের পেছনে কিছুটা শূন্যস্থান। তারপর মাথা আন্দোলিত করতে করতে ছুটে এলো ষাঁড়ের দল। মোড়ের মাথায় এসে সব অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটা লোক পড়ে গেল, গড়িয়ে নালার মধ্যে গিয়ে চুপচাপ পড়ে রইলো সে। কিন্তু ষাঁড়গুলি সোজা সামনের দিকে ছুটে চলে গেলো, ওকে লক্ষ্যই করল না। ওরাসব এক সাথেই ছুটছিলো।

ষাঁড়গুলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর, বৃষ বেড়ী থেকে বিরাট এক গর্জন ভেসে এলো। চললো তা অবিরাম। শেষে শোনা গেল হাউইর ফট ফট শব্দ, তার মানে ষাঁড়গুলি জনতার ভিতর দিয়ে বেড়ীতে এসে পৌঁচেছে আর ঢুকে পড়েছে খোঁয়াড়ে। ঘরে ফিরে গিয়ে আমি আবার শুয়ে পড়লাম। ব্যালকনির পাথুরে মেঝেয় আমি এতক্ষণ খালি পায়েই দাঁড়িয়েছিলাম। আমি জানি আমাদের দলের সবাই এখন গেছে বৃষ-বেড়ীতে। বিছানায় ফিরে এসে আমি ফের ঘুমিয়ে পড়লাম।

ব্রেট ফিরে এসে আমাকে জগিয়ে দিলে। ও কাপড় ছাড়তে শুরু করলো। এগিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। কারণ রাস্তার ওপাশের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়ানো লোকগুলি এদিকে তাকিয়ে দেখছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, "দৃশ্যটা দেখলেত ?"

"হাঁ। আমরা সবাই ওখানে ছিলাম।"

"কেউ জখম হয়নিত ?"

"একটা ষাঁড় রিঙের ভিতরকার জনতার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো, ছ'টা কি আটটা লোককে এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলেছে।"

"ঘটনাটা ব্রেটের কেমন লাগলো ?"

"ঘটনাটা তাড়াতাড়ির মধ্যেই হয়ে গেল। ওনিয়ে ভাবার ফুরসৎই মেলেনি কারো।"

"আমিও যদি থাকতাম, বেশ হতো।"

"তুমি কোথায় ছিলে আমরা কেউ জানতাম না। তোমার ঘরে গিয়ে দেখলাম ঘর তালা-বন্ধ।"

"তোমরা কোথায় কাটালে ?"

"এক ক্লাবে আমরা নেচেই কাটালাম।"

আমি বললাম, "আমার খুব ঘুম পেয়েছিল।"

কোন বললে, "বাপস! আমার এখন যা ঘুম পাচ্ছে! এসব কি কখনো থামবে না ?"

"অন্তত এক হপ্তার মধ্যে নয়।"

দরজা খুলে বিল মাথা গলালো।

"কোথায় ছিলে তুমি জ্যেক ?"

"আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই ওদের যাওয়াটা দেখেছি।"

"কেমন লাগলো ?"

"চমৎকার!"

"তুমি কোথায় চললে ?"

"ঘুমাতে।"

দুপুরের আগে কেউই উঠলো না। পথপার্শ্বের ছায়ায় রাখা টেবিলে বসেই আমরা খেলাম। লোকে শহর ভর্তি। খালি টেবিলের জন্য আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। লাঞ্চের পর আমরা 'ইরুনার' দিকে গেলাম। এটাও ভরতি, বুলফাইটের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে ভিড়ও ততই বেড়ে উঠছিলো। টেবিল গুলিকে আরো ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বসানো হয়েছে। প্রতিদিন বুলফাইটের আগে জনতার জমাট একটা গুঞ্জন ধ্বনি লেগে থাকতো, খুব ভিড় থাকলেও যা কাফেতে কখনো

অন্য সময় শোনা যেতনা। গুঞ্জন চলছেই, তার মধ্যেই রয়েছি আমরা একটা অংশ হিসেবে।

সবগুলো লড়াইয়ের জন্যই আমি ছ'টা টিকেট কিনেছিলাম। তিনটা ছিল ব্যারেরার অর্থাৎ বেড়ীর পাশের প্রথম সারির জন্য আর তিনটি ছিল সব্রেপুয়েরটোর—মাঝামাঝি জায়গায় কাঠের হেলান দেওয়া আসনের জন্য। মাইক ভেবেছিল প্রথম বার বলে ব্রেটের পক্ষে সবচেয়ে উচু সীটই ভালো হবে। আর কোনেরও ইচ্ছা ওদের সঙ্গে বসা। বিল আর আমি সামনের সারিতে বসতে যাচ্ছিলাম আর অতিরিক্ত টিকেটটা আমি ওয়েটারকে দিলাম বিক্রি করে দিতে। বিল কোনকে কি করতে হবে, কি ভাবে দেখতে হবে সে সম্বন্ধে কিছু যেন তালিম দিচ্ছিল। তাহলে ঘোড়াগুলি ওর মন বিক্ষিপ্ত করবে না। বিল আগে একবার ষাঁড়ের লড়াই দেখেছে।

কোন বললে, "আমার কেমন লাগবে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার ভয় এসব দেখে আমার না ক্লান্তি ধরে যায়।"

"তুমি কি তাই মনে করো?"

ব্রেটকে বললাম, "ঘোড়াকে যখন ষাঁড় যখম করে তখন ঘোড়াগুলির দিকে তাকিয়ো না। আক্রমনটা দেখবে আর দেখবে অশ্বারোহী বৃষ-যোদ্ধা কিভাবে ষাঁড়কে দূরে রাখতে চেষ্টা করছে কিন্তু দেখো ঘোড়ার দিকে তাকিয়োনা যতক্ষণ না জখম হওয়ার পর সেটা মরে যায়।"

ব্রেট বললে, "একটু ভয় ভয় লাগছে। ভয় হচ্ছে আগাগোড়া সবটা দেখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা।"

"তোমার কোন অসুবিধাই হবে না। শুধু ঐ ঘোড়ার ব্যাপারটি ছাড়া খারাপ লাগার আর কিছু নেই এখানে, আর প্রতিটি ষাঁড়ের সঙ্গে ওরা থাকে শুধু কয়েক মিনিটের জন্য। খারাপ বোধ করলে ঐ দিকে না তাকালেই হলো।"

মাইক বললো, "ওর কিচ্ছু হবে না। আমি নজর রাখবো ওর দিকে।"

বিল বললো, "আমার মনে হয়না দেখে তোমার একঘেয়ে লাগবে।"

আমি বললাম, "আমি হোটেলে চললাম দুরবীণ আর মদের মশক আনতে। ফিরে এসে তোমাদের যেন এখানে পাই। চোখ বাঁকিয়োনা কিন্তু।"

বিল বললে, "আমিও আসছি।"

ব্রেট আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমরা স্কয়ারের উত্তাপ এড়াবার জন্য খিলান দেয়া পথ ধরেই হেঁটে চললাম।

বিল বললে, "এই কোনটাই আমাকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ওর য়হুদী শ্রেষ্ঠত্ব বোধটা এমন দুর্বার যে ওর ধারণা ষাঁড়ের লড়াই থেকে একঘেয়েমি বোধ ছাড়া ওর আর কিছুই মিলবে না।"

বললাম, "দুরবীণ দিয়ে ওকে আমরা লক্ষ্য করে যাবো।"

"ওহ, জাহান্নামে যাক সে।"

"প্রচুর সময় সে ওখানেই কাটায়।"

"আমি চাই সে ওখানেই থাকুক।"

হোটেলের সিড়িতেই মন্তোয়ার সাথে আমাদের দেখা।

মন্তোয়া বললে, "এসো। পেড্রো রোমেরোর সাথে দেখা করতে চাও?"

বিল বললে, "বেশ। চলো ওর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

মন্তোয়ার সাথে আমরা কিছুটা উপরে উঠে করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

মন্তোয়া জানালে, "ও আট নম্বর কামরায় আছে। বৃষ-যুদ্ধের জন্য পোষাক পরে তৈরী হচ্ছে সে।"

দরজায় টোকা দিয়ে মন্তোয়া দরজাটা খুলে দিল। রুমটা অন্ধকার, সরুগলির দিকের জানালা থেকে সামান্য একটু আলো ঘরে

এসে ঢুকছিল। ঘরটায় দুটো বিছানা রয়েছে, নিরলঙ্কার এক বেড়া দিয়ে আলাদা করা। বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বলছিল। কিশোরটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ-যুদ্ধের পোষাক পরা, মুখে কোন হাসি নেই, ওর জ্যাকেটটা ঝুলছে একটা চেয়ারের পিঠে। ওরা সবেমাত্র ওর কোমর-বন্ধটা এঁটে বাঁধা শেষ করে নিচ্ছিল। বৈদ্যুতিক আলোয় ওর কালো চুল চকচক করছিল। তার পরনে একটা সাদা শার্ট, তলোয়ার রক্ষক কোমর বন্ধটা বাঁধা শেষ করে এক পা পিছু হটে দাঁড়ালো। পেড্রো রোমেরো আনতি করলো। যখন আমাদের সঙ্গে হাত মেলালো তখন তাকে মনে হলো বেশ মর্যাদা সম্পন্ন এবং যেন অনেক সুদূরে হারিয়ে আছে। আমরা যে কেমন আফিকসিয়োনাডো সে সম্বন্ধে মন্তোয়া ওকে যেন কি বললো। আর বললো আমরা ওর সৌভাগ্য কামনা করছি। রোমেরো বেশ গম্ভীর ভাবে কথাগুলো শুনলো। তারপর সে আমার দিকে ফিরল। এমন সুদর্শন কিশোর আমি এর আগে কখনো দেখিনি।

ও ইংরেজিতে বললে, "তোমরা 'বৃষ-যুদ্ধ' দেখতে যাচ্ছো?"

খুবই হতবুদ্ধি বোধ করে আমি বললাম, "তুমি ইংরেজি জানো?"

ও হেসে বললে, "না।"

যে তিনজন লোক বিছানায় বসা ছিল সেখান থেকে একজন উঠে এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলে, আমরা ফরাসী জানি কিনা।"

বললে, "তোমরা যদি চাও, তোমাদের কথা আমি বুঝিয়ে দিতে পারি। পেড্রো রোমেরোর কাছে তোমরা কি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও?"

আমরা ওকে ধন্যবাদ জানালাম। জিজ্ঞেস করার এমন কি আছে? কিশোরটির বয়স উনিশের মতো হবে, তার তরবারি ধারক আর তিন গলগ্রহ বাদে সে ছিল একা। আর কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বৃষ-যুদ্ধ শুরু হবে। ওর জোর বরাত কামনা করে, হাত মিলিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। সে দাঁড়িয়ে ছিল, সোজা আর

সুশ্রী ; সম্পূর্ণ একা, দরজা টেনে দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। গলগ্রহদের নিয়ে তার কামরায় সে একাই রয়ে গেল।

মন্তোয়া জিজ্ঞেস করলো, "চমৎকার ছেলে ও, তাই নয় কি?"

বললাম, "খুবই সুদর্শন বাচ্চা ছেলে সে।"

মন্তোয়া বললে, "দেখা যাক বেড়ির মধ্যে কেমন করে।"

আমার ঘরে চামড়ার মদের বড় মশকটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল, ওটা আর দুরবীণগুলো নিয়ে দরজায় তালা মেরে নীচে নেমে এলাম আমরা।

বেশ ভালো বৃষ-যুদ্ধ হলো। আমি আর বিল পেড্রো রোমেরো সম্বন্ধে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

মন্তোয়া আমাদের থেকে তফাতে বসেছিল। রোমেরো যখন তার প্রথম বৃষটাকে মেরে ফেল্লো মন্তোয়া আমার দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়লো। এটা সত্যিকার যুদ্ধ বলা যায়। বহুদিন এরকম খাঁটি যুদ্ধ আর হয়নি, অপর দুই যোদ্ধার একজন বেশ ভালই ছিল, অন্যজন ছিল মানানসই রকম। তবে রোমেরোর সঙ্গে তুলনা হয় না। যদিও ওর মারা বৃষ কোনটাই তেমন বিরাট কিছু ছিল না।"

বৃষ-যুদ্ধের সময় দুরবীণ দিয়ে আমি কয়েকবারই উপরে বসা মাইক, ব্রেট আর ক্লোনের দিকে দেখছিলাম। মনে হলো তারা ঠিকই আছে। ব্রেট বিচলিত হয়েছে বলে মনে হলোনা। তাদের সামনের কংক্রিটের রেলিঙে ভর দিয়ে তিনজনই ঝুঁকেপড়ে দেখছিল।"

বল বললে, "দূরবীণটা দাও আমাকে।"

বললাম, "ক্লোনকে কি খুব অবসন্ন মনে হচ্ছে?"

"সেই কাকটা!"

বৃষ-যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর রিঙের বাইরে এত ভিড় যে নড়বার উপায় ছিল না। ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করা সম্ভব হলো না. গোটা ভিড়ের সাথে সাথে অতি ধীরে হিমবাহের মতো ফিরে এলাম শহরে। বৃষ-যুদ্ধের পর সব সময়ই যে একটা উল্লাস বোধ হয়

এখন তা আমাদের ওপর ভর করেছে। মেলার উৎসব চলছেই। ঢোলের বাজনা, বাঁশীর তীব্র সংগীত ত আছেই, তার সঙ্গে সর্বত্রই জনস্রোত, নর্তকরা মাঝে মাঝে সে স্রোতে সৃষ্টি করছে ছেদ। নর্তকরা ভিড়ের মধ্যে ছিল বলে তাদের পায়ের সুক্ষ্ম কাজগুলো দেখা যাচ্ছিল না। যা দেখা যায় তা শুধু কাঁধ আর মাথার ক্রমাগত ওঠা-নামা। অবশেষে ভিড়ের বাইরে এসে আমরা কাফের দিকে অগ্রসর হলাম। ওয়েটার অন্যদের জন্য চেয়ার আগলে রাখল। আমরা প্রত্যেকে একটা করে অ্যাবসিনথ-এর অর্ডার দিলাম আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কয়ারে জনতা আর নর্তকদের দেখতে লাগলাম।

বিল জিজ্ঞেস করলো, "কি নাচ বলে মনে হয় এটা ?"

"এক প্রকার ত্রি-তালীয় নৃত্য।"

বিল বললে, "সবতো একরকম নয়। ভিন্ন ভিন্ন সুরের সঙ্গে ভিন্ন ভাবে নাচছে তারা।"

"খাসা নাচ বটে।"

আমাদের সামনে রাস্তার এক খালি জায়গায় একদল ছেলে নাচছিল। ওদের পদক্ষেপগুলি ছিল বেশ জটীল, মুখে একাগ্রতা আর সংকল্পের পরিচয় ফুটে উঠেছে। নাচের সময় ওদের চোখ থাকল নীচের দিকে। রাস্তার উপর ওদের দড়ির জুতো তালে তালে শব্দ করে যাচ্ছিল। ওদের পায়ের আঙ্গুল গোড়ালি আর পাতা মাটীতে টোকা দিয়ে যাচ্ছে অবিরল। তারপর সংগীত হয়ে ওঠে বেপরওয়া আর পদক্ষেপ হয়ে যায় বন্ধ। রাস্তার উপর সবাই তারা নেচে চলে।

বিল বললে, "ঐ ভদ্রজনেরা আসছেন।"

তারা এখন রাস্তা পার হচ্ছিল।

বললাম, "হ্যাল্লো, এই যে।"

ব্রেট বললে, "হ্যাল্লো, ভদ্রেরদল। তোমরা আমাদের জন্য সীট রেখেছিলে ? কি চমৎকার !"

মাইক বললো, "বলি, রোমেরো, কি নাম না ওর, একটা লোক বটে। আমি কি ভুল বলেছি?"

ব্রেট বললে, "ও খুব সুশ্রী না? আর ওর ঐ সবুজ ট্রাউজার?"

"ব্রেট ত ঐগুলি থেকে চোখই ফেরাতে পারেনি।"

"বলি কি, কাল আমি তোমার দূরবীণটা ধার নেব!"

"কেমন লাগল?"

"চমৎকার! একেবারে নিখুঁত। বলি, এ এক রীতিমতো দেখার মতো দৃশ্য।"

"ঘোড়াগুলি কেমন মনে হলো?"

"আমি ওগুলির দিকে না তাকিয়ে পারিনি।"

মাইক বললে, "ঐগুলি থেকে চোখই ফেরাতে পারেনি। এক অসাধারণ ললনা সে।"

ব্রেট বললে, "বিশ্রী অনেক কিছুই ঘটে যায় ওদের ওপর। তবুও আমি না দেখে পারিনি।"

"তুমি ভালো বোধ করেছিলে ত?"

"আমি মোটেও খারাপ বোধ করিনি।"

মাইক ফোড়ন কাটলে, "রবার্ট কোন বোধ করেছিল। রবার্ট, তুমি নেহায়েতই কাঁচা ছিলে।"

কোন বললে, "প্রথম ঘোড়াটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।"

বিল জিজ্ঞেস করলো, "তুমি বিরক্তি বোধ করনি ক্যো?"

কোন একটুখানি হেসে বললে, "না, আমার বিরক্তি লাগেনি। কথাটার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিলেই খুশী হবো।"

বিল বললো, "ঠিক আছে, তুমি বিরক্ত না হলেই হলো।"

মাইক বললে, "ওকে বিরক্ত দেখাচ্ছিল না মোটেও। আমি মনে করেছিলাম সে হয়ত অসুস্থই হয়ে পড়বে।"

"অত খারাপ আমি বোধ করিনি কখনও। মিনিটখানেকের জন্য হয়েছিল মাত্র।"

"আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তোমার বিরক্তি ধরেনি রবার্ট, তাই না।"

"মাইক, ও কথা ছাড়ো। আমি ত বললামই, বললামই ত আমি দুঃখিত।"

"ও কাঁচা, বুঝলে। সত্যই ও একেবারে কাঁচা।"

"মাইকেল, বাদ দাও তো ওসব কথা।"

মাইক বললে, "প্রথম বৃষ-যুদ্ধ দেখতে গিয়ে কখনো বিরক্তি বোধ করতে নেই, রবার্ট। তাতে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে।"

ব্রেট বললে, "ওহ, বাদ দাও তো এ সব কথা, মাইক।"

মাইক বললে, "ও বলেছে ব্রেট নাকি ধর্ষণকামী। ব্রেট তা নয়। ব্রেট হচ্ছে শুধু সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী বালা।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি ধর্ষণকামী, ব্রেট?"

"আমি তো মনে করি, না।"

"যে কোন জিনিস সইবার মত স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য ব্রেটের আছে শুধু এই কারনেই ব্রেটকে সে ধর্ষণকামী বলে।"

"এ স্বাস্থ্য বেশীদিন থাকবে না।"

কোনকে ছাড়িয়ে মাইকের মনোযোগ এবার অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল বিল। ওয়েটার অ্যাবাসিনথ-এর গ্লাস নিয়ে এলো।

বিল কোনকে জিজ্ঞেস করলো, "সত্যই কি তোমার ভালো লেগেছিল?"

"না, ভালো লেগেছে তা বলতে পারব না। তবে দৃশ্যটা চমৎকার।"

ব্রেট বললে, "হ্যাঁ, দৃশ্য বটে একটা।"

কোন বললে, "ঘোড়ার অংশটা তারা না রাখলেও পারত।"

বিল বললো, "ওটা তেমন জরুরীও না। কিছুক্ষণ পর অবশ্য কিছুই আর বিরক্তিকর ঠেকে না।"

ব্রেট বললে, "শুরুতে ওটা কিছু কঠোর ঠেকে। আমার কাছে

খুব ভয়ারহ মুহূর্ত ছিল ঐটি—যখন ষাঁড়টি ঘোড়ার দিকে ধাওয়া করে।"

ক্লোন, "ষাঁড়গুলি ভালই ছিল!"

মাইক, "খুবই ভালো ছিল ষাঁড়গুলি।"

ব্রেট নিজের গ্লাস থেকে পান করতে করতে বল্লে, "সামনের বার আমি নীচে বসতে চাই।"

মাইক বললে, "বৃষ-যোদ্ধাদের খুব কাছের থেকে দেখতে চায় সে।"

ব্রেট, "লোক বটে তারা। ঐ রোমেরো ছেলেটা নেহাতই বাচ্চা।"

আমি বললাম, "ভারী সুদর্শন ছেলে সে। আমরা ওর ঘরে গিয়ে দেখেছি তাকে।"

"ওর চেয়ে সুদর্শন বালক আমি কখনো দেখিনি।"

"ওর কত বয়স হবে মনে করো?"

"উনিশ কিংবা কুড়ি।"

"ব্যাপারটা শুধু একবার ভেবে দেখো।"

প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনের বৃষ-যুদ্ধটা আরো ভালো হয়েছিল। ব্রেট ব্যারেরাতে মাইক আর আমার মাঝখানে বসেছিল, বিল আর ক্লোন চলে গিয়েছিল উপরে। সমস্ত শো'তে রোমেরোই ছিল সর্বেসর্বা। আমার মনে হয় না ব্রেট অন্য কোন বৃষ-যোদ্ধার দিকে চেয়ে দেখেছে বলে। অন্যরাও তাই—একমাত্র কঠিনমনা বিশেষজ্ঞরা ছাড়া। রোমেরোই সব। আরো দুজন ম্যাটাডোর ছিল কিন্তু তারা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। আমি ব্রেটের পাশে বসেছিলাম—ওকে সবকিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলাম। ওকে বললাম ষাঁড়টির দিকে চোখ রাখতে, ঘোড়ার দিকে নয়। যখন ষাঁড়েরা পিকাডোর অর্থাৎ অশ্বারোহী যোদ্ধার দিকে ধাওয়া করে তখন যোদ্ধা কিভাবে ওর বর্শার মুখটা সেদিকেই লক্ষ্য করে রাখে তা ওর কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং ব্যাপারটা আর দুর্বোধ্য

বিভীষিকা হয়ে রইল না। আমি ওকে দেখালাম কিভাবে রোমেরো তার আচ্ছাদন দিয়ে ষাঁড়টাকে পড়ে যাওয়া ঘোড়ার কাছ থেকে সরিয়ে নিল আর কিভাবে ষাঁড়টাকে ধরে রাখলো আচ্ছাদন দিয়ে আর ধীরে ধীরে কেমন সুন্দর-ভাবে অথচ পর্যুদস্ত না করে ফিরিয়ে নিলে। ও দেখলো কিভাবে রোমেরো অশোভন গতি পরিহার করে মারার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ওদের ঠেকিয়ে রেখে ঘুরপাক না খাইয়ে নাজেহাল না করে কেমন ধীরে ধীরে ক্লান্ত করে তুলছে। সে দেখলো রোমেরো সব সময়ই ষাঁড়ের কত কাছাকাছি থেকে কাজ করে। তাকে আমি দেখিয়ে দিলাম কি কৌশলে অন্যান্য বৃষ-যোদ্ধারা দেখায় যেন তারাও কাছাকাছি থেকেই কাজ করছে। ও বুঝতে পারলো রোমেরোর আচ্ছাদনের কাজটা কেন ওর ভালো লাগলো এবং কেন অন্যদেরটা ভালো লাগল না ওর।

রোমেরো একবারও বাঁকেনি, ওর সবকিছুই সোজা, খাঁটি আর স্বাভাবিক। অন্যরা বাহু তুলে কর্ক-স্ক্রুর মতো একে বেঁকে যায়। ষাঁড়ের শিং পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর ওর পার্শ্বদেশ নুয়ে পড়ে—বিপদের একটা ভূয়া ভাব দেখাবার জন্য। অবশেষে সব নকলেরই শোচনীয় পরিণতি ঘটে এবং সঞ্চারিত করে এক অপ্রীতিকর অনুভূতি। রোমেরোর বৃষ-যুদ্ধে একটা সত্যিকার অনুভূতি পাওয়া যায়। কারণ ও সব সময় ওর সব গতিতে সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত এক সরল রেখা বজায় রাখে, আর প্রতিবারেই ধীর স্থির ভাবে ষাঁড়ের শিং ওর কাছ ঘেষেঁ পেরিয়ে যেতে দেয়। সেগুলোর নৈকট্য তার প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল না। ব্রেট বুঝলো ষাঁড়ের একদম কাছাকাছি আসার কৌশল যতো সুন্দর মনে হয় তা যদি কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে প্রদর্শন করা হয় তাহলে সেটা হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে। আমি ওকে বললাম যোজোলিটোর মৃত্যুর পর থেকে কিভাবে সব বৃষ-যোদ্ধারা এমন একটা কৌশল গড়ে তুলছে যাতে ভূয়া একটা আবেগের সঞ্চার করা যায়। পুরানো কায়দাটা রোমেরোর মধ্যেই আছে—

এ ধারার অনাবিলতা রক্ষার জন্য সে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হয় আর ষাঁড়কে এমনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে যাতে ও যে অনায়ত্ত তা যেন ষাঁড়টি বুঝতে পারে অথচ ও তখন ওটাকে নিহত করার জন্যেই নিয়ে থাকে প্রস্তুতি।

ব্রেট বললো, "বেমক্কা কিছু করতে আমি ওকে একবারও দেখিনি।"

বললাম, "ভয়ে সন্ত্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত ও রকম কিছু দেখবেও না।"

মাইক বললো, "ও কখনো ভয় পাবে না। কায়দা কানুনটা ওর খুব ভালো করেই জানা।"

শুরু থেকেই ওর সব কিছু জানা। ওর যা জন্মগত, অন্যরা তা শিখেও আয়ত্ব করতে পারে না।"

ব্রেট বললে, "ইশ্বর, কি সুন্দরই না দেখতে।"

মাইক, "তা বুঝলে কি না, আমার বিশ্বাস সে ঐ বৃষ-যোদ্ধা ছোকরাটার প্রেমে পড়তে যাচ্ছে।"

"আমি অবাক হব না।"

"জ্যেক, ভালো ছেলের মতো ঐ বেটা সম্বন্ধে আর কিছু বলো না। ওরা যে ওদের বুড়ো মাকে কি ভাবে প্রহার করে সে কথাই বলো ওকে।"

"ওরা নেশা টেশা কেমন করে, শুনি।"

মাইক, "ওঃ ভয়াবহ ব্যাপার। সারাদিনই চুর হয়ে থাকে আর ওদের বুড়ো মাদের প্রহার করেই সারাটা সময় কাটায়।"

ব্রেট, "ওকে ওরকমই দেখাচ্ছে।"

বললাম, "দেখায় না কি!"

ওরা মরা ষাঁড়ের সঙ্গে খচ্চরদের বেঁধে দিয়ে চাবুক চালালে সশব্দে, লোকগুলি ছুটতে থাকলো, খচ্চরগুলি অতি কষ্টে সামনের পা টেনে দ্রুত চলতে লাগলো। ষাঁড়টির একটা শিং উপরের দিকে খাড়া। মাথাটা একপাশে রাখা, বালির উপর দিয়ে খড়-কুটোকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে, লাল ফটকটা পেরিয়ে বাইরে চলে গেলো।

"এর পরেরটাই শেষ।"

ব্রেট বললে, "তাই কি।"

ব্যারেরার উপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। রোমেরো তার বর্শাধারী সওয়ারদের তাদের স্ব স্ব স্থানে যেতে নির্দেশ দিয়ে দাঁড়ালো —আচ্ছাদনটা বুকের উপর, রিঙের ওপাশে যেখান দিয়ে ষাঁড়টা বেরিয়ে আসবে সেদিকে তাকিয়ে।

এটা শেষ হওয়ার পর আমরা বেরিয়ে এলাম বাইরে। পড়ে গেলাম ভিড়ের চাপে।

ব্রেট বললো, "এসব বৃষ-যুদ্ধ কারো কারো জন্য দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। আমি তো একেবারে নেতিয়ে গেছি।"

মাইক বললে, "তোমাকে এখনি এক গ্লাস পান করাচ্ছি।"

পরের দিন পেড্রো রোমেরো লড়েনি। এদিন মিউরা ষাঁড়ের পালা ছিল, হলো খুব নিকৃষ্ট এক বৃষ-যুদ্ধ। তার পরের দিনের কর্মসূচীতে বৃষ-যুদ্ধ ছিল না। কিন্তু সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত্রি উৎসব চলল সমানেই।

অধ্যায় ঃ ষোল

ভোরে বৃষ্টি নামলো। সমুদ্র থেকে কুয়াশা এসে পাহাড়গুলিকে ছেয়ে ফেললো। পাহাড়গুলির চূড়া দেখা যাচ্ছিল না। সমতলভূমিটাকে নিষ্প্রাণ আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ঘর বাড়ী আর গাছপালার চেহারাই গেলো বদলে। আবহাওয়া দেখার জন্য আমি হেঁটে শহরের বাইরে এলাম। বিশ্রী আবহাওয়াটা সমুদ্র থেকেই আসছিল পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে।

স্কয়ারের ভিজা পতাকাগুলি সাদা সাদা খুঁটির সঙ্গে ঝুলে পড়েছে। আর বাড়ী ঘরের সামনে নাম লেখা কাপড়ের ব্যানারগুলিও ভিজে স্যাঁৎসেতে হয়ে ঝুলে রয়েছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে নামতে লাগল মুষলধারে বৃষ্টি। লোকজন ছুটল বাড়ীঘরের বারান্দার ছাদের নীচে। পানি জমে উঠলো স্কয়ারের এখানে ওখানে: রাস্তা ভেজা, অন্ধকার এবং ফাঁকা। তবুও উৎসব চলতে লাগলো সমানে। তবে তা চললো ঢাকা স্থানে।

বুলরিঙের ঢাকা সিটগুলিতে লোক এসে ভিড় জমিয়েছে। বৃষ্টির নাগালের বাইরে বসে বসে তারা বাস্‌ক্ আর নেভারিরস নর্তক আর গায়কদের সমাবেশ দেখছিল। তারপর বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই রাস্তার উপর নাচ শুরু করে দিলে। 'ভেল কারলস' নাচিয়েরা তাদের জাতীয় পোষাক পরেছে—ঢোলের আওয়াজ শোনাচ্ছিল ফাঁকা আর স্যাঁৎসেতে আর বাদকদের নেতারা চলছিল আগে আগে বড় বড় ভারী পা-ওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে। তাদের পোষাকের মত

ঘোড়ার আচ্ছাদনগুলিও ভিজে ঢোল, জনতা আশ্রয় নিয়েছে কাফেতে। এবার নাচিয়েরাও এসে ঢুকল এবং বসে পড়ল কষে বাঁধা সাদা সাদা পাগুলি টেবিলের নীচে রেখে। মাথার ঝুন-ঝুনিওয়ালা টুপিগুলি থেকে ওরা পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলো আর শুকোবার জন্য নিজেদের লাল-বেগুনে বর্ণের জ্যাকেটগুলি চেয়ারের উপর দিলে ছড়িয়ে। বাইরে হচ্ছিল প্রবল বৃষ্টিপাত।

কাফের ভিড় ছেড়ে শেভ করে ডিনারের জন্য তৈরী হতে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। যখন শেভ করছি তখন হঠাৎ দরজায় কে যেন টোকা মারল।

ডেকে বললাম, "ভিতরে এসো।"

মন্তোয়া এসে ঢুকল। বললে, "কেমন আছো ?"

বললাম, "ভালো।"

"আজ আর কোনো ষাঁড় নেই ?"

বললাম, "না, স্রেফ বৃষ্টি।"

"তোমার বন্ধুরা কোথায় ?"

"ইরুনার ওখানে।"

মন্তোয়া তার অপ্রস্তুত হাসি হাসলো। ও বললে, "শোন, তুমি আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে চেনো ?"

বললাম, "হাঁ, আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে সবাই চেনে।"

"সে এখন এখানে, শহরেই।"

বললাম, "হাঁ। সবাই ওদের দেখেছে।"

মন্তোয়া বললে, "আমিও দেখেছি।"

ও আর কিছু বললে না, আমিও শেভ করতে লাগলাম।

বললাম, "বসো, আমি কিছু পানীয় আনতে পাঠাই।"

"না, আমার যেতে হবে।"

শেভ করা শেষ করে বেসিনের ঠাণ্ডা পানিতে আমি মুখটা ধুয়ে নিলাম। মন্তোয়া তখনো দাঁড়িয়ে, ওকে দেখাচ্ছে আরো অপ্রস্তুত।

ও বললে, "দেখো, ওদের কাছ থেকে এইমাত্র গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে একটা খবর পেলাম। আজ রাত্রে ডিনারের পর তারা পেড্রো রোমেরো আর মারসিয়াল লালাণ্ডার সাথে কফি পান করতে চায়।"

বললাম, "ভালো, তাতে ত মারসিয়ালের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। মারসিয়াল সারাদিন সান-সেবাস্টিয়ানে ছিল। ও মার্কো-য়েজের সাথে আজ সকালে এক মোটরে চড়ে বেরিয়েছে। আমার মনে হয় না আজ রাত্রে ওরা ফিরবে বলে।"

মন্তোয়া অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সে চায় আমি যেন কিছু বলি।

আমি বললাম, "রোমেরোকে খবরটা দিয়ো না।"

"তুমি কি তাই ভালো মনে করো!"

"পুরোপুরি।"

মন্তোয়া অত্যন্ত খুশী হলো। ও বললে, "তুমি আমেরিকান বলেই কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাইলাম।"

"আমি হলে তো তাই করতাম।"

মন্তোয়া বললে, "দেখ, এরকম ছোকরাকে লোকে পেতে চায়। কিন্তু ওর কি মূল্য তা ওরা জানে না। ওর যে কি তাৎপর্য তা-ও ওরা জানে না। যে কোনো বিদেশী ওকে খোশামোদ করে ফাঁপাতে পারে। এই সব গ্র্যাণ্ড হোটেলের ব্যাপার-স্যাপার তারা শুরু করবে আর এক বছরের মধ্যেই তাকে দেবে শেষ করে।"

বললাম, "আলগাবেনোর মতো।"

"হাঁ, আলগাবেনোর মতো।"

বললাম, "চমৎকার একটা দল বটে তারা। একজন আমেরিকান মহিলাও এখানে রয়েছে যে বৃষ-যোদ্ধা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে।"

"জানি। তারা শুধু তরুণদেরই চায়।"

বললাম, "হাঁ। বয়স্করা মুটিয়ে যায়।"

"কিংবা গেললোর মতো মাথায় ছিট এসে যায়।"

বললাম, "তা, এ তো সোজা ব্যাপার। খবরটা ওকে না দিলেই হলো।"

মন্তোয়া বললো, "ও এমন চমৎকার ছেলে, ওর উচিত নিজের লোকদের মধ্যেই থাকা। ও সবের সঙ্গে মেলামেশা করা ওর উচিত হবে না।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কিছুই কি পান করবে না?"

মন্তোয়া বললে, "না, আমাকে যেতেই হবে।"

ও বেরিয়ে পড়লো।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে দরজার বাইরে এসে ঢাকা পথ ধরে আমি স্কয়ারের চারদিকে পায়চারি করতে লাগলাম। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। ইরুনার ভিতরে তাকিয়ে দেখলাম দলটাকে দেখতে পাওয়া যায় কি না। ওরা ওখানে ছিল না। তাই স্কয়ারের চারদিকে আর এক চক্কর হেঁটে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। দেখলাম নীচের খাবার ঘরে বসে ওরা ডিনার খাচ্ছে।

ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কাজেই ওদের ধরার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। বিল জুতাপালিশওয়ালাকে মাইকের জুতা পালিশ করিয়ে দেওয়ার জন্য ডাকলো। রাস্তার দিকের দরজাটা খুললে জুতা পালিশওয়ালা। বিল যাকে যাকে ডাকলে একের পর এক সকলে মাইকের জুতায় রং লাগাতে শুরু করলো।

মাইক বললে, "এ নিয়ে একাদশ বার পালিশ করা হলো আমার জুতা। বলি, বিল আস্ত একটা গাধা। নিশ্চয়ই জুতাপালিশওয়ালা খবরটা রাষ্ট্র করে দিয়েছে।"

আর একজন এসে ঢুকল।

ও বিলকে বললে, "জুতা পালিশ?"

বিল বললে, "না, এ সাহেবের জন্যই।"

যে রং লাগাচ্ছিল এও তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মাইকের যে

খোলা জুতাটা বৈদ্যুতিক আলোয় চক চক করছে তাতেই পালিশ লাগাতে শুরু করে দিলে।

মাইক বললে, "বিল হচ্ছে একটা হাসির হুল্লোড়।"

আমি বসে বসে লাল মদ পান করছিলাম। কাজেই ওদের এত পেছনে পড়ে গেছি যে জুতা পালিশের ব্যাপারটি নিয়ে আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। রুমের চারদিকে একবার তাকালাম। পরের টেবিলেই পেড্রো রোমেরো বসে রয়েছে। আমি মাথা নাড়ালে ও উঠে দাঁড়ালো এবং আমাকে বললে এসে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। ওর টেবিলটা আমাদের পাশেই প্রায় লাগোয়া বললেই চলে। ওর বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হলো, লোকটা মাদ্রিদের এক বুল ফাইট সমালোচক। দেখতে খাটো আর গম্ভীর-মুখো। রোমেরোকে বললাম তার দক্ষতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। শুনে ও খুব খুশী হলো। আমরা স্প্যানিশ ভাষায় আলাপ করলাম। সমালোচকটি ফরাসী জানেন যৎসামান্য। আমার মদের বোতলটা নেওয়ার জন্য আমি আমাদের টেবিলটার দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু সমালোচক আমার হাতটি ধরে ফেললে। রোমেরো হেসে ইংরেজিতে বললো, "এখান থেকেই পান করো।"

নিজের ইংরেজী সম্বন্ধে ওর বেশ সঙ্কোচ ছিল তবুও বেশ আনন্দ পাচ্ছিল সে। কথা বলতে বলতে ও এমন সব শব্দ ব্যবহার করলো যেগুলো সম্বন্ধে ও খুব নিশ্চিত ছিল না এবং সেগুলো সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। সে স্পেনিশ 'করিডা ডে টরোসের', ইংরেজী কি, তার সঠিক অনুবাদ জানতে চাইল। বৃষ-যুদ্ধ সম্বন্ধে ওর সন্দেহ ছিল। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, 'বৃষ-যুদ্ধকে' স্প্যানিশ ভাষায় এক টোরোর লিডিয়া বুঝায়। স্প্যানিশ ভাষার করিডা শব্দের ইংরেজী অর্থ হচ্ছে 'রানিং অব বুলস'—অর্থাৎ ষাঁড়ের ছুটে চলা আর তার ফরাসী অনুবাদ হচ্ছে 'জার্স ডে টাউরোক্স'। সমালোচক সেটা যোগ করল। 'বুল-ফাইটের' কোনো শব্দ স্পেন ভাষায় নেই।

পেড্রো রোমেরো বললো সামান্য কিছু ইংরেজী সে জিব্রাল্টারেই শিখেছে। তার জন্ম রোন্ডায়। জিব্রাল্টার থেকে ওটা খুব দূরে নয়। ওখানে মালাগার বুল-ফাইট স্কুলেই সে বৃষ-যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। মাত্র বছর তিনেক ছিল সে ওখানে। কথার মধ্যে ও কতটা মালাগার বাগবিধি ব্যবহার করেছে তা নিয়ে বুল-ফাইট সমালোচক ওকে বেশ ঠাট্টাও করলো। ও বললে ওর বয়স উনিশ। ওর বর্শাধারী কাপ্তেরী লেরো হিসেবে ওর বড় ভাইও ওর সঙ্গে রয়েছে, তবে সে এ হোটেলে থাকে না। রোমেরোর অন্যান্য কর্মীদের সাথে ও আর একটা ছোটো হোটেলে থাকে। ও জানতে চাইল ওকে কবার আমি রিঙে দেখেছি। বললাম মাত্র তিনবার। আসলে মাত্র দু'বার। তবুও ভুলটা যখন করা হয়ে গেছে তখন আমি আর তা সংশোধন করলাম না।

"অন্যবার কোথায় দেখেছ আমাকে, মাদ্রিদে?"

"হ্যাঁ।" মিথ্যা কথাই বললাম। মাদ্রিদে ওর দুবার আবির্ভাবের বিবরণ আমি বুলফাইট পত্রিকাগুলিতে পড়েছিলাম। অতএব সেদিক থেকে আমি ঠিকই ছিলাম।

"প্রথম বার না দ্বিতীয় বার?"

"প্রথমবার।"

ও বললে, "খুবই খারাপ করেছিলাম সেবার। দ্বিতীয়বারে আরো ভালো করেছিলাম। তোমার মনে পড়ে?" এ বলে ও সমালোচকের দিকে ফিরলো।

ওকে মোটেও সঙ্কুচিত মনে হলো না। ও নিজের কাজগুলোর কথা এমনভাবে বলে গেলো যেন এ সব ওর কাছে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ওর ব্যবহারে এতটুকু আত্মম্ভরিতা কিংবা বাহাদুরীর পরিচয় ছিল না।

ও বললে, "আমার সাফল্যে তুমি খুশী হয়েছ জেনে আমিও খুব আনন্দিত। কিন্তু সবটা তুমি এখনো দেখনি। আগামীকাল আমি যদি একটা ভালো ষাঁড় পাই তাহলে তোমাকে দেখাতে চেষ্টা করব।"

এ কথা বলার সময় ও এমনভাবে হাসল যেন বুল-ফাইট সমালোচক বা আমি ও যে কিছুমাত্র দম্ভ প্রকাশ করছে, এ কথা না ভেবে বসি, এ সম্পর্কে ও যেন বেশ সতর্ক।

সমালোচক বললো, “সেটা দেখার জন্য আমি খুবই উৎসুক। নিঃসন্দেহ হতে চাই আমি।”

রোমেরো আমার দিকে ফিরে বললো, “আমার কাজ ওর তেমন পছন্দ নয়।”

ওকে এবার খুব গম্ভীর দেখালো।

সমালোচক জানালে ও খুবই পছন্দ করে ওর খেলা, তবে তা এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গ্যাছে।

“আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখো। অবশ্য ভালো একটা ষাঁড় যদি জোটে।”

সমালোচক আমাকে জিজ্ঞেস করলে, “আগামীদিনের ষাঁড়গুলি তুমি দেখেছ!”

“হ্যাঁ, নামাবার সময় দেখেছি।”

পেড্রো রোমেরো সামনের দিকে ঝুঁকলো।

“তোমার কেমন মনে হলো ওদের!”

বললাম, “খুব চমৎকার। প্রায় ছাব্বিশ এরোবার (এক এরোবা পঁচিশ পাউণ্ড বা তার কিছু বেশী) মতো হবে। শিঙগুলি খুবই খাটো। তুমি দেখোনি?”

রোমেরো বললো, “হ্যাঁ। দেখেছি।”

সমালোচক, “ওদের ওজন ছাব্বিশ এরোবা হবে না।”

রোমেরোও বললো, “না।”

সমালোচক, “ওদের শিঙগুলো তো সব কলার মত।”

রোমেরো জিজ্ঞেস করলে, “তুমি ও-সবকে কলা বলো?”

ও আমার দিকে ফিরে হেসে জিজ্ঞেস করলে, “তুমি নিশ্চয়ই ওসবকে কলা বলবে না?”

বললাম, "না। ওসব যে শিঙ, তা ঠিকই।"

পেড্রো রোমেরো বললো, "খুব খাটো। একেবারেই খাটো। তবু সেগুলো কলা নয়।"

পাশের টেবিল থেকে ব্রেট বলে উঠলো, "বলি জ্যেক, তুমি কি আমাদের ত্যাগ করলে নাকি?"

বললাম, "মাত্র অল্পক্ষণের জন্য। আমরা ষাঁড় সম্পর্কে আলাপ করছি।"

"উঁচু দরের লোক তুমি।"

মাইক চেঁচিয়ে উঠলো, "ওকে বলে দাও, ষাঁড়দের বীচি নেই।"

ওকে নেশায় ধরেছে।

রোমেরো জিজ্ঞাসু-চোখে আমার দিকে তাকালো।

বললাম. "নেশা ধরেছে। নেশাগ্রস্ত। বুঁদ হয়ে আছে নেশায়।"

ব্রেট বললে, "তোমার উচিত তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।"

এক দৃষ্টে পেড্রো রোমেরোর দিকে তাকানোটা থামায়নি সে। ওদের বললাম আমাদের সঙ্গে বসে এক কাপ করে কফি খেতে। উভয়ে উঠে দাঁড়ালো। রোমেরোর মুখটা একদম পিঙ্গল। তার আদব-কায়দা খুবই চমৎকার।

আমি চারদিকে সকলের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সবাই বসতে শুরু করলো। কিন্তু স্থানাভাব দেখে কফি খাওয়ার জন্য আমরা দেয়ালের লাগোয়া বড় টেবিলটায় সরে গেলাম। মাইক এক বোতল কুনডেতোর আর সকলের জন্য গ্লাসের অর্ডার দিলে। প্রচুর নেশাগ্রস্ত আলাপ হলো।

বিল বললো, "ওকে বলো লেখাটাকে আমি খুব কদর্য মনে করি। নাও, বলোতো ওকে। ওকে বলে দাও, লেখক হওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।"

ব্রেটের পাশে বসে পেড্রো রোমেরো ওর কথা শুনছিল।

বিল বললে, "বলো, বলোই না, বলে দাও ওকে।"

রোমেরো হেসে তাকালো।

আমি বললাম, "এ ভদ্রলোক একজন লেখক।"

শুনে রোমেরো যেন অভিভূত হলো।

ক্কোনকে নির্দেশ করে আমি বললাম, "ইনিও।"

বিলের দিকে তাকিয়ে রোমেরো বললো. "বাস্তবিকই, ওকে অনেকখানি ভিললালটার মতোই দেখায়। নেশাখোরটা কি করে?"

"কিছুই না।"

"ওই কারণেই কি সে মদ খায়?"

"না। এ মহিলার পাণিগ্রহণের অপেক্ষায় আছে সে।"

নেশায় বুঁদ হয়ে টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে মাইক চেঁচিয়ে উঠলো, "ওকে বলে দাও, ষাঁড়ের বীচি নেই।"

আমি বললাম, "তুমি বুঝতে পারছো?"

"হাঁ।"

আমি নিশ্চিত জানি ও বোঝেনি। কাজেই সব ঠিক থাকল।

"ওকে বলো, ব্রেট ওকে সবুজ-প্যাণ্ট পরা অবস্থায় দেখতে চায়।"

"সামলে নাও মাইক।"

"ওকে বলো, কিভাবে ঐ সব প্যাণ্টে ঢুকে পড়ে তা দেখতে ব্রেট মরীয়া হয়ে উঠেছে।"

"সামলে নাও।"

এ সময় রোমেরো আঙ্গুল দিয়ে নিজের গ্লাসটা নাড়তে নাড়তে ব্রেটের সঙ্গে কথা বলছিল। ব্রেট বলছিল ফরাসী। আর ও বলছিল স্পেনিশের সাথে কিছুটা ইংরেজির মিশেল দিয়ে, আর হাসছিল।

বিল ভরে দিচ্ছিল গ্লাসগুলি।

"ওকে বলো, ব্রেট একটা ইয়েতে—আসতে চায়।"

"ও মাইক, দোহাই তোমার, নিজেকে সামলাও।"

রোমেরো হেসে তাকাল এবং বললো, "সামলে নাও। ওটাতো আমি জানি।"

ঠিক এ সময় মন্তোয়া এসে রুমে ঢুকল। ও আমার দিকে চেয়ে হাসতে আরম্ভ করলো। তখন ওর চোখ পড়লো পেড্রো রোমেরোর উপর। দেখলো ওর হাতে ব্রাণ্ডির একটা বড় গ্লাস, আমার আর এক নগ্নস্কন্ধা মেয়েলোকের মাঝখানে বসা। আর টেবিল জুড়ে রয়েছে সব নেশাগ্রস্তের দল। মাথাটা পর্যন্ত সে নোয়ালো না।

মন্তোয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাইক টোষ্ট করার জন্য দাঁড়ালো। ও শুরু করলো, "চলো আমরা সবাই পান করি—" আমি বলে উঠলাম, "পেড্রো রোমেরোর জন্য"। সবাই উঠে দাঁড়ালো। ব্যাপারটি রোমেরো খুব গুরুতর ভাবেই গ্রহণ করলে। আমরা পরস্পরের গ্লাসে গ্লাস ঠুকে পান করে নিলাম। আমি কিছুটা ক্ষিপ্রতার সাথে চালালাম। কারণ, দেখলাম, মাইক তার প্রস্তাবনাটা যে মোটেই সেরকম ছিল না সেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলো, পেড্রো রোমেরো প্রত্যেকের সঙ্গে হাত মেলালো এবং ও আর সমালোচক এক সঙ্গে বেরিয়ে গেলো।

ব্রেট বললো, "আহা, কি সুশ্রী ছেলে। ওকে ওর ঐসব পোষাক পরতে দেখলে আমি কি খুশীই না হতাম! ও নিশ্চয়ই সু হর্ণ ব্যবহার করে।"

মাইক বললো, "আমি সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু জ্যেক আমাকে বাধা দিতে লেগে গেলো। কেন তুমি আমাকে বাধা দাও? তুমি কি মনে করো তুমি আমার চেয়ে ভালো স্পেনিশ বলতে পারো?"

"চুপ করো মাইক! কেউই তোমাকে বাধা দেয়নি।"

আমার থেকে অন্যদিকে ফিরে গেল সে, "না, আমি এ ব্যাপারটা ফয়সালা করে দেখতে চাই। কোন, তুমি কি মনে করো তুমি একটা

কেউ-কেটা ? তুমি কি মনে করো আমাদেরই একজন তুমি ? যারা একটু আনন্দে সময় কাটাতে বেরিয়েছে ? কোন, আল্লার ওয়াস্তে অনর্থক গোলমাল করো না।"

কোন বললো, "ওহ, ও সব কথা ছাড়ো তো মাইক।"

"তুমি কি মনে করো ব্রেট তোমাকে চায় এখানে ? তুমি কি মনে করো তুমি দলকে সমৃদ্ধ করছো, কিছু বলছো না কেন তুমি ?"

"মাইক, আমার যা বলার আমি তা সে রাত্রেই বলেছি।"

মাইক কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো আর টেবিলের দিকে ঝুঁকে বলতে লাগলো, "আমি তোমাদের মত সাহিত্যিক নই। আমি তেমন চালাক-চতুরও নই। কিন্তু কখন আমি কাম্য নই তা আমি বুঝতে পারি। কোন, তোমাকে কখন চাওয়া হয় না সেটা তুমি বুঝতে পারো না কেন! চলে যাও। আল্লার ওয়াস্তে সরে পড়ো তোমার ঐ বিষণ্ণ য়ুহুদি চেহারাটা নিয়ে। আমি কি ঠিক বলছি না ?"

ও এবার আমাদের দিকে তাকালো।

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই। চলো এবার সবাই ইরুনায় যাওয়া যাক।"

"না, আমার কথা যে ঠিক তা কি তোমরা মনে করো না ? ঐ মেয়েলোকটাকে আমি ভালোবাসি।"

ব্রেট বললো, "আবার শুরু করো না ও সব। মাইকেল ছেড়ে দাও ওসব কথা।"

"জ্যেক, তুমি কি আমার কথা ঠিক মনে করো না ?"

কোন তখনো টেবিলে বসে। অপমানিত হলে ওর চেহারা কেমন হলদে আর মলিন দেখায়। এখন সে রকম দেখালেও মনে হলো কি করে যেন ও এসব উপভোগ করছিল—নেশাগ্রস্তের শিশু-সুলভ বীরত্বপনাকে। এ ছিল এক পদবীবিশিষ্ট মহিলার সঙ্গে ওর প্রেম।

মাইক বললো, "জ্যেক।"

ওর অবস্থা প্রায় কাঁদো কাঁদো। "তুমি তো জানো, আমি ঠিক বলেছি। এই যে, শোনো!"

ও কোনের দিকে ফিরে বললো, "চলে যাও। এখুনি সরে পড়ো।"

কোন বললো, "মাইক, আমি কিন্তু যাচ্ছি না।"

"তাহলে আমিই বাধ্য করব যেতে।"

বলে টেবিল ঘুরে ও কোনের দিকে অগ্রসর হলো। কোনও উঠে দাঁড়িয়ে চশমা খুলে নিল। ও অপেক্ষায় থাকলো—ওর মুখ মলিন, হাত দুটো বেশ নীচু হয়ে আছে। বেশ কিছুটা গর্বিত আর শক্তভাবে আঘাতের প্রতীক্ষায় রইল ও, ওর প্রেমপাত্রীর জন্য লড়াই করতে ও তৈরী।

আমি মাইককে জড়িয়ে ধরে বললাম, "চল, কাফেতে যাওয়া যাক। এখানে হোটেলে তুমি ওর উপর হাত তুলতে পারো না।"

মাইক বললো, "ভালো। চমৎকার আইডিয়া।"

আমরা যাত্রা করলাম। আমি দেখতে লাগলাম মাইক টলতে টলতে সিড়ি ভাঙ্গছে আর কোন আবার চশমাটা নিচ্ছে পরে। বিল টেবিলে বসে ঢেলে নিচ্ছে আরো এক গ্লাস ব্রাণ্ডি। ব্রেট অনির্দিষ্ট ভাবে সোজা সামনের দিকে রয়েছে তাকিয়ে।

বাইরে স্কয়ারে বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশে চাঁদ চেষ্টা করছে মেঘ ভেদ করে উঁকি মারার। বাতাস বইছিল বেশ জোরে। সামরিক বাদ্য বাজছিল, স্কয়ারের দূর প্রান্তে বাজিকর যেখানে তার ছেলেকে নিয়ে অগ্নি-বেলুন ওড়াবার চেষ্টা করছে জনতা গিয়ে সেখানে জড়ো হয়েছে। বেলুন প্রথমে এক লাফ দিয়ে উঠে যায় যেন প্রবল এক আকর্ষণে, পরে বাতাসের ধাক্কায় হয় ফেটে যায়, না হয় স্কয়ারের বাড়ীগুলির গায়ে গিয়ে লাগে। কোন কোনটা জনতার উপর গিয়েও পড়ে। ম্যাগনেশিয়াম হঠাৎ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে আর বাজি ফেটে জনতার মাঝে দিগ্বিদিক ছুটে চলে। স্কয়ারে এখন আর নাচ চলছেনা।

প্রস্তরময় ভূমি ছিল বড্ড ভিজা।

ব্রেট বিলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে জুটলো। ভিড়ে দাঁড়িয়ে আমরা বাজিরাজ ডন ম্যানুয়েল আর্কিটোকে দেখছিলাম। ছোটো একটা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ও লাঠি দিয়ে বেশ সতর্কতার সঙ্গে বেলুন ছাড়ছিল। বেলুনগুলি বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য ও জনতার চেয়ে কিছুটা উঁচুতে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বাতাস সবগুলিকে নীচে নামিয়ে আনছিল। ওর নিজের তৈরী জটিল সব বাজির আলোয় ডন ম্যানুয়েল আর্কিটোর মুখখানি দেখাচ্ছিল ঘর্মাক্ত। বাজিগুলি জনতার মাঝখানে সশব্দে ফুটে পড়ে লোকের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে, এমনভাবে ছুটে চললো যে ভয়ে জনতা ইতস্তত ছোটাছুটি করে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। যখন প্রতিটি কাগজের প্রদীপ্ত বুদবুদ এক দিকে ছুটে চলে আর আগুন ধরে নীচে পড়ে যায় তখন জনতার সে কী চিৎকার আর হুল্লোড়!

বিল বললো, "ডন ম্যানুয়েল রেগে টং হয়ে আছে।"

ব্রেট, "ওযে ডন ম্যানুয়েল তা তুমি কি করে জানো?"

"প্রোগ্রামে ওর নাম রয়েছে যে। ডন ম্যানুয়েল আর্কিটো—প্রদেশের সেরা বাজি নির্মাতা।"

মাইক বললো, "বিশ্ব আলোকারী। বিশ্ব আলোকারী বাজির এক সমাবেশ। কাগজে এ কথাই লিখেছে।"

হাওয়ার তোড়ে বাদ্য সংগীত গেল ভাসিয়ে নিয়ে।

ব্রেট, "বলি কি, একটা যেন অন্ততঃ ওঠে। ডন ম্যানুয়েল লোকটা তেতে আগুন হয়ে আছে।"

বিল, "ও বোধকরি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ বাজিগুলির পিছনে ব্যয় করেছে যাতে এগুলি বাতাসে উঠে যায়; আর হয়তো জপ করেছে—সান ফারমিনের জয় হোক!"

মাইক, "বিশ্ব আলোকারীই বটে। এক তাড়া যতোসব বিশ্ব আলোকারী।"

ব্রেট, "চলো, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।"

মাইক, "শ্রীমতির কিছু পান করার খায়েশ হয়েছে ?"

ব্রেট, "কেমন করে সব জেনে ফ্যালো তুমি।"

কাফের ভিতরে অত্যন্ত ভিড় আর খুব শোরগোল চলছে। আমাদের ভিতরে প্রবেশ কারো নজরে পড়লোনা। একটা টেবিলও খালি পেলাম না। আর হট্টগোল ত লেগেই আছে।

বিল বললে, "চলো, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।"

বাইরের ছাউনি দেয়া পথে লোকেরা পায়চারি করছিল। খেলোয়াড়ের পোষাক পরা কিছুসংখ্যক ইংরেজ আর আমেরিকান এসেছে বিয়ারিজ থেকে—তারা টেবিলে বেশ ছড়িয়ে বসেছে। চশমা-পরা যে সব লোকজন পাশ দিয়ে যাচ্ছে কোন কোন মেয়ে তাদের তাকিয়ে দেখছে। বিয়ারিজ থেকে আগত বিলের এক বান্ধবীকে একসময় আমরা পেয়ে গেলাম। ও আর একটা মেয়ে সুদ্ধ গ্র্যাণ্ড হোটেলে অবস্থান করছিল। সেই অন্য মেয়েটার মাথা ধরেছে বলে সে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

মাইক বলে উঠলো, "এই তো একটা পানশালা।"

'মিলানো বার'—ছোট্ট রুক্ষ ধরণের বার, যেখানে খাদ্যও মেলে আর পেছনের রুমে লোকে নাচেও। আমরা সবাই টেবিলে বসে পড়ে এক বোতল ব্রাণ্ডির অর্ডার দিলাম। বারটা ভরতি ছিল না। অন্যকিছুও হচ্ছিল না।

বিল বললো, "এ তো একটা নরক বিশেষ।"

"খুব আগে এসে গেছি কি না।"

বিল, "চলো, আমরা বোতলটাই নিই। পরে আবার ফিরে আসা যাবে। এমন রাতটা আমি এখানে বসে কাটাতে চাই না।"

মাইক বললো, "চলো, আমরা ইংরেজদের দেখিগে। ইংরেজদের দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।"

বিল, "খুবই বাজে লাগে ওদের। ওরা সব এল কোত্থেকে ?"

মাইক, "বিয়ারিজ থেকে আসছে তারা। স্পেনীয় এই অদ্ভুত ছোট উৎসবটার অন্তিমদৃশ্য দেখতেই ওরা আসে।"

বিল, "তাদের আমি আপ্যায়িত করব।"

বিলের বান্ধবীর দিকে ফিরে মাইক বলে উঠলো, "তুমি এক অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে। এখানে কখন এসেছ তুমি?"

মাইকেল, "ছাড়ো তো এসব।"

"আমি বলি কি অপরূপ দেখতে মেয়েটি। কোথায় ছিলাম আমি? এতক্ষণ ধরে আমি কোনদিকে দেখছিলাম, সত্যই তুমি অপরূপ। আগে কি আমাদের দেখা হয়েছে? বিল আর আমার সঙ্গে চলো। আমরা ইংরেজদের আপ্যায়ন করতে যাচ্ছি।"

বিল বললে, "আমিই ওদের আপ্যায়িত করবো। এ মেলায় ওরা করছে কি?"

মাইক বললো, "চলে এসো। স্রেফ আমরা তিনজন। আমরা ইতর ইংরেজগুলোকে আপ্যায়িত করতে যাচ্ছি, আশা করি তুমি ইংরেজ নও। আমি স্কচ। ইংরেজদের আমি ঘৃণা করি। ওদের আমি আপ্যায়ন করতে চলেছি। বিল এসো।"

জানালা-পথে আমরা ওদের দেখলাম। তিনজন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে কাফের দিকে চলেছে। স্কয়ারে তখনো হাউই বাজি পোড়ানো চলছে।

ব্রেট বললো, "আমি এখানেই বসছি।"

কোন, "আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো।"

ব্রেট, "না, থেকো না। আল্লার ওয়াস্তে, অন্য কোথাও যাও। দেখতে পাচ্ছনা আমি আর জ্যেক আলাপ করতে চাই?"

কোন, "না, আমি তা বুঝিনি। আমি কিছুটা কাবু বোধ করছি, তাই ভাবলাম এখানেই বসে থাকি।"

"কারো সঙ্গে বসার জন্য কি এক চমৎকার যুক্তি। যদি কাবু হয়েই থাকো তবে গিয়ে শুয়ে থাকো, যাও, বিছানায় চলে যাও গে।"

কোন চলে যাওয়ার পর ব্রেট জিজ্ঞেস করলে, "যথেষ্ট কড়া হয়েছে কি? আল্লাহ্, জীবনটা একেবারে দুর্বিসহ করে তুলেছে ও।"

"খুব কিছু একটা আনন্দ বাড়ায় না ও।"

"ও আমাকে এমন মুষড়ে দেয়।"

"খুবই খারাপ করেছে ও।"

"একদম যাচ্ছে তাই। অথচ, ভালো ব্যবহারের কি সুযোগই না ও পেয়েছিল।"

"সম্ভবত ও এখন দরোজার বাইরেই অপেক্ষা করে আছে।"

"হ্যাঁ। ও তাই করবে। জানো, ও কেমন বোধ করে তা আমি বুঝি। ওটা যে কিছুই ছিল না তা ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না।"

"আমার জানা আছে।"

"অন্য কেউই এমন কুৎসিৎ ব্যবহার করতো না। ওহ্, সবকিছুই আমার কাছে এমন অসহ্য লাগছে। আর মাইকেল। মাইকেলও বেশ চমৎকারই ছিল।"

"মাইকের জন্য ব্যাপারটা ভীষণ কষ্টকর হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, তাই বলে ওর অমন শূয়োরের মত ব্যবহারের দরকার ছিল না।"

বললাম, "সবাই বদ ব্যবহার করে। ওদের যথাযোগ্য সুযোগ দাও।"

ব্রেট আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি তো অমন বদ ব্যবহার করবে না।"

বললাম, "হয়তো কোনের মতো আস্ত গাধাই বানিয়ে দিতাম নিজেকে।"

"প্রিয়তম, নাও এ সব বাজে আলাপ বন্ধ করি।"

"বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছা হয় বলো।"

"বিরক্ত হয়ো না। আমার বলতে একমাত্র তুমিই আছো।

খুবই খারাপ লাগছে আমার আজ রাতটায়।"

"তোমার তো মাইক রয়েছে।"

"হ্যাঁ, মাইক। কি ভদ্রই না ছিল সে এতক্ষণ!"

বললাম, "তা, কোন চারপাশে ঘুরঘুর করছে আর তাকে ও দেখছে তোমার সঙ্গে, মাইকের জন্য সত্যই এ খুব কঠিন অবস্থা।"

"আমি কি তা জানিনা, ডার্লিং? এমনিতেই যা লাগছে, দয়া করে সেটিকে আরো খারাপ করে দিয়ো না।"

ব্রেটকে এত বিচলিত আগে আর কখনো দেখিনি। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল সে, সামনের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে।

"একটু কি বেড়িয়ে আসবে?"

"হ্যাঁ, চলো।"

ব্রাণ্ডির বোতলটায় ছিপি এঁটে আমি ওটা পরিচারকের হাতে দিলাম।

ব্রেট বললে, "ওটা থেকে আর একবার করে পান করে নেওয়া যাক। আমার স্নায়ুগুলি সব অসাড় হয়ে রয়েছে।"

আমরা সবাই এক এক গ্লাস করে হালকা ব্রাণ্ডি পান করলাম।

ব্রেট বললে, "চলো।"

দরোজা দিয়ে বাইরে আসতেই দেখতে পেলাম ছাউনি দেয়া পথ ধরে কোন হেঁটে চলেছে।

ব্রেট বললে, "ওখানেই ছিল ও।"

"ও কিছুতেই যেন তোমার থেকে দূরে থাকতে পারছে না।"

"বেচারা শয়তান!"

"ওর জন্য আমার দুঃখ হয় না। আমি নিজেও ওকে ঘৃণা করি।"

ব্রেট কম্পিত স্বরে বললে, "আমিও ওকে ঘৃণা করি। আমি ঘৃণা করি ওর বিশ্রী নির্যাতন ভোগকে।"

স্কয়ারের অলো আর জনতার ভিড় এড়িয়ে আমরা পাশের রাস্তা বেয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তাটা অন্ধকার আর

ভিজা, ঐ রাস্তা ধরে হেঁটে আমরা নগর-প্রান্তের দুর্গ পর্যন্ত গেলাম। পথে অনেক মদের দোকান পড়ল। সেগুলোর দরোজা দিয়ে আলো এসে পড়েছে কালো ভেজা রাস্তায়। আর মাঝে মাঝে হঠাৎ ভেসে আসছে গীতবাদ্যের উতরোল।

"ভেতরে যাবে নাকি?"

"না।"

ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে গেলাম আমরা দুর্গপ্রাচীরের পাথুরে দেয়ালের দিকে। পাথরের উপর একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে দিলাম আমি, ব্রেট তার উপর বসলো। প্রান্তরের ওপারেও অন্ধকার: তবু পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল। জোর বাতাস ছিল, চাঁদের উপর দিয়ে বাতাস মেঘরাজিকে উড়িয়ে নিচ্ছে। আমাদের নীচে ছিল দুর্গের অন্ধকার গহ্বর রাজি। পেছনে গাছ-গাছড়া আর গির্জার ছায়া। আর চাঁদের বিপরীতে শহরটা ধারণ করেছে এক কালো প্রতিকৃতি।

বললাম, "মন খারাপ করো না।"

ব্রেট বললে, "আমি নরক-যন্ত্রণায় ভুগছি। কথা বলো না।"

আমরা প্রান্তরের দিকে চেয়ে দেখলাম। চাঁদের আলোয় গাছের দীর্ঘ সারিগুলি অন্ধকার দেখাচ্ছে। একটা মোটর গাড়ি পাহাড়ের দিকে উঠে আসছে, তার আলো দেখা যাচ্ছে। আমরা দেখতে পেলাম পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গের আলো। নীচে বাম দিকে নদী। বৃষ্টির পানিতে ওটা ফুলে উঠেছে। জলস্রোত মসৃণ আর কালো, নদীতীরের গাছগুলিও কালো, আমরা বসে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। ব্রেট সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ও কেঁপে উঠলো।

"অত্যন্ত ঠাণ্ডা।"

"ফিরে যেতে চাও?"

"পার্কের ভিতর দিয়েই চলো।"

আমরা নীচে নেমে এলাম। আবারও মেঘ জমেছে আকাশে। পার্কে গাছের নীচে বেশ অন্ধকার।

"জ্যেক, তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাস ?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

ব্রেট বললে, "কারণ, আমি একজন বয়ে যাওয়া।"

"সে কেমন ?"

"আমি বয়ে গেছি। রোমেরো ছেলেটাতে আমি মজে গেছি। মনে হয় আমি ওর প্রেমে পড়েছি।"

"আমি হলে কিন্তু পড়তাম না।"

"থাকতে পারছি না। আমি হারিয়ে গেছি। আমার ভিতরটা জ্বলে পুড়ে মরছে।"

"অমন কাজ করো না।"

"পারছি না নিজেকে দমন করে রাখতে। কোন সময় কোনো ব্যাপারেই আমি নিজেকে বেঁধে রাখতে পারিনি।"

"তোমার নিজেকে দমন করা উচিত।"

"কিভাবে দমন করবো। এসব তো আর আমি দমন করতে পারি না। আমার অবস্থাটা অনুভব করতে পারো ?" ওর হাত কাঁপছিল। "সমস্ত ভেতরটা আমার এ-রকমই কাঁপছে।"

"তোমার এমন করা উচিত নয়।"

"আমি যে আর পারছি না। যাই হোক. আমি এখন সম্পূর্ণ বয়ে গেছি। তুমি কি পার্থক্যটা দেখতে পারছ না ?"

"না।"

"আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। আমি যা সত্যি সত্যি চাই তেমন কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। আমার আত্মমর্যাদা বোধ হারিয়ে বসেছি আমি।"

অমনটা করার তোমার দরকার নেই।

"অবুঝ হয়ো না, মনি। ঐ হতভাগা য়ুহুদীটার অমন ঘুরঘুর করা আর মাইকের ঐ সব কাণ্ডকারখানার পর আমার যে কেমন লাগতে পারে সেটা তুমিই বলো।"

"তা ঠিক।"

"আমি ত আর সবসময় দাঁত কামড়ে থাকতে পারি না।"

"না।"

"ডার্লিং, দয়া করে তুমি আমার পাশে থাকো। মেহেরবানী করে আমার পাশে থাকো আর আমার অবস্থাটা দেখ।"

"নিশ্চয়ই।"

"কাজটা যে খুব ভালো হচ্ছে তা আমি বলি না। যদিও আমার জন্য ভালো এটা। আল্লা জানেন, আগে কখনো এমন বেলাজ বেহায়া বোধ করিনি আমি।"

"আমাকে তুমি কি করতে বলো?"

ব্রেট বললে, "চলো যাই, ওকে খুঁজে বের করি গে।"

অন্ধকারে স্কয়ারের পাথুরে পথ ধরে গাছের নীচে দিয়ে দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চললাম, তারপর গাছের নীচে থেকে বেরিয়ে গেট পেরিয়ে শহরমুখো রাস্তায় গিয়ে পড়লাম।

পেড্রো রোমেরো কাফেতেই ছিল। অন্যান্য বৃষ-যোদ্ধা আর বৃষ-যুদ্ধ সমালোচকদের সঙ্গে ও এক টেবিলেই বসেছিল। বসে বসে তারা চুরুট টানছিল। আমরা প্রবেশ করলে তারা তাকিয়ে দেখলো। রোমেরো হেসে মাথা নোয়ালো। রুমের মাঝামাঝি একটা টেবিলে গিয়ে আমরা বসলাম।

"ওকে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে কিছু পান করতে ডাকো।"

"এখন না। ও নিজেই আসবে।"

"ওর দিকে আমি তাকাতে পারছি না।"

বললাম, "কেন, ও তো দেখতে ভালো।"

"আমি সব সময় আমার যা ইচ্ছে হয়েছে তাই করেছি।"

"আমি জানি।"

"আমার এখন এমন বেহায়া মাগীর মতো বোধ হচ্ছে যে কী বলব।"

বললাম, "তাই নাকি !"

ব্রেট বললে, "ইস, মেয়েদের কি সব জিনিসই না পোহাতে হয়।"

"তাই না কি ?"

"ওহ, এমন কুক্কুরীর মতো বোধ হচ্ছে নিজেকে।"

আমি টেবিলের ওপাশে তাকিয়ে দেখলাম। পেড্রো রোমেরো হাসলো একটুখানি। ও টেবিলের অন্যান্যদের কি যেন বললো, তারপর উঠে দাঁড়ালো। এলো আমাদের টেবিলে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত মিলালাম ওর সঙ্গে।

"খানিকটা কি পান করবে আমাদের সংগে ?"

ও বললে, "আমার সঙ্গেই তোমাদের খেতে হবে।"

অন্যকিছু না বলে ব্রেটের অনুমতি নিয়ে ও এবার বসে পড়লো। ওর ব্যবহার ছিল চমৎকার। কিন্তু চুরুটটা সে টেনেই চললো। ওর চেহারার সঙ্গে ওটা বেশ মানিয়েছেও।

জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি চুরুট পছন্দ করো।"

"হ্যাঁ। আমি সবসময় চুরুটই খাই।"

ওটা ওর কর্তৃত্বেরই যেন একটা অংশ। তাতে ওকে কিছুটা বয়স্কও দেখায়। আমি ওর ত্বকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। খুব পরিষ্কার মসৃণ আর পিঙ্গল ছিল ওর চামড়া।

ওর চোয়ালে ত্রিভুজের মতো একটা দাগ। দেখলাম ও খুব করে ব্রেটকে নিরীক্ষণ করছে। ওদের উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে তা ও বেশ বুঝতে পেরেছে। ব্রেট যখন নিজের হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, নিশ্চয় তখনই ও তা বুঝতে পেরেছে কিন্তু কোন ভুল করে বসতে চায় না ও।

জিজ্ঞেস করলাম, "কাল তুমি লড়বে নাকি ?"

ও বললে, "হ্যাঁ। আলগাবেনো আজ মাদ্রিদে আহত হয়েছে। তুমি শুনেছ নাকি ?"

বললাম, "না, খুব বেশী নাকি ?"

ও মাথা নাড়লে। "তেমন কিছু না।" নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "এখানে দেখো।"

ব্রেট হাত বাড়িয়ে ওর আঙুল ফাঁক করে দেখল।

ও এবার ইংরেজীতে বললে, "বাঃ; তুমি ভাগ্য গণনা করো নাকি ?"

"সময় সময়। তুমি কিছু মনে করছো না তো ?"

"না। আমি বরং পছন্দ করি।"

ও হাতটাকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বললে, "বলে দাও আমি চিরজীবী আর কোটিপতি হবো।"

ওর ব্যবহার তবুও খুব ভদ্র কিন্তু আগের চেয়ে অধিকতর নিশ্চিত। বললে, "দেখো তো আমার হাতে কোনো ষাঁড় দেখতে পাচ্ছো কি না ?" ও হেসে উঠলো। ওর হাত বেশ সুন্দর; কব্জিটা ছোটো।

ব্রেট বললে, "হাজার হাজার ষাঁড় দেখতে পাচ্ছি।" এখন সে আর তেমন বিচলিত নয়। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

রোমেরো হেসে বললে, "ভালো।" আমার দিকে ফিরে স্পেন ভাষায় বললে, "প্রতিটির জন্য হাজার রোপেয়া।"

তারপর বললে, "আমাকে আরও কিছু শোনাও।"

ব্রেট বললে, "খুব ভালো হাত। মনে হয় ও অনেকদিন বাঁচবে।"

"ও কথা আমাকেই বলো। তোমার বন্ধুকে নয়।"

"আমি বলছি তুমি অনেকদিন বাঁচবে।"

রোমেরো বললে, "তা আমি জানি। আমি কখনো মরতে যাচ্ছি না।"

আমি আমার আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে টেবিলের উপর টোকা মারলাম। রোমেরো তা লক্ষ্য করেছে। ও মাথা দোলালো।

"না, ওটা কোরো না। ষাঁড়েরা আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

কথাটা আমি তর্জমা করে ব্রেটকে শোনালাম।

ব্রেট বললে, "তাহলে কি তুমি তোমার বন্ধুদের হত্যা করো?"

ও ইংরেজীতে বললে, "সব সময়।" বলে হেসে উঠলো। তারপর যোগ করলে, "যাতে ওরা আমাকে হত্যা করতে না পারে।" টেবিলের ওধারে বসা ব্রেটের দিকে ও এবার তাকিয়ে দেখলে।

"তুমি তো বেশ ভাল ইংরেজী জানো।"

ও বললে, "হ্যাঁ। সময় সময় বেশ ভালো। তবে কাক্কেও আমি তা জানতে দিই না। কোনো টরেরোর পক্ষে ইংরেজী জানাটা খুব ভালো কথা নয়।"

ব্রেট, "কেনো?"

"ব্যাপারটা খারাপ হবে। কেও সেটা পছন্দ করবে না। তেমন অবস্থা এখনো হয়নি।"

"কেন পছন্দ করবে না?"

"তারা পছন্দ করবেই না। বৃষ-যোদ্ধারা ও রকম মানুষই নয়।"

"বৃষ-যোদ্ধারা কি রকম মানুষ?"

ও হেসে মাথার হ্যাটটা টেনে চোখের উপর নামিয়ে রেখে চুরুটের কোণ আর মুখের অভিব্যক্তিই বদলে ফেললে। ও বললে, "ঐ টেবিলের ওদের মতো!"

আমি তাকিয়ে দেখলাম। নাসিওনালের অভিব্যক্তি হুবহু নকল করল সে। ও হাসলো, ওর চেহারা আবার স্বাভাবিক রূপ নিল।

বললে, "নাহ্, ইংরেজী আমাকে ভুলে যেতেই হবে।"

ব্রেট বললে, "ভুলে যেয়ো না। অন্তত এখন না।"

"না?"

"না।"

"বেশ তাই হবে।" ও আবার হেসে উঠলো।

ব্রেট বললে, "ও রকম একটা হ্যাট আমি চাই।"

"বেশ। আমি একটা জোগাড় করে দেব তোমাকে।"

"ঠিক আছে। যেন ভুলে যেয়ো না।"

"আমি দেবই। আজ রাত্রেই একটা জোগাড় করে দেব তোমাকে।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। রোমেরোও উঠে দাঁড়ালো।

বললাম, "তুমি বসো। আমাকে যেতে হচ্ছে। বন্ধুদের খুঁজে বের করে এখানে নিয়ে আসতে হবে।"

ও আমার দিকে তাকালো। এ যেন এমন এক চূড়ান্ত দৃষ্টির জিজ্ঞাসা, যার অর্থ—সবকিছু বুঝতে পারা গেছে কি না। হ্যাঁ, ওটা বোঝা গেছে ঠিকই।

ব্রেট ওকে বললে, "বসে পড়ো। তোমাকে আমায় স্পেনিশ শেখাতে হবে।"

ও বসে টেবিলের ওধারে ব্রেটের দিকে তাকালো। আমি বেরিয়ে গেলাম।

বৃষ-যোদ্ধাদের টেবিল থেকে সবাই আমার যাওয়াটা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। খুব প্রীতিকর ছিল না ব্যাপারটা। মিনিট বিশেক পরে আমি যখন ফিরে এসে কাফের ভিতরে চেয়ে দেখলাম—ব্রেট আর পেড্রো রোমেরো তখন চলে গ্যাছে। কফির আর আমাদের ব্রাণ্ডির তিনটি খালি গ্লাস টেবিলের উপর পড়ে আছে। একজন ওয়েটার এক খণ্ড বস্ত্র হাতে এসে টেবিলটা মুছে গ্লাসগুলি নিলো কুড়িয়ে।

'মিলানো বারের' বাইরে বিল, মাইক আর এডনার দেখা পেয়ে গেলাম। এডনা নামটা ছিল ঐ মেয়েটির।

এডনা বললে, "আমাদের বের করে দেওয়া হয়েছে।"

মাইক, "পুলিশেরাই বার করে দিয়েছে। ভিতরে এমন কয়েকজন ছিল যারা আমাকে পছন্দ করেনি।"

এডনা, "আমি ওদের চারচারবার হামলার হাত থেকে সামলে রেখেছি। আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমার।"

বিলের মুখ রক্তবর্ণ। ও বললে, "এডনা, চলো ভেতরে ফিরে যাই। ভেতরে গিয়ে মাইকের সঙ্গে নাচো তুমি।"

এডনা, "স্রেফ বেকুবি। তাহলেই শুরু হবে আরেকটা ঝগড়া।"

বিল বলে উঠলে, "ব্যাটা নচ্ছার, বিয়ারিজের শূয়োর কাহাঁকা।"

মাইক, "এসে পড়ো। যাই হোক, সাধারণের পানশালা এটা। গোটা পানশালা ওরা দখল করে রাখতে পারে না।"

বিল, "পুরোনো পেয়ারের দোস্ত মাইক। যত সব জঘন্য ইংরেজ শূয়োরেরা এখানে এসে মাইককে অপমান করে যাবে আর চেষ্টা করবে উৎসবটাই পণ্ড করে দিতে।"

মাইক, "এত জঘন্য ওরা। ইংরেজদের আমি ঘৃণা করি।"

বিল, "মাইককে ওরা অপমান করতে পারে না। মজাদার লোক মাইক। মাইককে ওরা অপমান করতে পারে না। আমি তা সহ্য করবো না। সে হাজার দেউলিয়া হলেও কার কি এসে যায়।"

ওর গলার স্বর ভেঙে পড়ল।

মাইক, "কার কি এসে যায়। আমার কিছু এসে যায় না। জ্যেকের কিছু এসে যায় না। তোমারও কি কিছু এসে যায়?"

এডনা বললে, "না। তুমি দেউলে নাকি?"

"আলবৎ আমি দেউলে। তোমার কি কিছু এসে যায় নাকি, বিল?"

বিল মাইকের কাঁধ জড়িয়ে ধরলো। "দেউলে হতে চাই আমি। হারামজাদাদের আমি দেখিয়ে দেবো।"

মাইক বললে, "ওরা শুধু ইংরেজই তো। ইংরেজেরা কি বলে না বলে তাতে কিছু এসে যায় না।"

বিল, "নোংরা শূয়োরের দল সব। আমি ওদের ঝেঁটিয়ে বার করতে চললাম।"

"বিল!" বলেই এড্না আমার দিকে তাকালো। "বিল, দয়া করে আর ভিতরে যেয়ো না। ওরা যে রকম নচ্ছার।"

মাইক, "ঠিক বলেছ। ওরা সব নচ্ছার। ওরা যে নচ্ছার তা আমিও জানতাম।"

বিল, "তা'বলে মাইকের সম্বন্ধে অমন কথা বলার ওদের কোনো অধিকার নেই।"

মাইককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি ওদের চেনো?"

"না। আমি ওদের কখনো দেখিনি। ওরা বলছে ওরা নাকি আমাকে চেনে।"

বিল, "আমি এ কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।"

বললাম, "চলো, আমরা 'সুইজো'তে চলে যাই।"

বিল, "বিয়ারিজ থেকে আগত এডনার বন্ধুর দল এরা সবাই।"

এডনা, "স্রেফ শয়তানের দল ওরা।"

বিল, "ওদের মধ্যে একজন শিকাগোর চার্লি ব্ল্যাকম্যান।"

মাইক, "আমি কখনো শিকাগো যাইনি।"

এডনা হাসতে শুরু করলো আর সে হাসি যেন থামতেই চায় না। ও বললে, "ওহে দেউলের দল, আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও।"

আমি এড্‌নাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঝগড়াটা ছিল কোন ধরনের?" স্কয়ার ধরে হেঁটে আমরা সুইজোর দিকে যেতে লাগলাম। বিল কেটে পড়েছে।

"ঠিক কি ঘটেছে তা আমি জানি না। দেখলাম একজন পুলিশকে ডেকে আনলো মাইককে পেছনের রুম থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। মাইককে ক্যান-এ থাকতে চিনতো এমন কয়েকজন লোকও ওখানে ছিল। মাইকের ঘটনাটা কি?"

আমি বললাম, "ও হয়ত ওদের কাছে টাকা-পয়সা ধারে। ঐ নিয়েই সধারণত মানুষের মধ্যে তিক্ততা আসে।"

স্কয়ারের বাইরে টিকিট ঘরের সামনে দু সারি লোক অপেক্ষমান। তারা কেউ চেয়ারে অথবা কম্বল জড়িয়ে কিংবা চারদিকে সংবাদপত্র ছড়িয়ে বসে রয়েছে। বৃষ-যুদ্ধের টিকিট কেনার জন্য তারা সকালে কখন টিকিটের খোপ খোলা হবে তারই প্রতীক্ষা করে আছে। রাত স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল আর চাঁদও ডুবেগেছে। সারির কোন কোন লোক ঘুমিয়েও পড়েছে।

কাফে সুইজো-তে সবেমাত্র আসন নিয়ে আমরা ব্রাণ্ডির অর্ডার দিয়েছি তখনি এসে ঢুকলো রবার্ট কোন। জিজ্ঞেস করলো, "ব্রেট কোথায়?"

"আমি জানি না।"

"ও তো তোমার সঙ্গেই ছিল"

"ও নিশ্চয়ই শুতে গেছে।"

"না, যায়নি।"

"ও কোথায় আমি জানি না।"

আলোয় ওর মুখটা বিষন্ন দেখাচ্ছে। ও সোজা দাঁড়িয়েই রইল।

"আমাকে বলো ও কোথায়।"

আমি বললাম, "বসো। ও কোথায় আমি জানি না।"

"কি বললে, জানো না! বটে!"

"তোমার মুখ বন্ধ করা উচিত।"

"ব্রেট কোথায় আমাকে বল।"

"একটা কথাও তোমাকে আমি বলব না।"

"ও কোথায় তুমি তা জানো।"

"যদি জেনেও থাকি, আমি বলবো না।"

টেবিলের ওধার থেকে মাইক বলে উঠলো, "কোন, জাহান্নামে যাও। ব্রেট সেই ষাঁড়-লড়ুয়ে লোকটার সঙ্গে উধাও হয়েছে। তারা এখন মধু চন্দ্রিমা যাপন করছে।"

"তুমি চুপ থাকো।"

মাইক ক্ষীণভাবে আবারও বললে, "ওহ্ জাহান্নামে যাও।"

আমার দিকে ফিরে কোন জিজ্ঞেস করলে, "ও কি সত্যিই ওখানে আছে?"

"জাহান্নামে যাও!"

"ও ত তোমার সঙ্গে ছিল। ওখানেই কি এখন আছে?"

"জাহান্নামে যাও!"

আরো সামনে এগিয়ে এসে ও বললে, "আমি তোমাকে বলতে বাধ্য করবো। ঘৃণ্য ভেড়ুয়া কোথাকার।"

আমি ঘুষি চালাতেই ও মাথাটা নীচু করে ফেললো। বাতির আলোয় দেখলাম ও মুখটা একপাশে সরিয়ে নিয়েছে। ও আমাকে আঘাত করলে আমি মেঝের উপর বসে পড়লাম। আমি যেই উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম তখন ও পরপর দুবার আঘাত করে বসলো আমাকে। আমি পেছনে একটা টেবিলের নীচে পড়ে গেলাম। উঠতে চেষ্টা করলাম কিন্তু মনে হোল আমার যেন পা-ই নেই। বুঝতে পারলাম উঠে পড়ে যেমন করে হোক ওকে আমার পাল্টা আঘাত

করতেই হবে। মাইক আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। কে একজন আমার মাথায় একঘটি পানি ঢেলে দিলো। মাইক এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, নিজেকে দেখতে পেলাম একটা চেয়ারের উপর বসা। মাইক আমার কান নিয়ে টানাটানি করছিল। বললে, "বলি, তুমি যে একদম ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলে।"

"তুমি কোন চুলোয় ছিলে শুনি ?"

"আরে, আমি তো কাছেই ছিলাম।"

"তুমি এ সবে জড়িয়ে পড়তে চাওনি, না ?"

এডনা বললে, "ও তো মাইককেও ধরাশায়ী করে দিয়েছিল।"

মাইক, "আমাকে ও ধরাশায়ী করেনি। আমি কেবল ওখানে পড়েছিলাম।"

এড্না জিজ্ঞেস করলে, "তোমাদের উৎসবে এমনটা কি প্রতি রাত্রেই ঘটে ? এই কি সেই মিঃ ক্বোন ?"

আমি বললাম, "অমি এখন ঠিক আছি। তবে মাথাটা একটুখানি ঘুরছে, এই যা।"

চারদিকে কয়েকজন ওয়েটার আর বেশকিছু লোকজন ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

মাইক ওদেরে বললো, "ভাগো। সরে পড়ো। চ'লে যাও সব।" ওয়েটারেরা লোকজনকে সরিয়ে দিলে।

এড্না বললে, "ভারী দেখবার মতো একটা দৃশ্য হয়েছিল। ও নিশ্চয়ই মুষ্টি যোদ্ধা হবে।"

"হ্যাঁ, তাই।"

এড্না, "আহা, এখন বিল থাকলে বেশ হতো। বিলকেও ধরাশায়ী হতে দেখলে আমি খুশী হতাম। বিলকে ধরাশায়ী দেখতে আমার খুব ইচ্ছে করে। ও এমন বিরাট দেহী পুরুষ।"

মাইক, "আমি চেয়েছিলাম ও একটা ওয়েটারকেও ধরাশায়ী করুক আর গ্রেপ্তার হোক। আমি মিঃ রবার্ট ক্বোনকে জেলখানায়

দেখতে চাই।"

আমি বললাম, "না।"

এড্না, "ওহ্, না। তুমি অতোখানি ভাবতে পার না।"

মাইক, "আমি পারি। আমি যদিও এদের মতো ঘুষি খাওয়া-খাওয়ি পছন্দ করি না। এমনকি আমি কখনও খেলাধুলাও করি না।"

মাইক এক ঢোক পান করে নিলে।

"আমার শিকারেও রুচি নেই, বুঝলে। তাতে সব সময় এমন একটা আশঙ্কা থাকে যে কখন না জানি ঘোড়ার তলায় পরে যাই। জ্যেক, কেমন বোধ করছো?"

"ভালো।"

মাইককে লক্ষ্য করে এড্না বললে, "তুমি ভারী চমৎকার মানুষ। সত্যিই কি তুমি দেউলে?"

মাইক, "আমি ভয়ংকর রকম দেউলে। সকলের কাছেই আমি টাকা ধারি। তুমি টাকা ধারো না?"

"কাঁড়ি কাঁড়ি।"

মাইক, "আমি সকলের কাছেই টাকা ধারি। আজ রাতেও মন্তোয়ার কাছ থেকে একশ পেসেটা ধার নিয়েছি।"

আমি বললাম, "এইরে, তুমি ডুবেছো।"

মাইক, "আমি শোধ দিয়ে দেবো। সবসময়ে আমি সবকিছুই শোধ করে দেই।"

এডনা, "এ জন্যেই তুমি দেউলে, তাই না?"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছিল অনেক দূরে থেকে যেন ওদের কথাবার্ত্তার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। সবকিছু যেন একটা বাজে নাটকের মতো মনে হচ্ছিল আমার।

বললাম, "আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।" তারপর শুনতে পেলাম ওরা আমার সম্বন্ধেই কথা বলছে।

এডনা জিজ্ঞেস করলে, "ও কি ঠিক আছে?"

"চলো, আমরাও ওর সঙ্গে যাই।"

আমি বললাম, "আমি ঠিকই আছি। আমার সঙ্গে এসোনা। পরে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।"

আমি কাফে থেকে বেরিয়ে হেঁটে চললাম। ওরা টেবিলে বসে থাকলো। আমি পেছন ফিরে ওদের আর খালি টেবিলগুলির দিকে একবার তাকালাম। একটা ওয়েটার হাতে মাথা গুঁজে বসে আছে একটা টেবিলে।

স্কয়ার পার হয়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো সবকিছুই নতুন আর সবকিছুই বদলে গেছে। আগে কখনো গাছগুলি আমি দেখিনি। আগে কখনো পতাকার খুঁটিগুলি কিম্বা থিয়েটারের সম্মুখ ভাগটা দেখিনি। সবকিছুই যেন অন্য রকম। একবার শহরের বাইরের এক ফুটবল খেলা থেকে বাড়ী ফিরতে যেমন বোধ করেছিলাম, আজো তেমন বোধ করতে লাগলাম। সেদিন আমার হাতে ফুটবলের সরঞ্জাম ভর্ত্তি এক স্যুটকেস ছিল। সারাজীবন যে শহরে আমি থেকেছি সে শহরের স্টেশন থেকেই ফিরছিলাম। তবুও মনে হচ্ছিল সবকিছুই নতুন। লোকজন তাদের সামনের বাগান চেঁচে পরিষ্কার করছিল আর কেউ কেউ পাতা পোড়াচ্ছিল রাস্তার উপর আর অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে এসব আমি দেখছিলাম। সবই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। তারপর আমি হাঁটতে লাগলাম। মনে হলো আমার পা গুলি অনেক দূরে রয়ে গেছে আর বোধ হলো সবকিছুই যেন অনেক দূরের থেকে আসছে আর শুনতে পাচ্ছিলাম বহু দূরে আমার পা যেন হেঁটে চলেছে। সেদিন খেলার শুরুতেই আমার মাথায় লাথি লেগেছিল। সে রকমই মনে হচ্ছিল এখন স্কয়ারটা পার হওয়ার সময়। একই রকম মনে হচ্ছিল হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অনেক সময় লাগলো আর বোধ হচ্ছিল আমি যেন আমার স্যুটকেস বয়ে নিয়েই উঠছি। ঘরে বাতি ছিল। বিল বেরিয়ে এসে হল ঘরেই আমার সঙ্গে মিলিত হলো।

ও বললে, "শোন, উপরে গিয়ে ক্কোনকে দেখ গে। গুরুতর অবস্থা। ও জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা।"

"জাহান্নামে যাক ও।"

"যাও যাও, উপরে গিয়ে ওকে একবার দেখো গে।"

আর এক তালার সিঁড়ি ভাঙ্গতে আমার ইচ্ছে ছিল না।

"ঐ ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?"

"তোমার দিকে আমি তাকাচ্ছি না। উপরে গিয়ে ক্কোনকে একবার দেখে এসো গে। একেবারে মুমূর্ষ অবস্থা।"

বললাম, "একটু আগে তুমিও মাতাল ছিলে।"

বিল, "আমি এখনো নেশাগ্রস্ত। কিন্তু তুমি উপরে গিয়ে ক্কোনকে দেখে এসো। ও তোমাকে দেখতে চায়।"

বললাম, "আচ্ছা।" শুধু আরো কতকগুলো সিঁড়ি ভাঙ্গার ব্যাপার। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম আমার কাল্পনিক স্যুটকেস হাতে নিয়ে। হলের ভিতর দিয়ে হেঁটে ক্কোনের রুমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বন্ধ দরোজায় আমি টোকা মারলাম।

"কে?"

"বার্নস।"

"ভেতরে এসো জ্যেক।"

দরোজা খুলে আমি ভিতরে ঢুকলাম এবং আমার স্যুটকেসটা রাখলাম। ঘরে বাতি ছিল না, অন্ধকারে বিছানায় মুখ উপুর করে ক্কোন শুয়ে আছে।

"এই যে জ্যেক।"

"আমাকে জ্যেক বলে ডেকো না।"

আমি দরোজার কাছে দাঁড়ালাম। এ যেন ঠিক আমার বাড়ী ফিরে আসার মত। এখন যেন আমার দরকার শুধু গরম পানিতে একবার গোসল করে নেওয়া, গরম পানিতে ডুবে পড়ে থাকা। জিজ্ঞেস করলাম, "গোসলখানা কোথায়?"

কোন কাঁদছিল। ঐখানেই বিছানায় মাথা গুঁজে কাঁদছিল। ওর গায়ে রয়েছ একটা পোলো শার্ট যেমনটা ও প্রিন্সটনে থাকতে পরতো।

“আমি অত্যন্ত দুঃখিত জ্যেক। দয়া করে আমাকে মাফ করে দাও।”

“তোমাকে মাফ করা! জাহান্নামে যাক।”

“জ্যেক, দয়া করে আমাকে মাফ করো।”

আমি কোন উত্তর দিলাম না। দরোজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি।

“আমার তখন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেমন যে লাগছিল তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো।”

“ও, সে ঠিক আছে।”

“ব্রেটের ব্যাপারে. এ আমি সহ্যই করতে পারি না।”

“তুমি আমাকে ভেড়ুয়া বলেছিলে।”

ও নিয়ে এখন আমার মাথা ব্যথা নেই। আমার চাই উষ্ণ গোসল। গভীর পানিতে আমার উষ্ণ গোসল চাই-ই।

‘স্মরণ আছে। দয়া করে ও কথা আর মনে এনো না। তখন আমার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল।”

“হয়েছে হয়েছে।”

ও কাঁদছিল। ওর গলার স্বরটা হাস্যকর শোনাচ্ছিল। অন্ধকারে সাদা শার্ট গায়ে বিছানায় পড়ে আছে ও। ওর পোলো শার্ট।

“সকালেই আমি চলে যাচ্ছি।” ও কাঁদছিল কোন শব্দ না করে।

“ব্রেট সম্বন্ধে এ সব আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। আমি যে কি নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি জ্যেক। স্রেফ নরক যন্ত্রণা। এখানে যখন ব্রেটের সঙ্গে আমার দেখা হলো ও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলো যেন আমি সম্পূর্ণ অচেনা লোক। এ আমার পক্ষে

সহ্যের অতীত। সান সেবাস্টিয়ানে আমরা এক সঙ্গে থেকেছি। আমার ধারণা তুমি তা জানো। আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না।"

ও বিছানায়ই পড়ে থাকলো।

বললাম, "যাক, আমি গোসল করতে যাচ্ছি।"

"তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু ছিলে। আর ব্রেটকে আমি অতো ভালোবাসতাম।"

বললাম, "বেশ, এখন আসি।"

ও বললে, "মনে হয় আর কোন লাভ নেই এতে। মনে হয় ছাই আর কোনো লাভই নেই একেবারে।"

"কি সে?"

"সবকিছুতেই। জ্যেক দয়া করে বলো তুমি আমাকে মাফ করেছ।"

বললাম, "নিশ্চয়ই। সব ঠিক হয়ে গেছে।"

আমার কি যে সাংঘাতিক খারাপ লেগেছিল। জ্যেক, এমন নরক যন্ত্রণা যে ভোগ করতে হয়েছে আমাকে। এখন সব কিছুই গেল। সব কিছু।"

বললাম, "বেশ পরে দেখা হবে। আমাকে যেতে হচ্ছে।"

ও গড়িয়ে বিছানার ধারে এসে বসল এবং তারপর উঠে দাঁড়াল। বললে, "পরে দেখা হবে তাহলে জ্যেক। তুমি আমার সঙ্গে হাত মেলাবে তো! নাকি মেলাবে না?"

"নিশ্চয়ই, কেন মেলাবো না?"

আমরা হাত মেলালাম। অন্ধকারে ওর মুখটা আমি ভালো করে দেখতে পেলাম না। বললাম, "আচ্ছা, সকালে দেখা হবে।"

"সকালে আমি চলে যাচ্ছি।"

বললাম, "ও, হ্যাঁ।"

আমি বেরিয়ে এলাম। কোন রুমের দরোজায় দাঁড়িয়ে রইল।

ও জিজ্ঞেস করলে, "জ্যেক, তুমি ঠিক আছ তো?"

বললাম, "হ্যাঁ। আমি ঠিকই আছি।"

গোসলখানাটা খুঁজে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে পেয়ে গেলাম। গভীর একটা পাথরের টাব ছিল, কলের মুখ খুলে দিলাম কিন্তু পানি পড়লো না। বসে পড়লাম টাবের কানায়। যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠলাম তখন দেখি যে আমি জুতো খুলে ফেলেছি। হাৎড়িয়ে খুঁজে নিলাম জুতো, জুতো জোড়া হাতে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। আমার ঘর খুঁজে পেলাম এবং ভিতরে ঢুকে পড়লাম, তারপর কাপড় ছেড়ে একদম বিছানায়।

ঘুম থেকে জেগে উঠলাম মাথা ধরা নিয়ে। তখন রাস্তার উপর চলেছে গান বাজনার হট্টগোল। মনে পড়লো বিলের বান্ধবী এড্‌নাকে কথা দিয়েছিলাম ষাঁড়গুলি যখন রাস্তা দিয়ে রিঙে নেওয়া হবে তখন আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে তা দেখাবো এবং রিঙেও যাবো। কাপড় পরে সিঁড়ি বয়ে নীচে নেমে গিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভোরবেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায়। লোকজন স্কোয়ার পেরিয়ে রিঙের দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে। স্কোয়ারের ওপাশে টিকেট ঘরের সামনে দুসারি লোক তখনো অপেক্ষমান। সাতটায় টিকেট বিক্রী শুরু হবে, এরা তারই প্রতীক্ষায় আছে। আমি রাস্তা পেরিয়ে কাফের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ওয়েটার আমাকে জানাল আমার বন্ধুরা সেখানেই ছিল এবং চলেও গেছে।

"তারা কজন ছিল?"

"দুজন ভদ্রলোক আর একজন মহিলা।"

তাহলে ঠিক আছে। এড্‌নার সঙ্গে বিল আর মাইক রয়েছে। এড্‌নার গতরাত্রে ভয় ছিল তারা না আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। একারণেই আমি ওকে নিয়ে যাবো এই আশ্বাস দিতে হয়েছিল।

আমি এক কাপ কফি খেয়ে লোকজনের সঙ্গে রিঙের দিকে ছুটে চললাম। এখন আমি আর নড়বড়ে নই। কেবল বিশ্রী মাথা ধরাটাই রয়েছে। সবকিছুই স্বচ্ছ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। শহরটায় ভোরবেলাকার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

শহরের প্রান্তসীমা থেকে রিঙ পর্যন্ত গোটা জায়গাটা কর্দমাক্ত। যে বেড়াটা রিঙ পর্যন্ত চলে গেছে তার সবটা জুড়ে ভিড়। বাইরে ব্যালকনি আর বুল রিঙের ছাদে লোকে জম জমাট। হাউইয়ের শব্দ শুনতে পেলাম, বুঝতে পারলাম ষাঁড়গুলির রিঙে প্রবেশ দেখার জন্য যথাসময় আমি রিঙের ভিতর ঢুকতে পারবো না—তাই ভিড় ঠেলে আমি বেড়ার দিকেই গেলাম। ভিড়ের ঠেলায় আমি বেড়ার তক্তার খুব কাছে গিয়ে পেঁ ছিলাম। ষাঁড়ের ছুটে আসার পথের দুধারের বেড়ার পাশ থেকে পুলিশ লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছে। তারা হেঁটে বা ছুটে রিঙে ঢুকে যাচ্ছিল। তারপর শুরু হলো লোকদের ছুটে আসা। এক মদ মাতাল পড়ে গেলো পা পিছলে। দুজন পুলিশ ওকে ধরে বেড়ার দিকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল। এবার জনতা আরো জোরে ছুটতে লাগলো। জনতা হঠাৎ জোরে চীৎকার দিয়ে উঠলো, তক্তার ফাকে মাথা গলিয়ে দেখলাম রাস্তা থেকে বেরিয়ে ষাঁড়েরা দীর্ঘ ঘেরা পথে এই মাত্র প্রবেশ করছে। তারা এত দ্রুত ছুটে আসছিল যে জনতাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। ঠিক সে সময় আর এক মদ-মাতাল বেড়ার ভিতর থেকে একটা ব্লাউজ হাতে বেরিয়ে এলো। ও চেয়েছিল ষাঁরদের সঙ্গে আচ্ছাদনের কৌশল দেখাতে। দুজন পুলিশ ছুটে এসে ওর কলার চেপে ধরলো, একজন হাতের লাঠি দিয়ে আঘাতও হানলো—তারপর ওকে টেনে নিয়ে এলো বেড়ার ধারে, তারপর জনতার শেষাংশ আর ষাঁড়গুলি চলে যাওয়া পর্যন্ত অনেকটা সোজা হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো। ষাঁড়গুলির সামনে দিয়ে এত লোক ছুটছিল যে রিঙের ফটকের সামনে ভিড় জমাট আর মন্থর হয়ে এলো। ভারী আর দুপাশে

কাদা মাখা ষাঁড়গুলিও যখন শিঙ দুলিয়ে ছুটে আসছিল তখন ওখান থেকে একটা ষাঁড় ছিটকে ছুটে গিয়ে ভিড় থেকে একজনকে পিঠে শিঙ দিয়ে গুতিয়ে উপরে তুলে ফেললো। লোকটার দুই হাত তার দুদিকে ঝুলে পড়লো। শিঙটা পিঠে ঢুকে যাওয়ার পর ওর মাথাটা পেছনের দিকে পড়েছে হেলে। ষাঁড়টা ওকে উপরে তুলে নিয়ে আবার ফেলে দিল মাটিতে। সামনে ছুটন্ত আর একজনকেও ষাঁড়টা ধরে ফেললো।

কিন্তু লোকটা কি করে যেন জনতায় মিলিয়ে গেল। জনতা এবার ফটক পেরিয়ে রিঙের ভিতর ঢুকে পড়লো আর ষাঁড়গুলো ছুটে আসতে লাগলো ওদের পেছনে পেছনে। রিঙের লাল দরোজা বন্ধ হয়ে গেল। 'বুলরিঙের' বাইরের ব্যালকনির জনতা এবার ভিতরে আসার জন্য ভেঙ্গে পড়লো—একটা চীৎকার উঠলো, পরে আরো একটা চীৎকার।

যে লোকটাকে ষাঁড় শিঙ বিদ্ধ করেছিল সে লোকটা পায়ে দলিত কাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লোকজন বেড়ার উপর চড়ে বসেছে। চারদিকে এত ভিড় যে আমি লোকটাকে দেখতে পারিনি। রিঙের ভিতর থেকে চীৎকার ভেসে আসছিল। এ চীৎকারের কারণ কোন ষাঁড় হয়তো জনতার দিকে ধাওয়া করেছে। চীৎকারের তীব্রতা থেকে নির্ণয় করা যায় যা কিছু ঘটে চলেছে ওখানে সেটা কি রকম ভয়ংকর। তারপর হাউই ছুটলো আকাশে। তা থেকে বোঝা যায় এঁড়ে ষাঁড়গুলো ষাঁড়দের রিঙের বাইরে এনে খোঁয়াড়ে ঢুকাতে পেরেছে। বেড়া ছেড়ে আমি এবার শহরের দিকে ফিরে আসতে লাগলাম।

শহরে এসে আর এক কাপ কফি আর কিছু মাখন টোষ্ট খাওয়ার জন্য আমি কাফেতে গেলাম। ওয়েটারেরা ঝাড় দিচ্ছিল আর টেবিল গুলো পরিষ্কার করছিল মুছে মুছে। ওদের একজন এগিয়ে এসে আমার 'অর্ডার' নিয়ে নিল।

"ওখানে কিছু ঘটেছে কি ?"

"সব কিছু আমি দেখতে পাইনি। একটা লোককে মারাত্মক ভাবে শিঙ-মারা হয়েছে।"

"কোথায়!"

আমার পিঠের শির দাঁড়ায় আর বুকে হাত রেখে বললাম, "এখানে।"

তাতে মনে হওয়ার কথা হয়তো শিঙটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বেরিয়ে এসেছে। ওয়েটার মাথা নেড়ে ওর হাতের গামছা দিয়ে টেবিল ঝাড়তে লাগলো।

ও বললে, "ভীষণ ভাবে শিঙ মেরেছে! স্রেফ খেলার জন্যই এত সব। স্রেফ আমোদের জন্য।"

ও চলে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো লম্বা ডাণ্ডি ওয়ালা কফি পাত্র আর দুধের পেয়ালা নিয়ে।

ও-ই দুধ আর কফি ঢেলে দিলো। দু'ধারায় লম্বা নল থেকে ও গুলি বড় একটা পেয়ালায় পড়তে লাগলো। ওয়েটার ওর মাথা নাড়লো। ও বললে, "পিঠের ভিতর দিয়ে ভীষণ ভাবে শিঙ ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

টেবিলের উপর পাত্রগুলি রেখে দিয়ে ও এবার টেবিলের একটা চেয়ারে বসে পড়লো। তারপর বললে, "খুব বড় রকমের শিঙের জখম। সব কিছু আমোদের জন্য। স্রেফ আমোদের জন্য। এ সব কেমন মনে হয় আপনার ?"

"জানি না।"

"হ্যাঁ, তাই। সব আমোদের জন্য। আমোদ, বুঝতে পারেন ত ?"

"তুমি বুঝি আমোদের নেশাগ্রস্ত নও ?"

"আমি? ষাঁড়গুলি কি ? জানোয়ার বই ত নয়। একদম হিংস্র জানোয়ার।"

বলে ও উঠে দাঁড়ালো, তারপর নিজের হাতটা পিঠের মাঝখানে

রেখে বললে, "ঠিক পিঠ ফুঁড়ে। পিঠের ভিতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ। স্রেফ আমোদের জন্য—বুঝতে পারছেন ত?"

মাথা নেড়ে কফি পাত্রগুলি তুলে নিয়ে ও এবার চলে গেলো। রাস্তা দিয়ে দু'জন লোক যাচ্ছিল, ওয়েটার ওদের হাঁক দিয়ে ডাকলো। ওরা দেখতে গম্ভীর মুখো। একজন মাথা নেড়ে শুধু উচ্চারণ করলে, "মুয়েরটো।"

ওয়েটার মাথা নাড়লো। লোক দু'টা চলে গেলো। তারা কোন একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছে। ওয়েটার ফিরে এলো আমার টেবিলে।

"শুনেছেন? মুয়েরটো। মানে মারা গেছে। একদম খতম। একটা শিঙ সোজা ঢুকে গেছে। সব কিছু একটা সকালের আমোদের জন্যই।"

"সত্যি বড় বিশ্রী।"

ওয়েটার বললে, "আমার ওতে আনন্দ নেই, আমি কোন আমোদই পাই না ওতে।"

শেষ বেলার দিকে জানতে পারলাম যে-লোকটা মারা গেছে তার নাম ভিসেন্ট গিরোনেস—ও তাফাল্লার অধিবাসী। পরদিন কাগজে পড়লাম ওর বয়স আটাশ। ওর স্ত্রী, দুই সন্তান আর একটি খামার আছে। বিয়ের পর থেকে প্রতি বছরই ও মেলায় আসে। পরদিন তাফাল্লা থেকে ওর স্ত্রী এসে পৌছালো লাশের সঙ্গী হতে। তার পরের দিন সান ফার্মিনের গির্জায় ওর জন্য উপাসনা হলো। আর লাশ রেল স্টেশন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেল তাফাল্লার নৃত্য আর মদ্য পান সমিতির সদস্যরা। মিছিলের আগে আগে বাদ্য বাজলো আর সানাইতে গাওয়া হলো সংগীত—লাশ বহনকারীদের পেছনে পেছনে হেটে চললো ওর স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে—তাদের পেছনে চলেছে পেম্পলোনা, এস্‌টেল্লা, তাফাল্লা আর সেঙ্গুয়েসার নৃত্য আর মদ্য পান সমিতিগুলির সব সদস্যবৃন্দ। অবশ্য যারা এই শেষ কৃত্যের জন্য থেকে যেতে পেরেছে তারাই। কফিনটা ট্রেনের মালগাড়ীতে তোলা হয়েছে আর ওর বিধবা আর দুই সন্তান একটা খোলা থার্ড ক্লাস কামরায়

একত্রে বসে শবানুগমন করলো। একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলো। তারপর ধীরে ধীরে মালভূমির পাশ দিয়ে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গিয়ে বাতাসে দোদুল্যমান শস্য ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে তাফাল্লার দিকে ছুটে চললো ট্রেন।

যে ষাঁড়টা ভিসেন্ট গিরোনেসকে মেরে ফেলেছে তার নাম 'বোকানেগ্রা', 'সানচেজ্‌টেবারনো', নামক ষাঁড় প্রজনন কেন্দ্রের ওটা ১১৮ নম্বরের ষাঁড়। ঐ দিন বিকেলের তৃতীয় ষাঁড় হিসেবে পেড্রো রোমেরো ওটাকে নিহত করেছিল। জনগণের উল্লাস ধ্বনির মধ্যে ওটার কান কেটে নিয়ে পেড্রো রোমেরোকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। ও ওটা দিয়ে দিলে ব্রেটকে। ব্রেট কানটাকে একটা রুমালে জড়িয়ে —রুমালটা ছিল আমারই, পেম্পলোনার হোটেল মন্তোয়ায় ওর বিছানার পাশের টেবিলে ড্রয়ারের শেষ প্রান্তে গুঁজে রাখলো আর আসার সময় অসংখ্য মুরাট্টি সিগারেটের পরিত্যক্ত অংশের সঙ্গে আমার রুমালসহ ওটাও ওখানেই ছেড়ে এলো।

* * *

হোটেলে ফিরে এলাম। দরোজার ভিতরে একটা বেঞ্চের উপর রাতের পাহারাদারটা বসে আছে। ওখানে ও সারা রাত ধরেই ঐ ভাবে বসে রয়েছে, কাজেই ওর খুব ঘুম পাচ্ছিল। আমি এসে ঢোকা মাত্র ও উঠে দাঁড়ালো। ঐ সময়ই হোটেলের তিন পরিচারিকাও এক সঙ্গে এসে পড়লো। তারা 'বুল রিঙে' সকালের 'শো' দেখতে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে তারা উপর তলায় উঠে গেল। আমিও তাদের পেছন পেছন উপরে উঠে আমার নিজের কক্ষে চলে এলাম। জুতো খুলে ফেলে আমি শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ব্যালকনির দিকের জানালা খোলা ছিল। ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে উজ্জ্বল সূর্য-কিরণ। তেমন ঘুমঘুম বোধ করছিলাম না। আমি যখন বিছানায় শু'য়ে পড়েছিলাম তখন রাত সারে তিনটা হতে পারে আর বাদ্যের

আওয়াজে এখন যখন আমি জেগে উঠলাম তখন সকাল ছ'টা। দেখলাম দু'দিকেই আমার চোয়াল ফুলে গেছে। আঙুল দিয়ে ফোলাটা অনুভব করে দেখলাম। এ ঘৃণ্য কোনেরই কাণ্ড। প্রথম বার যখন তাকে অপমান করা হয়েছিল তখন অপর কাউকে তার আঘাত করা উচিত ছিল ; করে সরে পরলেই পারতো ও। ব্রেট তাকে ভালবাসে এ সম্বন্ধে সে অতিবেশী নিশ্চিত। সে অপেক্ষা করে থাকবে, তার বিশ্বাস সত্যিকার প্রেম একদিন জয়ী হবেই। কে একজন দরোজায় টোকা মারলো।

"ভিতরে এসো।"

বিল আর মাইক। ওরা ঢুকে বিছানার উপরই বসে পড়লো।

বিল বললে, "কোন দুর্ঘটনা ? কোন রকমের দুর্ঘটনা ?"

মাইক জিজ্ঞেস করলে, "বলি, তুমি কি ওখানে ছিলে না ? বিল, কিছু বিয়ার আনতে বলে দাও।"

বিল, "কী অদ্ভুত সকাল!" ও ওর মুখটা মুছে নিলো তোয়ালে দিয়ে। তারপর বললে, "আল্লাহ্, কী অদ্ভুত সকাল! আর বুড়ো জ্যেক রয়েছে এখানে। বুড়ো জ্যেক। ঘুষি খাওয়ার থলে একটা তুমি বটে।"

"ভিতরে কি কি ঘটেছে ?"

বিল বললো, "ঈশ্বরের দোহাই, মাইক, ভিতরে কি ঘটেছে বলো।"

মাইক, "এঁড়েরা সব দল বেধে ভিতরে আসছিল, এদের ঠিক সামনে রয়েছে জনতা, কে এক ছোকরা হুঁচট খেয়ে পড়ে গেলো আর সারা দলটা এসে পড়লো ওর মাথার উপর।"

বিল, "সব ষাঁড়গুলিই সোজা এসে ওর উপর পড়লো।"

"আমি তাদের চীৎকার শুনেছি।"

বিল, "সে ত এড্না।"

"ছোকরার দল শার্ট দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে আসতেই থাকলো।"

"একটা ষাঁড়ও বেড়ার কাছে এসে পড়ে উপর দিয়ে প্রত্যেককেই গুঁতো মেরে গেলো।"

মাইক, "প্রায় বিশজন ছোকরাকে ওরা চিকৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলো দেখলাম।"

বিল, "কী একটা সকাল। যে সব ছোকরারা ষাঁড়ের কাছে গিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল শয়তান পুলিশরা তাদের গ্রেপ্তার করে রাখলে।"

মাইক, "শেষ কালে অবশ্য এঁড়ে ষাঁড়গুলো ওদের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললে।"

"তা করতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছে।"

মাইক অপত্তি জানিয়ে বললে, "আদতে এক ঘন্টার চতুর্থাংশই লেগেছে।"

বিল, "চুলোয় যাও তুমি। তুমি ত যুদ্ধে গিয়েছিলে। আমার কাছে ওটা আড়াই ঘণ্টার সমান।"

মাইক জিজ্ঞেস করলে, "বিয়ার কোথায় গেল।"

"সুন্দরী এড্‌নাকে তোমরা কি করলে?"

"এইমাত্র আমরা তাকে বাড়ী পোঁছে দিয়েছি। ও শুতে গেছে।"

"ওর কেমন লাগলো এ সব?"

"খুব ভালো। ওকে আমরা বলেছি আজকের সকালটাও ঠিক অন্য সকালের মতই।"

মাইক, "ও খুব মুগ্ধ হয়েছে।"

বিল, "ও চেয়েছিল আমরাও নীচে নেমে রিঙে ঢুকে পড়ি। প্রাণ প্রাচুর্য আর উত্তেজনা ও খুব পছন্দ করে।"

মাইক, "আমি বললাম তা হলে আমার মহাজনদের প্রতি মোটেও সুবিচার করা হবে না।"

বিল, "কী অদ্ভুত সকাল। আর কি অদ্ভুত রাত!"

মাইক জিজ্ঞেস করলে, "জ্যাক, তোমার চোয়ালের অবস্থা কি রকম?"

বললাম, “যন্ত্রণা করছে।”

বিল হেসে উঠলো। “একটা চেয়ার তুলে তুমি ওকে মারলে না কেন ?”

মাইক, “তুমি শুধু কথায় ওস্তাদ। সে তোমাকেও ধরাশায়ী করে ছাড়তো। আমাকে আঘাত করতে আমি দেখিনি। হঠাৎ যেন আমার সামনে ওকে দেখলাম, পরমুহূর্তেই লক্ষ্য করলাম আমি রাস্তার উপরই বসে পড়েছি আর জ্যাক শুয়ে আছে টেবিলের নীচে।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তারপর ও কোথায় গেলো ?”

মাইক বলে উঠল, “এই তো মহিলা এসে গেছেন। সুন্দরী মহিলা বিয়ার হাতে এসে পড়েছেন।”

পরিচারিকা বিয়ারের বোতল আর গ্লাস-সুদ্ধ ট্রেটা টেবিলের উপর রাখলে।

মাইক, “এখন আরো তিনটে বোতল নিয়ে এসো।”

আমি বিলকে জিজ্ঞেস করলাম, “আমাকে আঘাত করার পর কোন কোথায় গিয়েছিল ?”

বিয়ারের একটা বোতল খুলতে খুলতে মাইক বললে, “তুমি ও সম্বন্ধে কিছুই জানো না না-কি ?”

বোতলের মুখের কাছে একটা গ্লাস ধরে তাতে ও বিয়ার ঢালতে লাগলো।

বিল জিজ্ঞেস করলে, “সত্যিই ?”

“কেন, ও ভিতরে গিয়ে বৃষ-যোদ্ধার রুমে যখন ব্রেট আর বৃষ-যোদ্ধা ছোকরাকে দেখত পেলো, তখন ও বেচারা খুনী বৃষ-যোদ্ধাকে শেষ করে দিয়েছে।”

“না।”

“হ্যাঁ।”

বিল, “কী অদ্ভুত রাত।”

"বেচারা বুল ফাইটার'কে ও প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তারপর কোন চাইলে ব্রেটকে নিয়ে যেতে। আমার বিশ্বাস ওকে ও সৎ মেয়ে মানুষ করে তুলতেই চেয়েছিল। কি বিশ্রী এক করুণ দৃশ্য।"

ও এবার দীর্ঘ এক চুমুক লাগালো বিয়ারের গ্লাসে।

"ও একটা আস্ত গাধা।"

"কি ঘটেছে তাই বলো।"

"ব্রেট ওর উপযুক্ত পাওনা মিটিয়ে দিলে। বললে বেরিয়ে যাও। আমার তো মনে হয় ব্রেট খুবই ভাল মেয়ে।"

বিল, "আমি বাজি রেখে বলছি তাই।"

"তার পর কোন একদম ভেঙ্গে পড়ে কাঁদতে লাগলো আর 'বৃষ যোদ্ধার' সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করতে চাইল। ব্রেটের সঙ্গেও চেয়েছিল হ্যাণ্ডশেক্ করতে।"

"আমি জানি। আমার সঙ্গেও হ্যাণ্ডশেক্ করেছে।"

"তাই নাকি? ওদের কেউ কিন্তু তা করেনি। 'বুল ফাইটার'টা বেশ ভালো। ও বেশী কথা বলেনি তবে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল ফলে আরো একবার করে ধরাশায়ী হতে থাকলো। কোন ওকে ঘুঁষিয়ে কাবু করে দিতে পারেনি। দৃশ্যটা নিশ্চয়ই খুব উপভোগ্য ছিল।"

"এ সব তুমি কোথায় শুনলে?"

"ব্রেটের কাছে। ওর সঙ্গে আজ সকালে আমার দেখা হয়েছিল।"

"শেষমেস কি হলো?"

"বোধ হয় 'বুল ফাইটার' ছোকরাটি বিছনায় বসেছিল। ওকে কম পক্ষে পনেরো বার ধরাশায়ী করা হয়েছে, তবুও আরো লড়তে চেয়েছিল ও। ব্রেট ওকে ধরে রেখেছিল, উঠতেই দেয়নি। ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল সত্য, তবুও ব্রেট ওকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলো না, ও উঠে দাঁড়ালো। তখন কোন বললে সে ওকে আর আঘাত করবে না। বললে আঁর আঘাত করা ঠিক নয়, ওটা হবে

নিন্দনীয়। 'বুল ফাইটার' ছোকরা টলতে টলতে ওর উপর গিয়ে পড়লো। ক্বোন পেছনে হটে দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।"

"তা হলে তুমি আমাকে আঘাত করবে না?"

ক্বোন বললে, "না। করলে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত হতে হবে।"

"এবারে বুল ফাইটার তার গায়ের সব জোর দিয়ে ওর মুখে আঘাত হানলো তারপর বসে পড়লো মেঝেতে। ব্রেট বললে যে সে আর উঠতেই পারছিল না। ক্বোন চেয়েছিল ওকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিতে। ও বললে ক্বোন যদি ওকে সাহায্য করে তা হলে ক্বোনকে ও খুন করবে। ক্বোন যদি শহর ছেড়ে চলে না যায় তা হলে আজ সকালের মধ্যেই সে ওকে খুন করে ফেলবে। ক্বোন তখন কাঁদছিল আর ব্রেট ওকে বলেছিল চলে যেতে। তখন ও চাইলে হ্যাণ্ডশেক করতে। সে কথা ত আগেই বলা হয়েছে।"

বিল বললো, "বাকিটা বলো এখন।"

"মানে 'বুল ফাইটার' ছোকরা মেঝের উপর বসেই ছিল। ও গায়ে যথেষ্ট জোর সংগ্রহ করে ক্বোনকে আবার আঘাত করার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। ব্রেট হ্যাণ্ডশেক করতে চাইল না কিছুতেই; ক্বোন তাই কাঁদছিল আর বলছিল ও তাকে কতখানি ভালোবাসে ইত্যাদি। আর ব্রেট ওকে বলছিল আস্ত গাধার মতো কাজ না করতে। তারপর ক্বোন বুল ফাইটারের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করার জন্য ঝুঁকে পড়লো। বুঝতেই পারো কিছু মাত্র রাগের সাথে নয়। ক্ষমার জন্যই। আর বুল ফাইটার ছোকরা ওকে আবার ওর মুখে আঘাত হানলে।"

বিল বললে, "ও তো স্রেফ বাচ্চা।"

মাইক, "ও-ই ক্বোনকে ঘায়েল করেছে। আমার মনে হয় না ক্বোন আর কখনো লোকজনকে ধরাশায়ী করতে চাইবে।"

"ব্রেটের সঙ্গে কখন তোমার দেখা হলো?"

"আজ সকালে। ও কি একটা জিনিষ নিতে এসেছিল। ও রোমেরো ছোকরাটার খোঁজ নিচ্ছিল।"

ও আর এক গ্লাস বিয়ার ঢেলে নিলে।

"ব্রেটের বরং সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। কিন্তু লোক খোঁজায় ও আনন্দ পেয়ে থাকে। ঐ জন্যই ত আমরা এক সঙ্গে সবাই সরে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ও আমার খোঁজ করছিল।"

বললাম, "আমি তা জানি।"

মাইক, "আমার নেশা ধরেছে। মনে হয় এই নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই আমি থাকবো। এসব ভারী এক আমোদের ব্যাপার কিন্তু তেমন আনন্দের নয়। আমার জন্যও তেমন আনন্দের নয়।"

ও এবার বিয়ারটা শেষ করে ফেললে।

"আমি ব্রেটকে কি বলেছিলাম জানো? বলেছিলাম, যদি ও য়ুহুদী বা বুল ফাইটার বা ঐ ধরনের লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম করে, তা হলে বিপদে পড়বে।" এবার সামনের দিকে ঝুঁকে বললে, "জ্যেক, শোন, তোমার ঐ বোতলটাও যদি আমি শেষ করি তুমি কিছু মনে করবে না ত? পরিচারিকা তোমার জন্য আর একটা নিয়ে আসবে।"

বললাম, "মেহেরবানী করে খাও। আমি ওটা খাচ্ছি না।"

মাইক বোতলটা খোলার চেষ্টা করলে। বললে, "কিছু মনে করো না, একটু খুলে দেবে কি?"

আমি বোতলটার মুখ খুলে মদ ঢেলে দিলাম ওকে।

মাইক, 'জানোইতো ব্রেট বেশ ভালো মেয়ে। ও সব সময়ই ভালো, ওকে আমি য়ুহুদী, বুল-ফাইটার আর যত সব ঐ ধরনের লোক আছে, তাদের সম্বন্ধে ভয়ংকর সব গোপন কথা বলে দিয়েছি। ও বলে কি শুনবে? 'হ্যাঁ। আমি ইংরেজ অভিজাতদের সঙ্গে কী চমৎকার আনন্দেই না দিন কাটিয়েছি'!"

আর এক গ্লাস পান করে নিলে ও।

"তা বরং ভালো। যে এ্যাশলে লোকটার কাছ থেকে ও পদবী পেয়েছে, সে ত জানো একটা নাবিক ছিল মাত্র। নবম ব্যারনেট।

বাড়ী ফিরে এসে লোকটা তো খাটে শু'তোইনা। ব্রেটকে সে সব সময় মেঝেয় শোয়াতো। শেষ কালে লোকটার অবস্থা যখন খুব খারাপ হয়ে পড়লো, তখন সে ব্রেটকে খুন করে ফেলবে বলেও ভয় দেখাতো। আর সব সময় একটা গুলিভরা রিভলবার নিয়ে ঘুমুতো। ও যখন ঘুমিয়ে পড়তো, তখন ব্রেট গুলি খুলে নিতো। ওর জীবন পুরোপুরি সুখের ছিল না। বেচারী ব্রেট! ভারী লজ্জার ব্যাপার। কি দুর্বিসহ জীবন ব্রেটের।"

ও উঠে দাঁড়ালো। হাত কাঁপছিল ওর।

"আমি রুমে যাচ্ছি। চেষ্টা করে দেখি একটু ঘুমুতে পারি কি না।"

ও হাসতে লাগলো।

"এ ধরনের মেলায় এসে আমরা বড্ড বেশী সময় না-ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি। আমি এখন ঘুমুতে যাচ্ছি, প্রচুর ঘুমুতে চাই আমি। না ঘুমুনো এক বিশ্রী ব্যাপার। ভয়ংকর ভাবে স্নায়ু বিকল হয়ে পড়ে।"

বিল বললে, "দুপুরে তোমার সঙ্গে ইরুনায় দেখা করবো আমরা।"

মাইক দরোজা পেরিয়ে বেরিয়ে গেল। পাশের কক্ষে ওর শব্দ শুনতে পেলাম আমরা।

ও ঘণ্টা বাজালে পরিচারিকা এসে দরোজায় টোকা দিলে।

মাইক ওকে বললে, "এক বোতল ফাণ্ডাডোর আর আধা ডজন বিয়ার নিয়ে এসো।"

"আচ্ছা, হুজুর।"

বিল বললে, "আমি শুতে যাচ্ছি! বেচারা মাইক! ওকে নিয়ে গতরাত আমার ভীষণ হট্টগোলে কেটেছে।"

"কোথায়? সেই 'মিলানো'তে?"

'হাঁ। ওখানে একজন লোক ছিল, যে একবার ব্রেট আর মাইককে কেনেস্ ত্যাগ করতে সাহায্য করেছিল। লোকটার ব্যবহার ভারী বিশ্রী।"

"কাহিনীটা আমি জানি।"

"আমি কিন্তু জানি না। মাইক সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার কারো থাকা উচিত নয়।"

"তাতেই তো ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে পড়ে।"

"কারো কোন অধিকার থাকার কথা নয়। কারো কোন অধিকার থাকে—এ আমি মোটেও চাইনা। আমি শুতে যাচ্ছি।"

"রিঙে কেউ কি মারা পড়েছে?"

"মনে হয় না। তবে ভীষণ ভাবে জখম হয়েছে এই যা।"

"বাইরে ছোটার পথে একজন লোক মারা গেছে।"

বিল, "তাই নাকি, বাইরে ছোটার পথে?"

অধ্যায় ঃ আঠারো

দুপুরে সবাই আমরা কাফেতে এসে জমা হয়েছি। লোকে ভরতি। আমরা বসে বসে চিংড়ি মাছ খাচ্ছিলাম আর পান করছিলাম বিয়ার। শহরটাও লোকে একদম গিজ গিজ করছে। সব রাস্তাতেই ভিড়। বিয়ারিজ আর সান সেবাষ্টিয়ান থেকে বড় বড় মোটর গাড়ী এসে চারদিকে থেমে আছে। ষাঁড়ের লড়াই দেখতেই ও সব গাড়ী করে লোক এসেছে। স্রেফ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতেও গাড়ী এসেছে। একটা গাড়ীতে এসেছে গোটা পঁচিশেক ইংরেজ মেয়ে। ওরা ওদের বৃহদাকার সাদা গাড়ীটায় বসে বসে চশমা এঁটে মেলা দেখছে। নর্তকরা সব মদে মাতাল হয়ে আছে। এটা মেলার শেষ দিন।

মেলা একদম জম-জমাট। কিন্তু মোটর আর পর্যটক গাড়ীর দর্শকরা এখানে ওখানে রচনা করেছে এক একটা ছোট ছোট দ্বীপ। মোটর খালি করে দর্শকেরা মিশে যাচ্ছে জনতায়। এর পর কালো কোর্তা গায়ে ঘন হয়ে টেবিলে বসা কৃষকদের মাঝ খানে অদ্ভুত দর্শন দু'একজন কিংবা স্রেফ খেলোয়াড়ের পোষাক পরিহিত কাউকে ছাড়া আর কিছুই চেনা যায় না। সব একাকার। এ মেলা বিয়ারিজের ইংরেজদেরও কেমন একাত্ম করে নিয়েছে। কোন একটা টেবিলের নিকট দিয়ে না গেলে তাদের চেনাই যায় না। সব সময় রাস্তায় সংগীত চলেছেই। ঢোলের উপর কাঠির বাড়ি আর বাঁশী বাজছেই। কাফের ভিতরে বসে থাকা লোকজন শক্ত করে টেবিল ধরে অথবা

পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে জোর গলায় গেয়ে চলেছে সমস্বরে।

বিল বললে, "ঐ যে ব্রেট আসছে।"

দেখলাম স্কয়ারের ভিড়ের ভিতর দিয়ে ও এদিকে হেঁটে আসছে। ওর মাথা উন্নত—যেন মেলাটা ওর সম্মানেই আয়োজিত। মনে হলো ও বেশ খুশী, বেশ আমোদিত।

এসেই বললে, "হ্যালো ছোকড়ার দল, শোন, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।"

বিল ওয়েটারকে বলে দিলে, "বড় আর এক বোতল বিয়ার লে আও।"

"চিংড়ি ?"

ব্রেট, "কোন চলে গেছে ?"

বিল, "হ্যাঁ। ও একটা মোটর ভাড়া করে নিয়েছে।"

বিয়ার এসে গেল। ব্রেট গ্লাস তুলতে শুরু করলো কিন্তু ওর হাত দেখলাম কাঁপছে। দেখে ও নিজেও হাসতে লাগলো এবং সামনে ঝুঁকে লম্বা একটা চুমুক লাগালো।

"বেশ ভালো বিয়ার।"

বললাম, "খুব ভালো।"

মাইক সম্বন্ধে আমি চিন্তিত ছিলাম। মনে হয় না ও ঘুমিয়েছে। হয়তো অবিরাম মদ খেয়েই গেছে। তবে এখন মনে হচ্ছে নিজেকে ও কিছুটা সংযত করে নিয়েছে এবার।

ব্রেট, "জ্যেক্, শুনলাম তোমাকে নাকি কোন জখম করেছে ?"

"না। ধরাশায়ী করেছিল শুধু। ঐ পর্যন্তই।"

ব্রেট, "আমি জানি ও পেড্রো রোমেরোকেও জখম করেছে। আর জখম করেছে অত্যন্ত মারাত্মক ভাবেই।"

"ও এখন কেমন আছে ?"

"ভালো হয়ে যাবে। এখন ও আর কামরার বাইরে যাবে না।"

"ওর অবস্থা কি খুব খারাপ ?"

"খুব। সত্যিই ও আহত হয়েছে। ওকে বলেছি আমি একটু ক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছি, মিনিটখানেকের জন্য তোমাদের দেখে আসতে।"

"ওকি লড়বে?"

"লড়বে। তোমাদের আপত্তি না থাকলে আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।"

মাইক জিজ্ঞেস করলে, "তোমার বয়ফ্রেণ্ডটি কেমন আছে?"

ব্রেটের আগের সংলাপ ও মোটেও শোনেনি।

ও বললে, "ব্রেট এবার এক বুল-ফাইটারকেই পেয়ে বসেছে। কোন নামে এক য়ুহুদীও ওর ছিল তবে সে নিজেকে খুব বিশ্রী প্রমাণ করেছে।"

ব্রেট উঠে দাঁড়ালো।

"মাইকেল, তোমার মুখ থেকে ঐ ধরনের পচা কথা আমি শুনতে চাই না।"

"তোমার বয়ফ্রেণ্ডটি কেমন আছে, শুনি?"

ব্রেট বললে, "বেশ ভালো। আজ বিকেলে তাকে দেখো।"

মাইক, "ব্রেট এক বুল-ফাইটারকে পেয়ে গেছে। ভারী সুন্দর, ভীষণ, বুল-ফাইটার।"

"আমার সঙ্গে একটু হাঁটতে তোমার আপত্তি নাই ত? জ্যেক্, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

মাইক, "তোমার বুল-ফাইটার সম্বন্ধে সব কিছু ওকে খুলে বলো। তুমি জাহান্নামে যাও তোমার বুল-ফাইটারকে নিয়ে।"

ও এমন জোরে টেবিলে আঘাত করলো যে, বিয়ার আর চিংড়ির সব পাত্র উল্টে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

ব্রেট বললে, "এসো। চলো সরে পড়া যাক্ এখান থেকে।"

ভিড়ের ভিতর দিয়ে স্কয়ার পার হওয়ার সময় বললাম, "ব্যাপার কি।"

"লাঞ্চের পর লড়াইয়ের আগে আমি ওকে দেখা দিতে চাই না। ওর লোকেরা এসে ওকে সাজিয়ে দেবে। ও বলেছে ওর লোকেরা নাকি আমার উপর খুব চটা।"

ব্রেট খুব উৎফুল্ল। মনে হলো ও খুব খুশী। সূর্য উঠেছে, দিনটাও বেশ উজ্জ্বল।

ব্রেট, "আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছি। জ্যেক, সে তুমি ভাবতেও পারবেনা।"

"আমি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি কি?"

"না। লড়াইয়ে শুধু আমার সঙ্গে গেলেই হবে।"

"লাঞ্চের সময় তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

"না। আমি আজ ওর সঙ্গেই খাবো।"

হোটেলের দরোজায় বারান্দার ছাদের নীচে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। হোটেলের লোকেরা টেবিল-চেয়ার বাইরে নিয়ে এসে বারান্দার ছায়ায় বসাচ্ছিল।

ব্রেট, "পার্কের দিকে আর এক পাঁক ঘুরে এলে কেমন হয়? আমি এখনই উপরে যেতে চাই না। মনে হয় ও ঘুমোচ্ছে।"

আমরা হাঁটতে হাঁটতে থিয়েটার ছাড়িয়ে স্কয়ারের বাইরে চলে এলাম, মেলার ছাউনির ভিতর দিয়ে, টিকেটঘরের সারির মাঝখান দিয়ে ভিড়ের সঙ্গে এগিয়ে চললাম। এসে পৌছলাম এক রাস্তার মোড়ে। সেটা চলে গেছে পেসিও ছ্য সারাসাটে পর্যন্ত। দেখলাম জনতা হেঁটে চলেছে, সবাই ফ্যাশন দোরস্ত। হেঁটে পার্কের ও মাথা পর্যন্ত গিয়ে তারা আবার ফিরে আসছে।

ব্রেট বললে, "আমাদের ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। আমি এখন অত হাঁটাহাঁটি করতে চাই না।"

আমরা রোদে দাঁড়ালাম। বেশ গরম লাগছিল। বৃষ্টির পর সাগর থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে সাথে ভালই লাগছিল গরমটা।

ব্রেট বললে, “আশা করি বাতাসের বেগ কমে আসবে। ওর জন্য ওটা মোটেও ভালো নয়।”

“মনে হয় কমবে।”

“ও বলেছে ষাঁড়গুলি বেশ ভাল।”

“হাঁ, ভালই।”

“ওটা কি সান ফারমিন?”

ব্রেট গীর্জার হলদে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল।

“হ্যাঁ। রবিবারে এখান থেকেই প্রদর্শনী শুরু হয়েছিল।”

“চলো ভিতরে যাই। তোমার আপত্তি নাই ত? ওর জন্য কিংবা অন্য কোন কিছুর জন্য আমি খানিকটা প্রার্থনা করতে চাই।”

মোটা চামড়ার দরোজাটা হালকাভাবে সরিয়ে তার ভিতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম। ভিতরে বেশ অন্ধকার। অনেকেই প্রার্থনা করছিল। আধো আলো আধো অন্ধকারে ওদের দেখা যায়। একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চের সামনে আমরা জানু পেতে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম আমার পাশে ব্রেট যেন শক্ত কাঠ হয়ে উঠছে। আর দেখলাম সোজা সামনের দিকে ও চেয়ে আছে।

ও গলার ভিতর থেকেই যেন আমাকে ফিস্ ফিস্ করে বললে, “চলো। এসো এখান থেকে বেরিয়ে যাই। এখানে আমি ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করছি।”

বাইরে রাস্তার উজ্জ্বল দিবালোকে দাঁড়িয়ে ব্রেট বাতাসে আন্দোলিত গাছের মাথার দিকে তাকালো। উপাসনাটা আমাদের তেমন সফল হলো না যেন।

ব্রেট বললে, “কেন জানি না গীর্জায় এলে আমি অত্যন্ত অস্থির বোধ করি। এ সবে আমার মোটেও কোন ফায়দা হয় না।”

আমরা হাঁটতে লাগলাম।

ব্রেট “ধর্মীয় পরিবেশ যেন আমার সহ্যই হয় না। আমার মুখের গড়নটাই যেন বিভ্রান্তিকর।”

ব্রেট বলে চললে, "জানো, ওর জন্য আমি মোটেও চিন্তিত নই। আমি স্রেফ ওকে নিয়ে ভাবতে আনন্দ পাই।"

"ভালো।"

"আহা, বাতাসের বেগটা যদি কমে যেতো!"

"পাঁচটার দিকে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

"সে আশাই করা যাক।"

হেসে হেসে বললাম, "তুমি এবার প্রার্থনা করতে পারো।"

"তাতে আমার কোন ভালো হয় না। যা প্রার্থনা করেছি তা কোনদিনই আমি পাইনি। তুমি পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

ব্রেট, "বাজে কথা। হয়তো কারো কারো তাতে ভালো হয়ে থাকে। তবু, জেক্, তোমাকে ত মোটেও ধর্মীয় ভাবের মানুষ বলে মনে হয় না।"

"আমি খুবই ধর্ম-ভাবাপন্ন।"

ব্রেট, "বাজে কথা। আজই কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়া শুরু করোনো। আজকের দিনটা তেমন শুভ যাচ্ছে না।"

রোমেরর সংগে সম্পর্ক হওয়ার পর আজকেই প্রথম ওকে পূর্বের মতো খুশী আর বেপরওয়া দেখতে পেলাম। আবার ফিরে এলাম আমরা হোটেলের সামনে। সব টেবিল এখন পাতা হয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটা দখল করে কেউ কেউ শুরু করেছে খেতে।

ব্রেট বললে, "মাইককে একটু দেখো। ওকে একদম বয়ে যেতে দিয়ো না।"

হোটেলের জার্মান পরিচারক সরদার এগিয়ে এসে ইংরেজীতে বললে, "আপনাদের বন্ধুরা সবাই উপরে গেছেন।" লোকটার সব সময় গায়ে পড়ে কথা বলার অভ্যাস।

ওর দিকে ফিরে ব্রেট বললে "অনেক ধন্যবাদ। আর কিছু বলার আছে?"

"না, ম্যাম্।"

ব্রেট, "ভালো।"

জার্মানটাকে বললাম, "তিন জনের উপযোগী একটা টেবিল আমাদের জন্য রেখো।"

ও হাসলো, তার ক্ষুদ্র নোঙ্‌ড়া সাদায়-পাটলে মেশানো দেঁতো হাসি।

"ম্যামও কি এখানেই আহার করবেন?"

ব্রেট, "না।"

"তা হলে আমার বিশ্বাস দু'জনের একটা টেবিল হলেই চলবে।"

ব্রেট, "ওকে তুমি আর কিছু বলো না।"

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ও বললে, "মাইকের মেজাজ হয়তো বিগড়ে আছে।"

সিঁড়িতে মন্তোয়ার পাশ দিয়ে আমরা উপরে উঠে গেলাম, ও মাথা ঝুঁকালো কিন্তু হাসলো না।

ব্রেট বললে, "কাফেতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। জ্যেক্, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

আমাদের কামরা যে তালায়, আমরা সেখানে উঠে থামলাম। ও সোজা হল পেরিয়ে রোমেরোর কামরায় গিয়ে ঢুকে পড়লো। দরোজায় টোকা না দিয়ে স্রেফ দরোজাটা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়ে ও ফের ওটা বন্ধ করে দিলে।

আমি মাইকের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে দরোজায় টোকা দিলাম। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একটু ঠেলা দিতেই দরোজা খুলে গেল। রুমের ভিতর সব তছনচ্ হয়ে আছে। ব্যাগগুলি সব খোলা আর জামা-কাপড়গুলি ইতস্তত ছড়ানো। বিছানার পাশে পড়ে আছে অনেকগুলি খালি বোতল। মাইক বিছানায় এমনভাবে শুয়ে আছে যে ওকে দেখাচ্ছে মরা মূর্তির মতো। ও চোখ খুলে আমার দিকে তাকালো।

জড়িয়ে জড়িয়ে ও বললে, "হ্যালো জ্যেক্, আমি একটুখানি ঘুমোচ্ছি। দীর্ঘকাল ধরে আমি শুধু চাচ্ছি একটুখানি ঘুম।"

"গায়ের উপর আমি একটা কিছু দিয়ে দিই?"

"না। আমি বেশ গরম বোধ করছি। চলে যেয়ো না। আমি মোটেও ঘুমোতে পারিনি।"

"মাইক, তোমার ঘুম হবে। কিছু ভেবো না, ভাই।"

মাইক বলে চললে, "ব্রেট এক বৃষ-যোদ্ধাকে পেয়ে গ্যাছে কিন্তু তার সুহৃদটা সরে পড়েছে।"

মাথাটা ফিরিয়ে ও এবার আমার দিকে তাকালে।

"ভারী চমৎকার ব্যাপার, কি বলো?"

"হাঁা। মাইক, এখন ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার কিছুটা অন্তত ঘুমোনো দরকার।"

"এই আমি শুরু করছি। কিছুটা অন্তত আমি ঘুমিয়ে নিতে চাই।"

ও চোখ বন্ধ করলো। আমি নীরবে দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। দেখলাম আমার ঘরে বসে বিল পত্রিকা পড়ছে।

"মাইকের সঙ্গে দেখা হলো?"

"হ্যাঁ।"

"চলো গিয়ে খেয়ে আসি।"

"ওই বেটা জার্মান পরিচারকের সঙ্গে আমি নীচে বসে কিছুতেই খাবো না। মাইককে যখন আমি উপরে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ও বেটা চরম নীচ ব্যবহার করেছিল।"

"আমাদের প্রতিও বেটা কম নীচতা দেখায়নি।"

"চলো বাইরে শহরে কোথাও খেয়ে নেইগে।"

আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলাম তখন একটা মেয়ে একটা ঢাকা ট্রে হাতে উপরে উঠছিল।

বিল বললে, "ঐ ত ব্রেটের লাঞ্চ যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "আর ছোকরাটারও।"

বাইরে বারান্দার ছাদের নীচে পরিচারকদের জার্মান সরদার এগিয়ে এলো। তার লাল গণ্ড দুটো চক্ চক্ করছে। খুব ভদ্রভাবে সে বললে, "ভদ্রমহোদয়গণ, দু'জনের উপযোগী একটা টেবিল আমি আপনাদের জন্য খালি রেখে দিয়েছি।"

বিল বললে, "তুমিই ওটাতে বসে পড়ো গে।"

আমরা বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

স্কয়ারের পাশের এক গলিতে একটা রেষ্টুরেণ্টে বসে আমরা খেয়ে নিলাম। ঐখানে যারা খাচ্ছিল, সবাই পুরুষ। ধুঁয়া, মদ্যপান আর গানে স্থানটা ছিল সরগরম। তবে খাবার আর মদটা ভালোই ছিল। আমরা তেমন কোন কথা বললাম না। তারপর ওখান থেকে কাফেতে গিয়ে আমরা মেলার চরম অবস্থায় পৌছার দৃশ্য দেখতে লাগলাম। লাঞ্চ খেয়ে ব্রেটও তাড়াতাড়ি এসে হাজির। ও বললে ঘরের ভিতর ও তাকিয়েছিল, দেখেছে মাইক ঘুমিয়ে আছে।

যখন মেলা চরম মুহূর্তে পৌছলো, তখন জনতার সঙ্গে আমরাও 'বুল-রিঙের' দিকে চলতে লাগলাম। ব্রেট বসলো রিঙের পাশে বিল আর আমার মাঝখানে। ঠিক আমাদের নীচেই সরুপথ—বক্সের লাল ঘেরা আর গ্যালারির মাঝখানে। আমাদের পেছনে কংক্রিটের গ্যালারিগুলি লোকে জম-জমাট। লাল ঘেরা থেকে দূরে, সামনে ঘেরার বাইরে রিঙের হলদে বালি রোলার দিয়ে সমান করে নেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি হওয়ায় বালিগুলিকে একটু জমাট দেখাচ্ছে কিন্তু রোদে শুকিয়ে শক্ত আর মসৃণ হয়ে আছে। তরবারি-রক্ষক আর রিঙের চাকরেরা কাঁধে যোদ্ধাদের গলাবন্ধ আর মুলেটাস ভর্তি বেতের ঝুড়ি নিয়ে পথ ধরে এগিয়ে এলো। ওগুলো ছিলো রক্তে রঞ্জিত। ঝুড়ির মধ্যে পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখা। তরবারি রক্ষকেরা তরবারির ভারী ভারী খাপগুলি খুলে এমনভাবে ঘেরার

সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখলে যাতে লাল হাতলগুলি দেখা যায়। ওরা এবার মূলেটাসের রক্তাক্ত লাল ফ্লানেল খুলে ফেললে আর তাতে বেটন লাগিয়ে নিলে, যাতে বৃষ-হন্তারা তা ধরতে পারে। ব্রেট এক মনে এসব দেখছিল। পেশাগত এসব খুঁটিনাটিতে ও যেন মগ্ন হয়ে গেল।

ও বললে, "ওর সব গলাবন্ধ আর মুলেটাসে নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছে ও। আচ্ছা, ঐগুলিকে 'মুলেটাস' বলা হয় কেন?"

"আমি জানি না।"

"আমার বিশ্বাস ওগুলি ওরা একবারও ধোপা বাড়ি পাঠায় না।"

"আমারও তাই মনে হয়। হয়তো তাতে রঙ নষ্ট হয়ে যায়।"

বিল, "রক্তে ওগুলি নিশ্চয়ই শক্ত হয়ে যায়।"

ব্রেট, "মজার ব্যাপার। রক্ত সম্বন্ধেও কি করে এমন উদাসীন হওয়া যায়?"

নীচে সরু পথটায় তরবারি রক্ষকরা সব কিছু সাজিয়ে রেখেছে। সব সীট এখন ভরতি। উপরে বক্সগুলিরও সেই দশা। প্রেসিডেণ্টের বক্স ছাড়া কোন একটা সীটও খালি নেই। তিনি এলেই লড়াই শুরু হবে। মসৃণ বালির ওধারে যে উঁচু দরোজাটা দিয়ে খোয়াড়ে ঢোকা যায়, সেখানে বৃষ-যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে গলাবন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে তারা আলাপ করছে আর অপেক্ষা করে আছে এরেনায় প্রবেশের সংকেতের জন্য। চোখে চশমা দিয়ে ব্রেট ওদের চেয়ে দেখছে।

"দেখতে চাও ত নাও।"

আমি চশমাটার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখলাম, দেখতে পেলাম তিনজন বৃষ-হন্তাকে। রোমেরো দাঁড়িয়েছে মাঝখানে, বেলমন্তে ওর বাঁয়ে আর মারসিয়াল-ওর ডানে। তাদের পেছনে তাদের লোকজন—বর্শাগুলির ধারে সরু পথটার পেছনে, খোঁয়াড়ের খোলা স্থানটায় দেখলাম ঘোড়-সওয়ার বৃষ-যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে। রোমেরো পরেছে

কালো পোযাক। তার তিনকোণা হ্যাট টা নেমে এসেছে চোখ পর্যন্ত। হ্যাটের নীচে তাই ওর মুখটা আমি ভাল করে দেখতে পেলাম না কিন্তু জখমের বেশ দাগ রয়েছে বলে মনে হলো। ও সোজা সামনের দিকে তাকিয়েছিল। মারসিয়ালের হাতে ধরা রয়েছে সিগারেট, ওটা ও টানছিল খুব সতর্কতার সাথে। বেলমন্তেও তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ওর মুখটা দেখাচ্ছিল বিবর্ণ আর হলদে আর ওর নেকড়ের মতো লম্বা চোয়ালটা ছিল বেরিয়ে। ও কোন কিছুর দিকেই যেন তাকিয়ে দেখছিল না। অন্যের সঙ্গে ওর কিম্বা রোমেরোর কোন মিলই যেন ছিল না। তারা যেন নিঃসঙ্গ। প্রেসিডেন্ট এসে পড়েছেন। আমাদের উপরের বড় গ্যালারিতে প্রবল হাততালি পড়লো। আমি চশমাটা ব্রেটকে দিয়ে দিলাম। উল্লাসধ্বনি উঠলো। শুরু হলো সংগীত। ব্রেট চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলো।

ও বললে 'নাও, দেখো।"

চশমার ভিতর দিয়ে আমি দেখলাম বেলমন্তে রোমেরোর সঙ্গে আলাপ করছে। মারসিয়াল সোজা হয়ে দাঁড়ালো, ফেলে দিল হাতের সিগারেট। মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে তারা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের মুক্ত হাত দুলছে, তিন বৃষ-হন্তা হেঁটে বেরিয়ে এলো। তাদের পেছনে এলো মিছিল। খোলা জায়গায় এসে লম্বা পদক্ষেপে চলছিল সবাই। কাঁধের সব গলাবন্ধ খুলে ফেলা হলো আর খোলা হাত দুলিয়ে দুলিয়ে চললো ওরা। আর ওদের পেছনে এলো ঘোড়-সওয়ার যোদ্ধারা। ওদের হাতের অস্ত্র ওঠা-নামা করছিল বর্শার মতো। সবারই পেছনে এলো দু'সারি খচ্চর আর বুল-রিঙের নৌকরেরা। বৃষ যোদ্ধারা প্রেসিডেন্টের বক্সের সামনে হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে আমাদের নীচের সীটগুলির কাছে এসে দাঁড়ালো। পেড্রো রোমেরো তার সোনারী ঝালর দেওয়া ভারী গলাবন্ধটা খুলে নিয়ে

বেড়ার উপর দিয়ে ওর তরবারি-রক্ষককে দিয়ে দিলে। আর তাকে কি যেন বললে। ঠিক আমাদের নীচে, কাছ থেকে, আমরা দেখতে পেলাম রোমেরোর ঠোঁট এখনো ফোলা রয়েছে আর তার চোখ দুটোও দেখাচ্ছে বিবর্ণ। মুখটাও ফোলা আর বিবর্ণ হয়ে আছে। তরবারি-রক্ষক গলাবন্ধটা নিয়ে উপরে ব্রেটের দিকে তাকালো। তারপর ওটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। দিল ব্রেটকে।

আমি বললাম "তোমার সামনে এটা বিছিয়ে রাখো।"

ব্রেট সামনের দিকে ঝুঁকলো। সেটা বেশ ভারী আর সোনার ঝালর লাগানো বলে মসৃণ ও বেশ শক্ত।

তরবারি-রক্ষক পেছন ফিরে তাকালে এবং মাথা ঝাঁকিয়ে কি যেন বললে। আমার পাশের একজন ব্রেটের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে. "ও চায় না যে আপনি এটা বিছিয়ে রাখুন। আপনার উচিত ভাঁজ করে নিয়ে ওটাকে আপনার কোলের উপর রেখে দেওয়া।"

ব্রেট ঐ ভারী গলাবন্ধটা এবার ভাঁজ করে নিলে।

রোমেরো চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালোই না। ও বেলমন্তের সঙ্গে কথা বলছিল। বেলমন্তে তার সেই রেওয়াজী গলাবন্ধটা তার কয়েকজন বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলে। দিয়ে ও ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে হাসলো একটুখানি—শুধু মুখেই সীমিত তার সে নেকড়ে হাসি। বেড়ার উপর দিয়ে ঝুঁকে রোমেরো পানির জগটা চাইল। তরবারি-রক্ষক নিয়ে এলো জগ। রোমেরো জগটা থেকে পানি নিয়ে পরকিলের উপর পানি দিয়ে নিলে। তারপর নীচের ভাঁজটাকে জুতো দিয়ে বালিতে ঘষে নিলে।

ব্রেট জিজ্ঞেস করলে "ঐ রকম করার অর্থ?"

"একটুখানি ভার বা বাড়তি ওজন দেওয়ার জন্য।"

ব্রেট, "ওর অবস্থা মোটেও ভালো নয়। উচিত ছিল ওর বিছানায় শুয়ে থাকা।"

প্রথম ষাঁড়টা বেলমন্তের। ও বেশ ভালো করছিল। কিন্তু যেহেতু ও ত্রিশ হাজার টাকা পাবে,—লোকেরা সারা রাত লাইনে দাঁড়িয়ে ওকে দেখার জন্য টিকেট কিনেছে, এখন তাই তাদের দাবী হলো ওর বেশী ভালোর চেয়েও ভালো করা চাই। বেলমন্তের বড় আকর্ষণ হলো ষাঁড়ের খুব কাছে থেকেই ও লড়াই চালিয়ে যায়। তাদের মতে ষাঁড় আর ষাঁড় যোদ্ধার নিজস্ব একটা বৃত্তরেখা আছে। যে পর্যন্ত বৃষ যোদ্ধা নিজের বৃত্তরেখায় থাকে সে পর্যন্ত মোটামুটি সে নিরাপদ। কিন্তু যতবারই সে ষাঁড়ের বৃত্তরেখায় গিয়ে পড়ে ততবারই সে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয়। তার চরম সাফল্যের দিনে বেলমন্তে সব সময় ষাঁড়ের বৃত্তে গিয়ে লড়াই করতো। এভাবে অনাগত বিয়োগান্ত পরিণতির এক তীব্র চাঞ্চল্যও সৃষ্টি করতো দর্শকদের সামনে। বেলমন্তেকে দেখার জন্য এবং একটা তীব্র চাঞ্চল্য সঞ্চারের উদ্দেশ্যে কিংবা হয়তো তার মৃত্যু দেখার জন্যই জনতা করিডোরে গিয়ে হাজির হলো। পনেরো বছর আগে লোকে বলতো যদি বেলমন্তেকে দেখতে চাও তা হলে তাড়াতাড়ি ছুটে যাও, ও এখনো বেঁচে আছে। ঐ থেকে ও প্রায় হাজারেরও বেশী ষাঁড় বধ করেছে। ও অবসর নেওয়ার পর ওর বৃষ-যুদ্ধ নিয়ে কত কিম্বদন্তীই না রচিত হয়েছে কিন্তু অবসর জীবন থেকে যখন ও ফিরে এলো তখন লোকেরা হতাশ হয়ে পড়লো, কারণ পূর্বে বেলমন্তে যত নিকট থেকে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতো বলে মনে করা হতো, কোন সত্যিকার মানুষই তা করতে পারে না এমন কি স্বয়ং বেলমন্তের পক্ষেও তা সম্ভব নয়।

বেলমন্তের শর্তানুসারে ওকে তেমন বেশী বড় আর খুব বিপজ্জনক তীক্ষ্ণ শিঙওয়ালা ষাঁড় দেওয়া হয়নি, অধিকন্তু বেলমন্তে ফিস্টুলায় ভুগছে, ফলে প্রার্থিত বিপদের সম্ভাবনা না থাকায় তীব্র চাঞ্চল্য থেকেও বঞ্চিত হলো দর্শকরা অথচ দর্শকরা বেলমন্তের কাছ থেকে তিনগুণ চাঞ্চল্য পাওয়ার আশা করেই বসেছিল। আগে

বেলমন্তে জীবনে কখনো এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। এখন ব্যাপার দেখে দর্শকরা ধরে নিলো তাদেরে স্রেফ ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, হয়েছে রীতিমতো ঠকানো। এদিকে বিরক্তিতে বেলমন্তের চোয়াল আরও যেন বেরিয়ে এলো, মুখটা অধিকতর হলদে হয়ে গেল, ফিস্টুলার যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়ায় ওর পক্ষে যে-কোন গতিশীলতা কষ্টকর হতে লাগলো। শেষে জনতা সক্রিয়ভাবেই ওর বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো। ও নিজেও সম্পূর্ণ উদাসীন আর চরম বিরক্ত হয়ে উঠলো। একটা সাফল্যের বিকেল ও আশা করেছিল, পরিবর্তে পেল কি-না বিদ্রূপ, শেষে অপমানজনক চীৎকার। যে মাঠে একদিন সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিজয়ের গৌরবলাভ করেছে, সেখানে দর্শকরা কি-না তাকে লক্ষ্য করে আজ ছুঁড়ে মারছে চেয়ার, রুটির টুকরো আর নানা রকম ফলের খোসা। ওর চোয়ালটা আরো যেন ঝুলে পড়লো। মাঝে মধ্যে ওকে যখন দর্শকরা একটা বিশেষ অপমানকর নামে ডাকতে লাগলো, তখন ও হাসতে চেষ্টা করলো— সেই দেঁতো, দীর্ঘ চোয়াল, ওষ্ঠবিহীন হাসি। তবু একটু নড়াচড়া করতে গেলেই অসম্ভব যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলো ও। শেষে অবস্থা এমন হলো যে ওর মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেলো। ওর দ্বিতীয় ষাঁড়টি যখন মারা পড়লো, তখন চেয়ার আর রুটি ছোঁড়াছুড়িরও শেষ হলো। তারপর সে নেকড়ে চোয়ালে হাসি হেসে আর বিরক্তিভরা দৃষ্টি হেনে প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন জানিয়ে, বেড়ার উপর দিয়ে ওর তরবারিটা বাড়িয়ে দিলে মুছে খাপে ভরে রাখার জন্য। সরুপথটা পেরিয়ে, আমাদের নীচের সীটের বেড়াটায় ঠেস দিয়ে মাথাটা দুই বাহুর মধ্যে রেখে দাঁড়ালো ও—যেন কিছু না শুনে আর কিছু না দেখে ও নীরবে শুধু নিজের যন্ত্রণাটাই সহ্য করে যাচ্ছে। যখন শেষকালে চোখ তুলে তাকালো তখন ও শুধু এক গ্লাস পানিই চাইলে। এক ঢোক গিলে, কুল্লি করে পানিটা ছিঁটিয়ে ফেলে নিজের ঝাড়নটা তুলে নিয়ে রিঙে ফিরে গেলো।

বেলমন্তের বিরোধী বলেই বোধ করি জনতা হয়ে পড়লো রোমেরোর অনুরাগী। যে মুহূর্তে ও আসন ছেড়ে ষাঁড়ের দিকে এগুতে থাকলো তখন থেকেই জনতা ওকে বাহবা দিতে শুরু করলো। বেলমন্তেও রোমেরোকে এমনভাবে দেখছিল যেন ও দেখছেই না। মারসিয়ালকে ও নজরেও আনলো না। মারসিয়াল সম্বন্ধে জানতে ওর কিছু বাকি নেই। ও অবসর জীবন ছেড়ে মারসিয়ালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এলেও ওর বিজয় সম্বন্ধে ও আগাম স্থির নিশ্চিত ছিল। বৃষ-যুদ্ধের এ অবক্ষয় কালে মারসিয়াল আর অন্যান্য যারা এখন তারকার আসনে আসীন তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রত্যাশায় ছিল ও, আর নিজের বৃষ-যুদ্ধনীতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে ও এত বেশী স্থির নিশ্চিত ছিল যে বৃষ-যুদ্ধের এ অবক্ষয় যুগের মেকি কলা-কৌশলের সামনে ওর স্রেফ রিঙে প্রবেশই যথেষ্ট—এও ভেবেছিল। কিন্তু ওর অবসর ছেড়ে বৃষ-যুদ্ধে ফিরে আসাকে নস্যাৎ করে দিলে রোমেরো। রোমেরো সব সময় যা করে তা সরল, শান্ত আর সুন্দর ভাবে করে, যা বেলমন্তে মাঝে-মধ্যে হয়তো করতে সক্ষম। জনতা তা বুঝতে পারলো, এমনকি বিয়ারিজ থেকে যারা এসেছে তারাও তা বুঝলো—শেষকালে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতও তা দেখলে। এটা এমন প্রতিযোগিতা যে, এতে বেলমন্তের অংশ গ্রহণ মানে ভীষণ ভাবে শিঙের আঘাত পাওয়া বা মারা যাওয়া। বেলমন্তে এখন আর তেমন সুস্থ নেই। বুল-রিঙে এখন আর ও কিছুতেই স্মরণীয় মুহূর্ত আশা করতে পারে না। তেমন মুহূর্ত আসা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে ও স্থির নিশ্চিত নয়। অবস্থা আর এখন তেমন নেই, জীবন এখন ওকে স্রেফ বিদ্যুৎ চমকের মতই দেখা দিয়ে থাকে। ষাঁড়কে নিয়ে পুরোনো বিদ্যুৎ-চমক ও যে একেবারে দেখাতে পারে না, তা নয় কিন্তু তার মূল্য ও আগেই কমিয়ে ফেলেছে। কারণ ও ষাঁড়দের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখেই, মোটর থেকে বেরিয়ে, বেড়ায় ঠেস দিয়ে, ওর ষাঁড় পালনকারী বন্ধুর ষাঁড়গুলির দিকে চোখ রেখেই,

বেলমন্তের বিরোধী বলেই বোধ করি জনতা হয়ে পড়লো রোমেরোর অনুরাগী। যে মুহূর্তে ও আসন ছেড়ে ষাঁড়ের দিকে এগুতে থাকলো তখন থেকেই জনতা ওকে বাহবা দিতে শুরু করলো। বেলমন্তেও রোমেরোকে এমনভাবে দেখছিল যেন ও দেখছেই না। মারসিয়ালকে ও নজরেও আনলো না। মারসিয়াল সম্বন্ধে জানতে ওর কিছু বাকি নেই। ও অবসর জীবন ছেড়ে মারসিয়ালের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এলেও ওর বিজয় সম্বন্ধে ও আগাম স্থির নিশ্চিত ছিল। বৃষ-যুদ্ধের এ অবক্ষয় কালে মারসিয়াল আর অন্যান্য যারা এখন তারকার আসনে আসীন তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রত্যাশায় ছিল ও, আর নিজের বৃষ-যুদ্ধনীতির আন্তরিকতা সম্বন্ধে ও এত বেশী স্থির নিশ্চিত ছিল যে বৃষ-যুদ্ধের এ অবক্ষয় যুগের মেকি কলা-কৌশলের সামনে ওর স্রেফ রিঙে প্রবেশই যথেষ্ট—এও ভেবেছিল। কিন্তু ওর অবসর ছেড়ে বৃষ-যুদ্ধে ফিরে আসাকে নস্যাৎ করে দিলে রোমেরো। রোমেরো সব সময় যা করে তা সরল, শান্ত আর সুন্দর ভাবে করে, যা বেলমন্তে মাঝে-মধ্যে হয়তো করতে সক্ষম। জনতা তা বুঝতে পারলো, এমনকি বিয়ারিজ থেকে যারা এসেছে তারাও তা বুঝলো—শেষকালে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতও তা দেখলে। এটা এমন প্রতিযোগিতা যে, এতে বেলমন্তের অংশ গ্রহণ মানে ভীষণ ভাবে শিঙের আঘাত পাওয়া বা মারা যাওয়া। বেলমন্তে এখন আর তেমন সুস্থ নেই। বুল-রিঙে এখন আর ও কিছুতেই স্মরণীয় মুহূর্ত আশা করতে পারে না। তেমন মুহূর্ত আসা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে ও স্থির নিশ্চিত নয়। অবস্থা আর এখন তেমন নেই, জীবন এখন ওকে স্রেফ বিদ্যুৎ চমকের মতই দেখা দিয়ে থাকে। ষাঁড়কে নিয়ে পুরোনো বিদ্যুৎ-চমক ও যে একেবারে দেখাতে পারে না, তা নয় কিন্তু তার মূল্য ও আগেই কমিয়ে ফেলেছে। কারণ ও ষাঁড়দের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখেই, মোটর থেকে বেরিয়ে, বেড়ায় ঠেস দিয়ে, ওর ষাঁড় পালনকারী বন্ধুর ষাঁড়গুলির দিকে চোখ রেখেই,

ষাঁড় বেছে নিয়েছিল। কাজেই ও পেলো ছোট সহজে বাগমানানো যায় এমন দু'টো ষাঁড়, যেগুলির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য শিঙও ছিল না। যখন আগের শক্তির কিছুটা অন্তত অবিরাম যন্ত্রণার মধ্যেও ফিরে আসছে বলে বুঝতে পারলো, তখন সেটা আগাম হয়ে গেল নিঃশেষিত, তাই কিছুমাত্র কার্যকরী হতে পারলো না—ফলে ও মোটেও ভালো বোধ করছিল না। ওটা একটা মহৎ মুহূর্ত মাত্র কিন্তু ষাঁড়ের লড়াই তাকে আর কিছু মাত্র অভিনবত্ব দিতে পারলো না।

পেড্রো রোমেরো পূর্ণ শক্তিমান। বৃষ-যুদ্ধ ও ভালোবাসে, আমার বিশ্বাস বৃষগুলিকেও বাসে ভালো আর এও আমার বিশ্বাস, ব্রেটকেও ভালোবাসে। সব কিছুতেই ও সংযম রক্ষা করতে পারে আর সেদিন সারা বিকেলটায় তার অর্থাৎ ব্রেটের সামনে ও তা দেখিয়েছে। একবারও ও চোখ তুলে তাকায়নি। এ ভাবে ও নিজের শক্তি আত্মস্থ করেছিল, করেছিল নিজের জন্য যেমন. ব্রেটের জন্যও তেমনি। ও একবারও উপরের দিকে তাকিয়ে ব্রেট খুশী হচ্ছে কি না তা জানতে চায়নি, যা করছিল, সে সবই নিজের ভিতরটার সন্তুষ্টির জন্যই। তাতে ও অধিকতর শক্তি লাভ করছিল। কিন্তু এ সবের লক্ষ্য ব্রেটও ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নিজের ক্ষতি করে ও তার জন্য কিছু করেনি। সারা বিকেল ধরেই একারণে ও লাভবান হয়েছে।

ওর প্রথম 'আবির্ভাব' টা সোজা আমাদের নীচেই হলো। তিন বৃষ-যোদ্ধাই একের পর এক তাদের বৃষ গ্রহণ করলে। প্রথমে এলো বেলমন্তে, তারপর মারসিয়াল। সব শেষে এলো রোমেরো। এবার তিন জনই এসে দাঁড়ালো ঘোড়াটার বাঁ দিকে। ঘোড়সওয়ার টুপিটা চোখ পর্যন্ত নামিয়ে হাতের বর্শাটার তীক্ষ্ণ মুখ ষাঁড়ের দিকে লক্ষ্য করে ঝোঁকের তোড়ে ঘোড়াকে পা দিয়ে আঘাত করলে আর বাঁ হাতে সজোরে লাগাম ধরে ঘোড়াকে ষাঁড়ের দিকে নিলে এগিয়ে। ষাঁড়টা সবকিছু দেখছিল তাকিয়ে। মনে হবে ও সাদা ঘোড়াটার দিকেই চেয়ে রয়েছে। আসলে ও তাকিয়েছিল ত্রিশূলাকার বর্শার

ইস্পাত মুখের দিকে। রোমরো তাকিয়ে দেখলো, দেখতে পেলো ষাঁড়টা মাথাটা ফেরাতে শুরু করেছে। কিন্তু তখনও সোজা হামলা করতে চাইল না। রোমেরো কাঁধের রঙিন ঝাড়নটা এমন ভাবে দোলালো যেন রঙটা ষাঁড়ের চোখে গিয়ে পড়ে। মুহূর্তে হামলা করলে ষাঁড়। হামলা করে রঙের ঝলক খুঁজে পেলো না, দেখতে পেলো একটা সাদা ঘোড়া। আর তখনই একটা লোক ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে ঝুঁকে ইস্পাতের একটা সুদীর্ঘ কাল ষাঁড়ের কাধের মাংস পিণ্ডে ঢুকিয়ে দিলে। আর বর্শার ডাণ্ডি ধরে ঘোড়াকে এমন ভাবে ঘুব পাক খাওয়ালে যাতে ফালটা ষাঁড়ের কাধে আরো গভীরে ঢুকে যায়। এ ভাবে ও ষাঁড়টির রক্তক্ষরণ ঘটালো স্রেফ বেলমন্তের জন্যই।

ডাণ্ডার নীচে ষাঁড়টা তেমন নড়াচড়া করলো না। ও কিন্তু ঘোড়াটাকে হামলা করতে মোটেও চায়নি। ও ফিরে দাঁড়ালো, দলটা বিভক্ত হয়ে গেল আর রোমেরো তার ঝাড়নের সাহায্যে ওটাকে বাইরে নিয়ে যেতে লাগলো। ও খুব ধীরে ধীরে, শান্ত ভাবে ওকে বাইরে নিয়ে এসে দাঁড় করালো। তার পর বেশ মর্যাদার সাথে ষাঁড়টার সামনে দাঁড়িয়ে ঝাড়নটা তুলে ধরলো। ষাঁড়টা লেজ তুলে ওকে আক্রমণ করলো, রোমেরো ষাঁড়টার আগেই ওর বাহু সরিয়ে ফেললে—এবার শক্ত ভাবে পা-দানিতে পা রেখে ও ওটাকে ঘুরাতে লাগলো। স্যাঁৎসেঁতে কাদা-মাখা ঝাড়নটা খুলে নিয়ে এবার নৌকার পালের মতো ওটা দোলাতে লাগলো ও অগ্র চালকের মতো এবং চলতে লাগলো ষাঁড়টার আগে আগে। চক্কর ঘুরে আসার পর এবার ওরা সামনাসামনি হলো। রোমেরো হেসে উঠল। ষাঁড়টি আবার ধরতে চাইল ওটা, রোমেরো ঝাড়নটাকে উল্টে নিয়ে আবার পালের মতো দোলাতে লাগলো। প্রতিবার ও যখন ষাঁড়কে খুব নিকটে ভিড়তে দেয়, তখন ষাঁড়, রোমেরো আর তার হাতের ঝাড়নটা—যা হাওয়া ভুর্তি পালের মতো আগে আগে

উড়তে থাকে—এই তিনকে একটা নকশা-কাটা বস্তুর মতই দেখাতে লাগলো। এ দৃশ্য ছিল একই সঙ্গে মন্থর আর সংযত। মনে হয় ও যেন ষাঁড়টিকে ঘুম পাড়াচ্ছে। এ ভাবে চারটা চক্কর দেওয়ার পর একটা অর্ধ-চক্কর দিয়ে শেষ করলে খেলাটা। যখন ও ষাঁড়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে জনতার উল্লাস ধ্বনির দিকে এগিয়ে এলো তখন ওর হাত ওর কোমরে, ঝাড়নটা বাহুর উপর। এ ভাবে বেরিয়ে আসার সময় ষাঁড়টা চেয়ে রইল ওর পিঠের দিকে।

ওর নিজের ষাঁড়ের বেলায় ও একদম যথাযথ। ওর প্রথম ষাঁড়টা ভাল দেখতে পেত না। ঝাড়নটা নিয়ে দুই চক্কর দেওয়ার পর রোমেরো সঠিকভাবে বুঝতে পারলো ওর চোখ কতখানি খারাপ। ও সেভাবেই ব্যবহার করতে লাগলো ওটার সঙ্গে। এটা খুব একটা অভিনব বৃষ-যুদ্ধ তা নয় তবে এটাকে পূর্ণাঙ্গ বৃষ-যুদ্ধ বলা চলে। জনতা চাইছিল ষাঁড় বদলানো হোক। ওরা খুব হট্টগোল শুরু করে দিলে। যে ষাঁড় ভালো করে টোপ দেখতে পায় না তেমন ষাঁড়কে নিয়ে চমৎকার কিছু হওয়ার কথা নয় কিন্তু প্রেসিডেন্ট ষাঁড় বদল করার অনুমতি দিলেন না।

ব্রেট জিজ্ঞেস করলে, "ওরা ওটাকে বদলায় না কেন?"

"ওরা ওর পিছনেই টাকা ঢেলেছে। টাকা নষ্ট হোক এ ওরা চায় না।"

"রোমেরোর প্রতি এ মোটেও সুবিচার হচ্ছে না।"

"যে ষাঁড় রঙ দেখতে পায়না তেমন ষাঁড়কে ও কিভাবে খেলাচ্ছে সেটা চেয়ে দেখো।"

"এ ধরনের কিছু আমি দেখতে চাইনা।"

যে ব্যক্তি নিজে এমন কাজে লিপ্ত তার প্রতি যদি তোমার কিছুটাও টান থাকে, তা হলে এমন কিছু না দেখাই ভালো। যে ষাঁড় ঝাড়নের রঙ কিম্বা মুলেটার রক্ত বর্ণ ফ্লানেল দেখতে পায়না, তেমন ষাঁড়কে রোমেরো স্রেফ নিজের শরীরের সাহায্যেই

ইচ্ছামতো চালিয়ে নিতে পারে। ও এত কাছে ভিড়ে পড়ে যে ষাঁড় ওর দেহ দেখতে পেয়ে যখন সে দিকে ধাওয়া করে তখন ও ষাঁড়কে ফিরিয়ে দেয় ফ্লানেলের দিকে। আর এভাবে ধ্রুপদী পদ্ধতিতে দৃশ্যটাকে টেনে আনে চরম সমাপ্তিতে। বিয়ারিজ-জনতার কিন্তু এ তেমন পছন্দের নয়। তাদের ধারণা রোমেরো ভয় পেয়েই এক পাশে সরে গিয়ে নিজের গা বাঁচাবার জন্যই ষাঁড়টাকে ফ্লানেলের দিকে ফিরিয়ে দেয়। তারা বেলমন্তের নিজের কীর্তির পুনরাবৃত্তিতেই খুশী অথবা মারসিয়ালের বেলমন্তের অনুকরণেই তারা আনন্দিত। ওদের জনাতিনেক ছিল আমাদের পেছনের সারিতে।

"ষাঁড়টিকে ও ভয় পাচ্ছে কেন? ষাঁড়টা এমন বোকা যে ও শুধু ফ্লানেলের দিকেই ধাওয়া করছে।"

"ও তো একজন তরুণ বৃষ-যোদ্ধা মাত্র। ওর এখনও পুরো শেখা হয়নি।"

"কিন্তু আমার ধারণা ও আগে ঝাড়ন নিয়ে যে খেলা দেখিয়েছিল, সে-ই ছিল চমৎকার।"

"মনে হয় ও এখন বেশ সন্ত্রস্ত।"

রিঙের মাঝখানে এসে নিঃসঙ্গ রোমেরো আবারও সেই একই প্রক্রিয়া চালালো—ষাঁড়টার খুব কাছে গিয়ে পৌঁছেছে যাতে ষাঁড়টা ওকে স্পষ্ট দেখতে পায়, দেহটা ও বাড়িয়ে দেয় আরো নিকটে, ষাঁড়টা নিস্পৃহ ভাবে তাকিয়ে দেখে, এতো নিকটে দেখে মনে করে এবার ওর নাগাল পাবে। রোমেরো নিজেকে আরো বাড়িয়ে দেয়, ষাঁড় এবার আক্রমণের জন্য ধাওয়া করে। শিঙটা গায়ে লাগার উপক্রম হতেই রোমেরো ষাঁড়ের সামনে তুলে ধরে লাল বস্ত্র খণ্ডটা, ওটাতে সামান্য একটা ধাক্কা দিয়ে ষাঁড়টা যে ভাবে অনুসরণ করতে থাকে, তাতে বিয়ারিজের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের সমালোচনামূলক মূল্যায়নকে রীতিমত ক্ষুব্ধ করে তোলে।

আমি ব্রেটকে বললাম, "ও এখনই ওটাকে মেরে ফেলবে। ষাঁড়টার এখনো বল পড়েনি। ও নিজকে আর বেশী ক্লান্ত করবে না।"

রিঙের কেন্দ্রস্থলে রোমেরো ষাঁড়টির ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো। বের করে নিলে তরবারিটা মুলেটার ভাঁজ থেকে। পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে তরবারির ধারটা চেয়ে দেখলে; রোমেরোর সাথে সাথে ষাঁড়টিও ওকে আক্রমণ করে বসলো। রোমেরো বাম হাতে মূলেটা-টা ষাঁড়ের উপর এমন ভাবে ছুঁড়ে দিলে যাতে ওর চোখ দু'টো ঢাকা পড়ে যায়। এবার তরবারিটা ঢুকিয়ে দিতে দিতে ওর বাঁ কাধটা ষাঁড়ের শিং দুটোর মাঝখান দিয়ে উপরের দিকে উঠে গেল—স্রেফ এক মূহুর্তের জন্য ও আর ষাঁড় যেন এক হয়ে গেল। মনে হয় রোমেরো যেন ষাঁড়কে ছাড়িয়ে গেছে, ষাঁড়টির দুই কাধের মাঝখানে তরবারিটা যেখানে ঢুকে পড়েছে সেখানে রোমেরোর ডান বাহু তরবারিটার বাঁট পর্যন্ত উত্থোলিত হয়ে আছে। তার পর এ দৃশ্য ভেঙ্গে গেল। রোমেরোকে যখন ভালো করে দেখা গেল, তখন সামান্য একটা ধাক্কা অনুভূত হলো মাত্র। তারপর এক হাত উর্ধে তুলে ও ষাঁড়টার সামনে এসে দাঁড়ালো, আস্তিনের কাছে ওর সার্টটা ছিঁড়ে দো-ফাঁক হয়ে গেছে। সাদা ছেঁড়া অংশ বাতাসে দুলছে। তরবারির লাল বাঁট-টা শক্ত হয়ে আছে ষাঁড়টার কাঁধে। এবার মাথাটা ওর নুইয়ে পড়ছে আর পাগুলি হয়ে যাচ্ছে অচল।

বিল বললে, "ও বিদায় নিচ্ছে।"

রোমেরো এত নিকটে এসে দাঁড়ালো, যেন ষাঁড়টা ওকে দেখতে পায়। ওর হাতটা তখনো উপরে তোলা, ও এবার কথা বলতে শুরু করলো ষাঁড়টার সঙ্গে। ষাঁড়টা যেন নিজেকে সামলাতে চাইল, তারপর মাথাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে ও আস্তে আস্তে এগুতে লাগলো, হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল, পাগুলি সব ওর উঠে গেল উপরের দিকে।

ওর লোকেরা তরবারিটা এনে রোমেরোর হাতে দিলে। ও তরবারির ধারালো দিকটা নিম্নমুখো করে ধরে আর অন্য হাতে মূলেটা'-টা নিয়ে ধীরে ধীরে প্রেসিডেন্টের বক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, মাথা ঝুঁকিয়ে আবার সোজা হয়ে এগিয়ে এলো সীটের কাছে। তারপর দিয়ে দিলে 'মূলেটা' আর তরবারি।

তরবারি রক্ষক বললে, "যা তা একটা ষাঁড়।"

রোমেরো, "ও আমাকে ঘামিয়ে ছেড়েছে।"

এই বলে ও ওর মুখ মুছে নিলে। তরবারি রক্ষক পানির জগটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে। রোমেরো পানি দিয়ে তার ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিলে। জগ থেকে পানি পান করা ওর পক্ষে কষ্টকর। ও আমাদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখলে না।

মারসিয়ালেরই আজ চরম সৌভাগ্যের দিন। রোমেরোর শেষ ষাঁড়টা যখন এসে ঢুকেছে তখনো লোকেরা ওকেই বাহবা দিচ্ছিল। এ ষাঁড়টাই সকালে ছুটে আসার সময় ছিটকে পড়ে একটা লোককে মেরে ফেলেছিল।

প্রথম ষাঁড়ের সময় রোমেরোর জখমি মুখটা অত্যন্ত বেশী চোখে পড়েছিল। প্রত্যেকবারই তা দেখা যাচ্ছিল। যে ষাঁড়টা ভালো করে চোখে দেখতো না তাকে বাগে আনার সময় সূক্ষ্ম ও বিসদৃশ সব কৌশল প্রয়োগ করবার জন্য ও যখন একাগ্র হয়েছে তখন মুখটা ওর আরো বেশী স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কোনের সঙ্গে মারামারি ওর মনোবলকে স্পর্শ করতে পারেনি সত্য কিন্তু ওর দেহে জখম হয়েছে আর মুখটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। ও এখন তার সব চিহ্নই যেন মুছে ফেলছিল। ষাঁড়ের সঙ্গে ও যা কিছুই করছিল তার প্রত্যেকটাই যেন সে দাগ মুছে ফেলে ওর মুখটাকে পরিষ্কার করে তুলছিল। শেষেরটা ভালো ষাঁড় ছিল, বেশ বড় ও শিঙওয়ালা আর এটা দ্রুত ঘুরে সহজে ও সুনিশ্চিতভাবে হামলার পর হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। ষাঁড়ের মধ্যে যা থাকা উচিত বলে মনে করতো

রোমেরো, এটার তা সব কিছুই ছিল।

মূলেটা নিয়ে যা করার তা শেষ করে ও যখন ষাঁড়টাকে কতল করার উদ্যোগ নিয়েছে তখন জনতা ওকে আরো চালিয়ে যেতে বাধ্য করলো। এখনই ষাঁড়টা নিহত হোক আর সব শেষ হয়ে যাক এ তারা চায়নি। কাজেই রোমেরোকে চালিয়ে যেতেই হলো। এ যেন ষাঁড়ের লড়াইয়ের একটা কোর্স। এর সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা যোগাযোগ যেমন আছে তেমনি আছে সম্পূর্ণতা—আর তা চলে ধীর, সংযত আর শান্ত গতিতে। ওতে নেই কিছুমাত্র ফাঁকি আর রহস্যময়তা। নেই কোন রকম অশালীনতাও। ওর প্রত্যেকটা ক্রিয়া যখন চরম মুহূর্তে পৌঁছে তখন আকস্মিক একটা হৃদয়-যন্ত্রণা বোধ না করে পারে না দর্শক। এটার কখনো সমাপ্তি ঘটুক জনতা তা চায় না। মারার জন্য ষাঁড়টাকে সোজা চার পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে আনা হয়েছে। আমাদের ঠিক নীচেই রোমেরো ওটাকে খতম করে দিলো। শেষ ষাঁড়টার দ্বারা যে ভাবে ও বাধ্য হয়েছিল, সে ভাবে ও মারেনি এটাকে বরং ও নিজে যে ভাবে চেয়েছে সে ভাবেই মেরেছে। ও সোজা ষাঁড়টার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মূলেটার ভাঁজ থেকে তরবারিটা খুলে নিয়েছিল এবং ফলকটা সোজা করে দেখে নিয়েছিল। ষাঁড়টাও ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল। ষাঁড়টার সঙ্গে কথা বলে নিয়ে ও এক পা দিয়ে মাটিতে আওয়াজ করেছিল একটা। ষাঁড়টা হামলা করে বসেছিল, রোমেরো এ হামলারই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ, 'মূলেটাকে' নীচু করে ধরে ফলক সোজা চেয়ে থেকে ও দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়েছিল। সামনে কোন পদক্ষেপ না করেই ও আর ষাঁড়টা যেন এক হয়ে গিয়েছিল। দুই কাঁধের মাঝখানে তরবারি উত্তোলিত, ষাঁড় নীচু ভাবে আন্দোলিত ফ্লানেলেরই অনুসরণ করেছে কিন্তু যেই রোমেরো বাঁ দিকে পুরো হেলে পড়েছে, তখনই নেমে এসেছে সমাপ্তি। ষাঁড়টা সামনে এগুতে চেয়েছিল, পা ওর বসে যেতে শুরু

করেছিল। সারাদেহ ওর টলছিল। একটু যেন ইতস্তত করে বসে পড়েছিল হাঁটু গেড়ে। রোমেরোর বড় ভাই ওর পেছন থেকে ঝুঁকে একটা ছোট্ট চাকু ষাঁড়টার শিঙের গোড়ায় বসিয়ে দিলো। প্রথম চেষ্টা ওর বার্থ হয়েছিল। আবার মেরে ও চাকুটা ঢুকিয়ে দিলে। ষাঁড়টা শু'য়ে পড়ে পেশী খিঁচিয়ে শক্ত হয়ে গেল। রোমেরোর ভাই এক হাতে ষাঁড়ের একটা শিঙ ধরে অন্য হাতে চাকুটা নিয়ে এবার প্রেসিডেন্টের বক্সের দিকে তাকালো। সারা বুল-রিঙে তখন হাতের রুমাল আন্দোলিত হচ্ছিল। প্রেসিডেন্টও নীচের দিকে তাকিয়ে নিজের রুমাল দোলালেন। ভাইটি এবার মৃত ষাঁড়টার খাঁজ-কাটা কালো কানটা কেটে নিয়ে সদর্পে এগিয়ে এলো রোমেরোর দিকে। ষাঁড়টা তার বিরাট কৃষ্ণদেহ নিয়ে বালির উপর পড়ে ছিলো, জিভটা তার বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেরা এরেনার সব দিক থেকে ছুটে এসে ওর চারদিকে ছোট একটা চক্র করে দাঁড়ালো। ওরা ষাঁড়টার চারদিকে আনন্দে নাচতে শুরু করে দিলে এবার।

রোমেরো কানটা ওর ভায়ের হাত থেকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে তুলে ধরলো। প্রেসিডেন্ট মাথা নোওয়ালেন।

ও এবার জনতার আগেই দৌড়ে আমাদের কাছে এসে পড়লো। আর বেড়ার উপর দিয়ে ঝুঁকে কানটা দিয়ে দিলে ব্রেটকে। ও মাথা নেড়ে হেসে উঠলো এবার। জনতা এখন সম্পূর্ণ ওর পক্ষে।

রঙীন ঝাড়নটা নীচু করে ধরলো ব্রেট।

রোমেরো বললে, "তোমার ভালো লেগেছে ত?"

ব্রেট কোন উত্তর দিলে না। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। ব্রেটের হাতে তখনো কানটা ধরা রয়েছে।

রোমেরো বললে, "বিরক্ত হয়ো না।" বলেই হাসলো।

জনতা ওকেই চায়। অনেকগুলি ছেলে ব্রেটকে লক্ষ্য করে চীৎকার দিলে। জনতা মানে ছেলেরা, নর্তকরা আর মদখোরের দল।

রোমেরো ফিরে দাঁড়িয়ে জনতার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। তারা সব ওকে ঘিরে ধরেছে, তুলে নিতে চায় ওকে তারা কাঁধের উপর। ও বাধা দিলে, ভিড় ঠেলে ওদের ভিতর দিয়ে ছুটে চললে নির্গমনের পথের দিকে। মানুষের কাঁধে চড়ার ওর কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা, ধরে ওকে তুলে নিলে কাঁধে। ওটা মোটেও আরামের নয়, ওর পা হু'টো ছড়িয়ে রয়েছে আর গায়ে আছে অসম্ভব বেদনা। ওকে তুলে নিয়ে সবাই এখন দৌড়াচ্ছে ফটকের দিকে। কার কাঁধের উপর যেন ও হাত হু'টো রেখেছে। ও এক ক্ষমাপ্রার্থীর চোখে চারদিকে আমাদের সকলের পানে তাকাতে লাগলো। জনতা ওকে নিয়ে ছুটে ফটকের বাইরে এসে পড়লো।

আমরা তিন জন সদলে হোটেলে ফিরে এলাম। ব্রেট উপরে চলে গেল। আমি আর বিল নীচের তালার খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম। খেলাম শক্ত ভাজা ডিম আর পান করলাম কয়েক বোতল বিয়ার। বেলমন্তে বাইরের পোষাক পরে তার ম্যানেজার আর হু'জন লোকসহ নীচে নেমে এলো। তারা আমাদের পাশের টেবিলে বসে খেলো। বেলমন্তে অতি সামান্যই খেল। সাতটার গাড়ীতেই তারা বার্সিলোনা রওয়ানা দেবে। বেলমন্তে নীল ডোরাকাটা সার্ট আর কালো স্যুট পরেছে আর খেলো নরম-ভাজা ডিম। অন্যরা বেশ পেট ভরেই খেলো। বেলমন্তে কোন কথাই বললে না। শুধু কেউ কোন প্রশ্ন করলে তার জবাবটুকুই দিলে।

ষাঁড়ের লড়াইয়ের পর বিল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমিও। আমরা হুজনেই ষাঁড়ের লড়াইকে বড্ড গভীর ভাবে গ্রহণ করেছিলাম। আমরা বসে বসে ডিম খেলাম আর আমি দেখতে লাগলাম টেবিলে বসা বেলমন্তে আর ওর লোকজনদের। ওর সঙ্গী লোকজনদের খুব বৈষয়িক আর রুক্ষ প্রকৃতির বলে মনে হলো।

বিল বললে, "চলো কাফেতে যাওয়া যাক। আমার কিছু সুরাসার খাওয়া দরকার।"

এটা ছিল মেলার শেষ দিন। বাইরে আবার মেলা জমতে শুরু করেছে। বাজিকরেরা তাদের নির্দিষ্ট বাজি সাজিয়ে রাখছে রাত্রির জন্য। এখন ঐ গুলির উপর ঢাকা দিচ্ছে গাছের ডাল-পাতা দিয়ে। ছেলেরা তা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাঁশের লম্বা ডাণ্ডি-ওয়ালা হাওয়াই বাজির স্তূপের মাঝ দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম। কাফের বাইরে খুব ভিড়। গান আর নাচও চলছে। দৈত্য আর বামনেরাও চলেছে।

বিলকে জিজ্ঞেস করলাম, "এডনা কোথায়?"

"আমি জানি না।"

মেলার শেষ রজনীর সূচনা আমরা দেখছিলাম। সুরাসারের প্রভাবে সব চমৎকার মনে হচ্ছিল।

আমি ওটা পান করলাম চিনি ছাড়াই—তিক্ত স্বাদটা মন্দ লাগলো না আমার কাছে।

বিল বললে, "কোনের জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। ওর সময়টা বড্ড বিশ্রীভাবে কাটলো।"

আমি বললাম, "কোনকে জাহান্নামে যেতে দাও।"

"ও কোথায় গেলো বলে তোমার মনে হয়?"

"প্যারিস পর্যন্ত।"

"ও কি করবে বলে তুমি মনে কর?"

"জাহান্নামে যাক ও।"

"ও কি করবে বলে তুমি মনে কর?"

"খুব সম্ভব ওর পুরোনো মেয়েটিকেই খুঁজে নেবে।"

"কে ওর পুরোনো মেয়ে?"

"ফ্রান্সেস্ নামে একজন।"

আমরা আর একবার করে সুরাসার পান করলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কখন ফিরে যাবে ?"

"আগামী কাল।"

কিছুক্ষণ পর বিল বললে, "এ এক বিরাট মেলা।"

বললাম, "হ্যাঁ। সব সময় কিছু না কিছু চলছেই।"

"তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না। এ যেন এক অদ্ভুত দুঃস্বপ্নের রাত্রি।"

বললাম, "ঠিকই। সব কিছুকেই আমি বিশ্বাস করবো। এমনকি দুঃস্বপ্ন পর্যন্ত।"

"কি ব্যাপার ? খুব খারাপ বোধ করছো ?"

"নরকের মতো খারাপ ?"

আর এক গ্লাস সুরাসার খেয়ে নাও। ওয়েটার, এদিকে, এ সাহেবের জন্য এক গ্লাস নিয়ে এসো।"

বললাম. "একদম যেন নরকের মতো বোধ করছি।"

বিল বললে, "খেয়ে নাও। খুব ধীরে ধীরে খাবে কিন্তু।"

অন্ধকার হতে শুরু করেছে। মেলার উৎসব চলছেই। আমি নেশা বোধ করতে শুরু করেছি কিন্তু মোটেও ভাল বোধ করছি না।

"কেমন বোধ করছো ?"

"নরকের মতই মনে হচ্ছে।"

"আর এক গ্লাস খেয়ে নেবে।"

"তাতেও কোন ফায়দা হবে না।"

"চেষ্টা করে দেখো। কিছুই বলা যায় না, হয়তো এটাতেই ভাল বোধ করবে। ওয়েটার, এ সাহেবের জন্য আর এক গ্লাস।"

আমি সোজা পানি ঢেলে নিলাম ওটাতে আর খুব করে নেড়ে দিলাম। বিল ওতে দিয়ে দিলে এক ঢেলা বরফ। একটা চামচ দিয়ে মেঘলা-পিঙ্গলের মিশ্রণটার চারদিকে বরফের টুকরোটাকে নেড়ে চেড়ে নিলাম।

"কেমন লাগছে ?"

"চমৎকার।"

"ঐ ভাবে তাড়াতাড়ি গিলো না। অসুখ করে বসবে।"

আমি গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখলাম। আমারও তাড়াতাড়ি খাওয়ার ইচ্ছা নয়।

"আমি নেশাগ্রস্ত বলে বোধ করছি।"

"বোধ করতে বাধা।"

"ঐ তুমি চেয়েছিলে, সত্য নয় কি?"

"নিশ্চয়ই। মাতাল হও, দুঃখ ভোল।"

"হ্যাঁ, হয়েছি, তুমিতো তাই চেয়েছো।"

"বসে পড়ো।"

বললাম, "আমি বসবো না। আমি হোটেলে চললাম।"

আমার ভয়ানক নেশা হয়েছিল। এমন নেশা আর কখনো করেছি বলে স্মরণ করতে পারছি না। হোটেলে এসে আমি উপরে চলে গেলাম। ব্রেটের দরোজা খোলা ছিল। আমি কামরার ভিতর মাথা গলিয়ে তাকালাম। বিছানার উপরে মাইক বসে আছে।

ও একটা বোতল নাড়তে নাড়তে বললে, "জ্যেক্ ভিতরে এসো।"

ভিতরে ঢুকে আমি বসে পড়লাম। নির্দিষ্ট কিছুর উপরে আমি যখন চোখ না দিই তখন মনে হয় রুমটা যেন অস্থির আর নড়বড়ে।

"তুমি ত ব্রেটকে জানো। ও বুল-ফাইটার ছোকড়াটার সঙ্গে নিরুদ্দেশ।"

"না। তা হতেই পারে না।"

"হ্যাঁ। বিদায় জানাবার জন্য সে তোমার খোঁজ করছিল। ওরা সাতটার ট্রেনে চলে গেছে।"

"সত্যিই ওরা চলে গেছে?"

মাইক, "এমন কুৎসিৎ কাজ ব্রেটের পক্ষে করা উচিত হয়নি।"

"না, উচিৎ হয়নি।"

"এক গ্লাস পান করে নাও। এক মিনিট; আমি কিছু বিয়ার নিয়ে আসার জন্য ফোন করে দিচ্ছি।"

বললাম, "আমি খেয়ে একদম চুর। আমি নিজের রুমে গিয়ে শু'য়ে পড়বো।"

"তুমি কি দৃষ্টি ঘুলিয়েছ? আমি নিজে ঘুলিয়েছিলাম।"

বললাম, "হ্যাঁ। আমিও ঘুলিয়েছি।"

মাইক বললে, "বেশ, বিদায়। বুড়োজ্যেক্, কিছুক্ষণ অন্ততঃ ঘুমিয়ে নাও গে।"

আমি বেরিয়ে এসে আমার নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। বিছানাটা যেন ভেসে চললো, আমি উঠে বিছানায় বসলাম আর দেওয়ালের দিকে তাকালাম ওটাকে থামাবার জন্য। বাইরে স্কোয়ারে উৎসব চলছে। আমার কাছে তা এখন অর্থহীন। পরে বিল আর মাইক এলো আমাকে নীচে নিয়ে যাওয়ার জন্য— বললো ওদের সঙ্গে যেতে। আমি ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকলাম।

"ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে একা থাকতে দিলেই ওর ভালো হবে।"

মাইক বললে, "ও একটা কানামাছি।"

ওরা বেরিয়ে গেল।

আমি এবার উঠে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে স্কোয়ারের নাচ দেখতে লাগলাম। ত্নিয়াটা যেন আর ঘুরছে না। এখন বেশ স্বচ্ছ আর উজ্জল এবং দিগন্তে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে মনে হলো। আমি হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে নিলাম। আয়নায় নিজেকে অদ্ভুত মনে হলো। এবার নীচে খাবার ঘরে নেমে এলাম।

বিল বলে উঠলে, "এই যে ও এসে গেছে। জ্যেক্ বুড়ো। আমি জানি তুমি বেহুঁশ হয়ে যাবে না।"

মাইক বললে, "হ্যালো, বুড়ো নেশাখোর।"

"ক্ষুধার চোটে ঘুম আমার ভেঙ্গে গেলো।"

বিল, "কিছু সুপ খেয়ে নাও।"

তিনজনে মিলে এক টেবিলে বসে পড়লাম কিন্তু মনে হচ্ছে যেন প্রায় ছ'জনই হারিয়ে গেছে আমাদের মধ্য থেকে।

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যায় : উনিশ

সকালে সব কিছুই খতম। মেলা-উৎসব শেষ। ন'টায় ঘুম থেকে উঠে, গোসল করে, জামা-কাপড় গায়ে দিয়ে নীচে নেমে এলাম। স্কয়ার খালি, রাস্তা জনমানব শূন্য। কয়েকটি ছেলে স্কয়ার থেকে হাউইবাজির কাঠি সংগ্রহ করছিল। সবে মাত্র কাফেগুলি খুলছিল, ওয়েটারেরা আরাম দায়ক বেতের চেয়ারগুলি এনে দিয়ে ছিটুচ্ছিল পানি।

একটা বেতের চেয়ারে পেছন দিকে হেলান দিয়ে আরাম-সে বসলাম আমি। ওয়েটাররা আসতে তেমন কোন তাড়াহুড়া দেখালো না। বারান্দার থামে ষাঁড়গুলিকে নামানোর আর প্রধান ট্রেনগুলির সময়-সূচী যে সব সাদা পোষ্টারে ঘোষিত হয়েছে, সেগুলি এখনো সে ভাবে রয়েছে। এক বালতি পানি আর এক টুকরো নেকড়া নিয়ে এপ্রন পরা এক ওয়েটার এসে পোষ্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো, টুকরা টুকরা করে তুলে নিয়ে, দেওয়ালে যা সেঁটে রয়েছে তা ঘষে ধুয়ে সাফ করতে লেগে গেল। উৎসব সমাপ্ত।

আমি এক পেয়ালা কফি খেলাম। কিছুক্ষণ পর বিল এসে গেল। ওকে স্কয়ার পার হয়ে হেঁটে আসতে আমি দেখলাম। ও টেবিলে বসে পড়ে কফির অর্ডার দিলো।

ও বললে, "যাক সব শেষ হয়ে গেল।"

বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি কখন যাচ্ছো?"

"বলতে পারছি না। মনে হয় আমরা একটা কারের ব্যবস্থা করে নিলেই ভালো হয়। তুমি কি প্যারিসে ফিরে যাবে না?"

"না। আমি আরো এক সপ্তাহ থাকতে পারি। আমি বোধ হয় সান সেবাষ্টিয়ান যাবো।"

"আমি কিন্তু ফিরে যেতে চাই।"

"মাইক কি করবে?"

"ও সেন্ট্ জঁা দ্য লুজে যাচ্ছে।"

"চলো আমরা সবাই মিলে একটা মোটর নিয়ে বেওনে পর্যন্ত যাই। তুমি আজ রাত্রেই সেখান থেকে ট্রেন ধরতে পারবে।"

"বেশ তাহলে চলো লাঞ্চের পরেই রওয়ানা দেওয়া যাক্।"

"ঠিক আছে। আমি গাড়ীর ব্যবস্থা করছি।"

লাঞ্চ খেয়ে আমার বিল শোধ করে দিলাম। মন্তোয়া আমাদের কাছে এলোই না। একটা পরিচারিকাই নিয়ে এলো বিল। গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সোফার গাড়ীর ছাদের উপর আমাদের লট-বহর তুলে কষে বেঁধে নিলে। ব্যাগগুলি ভিতরে তার সীটের কাছে রেখে দিলে, আমরা ঢুকে বসলাম। গাড়ীটি স্কয়ার পার হয়ে, অলিগলির ভিতর দিয়ে তরুশ্রেণী ও পাহাড়ের পাশ দিয়ে প্যাম্পলোনার সীমা ছাড়িয়ে এলো। পথ খুব দীর্ঘ বলে মনে হলো না। মাইকের সঙ্গে এক বোতল ব্রাণ্ডি ছিল। আমি মাত্র দু'বার খেলাম। আমরা এবার পাহাড়ী পথ দিয়ে স্পেন ছাড়িয়ে এলাম—তার পর সরলপথে পল্লব ঘেরা, ভিজা ঘন সবুজের প্রান্তর পেরিয়ে এসে পৌছলাম বেওনেতে। বিলের মাল-পত্র আমরা ষ্টেশনে রেখে দিলাম—ও প্যারিসের টিকেট কিনেছে। ওর ট্রেন ছাড়বে সাতটা-দশে। আমরা ষ্টেশনের বাইরে চলে এলাম। আমাদের গাড়ীটা বাইরেই রাখা ছিলো।

বিল জিজ্ঞেস করলো, "গাড়ীটা নিয়ে এখন কি করা যায়?"

মাইক বললে, "গাড়ী নিয়ে ভাবার দরকার নেই। আমাদের সাথে রেখে দিলেই হবে।"

“চলো বিয়ারিজ্ পর্যন্ত যাওয়া যাক্ আর ওখানেই কিছু পান করে নেওয়া যাবে।”

বিল, “খরচটা দেবে মাইক বুড়ো।”

আমরা গাড়ী হাঁকিয়ে বিয়ারিজ্ এলাম। গাড়ীটা রাখা হলো বেশ বড় একটা রিজের বাইরে। আমরা সোজা বার-এ গিয়ে উঁচু উঁচু টুলের উপর বসে হুইস্কি আর সোডা খেলাম।

মাইক বলল, “এবারের খরচটা আমিই দেবো।”

“চলো ওটার জন্য বাজির চাকা ঘোরানো যাক্ ”

বেশ গভীর একটা ডাইসকাপ থেকে ডাইস্ তুলে নিয়ে চাকাটা ঘুরাতে লাগলাম আমরা। প্রথম চোটেই বিল আউট হয়ে গেল। মাইক হেরে গেল আমার কাছে। তারপর ও তার পরিচালককে দিয়ে দিলে একশ’ ফ্রাঙ্কের একটা নোট। এক একটা হুইস্কির দাম বারো ফ্রাঙ্ক। আমরা আর দান খেলতে শুরু করলাম, এবারও মাইক হেরে গেল। প্রতিবারই ও বার-পরিচালককে বেশ ভালো বখশিষ দিলে। বার থেকে দূরে অন্য একটা কক্ষে ভালো জ্যাজ বাজছিল। বারটা বেশ আরামের। আর এক দান করে খেললাম আমরা। মাত্র চারটা ‘রাজা’ নিয়ে আমিই এবার প্রথমে আউট হয়ে গেলাম। বিল আর মাইক ঘোরাতে লাগলো চাকা। মাইক চারটা ‘গোলাম’ পেয়ে প্রথম চক্করে জিতলো। বিল জিতলো দ্বিতীয় চক্কর। শেষবার মাইক পেলো তিনটি ‘রাজা’ আর তাদেরে ও রাখতে পারলো। ডাইস কাপটা ও এবার বিলকে দিলে। বিল ওটা নিয়ে ঝন্ ঝন্ শব্দ করে ঘুরিয়ে দিলে চাকা, বেরিয়ে এলো তিনটি ‘রাজা’, একটি টেক্কা আর একটি ‘রাণী’।

বিল বললে, “মাইক, এ তোমারই প্রাপ্য। জুয়ারী, মাইক বুড়ো।”

মাইক বললে, “আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি এ নিতে পারি না।”

"কি ব্যাপার ?"

মাইক, "আমার হাতে টাকা নেই। আমি ফতুর। আমার কাছে স্রেফ কুড়ি ফ্রাঙ্কই আছে। এই নাও সেই কুড়ি ফ্রাঙ্ক।"

বিলের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেলো।

"মন্তোয়াকে দেওয়ার মতো টাকাই শুধু আমার হাতে ছিল। তাও যে ছিল সেও ভাগ্যের কথা বলতে হবে।"

বিল বললে, "আমি তোমাকে চেকের ভাঙ্গানি দিতে পারবো।"

"সে ত তোমার চমৎকার ভালোমানুষি। কিন্তু ব্যাপার কি জানো, আমার চেক্ কাটার উপায় নেই।"

"টাকার জন্য তা হলে তুমি কি ব্যবস্থা করবে ?"

"ও এসে যাবে কোন না কোন ভাবে। দু'সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকার মতো টাকা পাবো আমি। সেণ্ট জঁার পানশালায় আমি ধার কর্জ করে কাটাতে পারবো।"

বিল আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "গাড়ীটা নিয়ে কি করতে চাও? ওটা রেখে দিতে চাও নাকি ?"

"তাতে ইতর-বিশেষ কিছু ঘটবে না। এক রকম বোকামী হয়েছে বলেই মনে হয়।"

মাইক বললো, "এসো আর এক গ্লাস করে পান করা যাক।"

বিল, "চমৎকার। এটার ভার কিন্তু আমার। আচ্ছা, ব্রেটের সঙ্গে টাকা পয়সা কিছু আছে ত ?" ও মাইকের দিকে ফিরে তাকালো।

"আমার ত মনে হয় না। ও যা রেখে গেছে তার বেশীর ভাগই বুড়ো মন্তোয়াকে দিয়েছি আমি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওর সঙ্গে তাহলে কোন টাকা পয়সাই নেই ?"

"আমার ত আছে বলে মনে হয় না। ওর ত টাকা ছিলই না। ও বছরে পাঁচ শ কুইড্ পায় আর তার থেকে সুদ বাবদ য়ুহুদীদের দেয় সাড়ে তিন শ' কুইড্।"

বিল, "আমার বিশ্বাস তারা বেশ সুযোগ করে নিয়েছে।"

"ঠিক। তবে তারা সত্যি সত্যি য়ুহুদী নয়। আমরাই বলে থাকি, য়ুহুদী। আমার বিশ্বাস তারা স্কট।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যি ওর সঙ্গে কিছুই নেই?"

"আছে বলে আমার মনে হয় না। যাওয়ার সময় যা ছিল সবই আমাকে দিয়ে গেছে।"

বিল, "বেশ, চলো আর এক প্রস্থ করে পান করা যাক।"

মাইক, "চমৎকার কথা। অর্থনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে কোন কালেই কূল পাওয়া যায় না।"

বিল, "না।"

বিল আর আমি পরবর্তী দুই হাত খেললাম। বিল হেরে খেসারত দিলে। এবার বেরিয়ে আমরা গাড়ীর দিকে এগোলাম।

বিল জিজ্ঞেস করলে, "মাইক, তুমি কোথায় যেতে চাও বলো।"

"চলো এমনি ঘুরে বেড়ানো যাক্। তাতে আমার কিছু পয়সা বাঁচবে। চলো কিছুটা ঘোরা যাক্ মটরে চড়ে।"

"চমৎকার! আমি উপকূলটা একবার দেখতে চাই। চলো অমরা গাড়ী করে হেনডায়ের দিকে যাই।"

"উপকূলের কোথাও আমার দেনা নেই।"

বিল বললে, "সে কথা সব সময়ের জন্য বলতে পারো না তুমি।"

উপকূলবর্তী রাস্তা ধরেই আমাদের গাড়ী চললো। সামনে দেখা যাচ্ছে সবুজ-ভূমি, সাদা, লাল-ছাদের বাড়ী, খণ্ড খণ্ড বন আর ভাটার সমুদ্র দেখাচ্ছে গাঢ় নীল আর দূরে তীর বরাবর জলরাশি হচ্ছে আবর্তিত। সেণ্ট জাঁ দ্য লুজ আর উপকূলের দূরবর্তী গ্রামগুলির ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ী এগিয়ে চললো। ঢেউ খেলানো দেশের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে পেছনে, আমরা যে সব পাহাড় পেম্পলোনা থেকে আসার সময় অতিক্রম করে এসেছি, তা দেখতে পেলাম। রাস্তা সোজা সামনের দিকে চলে গেছে? বিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

দেখলে। আমাদের ফেরার সময় হয়েছে। ও আয়নার টোকা দিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিলে গাড়ী ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্য। ড্রাইভার ফেরাবার জন্য গাড়ীটাকে রাস্তার বাইরে ঘাসের মধ্যে নিয়ে এলো। আমাদের পেছনে বন, নীচে বিস্তৃত প্রান্তর, তারপর সমুদ্র। সেন্ট্ জঁাতে যে হোটেলে মাইক অবস্থান করবে সেখানে গাড়ীটা আমরা থামালে ও নেমে পড়লো। সোফার তার মালপত্রগুলি নিয়ে গেল। মাইক গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

মাইক বললে, "বিদায় বন্ধুগণ। বেশ চমৎকার এক মেলা দেখা গেল।"

বিল, "মাইক, বেশকটা দিন এক সংগে কাটলো!"

আমি, "এর মধ্যে আমি এসে দেখা করবো তোমার সঙ্গে।"

মাইক, "টাকার জন্য ভেবোনা। জ্যেক্, গাড়ীর ভাড়াটা তুমিই দিয়ো; পরে আমার অংশেরটা আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।"

'ঠিক আছে মাইক।"

"বেশ কটা দিন এক সংগে কাটলো। সবাই বেশ চমৎকার ব্যবহার করেছো তোমরা।"

আমরা সবাই হ্যাণ্ডশেক করলাম। গাড়ীর ভেতর থেকেই আমরা মাইকের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ও দেখতে থাকলো। ট্রেন ছাড়বার অল্পক্ষণ আগেই আমরা বেওনেতে পৌঁছলাম। গাড়ীর মালখানা থেকে বিলের ব্যাগগুলি একজন কুলি ভিতরে নিয়ে গেল। আমি ট্রেনে ওঠার পথের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম।

বিল, "আপাততঃ এখানেই বন্ধু।"

"হ্যাঁ, আপাততঃ এখানেই বুড়ো খোকা!"

"বেশ ফুর্তি হলো। আমার সময়টা বেশ ফুর্তিতে কাটলো।"

"তুমি কি প্যারিসে আসবে?"

"না, আমি ১৭ তারিখে জাহাজে রওয়ানা দিচ্ছি, বিদায় বন্ধু।"

"বিদায়, আমি আসি তাহলে আপাতত।"

ও ফটক পেরিয়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেলো। দেখলাম ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে ষ্টেশন থেকে। বিল একটা জানালার কাছে বসেছে। জানালা পেরিয়ে গেলো, পেরিয়ে গেল বাকি ট্রেনটাও। রেলপথ এখন খালি। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি গাড়ীর কাছে এলাম।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাকে কত দিতে হবে?"

বেওনে পর্যন্ত দেড়শ পেসেটা ঠিক করাই ছিলো।

"দু'শ।"

"তোমার ফেরার পথে যদি আমাকে সান সেবাষ্টিয়ান পর্যন্ত নিয়ে যাও তা হলে আর কত দিতে হবে?"

"পঞ্চাশ পেসেটা।"

"আমাকে একদম বোকা ভেবো না।"

"পঁয়ত্রিশ পেসেটা।"

বললাম, "অত হওয়ার কথা নয়। আচ্ছা তুমি আমাকে হোটেল পেনীয়া ফ্লুরিতে পৌঁছে দাও আপাতত।"

হোটেলে পৌঁছে আমি ওর পাওনা চুকিয়ে দিলাম। অধিকন্তু কিছু বখশিষও দিলাম ওকে। গাড়ীটা হয়ে গেছে ধূলোয়-ধুসরিত। আমি ছিপের খাপটা ঝেড়ে নিলাম। বোধ হয় ঐ ছিল আমার স্পেন আর মেলার সঙ্গে সম্পর্কিত শেষ কাজ। ড্রাইভার গিয়ারে চাপ দিয়ে গাড়ীটা চালিয়ে দিলে রাস্তার দিকে। আমি তাকিয়ে দেখলাম ওটা এবার ঘুরে স্পেনের রাস্তা ধরলো। আমি হোটেলে ঢুকলাম, ওরা আমার জন্য বরাদ্দ করলো একটা রুম। বিল ও কোনের সংগে আগে যখন বেওনেতে এসেছিলাম, তখনো এই রুমেই ছিলাম আমরা। মনে হলো যেন সে অনেক কাল আগের কথা। গোসল করে, সার্ট পাল্টিয়ে আমি এবার শহরে বেরিয়ে পড়লাম।

পত্রিকা-ষ্ট্যাণ্ড থেকে এক কপি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড কিনে নিলাম, তার পর কাফেতে গিয়ে বসলাম ওটা পড়ার জন্য। আবার ফ্রান্সে

ফিরে আসাটা আমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে। বোধ করতে লাগলাম একটা নিরাপদ শহর তলীয় অনুভূতি। প্যারিস যদি আরো উৎসবমুখর হতো তা হলে বিলকে নিয়ে প্যারিস পর্যন্ত যেতে পারলে বেশ মজা হতো। কিছুক্ষণের জন্য উৎসবের কথা ভাবলাম। সান-সেবাষ্টিয়ান খুবই নির্জন এখন। আগষ্টের আগে ওখানে মৌসুমই শুরু হয় না। হোটেলের একটা ভাল রুম নিয়ে বই পড়ে আর সাঁতার কেটে আমি সময় কাটিয়ে দিতে পারি। চমৎকার এক সমুদ্র-তট আছে ওখানে। সমুদ্র-তটের উপরে ভ্রমণ-পথের দু'ধারে চমৎকার বৃক্ষ শ্রেণী রয়েছে। মৌসুম শুরু হওয়ার আগে বহু ছেলে মেয়েকে ওদের নার্সের সাথে এখানে বেড়াতে পাঠানো হয়। কাফে মেরিনার ও ধারে গাছের নীচে প্রতি সন্ধ্যায় ব্যাণ্ডের কনসার্ট চলে। মেরিনায় বসেই আমি তা শুনতে পারি।

ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলাম, "ভিতরে বসে খেলে কেমন হয়?" কাফেটার ভিতরে একটা রেস্তোরা রয়েছে।

"ভালো। খুব ভালো ভাবেই খাওয়া যায়।"

"বহুত আচ্ছা।"

ভিতরে গিয়ে আমি ডিনার খেয়ে নিলাম। ফ্রান্সে ওটাকে বেশ বড় রকমের ভোজ বলেই মনে করা হবে কিন্তু মনে হয় স্পেনের তুলনায় এখানে বিভিন্ন খাদ্য সম্ভার বেশ সতর্কতার সাথে ভাগ করা হয়েছে। স্রেফ অনুসঙ্গ হিসেবে এক বোতল মদও আমি পান করলাম। মদটা ছিল 'শেটো মারগোঁ।' আস্তে আস্তে স্বাদ চেকে চেকে একা একা বসে খেতে বেশ তৃপ্তিদায়ক। এক বোতল মদ বেশ ভালো সঙ্গী। তার পর খেলাম কফি। বাস্কদের এক রকম মদ আছে যার নাম 'ইজ্জারা'—ওয়েটার তা খেয়ে দেখতে সুপারিশ করলো। ও একটা বোতল নিয়ে এসে ঢেলে একটা গ্লাস কানায় কানায় ভরতি করে দিলে। ওর মতে 'ইজ্জারা' পীরানিজের এক রকম ফুল থেকেই তৈরী। পীরানিজের প্রকৃতির ফুল। ওটা দেখতে মাথার

তেলের মতো আর গন্ধে 'ইটালীয়' 'ষ্ট্রেগার' ন্যায়। আমি ওকে পীরানিজের ফুল রেখে দিয়ে 'ভিউক্স মার্ক' আনতে বললাম। মার্কটা ভালোই। কফির পর দ্বিতীয় বারেও মার্কের অর্ডার দিলাম।

মনে হলো পীরানিজের ফুলের ব্যাপারে ওয়েটারটা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই ওকে আমি মোটা রকম বখশিষ দিলাম। তাতেই ও খুশী। যে দেশে এত সহজে মানুষকে খুশী করা যায়, সেখানে এসে চমৎকার আরামও পাওয়া যায়। স্পেনের ওয়েটার আদৌ তোমাকে মামুলি ধন্যবাদটুকুও জানাবে কিনা, তা তুমি অনুমানই করতে পারো না। কিন্তু ফ্রান্সে সব কিছুই স্বচ্ছ একটা অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই চলে। বাস করার জন্য এ হচ্ছে সহজতম দেশ। কোন একটা দুর্জ্ঞেয় অজুহাতে কেউ-ই তোমার বন্ধু হয়ে অবস্থাকে জটিল করে তুলবে না এখানে। যদি লোক-প্রিয় হতে চাও তা হলে সামান্য কিছু টাকা খরচ করলেই হলো। আমি কিছু খরচ করেছি অতএব আমিও ওয়েটারের পেয়ারের লোক হয়ে গেছি। এখন ও আমার মহামূল্যবান গুণরাজি উপলব্ধি করতে পেরেছে। আমাকে এখানে আবার ফিরে আসতে দেখলে ও খুব খুশী হবে। অন্য কোন সময় এসে আমি এখানে আবার খাবো, এ যদি ও দেখে, তাহলে ও খুব খুশী হবে। আর ওর টেবিলে যাতে আমি বসি এও ওর একান্ত কামনা। আমার অবস্থাটা বেশ ভালো ভেবে আমার প্রতি ওর যে অনুরাগ তাকে খুব আন্তরিকই বলতে হবে। বুঝতে পারলাম আমি ফ্রান্সে ফিরে এসেছি।

হোটেলে বন্ধুর সংখ্যা বাড়াবার জন্য পরদিন সকালে আমি সবাইকেই বেশ করে বখশিষ দিলাম এবং সকালের ট্রেনেই সান সেবাষ্টিয়ানে রওয়ানা হয়ে গেলাম। ষ্টেশনে কিন্তু কুলিকে যা দেওয়া উচিত তার বেশী বখশিষ দিলাম না। কারণ আমি জানি এর সঙ্গে হয় তো আর আমার দেখা হবে না কোন দিন। বেওনেতে আমি কিছু ভালো ফরাসী বন্ধু পেতে চেয়েছিলাম এ কারণে, যদি কখনো

আবার এখানে আসি, আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য কিছু লোক অন্তত পাওয়া যাবে। আমি জানি যদি তারা আমাকে স্মরণ রাখে, তাদের বন্ধুত্ব নির্ভরযোগ্য হবে।

ইরুনেয় আমাদের ট্রেন বদলাতে আর পাসপোর্ট দেখাতে হলো। ফ্রান্স ছাড়তে আমার ইচ্ছা হয় না। এখানে জীবন-যাত্রা অতি সরল। স্পেনে আবার ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে বোকামী হবে বলেই আমি মনে করি। স্পেনে কোন ব্যাপারেই তুমি স্থির নিশ্চিত হতে পারো না। এমন স্থানে ফিরে যাওয়া যে এক চরম আহাম্মকি তা আমি বুঝতে পারছি। তবুও পাসপোর্ট হাতে আমিও লাইনে দাঁড়িয়েছি, কাষ্টমসের লোককে বাক্সপেটরা খুলে দেখিয়ে টিকেট কিনে ফটক পেরিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলাম এবং চল্লিশ মিনিট পর, গোটা আটেক সুরঙ্গ পথ পার হয়ে সান সেবাস্টিয়ানে এসে পৌঁছে গেলাম।

খুব গরমের দিনেও সান সেবাস্টিয়ানে কিছু একটা ভোর বেলাকার আমেজ পাওয়া যায়। গাছগুলির দিকে তাকালে মনে হয় পাতাগুলি যেন কখনো পুরোপুরি শুকোয় না। মনে হয় রাস্তাগুলিতে এখনই বুঝি জল ছিটোনো হয়েছে। কোন কোন রাস্তায় চরম গরমের দিনেও সব সময় ঠাণ্ডা আর ছায়া বিরাজ করে। আগে একবার শহরের যে হোটেলটায় আমি অবস্থান করেছিলাম সে হোটেলে গিয়ে উঠলাম, তারা যে রুমটা আমাকে দিলে, তাতে বেলকনি আছে, যার ওপর থেকে শহরের বিভিন্ন বাড়ীর ছাদ ছাড়িয়ে দেখা যায় একটা সবুজ পার্বত্য এলেকা।

বোঁচকা-বুচঁকি খুলে বইগুলি শিয়রের কাছে একটা টেবিলের উপর গাদা করে রাখলাম, বের করে নিলাম দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, বড় আলনাটায় কিছু কাপড়-চোপর ঝুলিয়ে রাখলাম আর ময়লা কাপড়গুলি ধোপার দোকানে পাঠাবার জন্য বেঁধে রাখলাম। তারপর বাথরুমে ঢুকে ভালো করে গোসল করে নিয়ে নীচে চলে গেলাম

লাঞ্চ খাওয়ার জন্য। স্পেনে এখনো গ্রীষ্ম-কালীন সময়-সূচী শুরু হয়নি—কাজেই আমি কিছুটা সকালে এসে গেছি। আমি আমার ঘড়িতে সময় ঠিক করে নিলাম। সান সেবাস্টিয়ানে আসায় আমার এক ঘণ্টা সময় বাড়তি লাভ হলো।

খাবার ঘরে যাওয়ার পর দারোয়ান আমার কাছে একটা পুলিশ বুলেটিন দিয়ে সেটা পূরন করে দিতে বললো। ওটা সই করে দিয়ে ওকে বললাম আমাকে দুটো টেলিগ্রাম ফরম এনে দিতে। একটাতে হোটেল্ মুস্তোয়াকে নির্দেশ দিলাম আমার সব ডাক আর টেলিগ্রাম ইত্যাদি এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে। সান সেবাস্টিয়ানে আমি ক-দিন থাকবো তা হিসেব করে অন্য ফরমটায় আমার অফিসকে নির্দেশ দিলাম আমার চিঠিপত্র রি-ডাইরেক্ট না করে রেখে দিতে। তবে 'তার' এলে ছ'দিন পর্যন্ত তা যেন আমার সান সেবাস্টিয়ান ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ভিতরে ঢুকে আমি লাঞ্চ খেয়ে নিলাম।

লাঞ্চের পর নিজের রুমে গিয়ে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন জেগে উঠলাম তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আমার সাঁতারের পোষাক বের করে একটা চিরুনিসহ তা একটা তোয়ালেতে জড়িয়ে নিয়ে নীচে নেমে এসে রাস্তা দিয়ে হেঁটে কোঞ্চার দিকে চলে গেলাম। জোয়ারের জল অর্ধেক নেমে গেছে। তট-ভূমি বেশ মসৃণ আর শক্ত আর বালুগুলি দেখাচ্ছে হলদে। গোসলের ঘরের একটা কক্ষে ঢুকে কাপড় ছেড়ে আমার সাঁতারের কাপড় পরে নিলাম তার পর মসৃণ বালুর উপর দিয়ে হেঁটে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। খালি পায়ে বালি বেশ গরম বোধ হচ্ছিল। জলে আর তীরে কিছুসংখ্যক লোক ছিল। দূরে কোঞ্চার শিরোভূমি যেখানে গিয়ে মিশে বন্দর সৃষ্টি করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে উন্মুক্ত সমুদ্র আর সাদা তরঙ্গ শ্রেণী। যদিও ভাটার শুরু হয়েছে তবুও কিছু কিছু মন্থর ঢেউ তখনো রয়ে গেছে। জলে একটা কম্পন সৃষ্টি

করে তারা আসে, জল থেকে কিছুটা ভার সংগ্রহ করে অতি ধীরে-সুস্থে উষ্ণ বালিতে ভেঙ্গে পড়ে। আমি জলে নেমে পড়লাম। জল বেশ ঠাণ্ডা। ঢেউ এলে আমি ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে যখন ভেসে উঠি তখন শীত উধাও হয়ে যায়। সাঁতরে ভেলার কাছে গিয়ে ওটায় উঠে পড়ে গরম তক্তার উপর কিছুক্ষণ শু'য়ে থাকলাম। ভেলাটার অন্যপ্রান্তে ছিল এক মেয়ে আর এক ছেলে। মেয়েটি তার গোসলের স্যুটের উপরি ভাগ খুলে ফেলে পিঠে রোদ লাগচ্ছিল। আর ছেলেটা ভেলার উপর উপুর হয়ে শু'য়ে ওর সঙ্গে আলাপ করছিল। ওর কথায় মেয়েটি হেসে উঠলো আর ওর পিঙ্গল পিঠটা ফিরিয়ে ধরলে সূর্যের দিকে। যতক্ষণ না আমার শরীরটা শুকালো ততক্ষণ আমি শুয়ে থাকলাম ভেলার উপর। তারপর আরো কয়েকটা ডুব দিয়ে নিলাম। একবার এক গভীর ডুব দিয়ে তলায় গিয়ে পৌছলাম। আমি চোখ খুলে রেখেছিলাম, দেখলাম সব সবুজ আর অন্ধকার। পানিতে পড়েছে ভেলাটারও এক কালো ছায়া। জলের ভিতর থেকে আমি উঠে এলাম ঠিক ভেলাটার ধারেই। নিজেকে উপরের দিকে টেনে তুলে আবার দিলাম এক ডুব। এবার অনেকক্ষণ ধরে ডুবে থাকলাম। তারপর সাঁতরে কূলে এসে উঠলাম। শরীরটা শুকিয়ে নিলাম সৈকতে শুয়ে থেকে। তারপর উঠে স্নান ঘরে ফিরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে তাজা পানি দিয়ে স্নান করে নিলাম ভালো করে। পরে মুছে শুকিয়ে নিলাম গা'টা।

বন্দরের চার পাশের রাস্তার গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে আমি নাচ-ঘর পর্যন্ত এলাম। তারপর একটা ঠাণ্ডা রাস্তা ধরে কাফে মেরিনায় এলাম। কাফের ভিতরে অর্কেষ্ট্রা বাজছিল, বাইরের বারান্দায় বসে এই গরমের দিনে একটুখানি তাজা ঠাণ্ডা উপভোগ করলাম। খেয়ে নিলাম এক গ্লাস বরফ মেশানো লেবুর রস। তারপর বেশ করে হুইস্কি সোডা। অনেকক্ষণ ধরে মেরিনার সামনে বসে বই পড়লাম, লোকজনের চলাচল দেখলাম আর শুনলাম সংগীত।

শেষে যখন আঁধার ঘনিয়ে এলো তখন বেরিয়ে বন্দরের চারিদিকে ঘুরে, জনপথ দিয়ে হেঁটে রাত্রির খাওয়ার সময় হোটেলে ফিরে এলাম। তখন একটা লম্বা সাইকেল রেস চলছিল, এ রাত্রিটা সাইকেল চালকরা সান সেবাস্টিয়ানে অবস্থান করছিল। খাবার ঘরের এক পাশে তাদের জন্য একটা লম্বা টেবিল পাতা হয়েছে। তাদের শিক্ষক আর ম্যানেজারদের সঙ্গে বসে ওখানেই তারা খাচ্ছিল। তারা সবাই ফরাসী এবং বেলজিয়ান। খাচ্ছিল খুব একাগ্রভাবে—মনে হলো বেশ আনন্দে কাটছে ওদের সময়। টেবিলের মাথায় বসেছিল দু'টি বেশ সুশ্রী ফরাসী মেয়ে। বুঝতে পারলাম না তারা কোন দলের মাল। লম্বা টেবিলটার সবাই ইতর জনের ভাষায় আলাপ করছিল, চলছিল ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ কৌতুকও, টেবিলের শেষ প্রান্ত থেকে এমন কিছু ব্যঙ্গ কৌতুক শোনা গেল, মেয়েরা যা শুনতে চাইলে আর পুনরাবৃত্তি করা হলো না। পরদিন ভোর পাঁচটায় রেসটার শেষ ধাপ—সান সেবাস্টিয়ান থেকে বিলব্যও পর্যন্ত, আরম্ভ হবে। সাইকেল চালকরা কষে মদ পান করলো, রোদে জ্বলে ওদের গায়ের রঙ পিঙ্গল হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে ছাড়া তারা রেসটাকে মোটেও আন্তরিক ভাবে নেয়নি। এত রেস তারা দিয়েছে যে কে জিতলো সে নিয়ে যেন কোন মাথা ব্যথাই নেই কারো। বিশেষত বিদেশে। এ সবের জন্য টাকা কোন রকমে জোগাড় হয়ে যায়।

যে লোকটা দু'মিনিট অগ্রবর্তী ছিল, তার হয়েছে এক ফোঁড়া, যা খুবই যন্ত্রণা দিচ্ছিল তাকে। সে কোন রকমে বসেছিল। ঘাড়টা তার অত্যন্ত রক্তবর্ণ, রেশমের মতো চুলগুলি হয়ে গেছে রৌদ্র দগ্ধ। অন্য সাইকেল আরোহীরা ওর ফোঁড়া নিয়ে রসিকতা করছিল। ও কাঁটা দিয়ে টেবিলে টোকা মারলো।

ও বললে, “শোন্, আগামীকাল আমার নাক এমনভাবে হ্যাণ্ডেলের বাঁটের সঙ্গে লেগে থাকবে যে, স্রেফ মৃদু বাতাসই ছুঁয়ে যাবে আমার ফোঁড়াকে।”

মেয়েদের একজন টেবিলের ও মাথায় ওর দিকে তাকিয়ে দেখলে, ও দাঁত খিচালো বটে কিন্তু লাল হয়ে উঠলো। লোকে বলে স্পেনীয়েরা প্যাডেল করতেই জানে না।

একটা বড় সাইকেল প্রস্তুতকারী কোম্পানীর টিম ম্যানেজারের সঙ্গে খোলা বারান্দায় বসে আমি কফি পান করলাম। ও বললে, রেসটা বেশ ভালোই হয়েছে, তবে বোটেসিয়া যদি পেম্পলোনায় কেটে না পড়তো, তা হলে এটা রীতিমতো দেখবার মতই হতো। রেসের জন্য ধুলো খুব খারাপ, তবে ফ্রান্সের চেয়ে স্পেনের রাস্তা অনেক ভালো। ওর মতে পৃথিবীতে সাইকেল রেস্ হচ্ছে একমাত্র ক্রীড়া। ফ্রান্স পর্যন্ত যে রেস তা আমি দেখেছি কি না? শুধু কাগজেই দেখেছি। ক্রীড়াজগতের ঐ নাকি সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এ সব রোড-রেসের অনুসরণ আর ব্যবস্থা করার মাধ্যমেই ওর পরিচয় হয়েছে ফ্রান্সের সাথে। খুব কম লোকেই ফ্রান্সকে জানে। সারা বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল এবং তার পরেও হেমন্তে সাইকেল রেস দাতাদের সঙ্গে ও রাস্তাতেই দিন কাটিয়ে দেয়। এ সব রোড রেসে শহর থেকে শহরে কত মটর এদের অনুসরণ করে, তার সংখ্যাটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। এ খুব ধনীদেশ আর প্রতি বছরই অধিকতর ক্রীড়ামোদী হয়ে উঠছে দেশটা। পৃথিবীতে এটাই সব চেয়ে ক্রীড়ামোদী দেশ। সাইকেল রেসই তা করেছে। আর ফুটবলও। সে জানে ফ্রান্সকে। ফ্রান্স অত্যন্ত ক্রীড়ামোদী। রাস্তার দৌড় প্রতিযোগিতাও ওর জানা আছে। আমরা ব্রাণ্ডি পান করলাম। যদিও শেষ কালে প্যারীতে ফিরে যাওয়া তেমন মন্দ নয়। একটি 'পানেমই' শুধু আছে। তার মানে সারা পৃথিবীতে। দুনিয়ায় প্যারিস শহরই হচ্ছে সব চেয়ে ক্রীড়ামোদী। আমি কি শোপে দ্য নেগ্রেকে জানি? আমি জানি না। কোন সময় ওকে ওখানে গিয়ে দেখে আসবো আমি। নিশ্চয়ই দেখে আসবো। আমরা এক সঙ্গে আর একবার ব্রাণ্ডি পান করতে চাই। নিশ্চয়ই

পান করবো আমরা। তারা সকাল পৌনে ছ'টায় যাত্রা করবে। ওদের বিদায়ের সময় আমি কি উঠবো? নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করবো। যদি আমি চাই ও আমাকে ডেকে দিতে পারবে। ডাকবে কি? খুব মজার ব্যাপার। ডেস্কে আমি একটি 'ডাক' রেখে যাবো। ও আমাকে ডেকে দিতে তেমন কিছু মনে করবে না। তাকে আমি কষ্ট দিতে চাই না। আমি নিজেই একটা ডাক রেখে যাবো ডেস্কে। আমরা পরস্পরকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম আপাতত।

সকালে আমি যখন ঘুম থেকে উঠলাম তার তিন ঘণ্টা আগে সাইকেল আরোহী আর তাদের অনুসরণ কারী মটরগুলি চলে গেছে। বিছানায় বসেই কফি খেলাম আর কাগজগুলি দেখে নিলাম। তারপর জামা-কাপড় পরে সাঁতারের স্যুট নিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে হাজির হলাম। ভোর বেলা সব কিছুই তাজা, ঠাণ্ডা আর ভিজা হয়ে আছে। নার্সেরা য়ুনিফরম আর চাষীদের পোষাক পরে বাচ্চাদের নিয়ে গাছের তলায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। স্পেনের শিশুরা ভারী সুন্দর। কয়েজন বুট পালিশ ওয়ালা একটা গাছের নীচে বসে এক সৈনিকের সঙ্গে আলাপ করছিল। সৈনিকটার শুধুমাত্র একটি বাহুই আছে। জোয়ার এসেছে, বইছে সুবাতাস আর সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ।

স্নানঘরের একটা কক্ষে ঢুকে আমি পোশাক ছেড়ে, সমুদ্র তীরের সরু সীমারেখাটা পার হয়ে সোজা জলে গিয়ে নামলাম। আমি সাঁতার কাটতে লাগলাম, সাঁতরাতে চাইলাম তরঙ্গমালা ভেদ করে কিন্তু মাঝে মাঝে দিতে হচ্ছে ডুব। পরে শান্ত জলে ঘুরে ফিরে আমি ভেসে থাকলাম কিছুক্ষণ। ভাসার সময় দেখতে পেলাম শুধু আকাশ আর অনুভব করলাম ঢেউয়ের ওঠা-নামা। সাঁতরে আবার ফিরে গেলাম ঢেউয়ের দিকে, বড় একটা ঢেউয়ের উপর মুখ নীচু করে ভেসে থাকলাম। তারপর ফিরে সাঁতার কাটতে লাগলাম। চেষ্টা করলাম শরীরটা দুই ঢেউয়ের মাঝখানে রাখতে, চাইলাম শরীরটার উপর যেন ঢেউ ভেঙ্গে না পড়ে। দুই তরঙ্গের মাঝখানে

সাঁতরাতে সাঁতরাতে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠলাম। তাই ফিরে ভেলার কাছে গেলাম সাঁতরে। জল বেশ ঠাণ্ডা আর লঘু। মনে হয় এ জলে তুমি কখনো ডুবে যাবে না। আমি খুব ধীরে ধীরে সাঁতরাতে লাগলাম, মনে হয় ভরা জোয়ারে এ এক দীর্ঘ সন্তরণ—তার পর নিজেকে টেনে তুলে নিলাম ভেলার উপর, সূর্য্যের তাপে ভেলার পাটাতন গরম হয়ে উঠেছে। আমার গা থেকে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা পানি। ওখানে বসে তাকিয়ে দেখলাম চারদিকের উপসাগর, শহর, নাচঘর আর পথের বৃক্ষ সারি। আরো দেখা গেলো বড় বড় হোটেলের সাদা অলিন্দ আর সোনালী অক্ষরে লেখা নাম। ডানে বেশ দূরে, প্রায় বন্দর লাগোয়া এক সবুজ টিলা যার উপর রয়েছে একটি দুর্গ। জলের গতির সঙ্গে ভেলাটিও দুলছে। যে সরু ফাঁকা স্থানটা সাগরের দিকে চলে গেছে তার অন্য পাশে আরো একটা উঁচু অন্তরীপ দেখা যাচ্ছে। উপসাগরটা সাঁতরে পার হতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু ভয় হলো বিষাক্ত ক্র্যাম্প্‌স মাছের।

রোদে বসে বসে আমি তীরবর্তী স্নানার্থীদের দেখতে লাগলাম। তাদেরে দেখতে লাগলো অতি ক্ষুদ্র। কিছুক্ষণ পর আমি উঠে দাঁড়ালাম, আমার ভারে হালকা ভেলাটা কাঁপছিল তাই পায়ের আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে ভেলা ধরে আমি স্বচ্ছন্দে জলে ডুব দিয়ে পড়লাম। স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে সাঁতরে উপরে উঠে মাথা থেকে নোনা জল ঝেরে ফেললাম—তার পর ধীরে সাঁতরে তীরে এসে গেলাম।

এবার জামা-কাপড় পরে, স্নান কক্ষের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে হেঁটে হোটেলে ফিরে এলাম। সাইকেল প্রতিযোগীরা চারিদিকে 'লা অটো' পত্রিকার অনেক গুলো কপি এখানে ওখানে ফেলে গেছে, আমি সবগুলি কুড়িয়ে নিয়ে অধ্যয়ন কক্ষে রাখলাম, তার পর বাইরে নিয়ে গিয়ে রোদে একটা ইজি চেয়ারে বসে ও গুলি পড়ে ফ্রান্সের ক্রীড়া-জগতের খবর সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলাম। যখন

আমি ওখানে বসে তখন দারোয়ান একটা নীল খাম হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত।

"স্যার, আপনার টেলিগ্রাম।"

যেখানে ভাঁজ করে আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে খামের মুখ সেখানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে আমি তা খুলে ফেল্লাম। কাগজটা সামনে ছড়িয়ে ধরে পড়লাম। ওটা প্যারিস থেকেই ফিরিয়ে পাঠানো হয়েছে এখানে ঃ

> "তুমি কি মাদ্রিদের হোটেল মনটানায় আসতে পারবে ?
> আমি বেশ বিপদে পড়েছি।"—ব্রেট

দারোয়ানকে কিছু বখশিষ দিয়ে সংবাদটা আমি আর একবার পড়ে দেখলাম। পাশের রাস্তা ধরে একজন ডাকপিয়ন আসছিল। ও এসে হোটেলে ঢুকলো। ওর গোঁফ জোড়া বেশ মোটা, দেখাচ্ছে ওকে কিছুটা জঙ্গী। ও ফের বেরিয়ে এলো হোটেল থেকে। তার ঠিক পেছনেই দারোয়ানটা।

"স্যার, এই যে আপনার আর একটি টেলিগ্রাম।"

বললাম, "ধন্যবাদ।"

টেলিগ্রামটা খুল্লাম। এটা পেম্পলোনা থেকে ফিরিয়ে পাঠানো হয়েছে।

> "তুমি কি মাদ্রিদের হোটেলে মনটানায় আসতে পারবে ?
> আমি বেশ বিপদে পড়েছি।"—ব্রেট

বোধ হয় আর এক বার বখশিষের আশায় দারোয়ান তখনো দাঁড়িয়ে।

"মাদ্রিদের ট্রেন কখন আছে ?"

"আজ ভোর ন'টায় একটা ছেড়ে গেছে। এগারোটায় একটা 'মন্থর' ট্রেন আছে আর সাদার্ণ এক্সপ্রেস ছাড়বে আজ রাত দশটায়।"

"তা হলে সাদার্ণ এক্সপ্রেসে আমার জন্য একটা বার্থ ঠিক করে এসো। টাকাটা এখনি চাও?"

ও বললে, "আপনার যেমন খুশী। না হয় বিলে যোগ করে দিতে বলে দেবো।"

"তাই করো।"

তার মানে সান সেবাস্টিয়ানকে চুলোয় নিক্ষেপ করা। এরকম একটা কিছু যে ঘটবে—মনে হয় তেমন একটা অস্পষ্ট প্রত্যাশা আমার মনে জেগেছিল। দেখলাম দারোয়ানটা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

"দয়াকরে একটা টেলিগ্রাম ফরম আমাকে এনে দাও ত।"

ও ফরম নিয়ে এলে আমি আমার ফাউন্টেন পেন বের করে তাতে লিখলাম ঃ

"লেডি এশ্লে, হোটেল মণ্টানা, মাদ্রিদ।
আগামী কাল সাদার্ণ এক্সপ্রেসে আসছি। ভালোবাসা।
—জ্যেক্

এ-ই বোধ করি করতে হয়। হ্যাঁ, এই। একটা মেয়েকে দূরে এক পুরুষের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া। আবার তাকে এমন এক জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যার সঙ্গে সে উধাও হয়ে যাবে। এখন গিয়ে তাকে নিয়ে আসা। আবার টেলিগ্রামটার নীচে ভালবাসা জানিয়ে সই করা। এই ঠিক। এই আমি। লাঞ্চ খেতে ভিতরে চলে গেলাম।

সাদার্ণ এক্সপ্রেসে সে রাত আমার তেমন ভালো ঘুম হলো না। সকালে ডাইনিং-কারে গিয়েই প্রাতরাশ গ্রহন করলাম আমি। পরে বসে বসে এভিলা আর এস্কোরিয়ালের মাঝখানে পাইন ঘেরা পার্বত্য ভূমির দিকে চেয়ে রইলাম। এস্কোরিয়ালকে দেখলাম জানালা পথে—দীর্ঘ, ধূসর আর রৌদ্রেও যেন হয়ে আছে ঠাণ্ডা।

আমার কাছে ওটা তেমন বিরক্তিকর মনে হলো না। সমতলের উপর দিয়ে ভেসে উঠল মাদ্রিদের দৃশ্য, রৌদ্রদগ্ধ কঠিন ভূমি থেকে দূরে টিলার উপর ঘন-নিবদ্ধ সাদা আকাশ-চুম্বী হর্ম্যরাজির সারি যেন!

এ লাইনের রেলের শেষ স্টেশন হলো মাদ্রিদের 'নরটে'। সব ট্রেন এখানে এসেই থেমে পড়ে। এখান থেকে অন্য কোথাও যায় না ট্রেন। বাইরে গাড়ী, ট্যাক্সি আর হোটেল পরিচালকরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। দেখতে প্রায় মফঃস্বল শহরের মতো। আমি একটা ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সিটা বাগান, শূন্য প্রাসাদ আর টিলার ধারে অসমাপ্ত গির্জার পাশ দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। যতক্ষণ না উপরে উষ্ণ এক আধুনিক শহরে এসে পৌঁছলাম ততক্ষণ ধরে শুধু চড়াই চললো। বেশ একটা মসৃণ রাস্তা ধরে ট্যাক্সিটা পিয়োয়েরটা ডেল সলের দিকে ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগলো, তার পর যান বাহনের ভিতর দিয়ে এসে পৌঁছলাম কেরেরা সান জেরোনিমো-তে। গরমের জন্য সব দোকান-পাটগুলিতে চাঁদোয়া টেনে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার যে দিকটায় রোদ পড়েছে সে দিকের সব জানালার খড়খড়িও রাখা হয়েছে বন্ধ করে। মোড়েই ট্যাক্সিটা থামলো। ওখান থেকেই দোতালার হোটেল মণ্টানা লেখা সাইনবোর্ড আমি দেখতে পেলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার মাল পত্রগুলি এনে লিফটের কাছে পৌঁছে দিলে। লিফ্ট টা আমি চালু করতে পারলাম না, তাই হেঁটেই উপরে উঠে গেলাম। উপরে দো-তালায়ও 'হোটেল মণ্টানা' লেখা পিতলের একটা সাইন বোর্ড রয়েছে। আমি বেল বাজালাম। কিন্তু কারো আবির্ভাব ঘটলো না দরজায়। আমি আবারও বাজালাম, এবার বিরক্ত মুখে এক ঝি এসে দরজা খুললে।

জিজ্ঞেস করলাম, "লেডী এশলে কি এখানেই থাকেন?"

অত্যন্ত নিস্পৃহ চোখে ও আমার দিকে তাকালে।

"কোন ইংরেজ মহিলা কি এখানে আছেন?"

ও ফিরে গিয়ে ভিতর থেকে একজনকে ডেকে আনলো। বেশ মোটা শোটা এক মেয়েলোক এসে দরজায় দাঁড়ালে। তার মাথার চুল ধূসর আর মুখমণ্ডলের চারদিকে তেল দিয়ে শক্ত করে লেপ্টানো। সে খাটো বটে কিন্তু সরদারি করার শক্তি রাখে মনে হলো।

জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কি কোন ইংরেজ মেয়ে আছে? থাকলে ঐ ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

"হ্যাঁ, এখানে একজন মেয়ে ইংরেজ আছেন। তিনি যদি দেখা করতে চান তা হলে নিশ্চয়ই আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।"

"তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"ঝি ওঁকে জিজ্ঞেস করবে।"

"খুব গরম।"

"গ্রীষ্ম কালে মাদ্রিদে ভয়ানক গরম।"

"শীতকালে ঠাণ্ডা কেমন?"

"হ্যাঁ, শীতকালে আবার খুব ঠাণ্ডা।"

আমি নিজেও কি হোটেল মনটানায় থাকতে চাই?

ও ব্যাপারে আমি এখনো কিছু ঠিক করিনি। তবে আমি খুব খুশী হবো যদি আমার মাল পত্রগুলি নীচে থেকে উপরে আনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তা না হলে চুরি যাওয়ার আশঙ্কা। হোটেল মণ্টানা থেকে অবশ্য কখনো কিছু চুরি যায়নি। অন্য হোটেলে যায়। এখানে কিন্তু না। একদম নয়। এখানকার লোকগুলিকে বাছাইয়ের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি করা হয়। শুনে আমি খুশী হলাম। তবুও আমার মালপত্রগুলি উপরে আনা হলে আমি সন্তুষ্ট হবো।

ঝি এসে জানালো মেয়ে ইংরেজটি পুরুষ ইংরেজটিকে এখনি, এই মুহূর্তেই দেখতে চায়।

বললাম, "ভালো। দেখলে ত, আমি যা বলেছিলাম তা ঠিক কিনা।"

"নিঃসন্দেহে।"

একটা অন্ধকার করিডোর ধরে ঝিকে অনুসরণ করে তার পেছনে পেছনে চললাম। শেষ প্রান্তে এসে ও একটা দরজায় টোকা দিলে।

ব্রেট বললে, "হ্যালো, জ্যেক, তুমি এসেছ!"

"হ্যাঁ, আমিই।"

"এসো, ভেতরে এসো।"

আমি দরোজাটা খুলে ফেললাম। আমি ঢোকার পর ঝি তা বন্ধ করে দিলে। ব্রেট বিছানায় বসে। এইমাত্র ও চুল আচঁড়াচ্ছিল, চিরুনীটা এখনো ওর হাতে ধরা। যারা সব সময় চাকর-বাকরের উপর নির্ভর করে তাদের ঘরের মতই দেখলাম এটারও বিশৃঙ্খল অবস্থা।

ব্রেট বললে, "ডার্লিং!"

আমি বিছানায় উঠে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে চুমু খেলো, আমি বুঝতে পারলাম আমাকে চুমু খাওয়ার সময় ও অন্য কিছু একটা ভাবছিল। আমার দুই বাহুর মধ্যেই ও কাঁপছিল। ও যেন চুপসে গেল।

"ডার্লিং, কি এক নরক যন্ত্রনাতেই না আমার সময় কাটলো।"

"সব কিছু খুলে বলো আমাকে।"

"কিছুই বলার নেই। মাত্র গতকালই ও বিদেয় হয়েছে। আমিই বাধ্য করেছি ওকে বিদেয় নিতে।"

"ওকে রাখলে না কেন?"

"জানি না। এমন কাজ কেউ করে না। যাই হোক, ওকে আমি কোন রকম আঘাত করেছি বলে মনে হয় না।"

"হয়তো তুমি ওর সংগে খুব ভালো ব্যবহারই করেছ।"

"কারো সঙ্গে ওর থাকা উচিত নয়। আমি ঠিকই তা বুঝতে পেরেছি।"

"না।"

ও বললে, "জাহান্নামে যাক্। ও নিয়ে আলাপ না করাই ভালো। ও নিয়ে আমরা আর কোন কথাই বলবো না!"

"বেশ তাই হবে।"

"আমাকে নিয়ে ওর লজ্জা পাওয়াটা আমার জন্যে যে কতো বড় আঘাত! জানো, আমাকে নিয়ে ও লজ্জা পেতো!"

"না।"

"হ্যাঁ, জানো, কাফেতেই ওরা আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল। ও চেয়েছিল আমি লম্বা চুল রাখি। আমার লম্বা চুল! আমাকে তখন স্রেফ নরকের মতই দেখাতো।"

"বেশ মজার কথা ত।"

"ওর ধারণা তাতে আমাকে আরো মেয়েলি দেখাবে। কিন্তু তাতে আমার চেহারাটা যে বীভৎস হয়ে উঠতো।"

"তারপর কি হলো?"

"যাক ওটা ও কাটিয়ে উঠেছিল। আমাকে নিয়ে ও আর তেমন লজ্জাবোধ করেনি।"

"বিপাকে পড়ার ঘটনাটা কি?"

"জানতাম না যে ওকে বিদায় নিতে আমি বাধ্য করতে পারবো। আবার আমার হাতে একপয়সাও নেই বলে ওকে ছেড়ে আমি যে চলে যাবো তারও উপায় ছিল না। জানো, ও আমাকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছিল? আমি বলেছিলাম যথেষ্ট আছে আমার। ও কিন্তু জানতো আমি ঝুট বলছি। জানোইত ওর টাকা আমি নিতে পারি না।"

"না।"

"যাক্ ওসব কথা না বলাই ভালো। তবে ব্যাপারগুলো ভারি মজার! আচ্ছা একটা সিগারেট দাও দেখি আমাকে।"

আমি সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিলাম।

"গিব-এ ওয়েটার হিসেবে ও কিছুটা ইংরেজি শিখে নিয়েছিল।"

"বেশ!"

"শেষে ও আমাকে বিয়ে করতেই চেয়েছিল।"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ, সত্যি। আমি এমন কি মাইককেও বিয়ে করতে পারি না।"

"হয়তো ও ভেবেছে তাতে ও লর্ড এশ্‌লে হয়ে যেতে পারবে।"

"না। সেজন্যে নয়। ও সত্যি সত্যি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ও বলেছিল, যাতে আমি ওকে ছেড়ে যেতে না পারি। আমি যে কখনো ওকে ছেড়ে যাবো না এ বিষয়ে ও নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। অবশ্য আমি আরো বেশী মেয়েলি হবার পর।"

"তোমার এখন স্বস্তি বোধ করা উচিত।"

"তা করি। আমি আবার ঠিক হয়ে গেছি। ক্কোনকে ও একেবারে মুছে দিয়েছে।"

"ভালো।"

"জানো আমি ওর সংগেই থাকতাম, যদি জানতাম তাতে ওর খারাপ হবেনা। ওর সংগে কাটছিলো ভালোই।"

"বলো তোমার ব্যক্তিগত চেহারাটা বাদ দিয়ে।"

"ওতে ও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।"

ও সিগারেটটা নিভিয়ে রাখলে।

"জানো, আমার বয়স এখন চৌত্রিশ। যে কুত্তি নিজেদের সন্তানের জীবনকে ধ্বংস করতে চায় আমি তাদের মতো হতে চাইনা।"

"তা ঠিক।"

"আমি ও রকম হতে চাইনা। জানো এখন আমার ভালো লাগছে, আমি স্বস্তি বোধ করছি।"

"ভালো।"

ও দূরে তাকিয়ে রইল। মনে করলাম ও বোধ করি আর একটা সিগারেট চায়। তারপর দেখলাম ও কাঁদছে। ওর কান্না আমি অনুভব করতে পারি। কান্না আর কাঁপুনি সমানে চলেছে। ও

চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। আমি আমার দুই বাহু দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

"ও নিয়ে আর কোন কথা বলোনা। দয়া করে ও প্রসংগ আর কোনদিন তুলো না।"

"ব্রেট! লক্ষ্মিটি!"

"আমি মাইকের কাছে ফিরে যাবো।"

ওকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় ওর কান্না আমি অনুভব করতে পারছি।

"কতো ভালো, কতো অদ্ভুত। আমার মতো মানুষেরই উপযুক্ত।"

ও চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। আমি ওর চুলে ধীরে আংগুল চালাচ্ছিলাম। আমি অনুভব করতে পারছি ওর কম্পন।

ও বললে, "আমি ওদের মতো কুত্তি হতে চাইনা। কিন্তু, জ্যেক্ দয়া করে বলো। ও নিয়ে আমরা আর কোন কথাই বলবো না কোনদিন।

আমরা হোটেল মন্টানা ছেড়ে দিলাম। যে মেয়েটি এ হোটেল চালায়, সে আমাকে বিল শোধ করতে দিলে না। বিল নাকি আগেই শোধ করা হয়েছে।

ব্রেট বললে, "বাদ দাও ও সব। ওতে এখন কিছু আসে যায় না।"

ট্যাক্সি করে আমরা হোটেল প্যালেসে এলাম, মালপত্রগুলি রেখে, সাদার্ণ এক্সপ্রেসে রাত্রির জন্য বার্থ ঠিক করে হোটেলের বারে আসলাম কক্‌টেলের জন্য। আমরা যখন বারের উঁচু টুলে গিয়ে বসলাম, তখন বার মালিক একটা বড় নিকেলের পাত্রে আমাদের জন্য মার্টিনী ঝাঁকাতে শুরু করলো।

আমি বললাম, "বড় হোটেলের বারে যে অদ্ভুত ভদ্র ব্যবহার পাওয়া যায় তা সত্যই উপভোগ্য।"

"বারের লোক আর জকিরাইত এখনো যা কিছু ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে থাকে।"

"হোটেল যতই বিশ্রী হোক, বার কিন্তু সব সময় চমৎকার।"

"ভারী অদ্ভুত।"

"বার পরিচালকরা সব সময় চমৎকার ব্যবহার করে থাকে।"

ব্রেট বললে, "তুমি জানো, এটা সত্যি কথা। ওর বয়স মাত্র উনিশ। ভারি অবাক লাগেনা কি?"

বারে পাশাপাশি রাখা গ্লাস দু'টো আমরা স্পর্শ করে দেখলাম। ঠাণ্ডায় গ্লাস দুটোর গায়ে ফোঁটা জমে আছে। পর্দা ঝুলানো জানালার বাইরে মাদ্রিদের গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ।

বারের লোকটাকে বললাম, "মার্টিনিতে জলপাই আমায় বেশ ভালো লাগে।"

"ঠিক বলেছেন, স্যার! এক্ষণি দিচ্ছি।"

"ধন্যবাদ।"

"দেখো, আগেই আমার চাওয়া উচিত ছিল।"

বার-মেন বার থেকে এখন এত দূরে চলে গেছে যে, আমাদের আলাপ শুনতে পাবে না। টেবিলের উপর রাখা অবস্থায়ই ব্রেট এক ঢোক মার্টিনি খেয়ে নিলে। তারপর ওটাকে ও তুলে নিলে। প্রথম ঢোক খাওয়ার পরই ও অকম্পিত হস্তে ওটা তুলে নিতে পারলো। ওর হাতের বেসামাল অবস্থা এখন কেটে গেছে।

"বেশ ভালো জিনিষ। এ বারটা বেশ চমৎকার, না?"

"সব বারই চমৎকার।"

"দেখো, প্রথমে আমি বিশ্বাসই করিনি। ওর জন্ম ১৯০৫-এ। তখন আমি প্যারিসে স্কুলে পড়া-শোনা করছি। অবস্থাটা ভেবে দেখো।"

"এ নিয়ে আর কি কি তুমি আমাকে ভেবে দেখতে বলো?"

"গাধার মতো কথা বলো না। এক মহিলাকে একটু মদ খাওয়াবে কি?"

"আমাদের আরো দু'টো মার্টিনি চাই।"

ওয়েটার বললো, "আগেরটার মতোই স্যার ?"

ব্রেট ওর দিকে হেসে বললো, "ওগুলো বেশ ভালই ছিল।"

"ধন্যবাদ মেম।"

ব্রেট বললো, "বেশ চমৎকার।"

"হ্যাঁ, চমৎকার।"

ব্রেট, "জানো, এর আগে স্রেফ দু'টো মেয়ের সঙ্গে ও মেলামেশা করেছে। ষাঁড়ের লড়াই ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারেই ওর তেমন আগ্রহ ছিল না।"

"ওর ত প্রচুর সময় রয়েছে।"

"জানি না। ও নাকি শুধু আমার কথাই ভেবেছে। শো' সম্বন্ধে মোটেও না।"

"তাহলে শুধু তোমার কথাই ভেবেছে।"

"হ্যাঁ। আমার কথাই।"

"মনে করেছিলাম ও নিয়ে তুমি আর কোন কথাই উত্থাপন করবে না।"

"কি করে নিজেকে সামলে নেই।"

"ও নিয়ে যতই বলবে, ততই সবকিছু হারিয়ে যাবে।"

"আমি স্রেফ ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই বলছি! জ্যোক, শোনো আমি এখন বেশ ভালো বোধ করছি।"

"করা উচিত।"

"কুত্তি না হওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্যেই ভালো বোধ করার একটা স্বস্তি রয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"এ প্রায় ঈশ্বরের পরিবর্তে কিছু একটা পাওয়ার মতই।"

আমি বললাম, "কেউ কেউ ঈশ্বরকেও পায়। অনেকেই পায়।"

"আমার সঙ্গে ঈশ্বরের ভালো ভাব নেই।"

"আর একবার করে মার্টিনি চলবে নাকি ?"

বারের লোকটা ছ'টো মার্টিনি খুব করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে নতুন গ্লাসে ঢেলে দিলে।

ব্রেটকে জিজ্ঞেস করলাম : "লাঞ্চ কোথায় খাওয়া যায় ?"

বারে বেশ ঠাণ্ডা। জানালা পথে সহজেই বাইরের গরম অনুভব করা যায়।

ব্রেট জিজ্ঞেস করলো "এখানে কেমন হয় ?"

"এখানে হোটেলে খুব বিশ্রী লাগবে।"

বারের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বটিনস্ কোথায়, চেন নাকি ?"

"হাঁ, স্যার। যদি বলেন ঠিকানাটা আমি লিখে দিতে পারি, দেবো ?"

"ধন্যবাদ।"

বটিন্‌সের দোতালায় বসে আমরা লাঞ্চ খেলাম। ছনিয়ার সব চেয়ে সেরা রেঁস্তোরার মধ্যে এটিও একটি। আমরা বাচ্চা শূকরের রোস্ট খেলাম আর পান করলাম 'রিয়োজা অল্টা'। ব্রেট তেমন বেশী খেলোনা। ও কখনো বেশী খায় না। আমি বেশ জবরদস্ত রকমের খেলাম আর পান করে নিলাম তিন বোতল 'রিয়োজা অল্টা'।

ব্রেট জিজ্ঞেস করলো, "কেমন বোধ করছো জ্যেক, খোদা, কি খাওয়াটাই না খেলে তুমি আজ।"

"আমি খুব ভালো বোধ করছি। কিছু মিষ্টি খেতে চাও ?"

"প্রভু, না।"

ব্রেট ধূম পান করছিল।

ও বললে, "তুমি খেতে চাও না কি ?"

বললাম, "হ্যাঁ। আমি ত কতো কিছুই করতে চাই।"

"কি কি করতে চাও তুমি ?"

বললাম, "ও, অনেক কিছু আমি করতে চাই, মিষ্টি কিছু খাবে তুমি ?"

ব্রেট "ঐ কথা ত আগে একবার জিজ্ঞেস করেছিলে।"

বললাম, "হ্যাঁ। করেছিলাম। এসো, আর এক বোতল করে 'রিয়োজা অল্টা' পান করা যাক।"

"জিনিষটা বেশ ভালো।"

বললাম, "তুমি ত ওটাও বেশী পান করোনি ?"

"করেছি। তুমি দেখোনি।"

আমি বললাম, "কি বলো, দু' বোতল নেওয়া যাক।"

বোতলগুলি এলো। আমি সামান্য কিছুটা আমার গ্লাসে ঢেলে নিয়ে ব্রেটের গ্লাসটা ভরে দিলাম। তারপর নিলাম আমার গ্লাসটা ভরতি করে। আমরা গ্লাসে গ্লাসে ছুঁইয়ে নিলাম।

ব্রেট বললো, "চমৎকার।"

আমি আমার গ্লাসটা নিঃশেষ করে নিলাম। ব্রেট আমার বাজুতে হাত রেখে বললে "জ্যেক্ মাতাল হয়ো না। তোমার নেশা করার দরকার নেই।"

"তুমি কি করে জানো ?"

সে বললে, "না, নেশা করতে হবে না। এমনিতেই তুমি ঠিক হয়ে যাবে।"

বললাম, "আমার ত নেশা হচ্ছে না। স্রেফ একটুখানি মদ পান করছি আমি। মদ খেতে আমার বেশ লাগে।"

ও বলে, "মাতাল হয়ো না। জ্যেক্, মদ খেয়ে মাতাল হয়ো না।"

বললাম, "গাড়ী করে বেড়াতে চাও ? শহরের ভিতরটায় গাড়ী করে ঘুরতে চাও ?"

ব্রেট বললো, "ঠিক আছে। মাদ্রিদ আমি দেখিইনি। আমার দেখা উচিত মাদ্রিদ।"

বললাম, "আমি এটা শেষ করে নিই।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের তালায় খাবার-ঘরের ভিতর দিয়ে আমরা রাস্তায় এসে পড়লাম। একজন ওয়েটার ট্যাক্সি ডাকতে

গেল। দিনটা বেশ গরম আর উজ্জ্বল। রাস্তার ধারেই গাছ আর মাটি ছাওয়া ছোট একটা স্কোয়ার, ওখানেই ট্যাক্সিগুলি পার্ক করা আছে। রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এলো। একপাশে ওয়েটারটা ঝুঁকে আছে। ওকে বখশিষ দিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিলাম কোথায় যেতে হবে। তারপর ভিতরে ঢুকে বসে পড়লাম ব্রেটের পাশে। ড্রাইভার রাস্তা ধরে গাড়ী চালিয়ে দিলে। আমি পিছনে হেলান দিয়ে বসলাম, ব্রেট সরে এসে আমার গা ঘেঁষে বসলো। আমরা বসলাম একে অপরের সঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে। আমার বাহু দিয়ে ওকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। আর ও আরামে বসলো আমার গায়ে ঠেস দিয়ে। দিনটা বেশ গরম আর উজ্জ্বল। চারদিকের বাড়ীগুলিকে দেখাচ্ছে তীব্র রকমের সাদা। আমাদের গাড়ী এবার 'গ্রেন ভিয়া'র দিকে মোড় নিলো।

ব্রেট বললে, "জ্যেক্, আমরা দু'জনে একসংগে এমন চমৎকার দিন ত আগেও পেতে পারতাম।"

সম্মুখে খাঁকি পোষাক-পরা এক অশ্বারোহী পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করছিল। ও ওর ব্যাটন উঁচু করলো। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা মন্থর হয়ে যেতেই ব্রেট এসে ধাক্কা খেলো আমার গায়ে।

বললাম, "হ্যাঁ। কথাটা ভাবতেও কেমন ভালো লাগে, তাই না?"

সমাপ্ত